Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বসংবেদন

LIBRARY
No. 3/124
... ashram
BANARAS

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বসংবেদন নামাঙ্কিত যে লেখাগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল তাহা এক অভিনব অপরূপ রচনা, যাহা বাহিরের কাহারও জিজ্ঞাসার নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া লিখিত হয় নাই, যাহা আপন অন্তরের স্বয়ং উদ্ভূত নানা জিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করিয়া স্ফুট প্রজ্ঞালোকের সহজ বিচ্ছুরণ মাত্র। যে সাধকের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অন্তরের এই দিব্য ভাবনার প্রক্রিয়াকে অন্যের গোচর না করিলে তাহা জানিবার উপায় থাকে না। আমাদের পরম-সৌভাগ্য যে পূজনীয় আচার্য্যদেব তাঁহার ভাস্বর চিত্তাকাশে দিব্য আলোকের বিকিরণ যখন যেভাবে ঘটিয়াছে—কখনও পথ চলিতে ট্রেনে বা গাড়ীতে, কখনও কোনো ধর্মশিক্ষায় বা তীর্থক্ষেত্রে, কখনও বা নিজের বাড়ীতে — তখনই তেমনই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ১৯১৬ সালে ইহার সূচনা প্রথম তিনি পাইয়াছিলেন। তাহার এক বিচিত্র ইতিহাস আছে। কিন্তু তাহার পর বিশেষতঃ ১৯১৮ সালে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের পর ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময় তাঁহার চিত্তে বোধরূপে উদিত হইত। এখানে তাহারই সংকলন অধ্যাত্মপিপাসু ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের কল্যাণার্থে প্রকাশিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 8188 3/124
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বসংবেদন

LIBRARY 3/124
No.......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বসংবেদন

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

LIBRARY
No....... 3/124
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পশ্যন্তী প্রকাশনী
কলিকাতা৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ্ স্ট্রীট
(সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)

প্রথম প্রকাশ রামনবমী, ১৩৭৮
মূল্য দশ টাকা মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

৩। জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৪। শ্রীহেমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
ডি ৩৪/৭১, গণেশ মহল্লা, বারাণসী।

মুদ্রাকর
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পশ্যন্তী প্রকাশনীর পক্ষ হইতে ইতিপূর্বে আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি নানা জিজ্ঞাসু সাধকদের সাধনা ও তত্ত্ববিষয়ক বিবিধ জিজ্ঞাসার উত্তর যে সব পত্রের মাধ্যমে দিয়াছেন, তাহারই কিছু সংকলিত হইয়াছে। এবার আমরা তাঁহার 'স্বসংবেদন' নামাঙ্কিত যে লেখাগুলি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি, তাহা এক অভিনব অপরূপ রচনা, যাহা বাহিরের কাহারও জিজ্ঞাসার নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া লিখিত হয় নাই, যাহা আপন অন্তরের স্বয়ং উদ্ভূত নানা জিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করিয়া স্ফুট প্রজ্ঞালোকের সহজ বিচ্ছুরণ মাত্র। সদ্‌গুরুর কৃপা যথার্থ লাভ হইলে আত্মা স্বয়ংই বক্তা গুরু ও শ্রোতা শিষ্যরূপে প্রকট হ'ন, যাহার ফলে পরিণামে সমস্ত সংশয়ের উচ্ছেদ ঘটে, হৃদয়-গ্রন্থিভেদ সংসাধিত হয় এবং সমস্ত কর্মের ক্ষয়ও হইয়া যায়। সাধক যেমন নিজে এইরূপে কৃতার্থতা লাভ করেন, তেমনই তাঁহার এই সূক্ষ্ম চিন্তার প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করিতে পারিলে অপরাপর অজ্ঞজনেরও অন্তরের নানা সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়।

কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান অন্তরের বস্তু, বাহিরের আহৃত বস্তু নহে। যে-সাধকের হৃদয়ে ইহা স্ফুরিত হয়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অন্তরের এই দিব্য ভাবনার প্রক্রিয়াকে অন্যের গোচর না করিলে তাহা জানিবার উপায় থাকে না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে পূজনীয় আচার্যদেব তাঁহার ভাস্বর চিত্তাকাশে দিব্য আলোকের বিকিরণ যখন যেভাবে ঘটিয়াছে—কখনও পথ চলিতে ট্রেনে বা গাড়িতে, কখনও কোনো ধর্মশালায় বা তীর্থক্ষেত্রে, কখনও বা নিজের বাড়ীতে—তখনই তেমনই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ জীবন-সায়াহ্নে আমাদের একান্ত আগ্রহে ও সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার একান্ত অন্তরের সম্পদ্‌কে সকলের জন্য বিলাইয়া দিবার সস্নেহ অনুমতি দান করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালে এতদিন নিজ ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের জন্যই তিনি এই সম্পদ্‌কে সংগোপনে সুরক্ষিত করিরা রাখিয়াছিলেন। ইহা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য লিখিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

যতটা আমরা জানিতে পারিয়াছি এই জাতীয় রচনার প্রথম অংশগুলি প্রায় ১৯২০ সালের বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ের হইবে। ১৯১৬ সালে ইহার সূচনা প্রথম তিনি পাইয়াছিলেন। তাহার এক বিচিত্র ইতিহাস আছে। কিন্তু তাহার পর বিশেষতঃ ১৯১৮ সালের তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের পর ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহার চিত্তে বোধরূপে উদিত হইত। প্রাচীন ঋষিগণ এই জাতীয় রচনাকে বিবেকবাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল শুদ্ধ বিকল্পাত্মক রচনাগুলি মাঝে মাঝে তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইত। তখনই তিনি উহা পেন্সিলদ্বারা নোটবুকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কারণ লিপিবদ্ধ না করিলে এই সব তত্ত্ব অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। স্ফুরণের সময় ইহাকে মনের দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া চিত্তক্ষেত্রে সযত্নে রক্ষা করতে হয়।

এই সকল বোধরূপ বাণী ক্ষণজন্মা। ইহা উদিত হওয়ার পর ইহাকে স্মৃতির দ্বারা সংরক্ষিত করিতে চেষ্টা না করিলে দ্বিতীয়বার ইহাকে আর পাওয়া যায় না। ইহার উদয় যে কখন হয় তাহা বলা যায় না। তবে কোন গূঢ় বিষয়ে সংশয়যুক্ত তীব্র চিন্তার উদয় হইলে ইহা কখনও কখনও অকস্মাৎ স্ফুরিত হইয়া পড়ে। দেহাত্মবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট স্মৃতির দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতে হয়। নতুবা বাষ্পের মতন শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। প্রশ্ন মনে মনে কোন সময়ে উদিত হইলেও তাহার সমাধান এইভাবে হইয়া থাকে। ইহা শীঘ্র হইতে পারে, কালবিলম্বেও হইতে পারে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। চিত্তের আধ্যাত্মিক প্রগতি অনুসারে ইহা কখনও সংশয়ের অল্পকাল ব্যবধানে সমাধানরূপে উদিত হয়, কখনও ব্যবধান সুদীর্ঘকালের হইয়া যায়। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া না রাখিলে অথবা ব্যাবহারিক মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সুরক্ষিতভাবে স্থাপন না করিলে দীর্ঘকালের জন্য বিলীন হইয়া যায়। পুনর্বার ইহার উদয় হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

এই সকল বিবেকজবাণী কল্পনা রাজ্যের ব্যাপার। তবে ইহা অশুদ্ধ কল্পনা নহে, শুদ্ধ কল্পনা, যাহাকে শাস্ত্রে শুদ্ধ বিকল্প বলা হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানের সবিকল্পকভূমি হইতে নির্বিকল্পকভূমিতে যাওয়ার পূর্বে শুদ্ধ বিকল্প রাজ্য অতিক্রম করিতে হয়। এই শুদ্ধ বিকল্প অশুদ্ধ বিকল্প হইতে উত্তম এবং নির্বিকল্পক পদের পথ-প্রদর্শক। ইহাকে তিনি স্বসংবেদন নাম দিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল সংগৃহীত হওয়ার সময় ইহা শুধু নিজের আধ্যাত্মিক মার্গের সুগমতার জন্য তিনি নিজে ব্যবহার করিতেন। এক সময়ের প্রাপ্ত জ্ঞান অন্য সময়ের প্রাপ্ত জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু উভয়ই সত্য। যে সকল সাধক ভাবরাজ্যে এই পথের অনুসরণ করেন তাঁহাদের পক্ষেও ইহা অবস্থাবিশেষে সমধিক উপযোগী হওয়ার কথা। বিবেকোত্তর সকল জ্ঞানই যে সকলের পক্ষে আবশ্যক তাহা বলা যায় না। কারণ, যে বিষয়ে কাহারও ভিতর সংশয় উৎপন্ন হয় নাই সে বিষয়ে সমাধানপ্রকাশক-জ্ঞান তাহার নিকট তৎকালে আবশ্যক না হইতেও পারে এবং একটি বিবেকোত্থ জ্ঞান হইতে তাদৃশ অন্য জ্ঞান স্বরূপতঃ ভিন্ন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এইভাবে জ্ঞানরাজ্যের ক্রমিক বিস্তার সংঘটিত হয়। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া তাহা হয় না। সেস্থলে অব্যক্তভাবে এই জাতীয় জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, দেখা যায়।

এই স্বসংবেদনের পূর্বের অংশগুলি কীটদুষ্ট হইয়াছে। আমার মধ্যভাগ হইতে কিছু অংশ প্রকাশ করিলাম। আশাকরি এই প্রকাশন সাধকগণের চিন্তাক্ষেত্রে সুফলই প্রসব করিবে, যদিও ইহার অনেক অংশ অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হইতে পারে।

রামনবমী ৯ চৈত্র, ১৩৭৮ — শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
বর্দ্ধমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চামৃত-বিদ্যা

১৭।১।৩৬

ভোগ্য	পাকশক্তিতে মন্থন-ব্যাপার	সার বায়ু	ও অসার বায়ু	সারকে গ্রহণ করে	অসার কোথায় যায়	মধ্যস্থ কোথায় থাকে
অন্ন	পাক	১ম অমৃত বীর্য্য	১ম বিষ	অন্নকোষ	বাহির হয়ে যায় মলমূত্ররূপে —ইহাই স্থূলের রোগ নিদান	Gas হয়ে স্থূলে থাকে
প্রাণ	প্রাণন	প্রাণ ওজঃ ২য় অমৃত	আপন ২য় বিষ	প্রাণ কোষ		Gas হয় প্রাণে থাকে সংস্কার
মন	মনন	সঙ্কল্প ৩য় অমৃত	বিকল্প ৩য় বিষ	মনঃকোষ		Gas হয়ে মনে থাকে সংস্কার
বিজ্ঞান	বোধন, নিশ্চয়	অনুকূল জ্ঞান ৪র্থ অমৃত	প্রতিকূল জ্ঞান ৪র্থ বিষ	বিজ্ঞানকোষ		
আনন্দ	মোদন	*অসার নাই		আনন্দ কোষ		এখানে Gas হয় না

* যাহা সার তাহাই ৫ম অমৃত। যে ভোগ করে, সেই প্রকৃত ভোক্তা। এই ভোগে তৃপ্তি আছে। তৃপ্তি হ'লেই উদাসীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮।১।৩৬

জ্ঞান পাইয়া নির্ব্বাণ না নেওয়া—উদ্দেশ্য জগতের কাল ফিরাইয়া দেওয়া। জগতের কল্যাণ। নির্ব্বাণ না নিলে নিজের উপাদান সর্ব্বত্র ছড়াইবেই। তাহাতে সাধারণ atmosphere ভাল হইবেই। মহাপুরুষের বাঁচিয়া থাকাই জগতের মঙ্গল।

(১)

৩১।১।৩৬

চোখের যেমন পাতা আছে—তেমন সকল ইন্দ্রিয় ও রন্ধ্রেরই আছে। এই পাতা বন্ধ করিতে বাহ্যরূপাদি ভিতরে ঢুকিতে পারে না। সবগুলি দ্বার যদি রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বাহ্যজগৎ—ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ—আর জ্ঞানক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। তখন চারিদিকেই অন্ধকার—ইহাই তমোময় আকাশ।

ইহা প্রত্যাহারের পূর্বাভাস। কারণ, অন্তঃশক্তিগুলির প্রবণতা তখনও বাহিরের দিকে থাকে, তবে দ্বাররোধ বা আবরণবশতঃ বাহিরের সঙ্গে যোগ হইতে পারে না।

ইহার পর শক্তিগুলির অন্তর্ম্মুখিতা আবশ্যক। তখন সব রশ্মি-গুলি একস্থানে যাইয়া একীভূত হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

ইহার পর সুর্যোদয় হয়—অন্তরাকাশ আলোকিত হয়। ইহাই অন্তরঙ্গ যোগ বা ধ্যানাদির পূর্ব্বাভাস।

সমস্ত অন্তরাকাশ আলোকিত না হইয়া শুধু খণ্ডভাবে জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ম্ময় রূপের আবির্ভাবও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রমশঃ চারিদিক্কার আঁধার ঐ জ্যোতিতে মিলাইয়া যাইবে। শুধু ঐ রূপ বা জ্যোতিই দৃশ্যভাবে থাকিবে—আঁধার থাকিবে না। অথবা যদি অন্তরাকাশ আলোকিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে একটু রূপের স্ফুরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চারিদিকের আলো ঐ রূপে মিলাইয়া যাইবে। শুধু ঐ রূপই বা জ্যোতিঃই থাকিবে (দৃশ্যভাবে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই ধ্যেয় বস্তু। চিত্ত তখন একাগ্র। ইহা স্থায়ী হইলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই ধ্যেয়=মনেরই আকার। যখন ইহাও থাকে না, তখনই চৈতন্য সমাধি। মন যাহাতে লীন হয়, সেই চৈতন্যই থাকে।

কিন্তু ঐ জ্যোতি বা রূপ কোথা হইতে ফোটে? উহা কাহার পরিণাম? তাহাই বীজ বা মন্ত্র বা শব্দ। এই শব্দ চিদাকাশের তরঙ্গ। ইহাকে আশ্রয় না করিলে মন নিবৃত্ত হয় না—ইহা হইতেই ত্রাণ হয়। তাই ইহা মন্ত্র। অন্য কোন প্রকারে মন নিবৃত্ত হইলেও ফিরিয়া আসে।

……শব্দ মন……

চিদাকাশের এক মেরু হইতে শব্দ ওঠে। অপর মেরু হইতে মন ফোটে। তাই শব্দ ও মন বস্তুতঃ একই। উভয়ে ভেদপ্রতীতি আছে বলিয়াই ভেদময় বা দ্বন্দ্বময় জগতের আবির্ভাব হয়। উভয়ে একতা হইলেই শব্দও থাকে না, মনও থাকে না। চিদাকাশই মাত্র থাকে।

নানাপ্রকার উপায়ে শব্দ ও মনের অভেদ সিদ্ধ হয়। আত্মার চেতনাংশ হইতে ফোটে মন। জড়াংশ হইতে ফোটে শব্দ; অথবা বিপরীত। তাই উভয় উভয়কে চায়। তাই শব্দ ভিন্ন মনের তৃপ্তি বা পূর্ণতা বা স্থিরতা বা শান্তি হয় না। শব্দও মনকে পূর্ণভাবে অধিকার করিতে না পারিলে পূর্ণতা লাভ করে না।

চরমাবস্থায় দুই-ই বিলীন হয়—শুধু আত্মাই থাকে।

সহস্রারের দিক্ হইতে মনের ধারা নামিয়া আসিতেছে। মূলাধারের দিক্ হইতে শব্দের ধারা উঠিতেছে। যখন মনের ধারা পূর্ণভাবে মূলাধারের নীচে নিরুদ্ধ হইবে, তদ্বৎ পূর্ণভাবে শব্দের ধারা সহস্রারে নিরুদ্ধ হইবে তখন একই অদ্বয় সত্তা থাকিবে। প্রপঞ্চের উপশম হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

বিশুদ্ধ জ্ঞান আমরা পাইনা। আমাদের জ্ঞান হয় অনুকূল অথবা প্রতিকূল। যেটা তটস্থ জ্ঞান তাহাও বস্তুতঃ তটস্থ নহে। একটু ঘনীভূত হইলে তাহাও অনুকূল বা প্রতিকূল বোধ হইবে। যেমন সূক্ষ্ম শব্দ নিরন্তর হইতেছে—কিন্তু আমরা তা বুঝিতে পারিনা। তাই আমরা শব্দহীন মনে করিলেও তাহা শব্দহীন নহে।

সত্তারই আত্মপ্রকাশ জ্ঞান।

যে কারণে জ্ঞান অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, তাহা সত্তাতেই থাকে। সত্তাতে জ্ঞান অনুস্যূত আছে—তার সঙ্গে অনুকূলতা বা প্রতিকূলতাও অনুস্যূত আছে। অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধিই ভোগ। অব্যক্তাবস্থায় ভোগ হয় না। কিন্তু সুখ-দুঃখ তখনও থাকে। তবে তাহা সুখ-দুঃখবোধ হয় না—তাই সেটা ভোগ নহে।

যেটা ভোগ হয় তাহা স্থূল ফল—
আর যেটা ভোগ হয় না, তাহা সূক্ষ্ম—বীজ—

এই বীজই কর্ম পদবাচ্য। বীজেরই পরিণতি ফল—উভয়ই বস্তুতঃ অভিন্ন। ভোগে সুখ ও দুঃখ এই বিরুদ্ধভাব থাকে বলিয়া বীজেও তাই আছে। ইহাই পুণ্য ও পাপ। অতএব পাপ-পুণ্যই অভিব্যক্ত অবস্থায় দুঃখ-সুখরূপ ধারণ করে—অথবা অব্যক্ত দুঃখ-সুখের নামই পাপ-পুণ্য।

কেহ দুঃখ অনুভব করিতেছে। আমি যদি তাহার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করি (বোধপূর্ব্বক) তাহা হইলে আমিও ঐ দুঃখ অনুভব করিব। এখন আমি যদি ঐ দুঃখ হইতে ঐ কালাংশকে টানিয়া লই, তাহা হইলেই উহার বীজাবস্থা দেখিতে পাইব। উহাই ঐ দুঃখের কারণভূত পাপকর্ম্ম। বীজের সঙ্গে কালের সম্বন্ধ হইলেই বীজ ক্রমশঃ ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। কালসম্বন্ধের ফলে ক্ষেত্র আপনিই আসিয়া পড়ে। তদ্বৎ কালকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিলে ফলাবস্থা বীজাবস্থার দিকে যায়। দুঃখ-বীজ বা সুখবীজ ধরিবার ইহাই উপায়। বীজকেও তাহার কালেই দেখিতে হয় তাহা হইলে তাহার concrete formটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ যে বিশিষ্ট দুষ্ক্রিয়ারূপে সেই বীজটির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আসে: বীজ নির্ম্মাণ হয় কি প্রকারে?

১০।৩।৩৬

যখন চোখ খুলিয়া থাকি, তখন বাহিরের আলোর দ্বারা সব দেখিতে পাই—অন্ধকার আকাশ আলোকিত হয়। এই আকাশ ভূতাকাশ। ভৌতিক আলোকে ইহা আলোকিত হয়। যখন আলো থাকে না, তখন কিছু দেখা যায় না। এই দেখাতে ইন্দ্রিয় চাই। ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আলো থাকিলেও দেখা যায় না। এইটা দেহাভিমানের অবস্থা। এইটাকে ঘিরিয়া একটা অজ্ঞান আছে যাহাকে বিক্ষেপ বলিতে পারি। (তাহাকে ধরিয়া শোক, মোহও আছে)।

[এ আকাশ ভূতাকাশ, এ জ্যোতি ভূতজ্যোতি, এ source ও ভূতজ্যোতি এ দ্রষ্টা ভূতাভিমানী (sun, moon, fire,) দ্রষ্ট। এখানে দ্রষ্টা ও প্রদর্শক দুই]

একাগ্রতাতে এই অবস্থার ভেদ হয়। তখন দেহাভিমান থাকে না—পাঁচ ইন্দ্রিয় মিশিয়া অন্তঃকরণে লীন হয়। তখন অন্তরাকাশ—দহরাকাশ—হৃদয়াকাশ—চিত্তাকাশ। চক্ষু মুদিলে অন্ধকারময় এই আকাশই উপলব্ধ হয়—যে কোন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিলে এই আকাশই পাওয়া যায়। তবে এক ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া অন্যগুলি রোধ না করিলে ঠিক ঠিক স্থিতি হয় না। কারণ অন্য ইন্দ্রিয় বহিরাকাশে টানিয়া লয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আকাশে অবস্থিত হইয়া জ্যোতির উদয়ে সব আলোকিত হয়। এই জ্যোতির প্রভাবে সমস্ত আকাশ আলোকিত হয়, সকল দৃশ্য দেখা যায়। জ্যোতি আবৃত হইলে আর দেখা যায় না। এই জ্যোতিতে সমস্ত জগৎ আলোকিত—ভিতর বাহির সব। বাহিরের জ্যোতি এই জ্যোতিরই আভাসমাত্র, বেশ বোঝা যায়। ইন্দ্রিয়ের জ্যোতিও ইহারই আভাস মাত্র। সব আবার ইহাতেই ভাসিতেছে। ভাসিতেছে কিন্তু দেখা যাইতেছে না। ঐ যে দেহাভিমান-নিবৃত্তির কথা বলিতেছি উহা একেবারে ঠিক ঠিক হয় না। অভিমানের আভাসটা থাকে, সে অবস্থায় চোখ খুলিলে যেমন দেখা যায় তেমনি চক্ষু আদি বন্ধ করিয়াও দেখা যায়। তবে ইচ্ছা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহা দেখা যায়, শুনা যায়, ইত্যাদি। ইচ্ছানুসারে দেখাশুনা প্রভৃতি সবই হয়। অর্থাৎ আকার সবই সেই আলোতে ভাসিতেছে বটে, তবে ইচ্ছা না হইলে তাহা অব্যক্ত থাকে। ইচ্ছা হইলেই ব্যক্ত হয়। এই ব্যক্তা-ব্যক্ত অবস্থা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহার দুইটি প্রান্ত আছে—এক- সর্ব্ব-ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি, অপর ইচ্ছার একেবারে অস্ফূর্ত্তি। প্রথমাবস্থায় জ্যোতি সর্ব্বাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার-সগুণ-ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম। জ্যোতিই ব্রহ্ম, ইচ্ছার সত্ত্বানুসারে তাহার সগুণ-নির্গুণ ভেদ। তবে জীবের পক্ষে পূর্ণতয়া কোন প্রান্তই পাওয়া কঠিন,—আপেক্ষিকভাবে দুইই পাওয়া যায়।

এই হৃদয়াকাশেই যে জ্যোতির source তাহাই ইষ্ট দেবতা-দেবতা ইত্যাদি। তাঁহার অঙ্গপ্রভা হইতেই অন্তরাকাশ আলোকিত হয়। সব দেখা শুনা যায়। এই আকাশও চিত্তাকাশ, এই জ্যোতিও চিত্তজ্যোতি। এ source (দেবতা)ও চিত্তজ্যোতি, এ দ্রষ্টাও চিত্তাভিমানী দ্রষ্টা; তাই এখানেও দ্রষ্টা ও প্রদর্শক (source)-এ ভেদ আছে। এখানে দৃশ্য—আকার—মনোময়, জ্ঞানময়, চিত্তময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পরে source of light ও দ্রষ্টা মিশিয়া যায়। তখন নিজের আলোতেই নিজে দেখে। এ আকাশ চিদাকাশ, যাহা দেখা যায় তাহা চিন্ময়। এখানেও সাকার-নিরাকারে ভেদ আছে; তাহা ইচ্ছানুসারে তবে আকার চিন্ময়, এখানে দ্রষ্টা ও প্রদর্শক অভিন্ন।

ইহার পর ইচ্ছা নাই। সর্ব্বাকার নিত্য স্ফুট—তাই ইচ্ছা নাই। ইহাকেই নিরাকারও বলে—কোনও আকার পৃথক্ ভাবে উপলব্ধ হয় না। এটি পরব্রহ্মাবস্থা—ইচ্ছার অতীত, সৃষ্ট্যাদির অতীত।

(১)

১৯।৩।৩৬

জয় করা=অতিক্রম করা। যাহাকে জয় করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে এক হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে। অত্যন্ত বেগ আবশ্যক, নতুবা এক হওয়ার পরাবস্থা পাওয়া যায় না—এক হইয়া, লীন হইয়াই, সমাপ্তি ঘটে। যেমন 'ক'কে জয় করিতে হইবে—প্রথমে 'ক'কে দেখিতে হইবে—সম্পুর্ণ 'ক'কে, দেখিতে দেখিতে 'ক'তে লীন হইতে হইবে, তাহাতে মগ্ন হইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত সহজ। আসল কথা হইতেছে—'ক'র মধ্য হইতে আবার উঠিতে হইবে। তবেই 'ক'কে অতিক্রম করা হইল, জয় করা হইল—সাক্ষী, দ্রষ্টা হইয়া 'ক'কে দৃশ্য করা হইল। ইহাই চৈতন্যাবস্থা। তাই চৈতন্যে লীন হয় না। চৈতন্যের মাত্রা অনুসারে জড়ের উপর সে জাগিয়া থাকে। তাই জড় তাহার অধীন হয়।

(২)

অব্যক্ত—আকাশ তুরীয়াতীত

দ্রষ্টা←শুদ্ধ—আকাশ তুরীয়

(এখানে ইচ্ছা নাই)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা←চিৎ—আকাশ কারণ সত্ত্ব (বিন্দু)
∧
সাক্ষী স্বামী (ভোক্তা)
ইচ্ছাযুক্ত

[এই ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি হইতে চিদাকাশ কম্পিত হয়, ক্ষুব্ধ হয়—অনন্ত চিন্ময় আকার ফুটিয়া উঠে, শুদ্ধাকাশের একদেশে। এই চিদাকাশের প্রাগ্‌রূপ বিম্ব শুদ্ধাকাশ অনন্তবেগে ঘুরিতেছে। এইগুলিই কি ব্রহ্মাণু ? চিৎকলা ? এই চিন্ময় আকারও খুব বেগে ঘুরিতেছে। ইহাই লীলা। চিদাকাশে। একেবারে স্থির হইলে অদৃশ্য হইবে। লীলা থাকিবে না। কিন্তু তাহা হয় না]

দ্রষ্টা←চিত্ত—আকাশ লিঙ্গ-সত্ত্ব (বিন্দু)
∧
সাক্ষী স্বামী (ভোক্তা)
ইচ্ছাযুক্ত

[এই ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি হইতে চিত্তাকাশ কম্পিত হয়—ক্ষুব্ধ হয়—অনন্ত জ্ঞানময় চিন্তাময় আকার ফুটিয়া উঠে। এইগুলি thought form. চিন্তা সাকার। এই চিন্তাময় আকার—আকাশে নিরন্তর ঘুরিতেছে।]

দ্রষ্টা←ভূত—আকাশ স্থূল সত্ত্ব (বিন্দু)
∧
সাক্ষী স্বামী (ভোক্তা)
ইচ্ছাযুক্ত

[এই ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি হইতে ভূতাকাশ কম্পিত হয়—ক্ষুব্ধ হয়—অনন্ত ভৌতিক আকার ফুটিয়া উঠে। এইগুলি বীজস্বরূপ। ইহা ছায়াময়—পঞ্চভূতময়ী ছায়াময়।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা←বায়ুমণ্ডল
^
সাক্ষী স্বামী (ভোক্তা)
ইচ্ছাযুক্ত

[এই ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি হইতে বায়ুমণ্ডল কম্পিত হয়—ক্ষুব্ধ হয়—অনন্তকায়া ফুটিয়া উঠে। এইগুলি ৮৪ লক্ষ প্রাণী।]

প্রত্যেক স্তরেই যে স্বামী সে ঐ স্তরের সত্তার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়াছে। সুতরাং ঐ স্তরীয় আকাশ তাঁহার দেহস্বরূপ। কাজেই তাঁহাতে ইচ্ছা উদিত হইলেই তাঁহার দেহ ক্ষুব্ধ হয়—যেমন কামোদয়ে সকলের হয়। এই ক্ষোভের ফলে ঐ আকাশে যে অনন্ত আকার আছে—তাহার মধ্য হইতে ইচ্ছার বিষয়ীভূত আকারটি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে—বিশ্লিষ্ট হইলেই, ইচ্ছাকারীর দৃষ্টি অধোবর্ত্তিনী বলিয়া উহা স্থূল হইয়া আবির্ভূত হয়। * * *

ইন্দ্রিয় জয়ের অর্থ কি ?

যখন ইন্দ্রিয় আমার অধীন, আমার অস্ত্র,—যখন চক্ষু থাকিলেও আমি না দেখিলে দেখা হইবে না, তখন ইন্দ্রিয় জয় হইয়াছে। চক্ষু খোলা আছে অথচ আলো ও বিষয়ও আছে, তবু দিদৃক্ষা নাই বলিয়া দেখা হইতেছে না। তখন বুঝিতে হইবে যে চক্ষু আমার বশ। ইচ্ছার অধীন করাই বশ করা। যখন আমি না দেখিতে চাহিলেও দেখিতে বাধ্য হই, তখন চক্ষুই প্রবল। যাহাকে জয় করিবে, তাহার উপরই ইচ্ছা কার্য্য করিবে।

চিত্তাকাশেও অনেক স্তর আছে। যেসব চিন্তা আমাদের মনে উঠে, তাহার কতক খুব নীচের স্তর হইতে আসে, দেখিতে পাওয়া যায়—কতক খুব উপর হইতে, কত উপর হইতে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। নীচের চিন্তাগুলি প্রায়ই ইতঃস্তত হাওয়াতে চলাফেরা করে—হঠাৎ দ্রষ্টার সামনে আসিলেই দ্রষ্টা আমার করিয়া যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেয়, তাহা হইলে ধরা পড়ে। তখন তাহার—ভোগের সম্ভাবনা জন্মে। অতি উপর দেশ হইতে যেগুলি নামিয়া আসে, সেগুলি প্রায়ই কাহারও প্রেরিত। তাহা ছাড়াও অনেক প্রকার আছে। কেহ আমাকে ভাবিতে ভাবিতে কোন বিষয় দেখিতেছে বা ভাবিতেছে—আমি যদি চিত্তাকাশের দ্রষ্টা হই, তাহা হইলে আমি সেই সব দেখিতে পাইব। নিম্নাধিকারী অস্পষ্ট চিন্তারূপে, উচ্চাধিকারী রূপবদ্ ভাবে। এসব হইল মনে আপনা হইতে চিন্তা উঠা।

নিজে চেষ্টা করিয়াও চিন্তা উঠান যায়। তবে তাহারও মূলে চিন্তার প্রাক্‌সত্তা ও তাহার অভিব্যক্তি আবশ্যক। তাহা যে কি প্রকারে হয়, তাহা অতি গভীর রহস্য।

ভূতাকাশে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট দেশে ও কালে পাই, তাহাকেই চিত্তাকাশে যখন-তখন ও যেখানে-সেখানে পাওয়া সম্ভবপর। চিত্তা-কাশে তাহারা কোটি কোটি চিত্তময় আকারে তীব্রবেগে অন্তর্মারুত বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন একটি পাইয়া তাহাকে ধরিলেই তাহার সদৃশ অন্যান্য সকলে যেখানেই থাকুক তাহাতে আসিয়া আকৃষ্ট হয়- পরিণামে ঐ আকার ঘনীভূত হয়। ইহাই একাগ্র অবস্থা। তখন স্পষ্ট সে আকার প্রত্যক্ষ হয়। তাহার চলন-চালন হইতে স্থূলের সন্ধান মিলে—কারণ তাহার আকার একপক্ষে দেখিতে গেলে স্থূলেরই আরোপিত আকার।

৮।৫।৩৬

অবিদ্যা ক্ষেত্রে ইচ্ছা	বিদ্যা ক্ষেত্রে ইচ্ছা
ইচ্ছারূপে, পিতার হৃদয়ে; বিন্দুরূপে, মাতার গর্ভে; ভূমিষ্ঠ, বাহিরে; বহিরাকাশে আবির্ভাবই	ইচ্ছারূপে, পিতার হৃদয়ে বিন্দু-রূপে, মাতার গর্ভে; ভূমিষ্ঠরূপে, অন্তরে; অন্তরাকাশে আবির্ভাবই
[Conception]	[Initiation]
জন্ম	জন্ম
	[ইহাই সিদ্ধি]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১)

২৮।৬।৩৬ [In train on way to Hardwar from Dehra Dun প্রাতঃকাল]

জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হয় না, কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হইলে সব ধারা একমুখী হয়, উর্ধ্বমুখী হয়—উর্ধ্বমুখ প্রবাহ একটা কিছুকে স্পর্শ করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তখনই ভক্তির আরম্ভ। ভক্তি শীতল। কর্ম্মের একটা আদি, একটা অন্ত আছে—জ্ঞানেরও আছে—ভক্তিরও আছে। চারিদিক্‌কার ছড়ান প্রবাহ একমুখ হওয়া, উর্ধ্বমুখ হওয়া—ইহাই কর্ম্ম। ইহা বিক্ষিপ্ত জ্ঞান। নিষ্পন্ন হইলেই ইহা জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞান না পাইলে কর্ম্মের আরম্ভ হয় না, কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে জ্ঞান পূর্ণ হয় না।

(২)

ভাব বা আবেগ হইতে motion হয়। লক্ষ্য স্থির থাকিলে উহা লক্ষ্যে পৌঁছায়। না থাকিলে কেবল ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করে। ইহাই ক্ষিপ্ততা।

তাই অনেকে ভাবকে ছাড়িতে বলে। কিন্তু ভাব ভালো জিনিষ —যদি লক্ষ্য স্থির থাকে। দৃষ্টির সম্মুখে লক্ষ্য থাকিলে—ভাবে হানি করে না।

(৩)

রূপ শব্দ প্রভৃতি যেমন ভৌতিক আছে, তেমনি মানসও আছে। কোন ভৌতিক বস্তু হইতে তাহার মানস রূপটি অংশতঃ বা পূর্ণতঃ সরান যায়—পূর্ণতঃ সরাইলে ভূতগুলি ছড়াইয়া যাইবে—ইহাই সংহার। তবে ভূতের একটা সংস্কার মানসরূপে—লাগিয়া থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশতঃ ছড়াইলে—যেমন দীপ লাগান—বস্তুর বলক্ষয় হয় মাত্র, তবে বুঝা যায় না। সেই মানসরূপে অন্য সময়ে বা অন্যের মানস চোখে গোচর হইতে পারে। তবে কথা এই যে, ধরিয়া না রাখিলে উহা ফিরিয়া মূলরূপে ঢুকিয়া পড়িবে। তবে ঢুকিবার সময় বাহ্যভূতের সংশ্লেষ উহার সঙ্গে হয়। পক্ষান্তরে, যে ধরিয়া রাখে, সে ছাড়িয়া দিলেও উহার একটা আভা থাকিয়া যায়। এইপ্রকারে যে কোন জিনিষ আমরা দেখি, সবই থাকিয়া যায়।

(১)

২৩।১।৩৭ [৺পুরীধাম]

তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জগতে—বাস্তবক্ষেত্রে—যাহা যাহা ঘটিয়া থাকে, সবই তাঁহার ইচ্ছার পূর্ণতার ফল। তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে কিছুই হয় না, হইতে পারে না। আমার ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছা হইতে পৃথক্ থাকিলে, তা পূর্ণ হয় না। তাঁহার ইচ্ছাতে আমার ইচ্ছার লয়, ইহাই ভগবৎ-স্রোতে আত্মসমর্পণ—তাঁহার লীলায় প্রবেশ। নিজের পৃথক্ ইচ্ছা লইয়া লীলায় প্রবেশ হয় না।

ইচ্ছার পূর্ণতাই আনন্দ—তাই জগৎ লীলায় তাঁহার আনন্দের স্ফুরণ হইতেছে। সর্ব্বত্র এই আনন্দ-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। আমার ইচ্ছা যখন তাঁহার ইচ্ছাতে যুক্ত হইবে, যখন তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হইবে, আমার আর আলাদা ইচ্ছা থাকিবে না—তখন আমার সদাই আনন্দ। কারণ, সে অবস্থাতে ইচ্ছার অতৃপ্তি নাই বলিয়া দুঃখের অবকাশ নাই। তাই, যে যোগী তাঁহার সদা আনন্দ।

কিন্তু যখন আমার ইচ্ছা থাকে না, তখন তাঁহার সহিত যোগ হয় না। যোগের সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিয়োগও হয় না। উহা যোগ ও বিয়োগের অতীত, আনন্দ ও নিরানন্দের অতীত। আমি ইচ্ছারহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া আমি তখন সাক্ষী জ্ঞানী, দ্রষ্টা। তাই, যে জ্ঞানী সে দ্বন্দ্বাতীত। তাঁহার ইচ্ছা নিত্য, তাঁহার অনিচ্ছাও নিত্য। সমকালেই দুই সত্য। তাই তাঁহার ইচ্ছাকে অনিচ্ছার ইচ্ছা বলা হয়। জ্ঞান ও যোগের পূর্ণাবস্থাতে জীবেরও তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ দ্রষ্টা ও ভোক্তা যুগপৎ, শিব ও শক্তি যুগপৎ, দ্বন্দ্বাতীত ও আনন্দময় যুগপৎ—ইহা এক অব্যক্ত অবস্থা। মানুষকে বুঝাইবার উপায় নাই।

(২)

ভবিষ্যতে সৃষ্টি—বর্তমানে স্থিতি, অতীতে সংহার।

বর্তমানকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টি ও সংহারের ব্যাপারটা চলিতেছে। বর্তমান তো আছেই। তাহাতে ইচ্ছার অনুদয়ে স্থিতি ; উদয়ে সৃষ্টি-সংহার। ইচ্ছার প্রভাবে সত্তার পৃথগ্‌ভাব হইলেই সৃষ্টি হয়, আবার উহারই প্রভাবে সত্তার পার্থক্য তিরোহিত হইলেই লয় হয়।

এ সৃষ্টি ও লয় সীমাবদ্ধ দ্রষ্টার আছে। কারণ, তাহার দর্শন-গোচর হওয়ার নামই সৃষ্টি, তাহার অদৃশ্য হওয়াই লয়। দ্রষ্টার দর্শন যদি অবাধিত হয়, অর্থাৎ দ্রষ্টা যদি সীমাবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট সৃষ্টি ও লয়ের কোন অর্থ নাই। সেটা নিত্য স্থিতিভাব।

আরো একটি কথা আছে। সব জিনিষেরই একটি দৃশ্যত্ব ধর্ম আছে—তাকে 'রূপ' বলে। তার শ্রব্যত্ব আছে, তাকে 'শব্দ' বলে ইত্যাদি। এখন এই দৃশ্যতা বা রূপকে যদি ক্ষীণ করা যায় অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে স্থির রাখিয়া অনুপাতে ক্রমশঃ কম করা যায়, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টির সীমারেখা ছাড়াইলেই ঐ বস্তু অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ব্যাপার সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু দ্রষ্টা যদি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বা নিজের দৃষ্টিকে কমাইতে পারে তবে অদর্শন হইবে না। আর দ্রষ্টা অপরিসীম হইলে ত কথাই নাই। কারণ, তাহার সত্তা ও বোধ সর্ব্বত্র থাকে বলিয়া তাহার নিকট অদর্শন হওয়ার উপায় নাই।

(৩)

কিন্তু একটি রহস্য আছে। জীবের পক্ষে ইচ্ছাহীন হওয়া কঠিন। যাহা ইচ্ছাহীন অবস্থা মনে হয়, তাহাও বস্তুতঃ ইচ্ছাহীন নহে। কারণ, তাহাও লীলা-চক্রের অন্তর্গত। পূর্ণের ইচ্ছা হইতেই লীলার আবির্ভাব —জীবের উৎপত্তি। সুতরাং জীব থাকিয়া ইচ্ছাশূন্য হওয়া অসম্ভব।

তাঁহার ইচ্ছাই নানা ইচ্ছা হইয়া প্রকাশ পায়। এই সব ইচ্ছাও তাঁহার ইচ্ছা—যেমন প্রতিবিম্ব ও বিম্ব। মাঝে একটা বাবধান আছে। তাই উভয়ে বৈষম্য। এ ব্যবধানও তাঁহার সৃষ্টি। খেলার জন্য। তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত ইচ্ছা হইতেই সংসার বা বন্ধন, দুঃখ। তাঁহার ইচ্ছার অনুসারিণী ইচ্ছা—তাঁহার ইচ্ছাই—লীলার নিমিত্ত। আনন্দের হেতু। তাই জীবের পক্ষে ইচ্ছা ত্যাগের সাধনা মরুভ্রমণবৎ। ইচ্ছার শোধন আবশ্যক—ত্যাগ নহে। ত্যাগ বলিলেই ত্যাগ হয় না। বীজ ত' থাকেই। ইচ্ছা শুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছার সহিত মিলিত হয়—তাহার বিরুদ্ধ থাকে না।

কিন্তু জীবের জীবত্ব থাকা পর্য্যন্ত সদাকালের জন্য ভগবদিচ্ছার সহিত যুক্ত থাকিতে পারে না। অন্ততঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত পৃথক্ হইবেই। সেইটিই বিরহকাল। তখন দুঃখ আসে। অন্য সময়ে আনন্দই আনন্দ।

জ্ঞানের অবস্থাই নিত্য-যোগ অবস্থা—তখন বিয়োগ নাই, দুঃখ নাই। কেবলই আনন্দ। তবে উহা জীবভাব নহে। একদিকে পরমানন্দ অপরদিকে পরম দ্রষ্টা বা সাক্ষী। স্বভাবস্থিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[শুক্ল পক্ষ]

২৪।৪।৩৭

প্রথম আবরণ সরিলে সদ্‌ভাবের বিকাশ হয়। অখণ্ড, অনন্ত সত্তার স্ফূর্তি হয়। সর্ব্বত্র যে অভেদ, তাহার সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই সাম্যদর্শন।

দ্বিতীয় আবরণ সরিলে চিদ্‌ভাবের সাক্ষাৎকার হয়। ইহা না সরা পর্য্যন্ত চৈতন্য-উপলব্ধি হইতে পারে না।

তৃতীয় আবরণ সরিলে আনন্দভাবের উপলব্ধি হয়। এই আবরণ না সরিলে আনন্দভাব ফোটে না।

চতুর্থ আবরণ সরিলে আনন্দ-ভাব কাটিয়া যায়।

কৃষ্ণ পক্ষ

পঞ্চম আবরণ সরিলে চৈতন্যভাবও আর থাকে না—কেবলমাত্র সত্তা থাকে।

ষষ্ঠ আবরণ গেলে সত্তাও থাকে না। ইহাই সৎ ও অসতের পরাবস্থা—অব্যক্ত পদ।

(১)

২৫।৪।৩৭

শুধু দ্রষ্টা হইতে পারিলেই মুক্তি। যদি দ্রষ্টা হইয়াও ভোক্তা থাকা য়ায়—ভাবে পূর্ণমুক্তি হয় না। তাহাই জীবন্মুক্তি। পূর্ণমুক্তিতে দ্রষ্টা=ভোক্তা। যে দ্রষ্টা তাহার ইচ্ছা নাই-অথচ পৃথক্ ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা না থাকিলে সে পূর্ণ। তাহার স্বাতন্ত্র্যই ইচ্ছারূপে প্রকাশ যায়। সেটা অনিচ্ছার ইচ্ছা। দ্রষ্টা হইয়াও ইচ্ছা থাকিলে ঐ ইচ্ছা মহা-ইচ্ছার সঙ্গে যোগযুক্ত—পৃথক্ নহে। তাই তার সদাই আনন্দ। দ্রষ্টা হওয়ার দরুণ এই যোগযুক্ততা ভাঙ্গে না। ইহার নীচে যোগ-বিয়োগ খেলিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) ইচ্ছা-বিযুক্ত বা ইচ্ছাহীন—পূর্ণ-স্বাতন্ত্র্য-স্বভাব-মহাশক্তি-দ্বন্দ্বাতীত।

(২) ইচ্ছাযুক্ত-আনন্দ-সীমায় গা ভাসান-ভক্তি-আত্মসমর্পণ। [জ্ঞান পূর্ণ তাই ভক্তি]

(৩) যোগ ও বিয়োগ আছে ইচ্ছাতে মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখ আছে-তবে অলৌকিক।

(৪) জ্ঞানোদয়।

(৫) অজ্ঞানাবস্থা—যোগ-বিয়োগ আছে, বোধ নাই -সুখ-দুঃখ [সংসার] আছে—লৌকিক।

যে পূর্ণমুক্ত, তার ভবিষ্যৎ নাই। সে সদা বর্ত্তমানে থাকে। তার কর্ম নাই, ভোগ নাই। সে কেবল দ্রষ্টা, চরমে কিন্তু দ্রষ্টাও নহে।

দ্রষ্টা ও ভোক্তা কিঞ্চিৎ ভিন্ন থাকিলে ভবিষ্যৎ থাকে। দ্রষ্টা দেখিতে পায়—কি ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, তবে বিচলিত হয় না কারণ সে তটস্থ। সুখ-দুঃখ উভয়ই দেখিতে পায়—উভয়েতেই যে আনন্দ, তাও পায়-অথচ দ্রষ্টা বলিয়া শান্ত ও দ্বন্দ্বাতীত থাকে। বীজ না থাকিলে আবার ভবিষ্যৎ কোথায় ?

২৭।৪।৩৭

দেখে, শোনে, কাজ করে, বোঝে—সবই লিঙ্গ, স্থূল কিছুই করে না—করিতে পারে না। তবে লিঙ্গ একেলাও পারে না। কেন ? পারে না সংস্কার বশতঃ, স্থূল হইতে লিঙ্গ আলাদা হইলে লিঙ্গই স্বাধীনভাবে সব পারে। তবে আলাদা হইলেও কিছু সম্বন্ধ থাকে।

(২)

যেখান হইতেই যে কোন শব্দ উঠুক্ বাহিরে আসিলেই মিশ্র হইয়া যায়, সব ধারা মিশিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১)

২।৫।৩৭

ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ আলোচ্য। সূর্য্য হইতে যেমন নীরবে কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে, তেমন ঈশ্বর হইতেও শক্তি সদাই বিকীর্ণ হইতেছে। কালাকাল বিচার নাই—অহেতুক, স্বাভাবিক। ইহাই general grace. ইহাতেই জীব ও জগৎ চলিতেছে। ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি, জীব ও জগৎ সদাই এই শক্তি গ্রহণ করিতেছে। ইহাও স্বাভাবিক। যদি এ শক্তি জীব ও জগৎ না পাইত, তা হইলে ক্ষণমাত্রও চলিতে পারিত না। সব যে বাঁচিয়া আছে, ইহাও তো ঐ শক্তি পাওয়ার নিদর্শন। প্রথমটি স্বভাবতঃ active, দ্বিতীয়টি স্বভাবতঃ passive, উভয়ই নিরুপাধিক। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে জীবের শক্তি পাওয়া আধার বা অধিকার অনুসারে। সকলে সমান শক্তি পায় না। কারণ, গ্রহণযোগ্যতা বা passivity সকলের সমান নহে। যদি ইহা বলা চলে তাহা হইলে ইহাও বলা চলে যে, ব্যবহার ক্ষেত্রে ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি দেন না।

অতএব কর্ম্মদৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, যার যেমন যোগ্যতা, ঈশ্বর তাঁহাকে তেমন শক্তিই দেন। বেশীও নহে, কমও নহে। অহংভাবের প্রাধান্যে এই দৃষ্টি হয়। ইহাই কর্ম্মবাদ। যেমন কর্ম্ম জীবের, তেমন ফলের দাতা ঈশ্বর। জীবের যোগ্যতা কেন ভিন্ন হয় তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী হন না। যোগ্যতা বা আধার যেমন, ঈশ্বর তেমনি শক্তি দেন বিচারপূর্বক। ইহাই ন্যায়, নীতি বা কর্ম্মরহস্য। এখানে জীবের ইচ্ছা প্রধান। কেন জীবের ইচ্ছা শুভ ও প্রবল হয়, কোথায় বা হয় না—কারণ কেহই জানে না।

আর ভক্তিদৃষ্টিতে বলিতে হয়—ঈশ্বর যাহাকে যেমন দিতেছেন, তাহার সেইপ্রকার যোগ্যতা হইতেছে। জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল কথার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা। যে পরিমাণ শক্তি জীব পায় তাহার যোগ্যতা বা আধার ততটুকুই হয়—বেশীও নহে, কমও নহে। অহংভাব কাটিলে এই দৃষ্টি হয়। ইহাই কৃপাবাদ। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কেন দেন, তাহার জন্য জীবের কর্ম্ম দায়ী নহে। কারণ জীবের কর্ম্ম তো তেমনই হইবে যেমন প্রেরণা ঈশ্বর হইতে সে পাইবে। জীব তো তাঁহারই হাতের পুতুল মাত্র। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রধান। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন বিভিন্ন হয় তাহার কারণ কেহ জানে না।

মোটকথা—জীবেরও কোন ক্ষমতা নাই, ঈশ্বরেরও নাই। জীবকে বাদ দিয়া ঈশ্বরের শক্তি বা কৃপা যাহা, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জীবের পৌরুষ বা পুরুষকারও তাহাই, উভয়ই নিষ্ফল।

ঈশ্বর ও জীব উভয়ই যেখানে এক, তিনিই পরাৎপর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তিনিই স্বভাব। তাঁহার স্ফুরণই মূল—ইহাই ঈশ্বরের কৃপারূপে, জীবে পুরুষকাররূপে প্রকাশ পায়। উহা স্বতন্ত্র। তাহাই অহেতুক, নিত্য।

জীবের ইচ্ছা থাকিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিবন্ধক সরাইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে মাত্র।

বস্তুতঃ উভয় ইচ্ছার মূল তো একই ইচ্ছা।

(২)

ঈশ্বর দাতা, জীব গ্রহীতা। কিন্তু প্রধানতঃ। ঈশ্বর যদি কিছু না পান, তাহা হইলে তিনি দানও করিতে পারেন না। তেমনি জীবও যদি কিছু দান না করে, তাহা হইলে সেও কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, পাইতে পারে না।

তাহা হইলে বুঝা যায় ঈশ্বর দাতা হইলেও তাঁহারও কিছু পাওয়ার আছে, লইবার আছে, যাহা না পাইলে তিনি অপূর্ণ। অপূর্ণ বলিয়াই ঠিক ঠিক দান করিতে পারেন না। তেমনি জীব গ্রহীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও তাহারও কিছু দিবার ধন আছে। যাহা না দিলে সেও অপূর্ণ। তাই ঠিক ঠিক প্রাপ্তি হয় না। ঈশ্বর যদি ঠিক ঠিক দিতে পারেন, জীব যদি ঠিক ঠিক নিতে পারে, তাহা হইলেই উভয়ে যোগ হইয়া পূর্ণব্রহ্মে স্থিতির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। অতএব জীবের পক্ষে যাহা বাস্তবিক দিবার জিনিস, ঈশ্বরের পক্ষে পূর্ণতার জন্য ঠিক তাহাই নেওয়া আবশ্যক। তেমনি ঈশ্বরের পক্ষে যাহা বস্তুতঃ দিবার জিনিস, জীবের পক্ষে পূর্ণতার জন্য ঠিক তাহাই পাওয়া আবশ্যক। জীবের মাধুর্য (ভক্তির সারাংশ) ঈশ্বরে অর্পিত হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য জীবে অর্পিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে যুক্ত অবস্থায় ঐশ্বর্য-মাধুর্যের একত্র সন্নিবেশে উভয়ের অতীত অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

জীবের মাধুর্য = তাহার ইচ্ছার সারাংশ—জীবের আত্মসমর্পণ।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য = তাঁহার ইচ্ছার সারাংশ—ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ।

সুতরাং পূর্ণতার পথে উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে—প্রেমে ভগবান বশ হন। অর্থাৎ প্রেম বা মাধুর্য বা জীবকৃত আত্মসমর্পণের ফলে যদি ঈশ্বরও জীবকে আত্মার্পণ করেন, তাহাকেই জীবের নিকট অধীন হওয়া বলে। ঈশ্বরের জীবে আত্মার্পণ করা মানেই জীবের লক্ষ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। God in Man ও Man in God মিলিয়া যায়।

কিন্তু উভয়ের পক্ষেই নিরপেক্ষ ভাবে উভয় অসম্ভব। ঈশ্বর জীবকে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না, জীব যদি সেইরূপ না করে। জীবও ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না, ঈশ্বর যদি সেইরূপ না করেন। স্বভাবের কৃপা হইলে উভয়ই যুগপৎ হইতে থাকে।

'আমি' থাকা পর্যন্ত, বিন্দু থাকা পর্যন্ত, কাঠিন্য থাকে, পার্থক্য থাকে, গলিয়া গেলে চারিদিকে ঢলিয়া পড়ে। জীব যখন গলিয়া যায় (প্রেমাবস্থায়) তখন আর জীব বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকে না; চারিদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছড়াইয়া যায়। ইহাই তাহার আত্মসমর্পণ, জীবত্বের বিলোপ, ঈশ্বরত্ব-লাভ এক হিসাবে। তাৎকালিক। তদ্রূপ ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ হইলে ঈশ্বরত্ব কিছু থাকে না, ছড়াইয়া যায়, জীবত্বলাভ হয়, মাধুর্য ফোটে—এক হিসাবে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে গলাইতে না পারিলে জীব মাধুর্য পাইবে কোথায়? জীবকে গলাইতে না পারিলে ঈশ্বর ঐশ্বর্য পাইবেন কোথায়? উভয় দ্রুতিনিমিত্ত ব্যাপকতামূলক।

(৩)

২।৫।৩৭

পর্দ্দার পরপারে ঈশ্বর জীবকে চায় ও পায়—নিত্য জীবও ঈশ্বরকে চায় ও পায়; নিত্য। উভয়ই নিত্য মিলিত। ইহাই ভালোবাসা। ছাড়াছাড়ি নাই। মনের পরপারে জীবের বিষয়-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগ স্বাভাবিক, নিত্য। মায়ার পরপারে ঈশ্বরের জীব-প্রেম স্বাভাবিক, নিত্য। যোগাবস্থা।

কিন্তু এপারে জীব ঈশ্বরকে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরও যেন জীবকে ভুলিয়া গিয়াছেন। 'যেন' বলিলাম কারণ, জীব অস্পষ্টভাবে তাঁকে সদাই চায়। বিষয় জগতে আনন্দের ছলে (বাহানায়) তাঁহাকেই খুঁজিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরও তদ্বৎ অস্পষ্টভাবে জীবকে সদা চান। নতুবা তাঁহার বহুমুখী বহির্ম্মুখী বৃত্তি কেন? ইহার মূল করুণা। নিমিত্ত দুঃখ। জীব যেমন না জানিলেও আনন্দ চায়; তিনিও তেমনি দুঃখ চান। এই আনন্দেই জীব তাঁহাকে পাইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাতে মিলন পায়। এই দুঃখেই ঈশ্বর জীবকে ধরিতে পান বলিয়া ক্ষণেকের জন্য জীবের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন। করুণার মূল এইখানেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩।৫।৩৭

একটি নিত্য স্থূল আছে, নিত্য লিঙ্গ আছে, নিত্য কারণ আছে। ঐ স্থূলই নানা যোনিতে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। মূলে এক না থাকিলে, বাহিরে নানা হয় কি প্রকারে? কাজেই স্থূলও বস্তুতঃ এক, ব্যষ্টিভাবেও। ইহাকে মহাস্থূল বলা যায়। ইহা সমষ্টি-মহাস্থূলের সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত। তেমনি লিঙ্গও এক—আধারভেদে নানা হইয়া যায়। কারণ কিন্তু একই থাকে। নানা হয় না।

ধর 'ক' নামক একটি মনুষ্য।

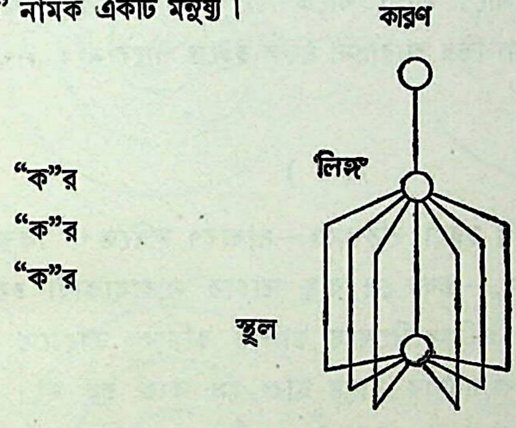

'ক' যখন রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি সাজে, পশু পক্ষী প্রভৃতি সাজে তখন তাহার স্থায়ী স্থূলটাই তত্তৎ আকার ধারণ করে। ধারণ করায় লিঙ্গ। অর্থাৎ লিঙ্গ তত্তৎ আকার ধারণ করিয়া স্থূলাভিনিবিষ্ট হয় বলিয়াই তত্তৎ স্থূলদেহ পরিগৃহীত হয়।

(১)

৫।৫।৩৭

বিপুল প্রান্তর ভেদ করিয়া না যাইতে পারিলে সে আনন্দময় ধাম পাইবার উপায় নাই। এই প্রান্তরটি বিষয়রাজ্য ও ভগবদ্‌ধামের মধ্যে অবস্থিত। বিষয়রাজ্যের প্রতি যখন পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সংসারের কোন জিনিষই যখন ভাল লাগে না, যখন ইন্দ্রিয়গোচর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা মন-বুদ্ধির গোচর সব পদার্থই বিরস মনে হইতে থাকে—অথচ সত্য ধামের সন্ধানও পাওয়া যায় নাই—তখনই বুঝিতে হইবে, জীব প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটি মরুভূমি বিশেষ—অন্ধকারময় সঙ্গহীন আশ্রয়-বর্জিত স্থান বা অবস্থা। শ্রীহরির আরাধনার ইহাই প্রশস্ত স্থান ও কাল। এই আরাধনার ফলে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় পাওয়া যায়।

সংসারে থাকিয়া যে আরাধনা, তাহা ঠিক নহে। কারণ, তাহাতে মন অনেকটা সংসারে লাগা থাকে। কিন্তু প্রান্তরের আরাধনাই খাঁটি অর্থাৎ বৈরাগ্য ভিন্ন আরাধনা সফল হইতে পারে না।

(২)

বায়ু সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—সাধারণ দৃষ্টিতে। কিন্তু জীব যখন জুড়াইতে চায়,—তখন সে বায়ু তাহার সাহায্যকারী হয় না। কিন্তু ঐ বায়ুকে প্রক্রিয়াবিশেষে চালিত করিলে তাহাতে শরীর শীতল হয়। নতুবা সর্বদার বায়ুর দ্বারা সে কাজ হয় না। অথচ বায়ু কিন্তু সেই সর্বদার বায়ুই। তবে ক্রিয়ার ফলে তাহার চলন হওয়ায় পরিণামে শরীরে তৃপ্তি ও আনন্দ আসে।

কিন্তু এই ক্রিয়াবিশেষ যেমন আমি বা আমার মতন জীব করিতে পারে, তেমনি স্বাভাবিক কারণ হইতেও হইতে পারে। যেমন, ঝড়, বায়ু প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। তাহা হইলেও আমি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। এখানেও কিন্তু মূল বস্তুটি সেই সর্ব্বদার বায়ু ভিন্ন অপর কিছু নয়।

তবে এই উভয় প্রক্রিয়ার ফলে ভেদ আছে। প্রথমটি কৃত্রিম; দ্বিতীয়টি স্বাভাবিক। প্রথমটিতে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়; দ্বিতীয়টিতে তাহা হইতে অনেক অধিক পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিক হাওয়া না বহিলে—মানুষকে পাখার আশ্রয় করিতেই হয়। কিন্তু শত পাখাও স্বাভাবিক হাওয়ার সমকক্ষ হয় না। পুরুষকার ও কৃপাও এইরূপ।

(৩)

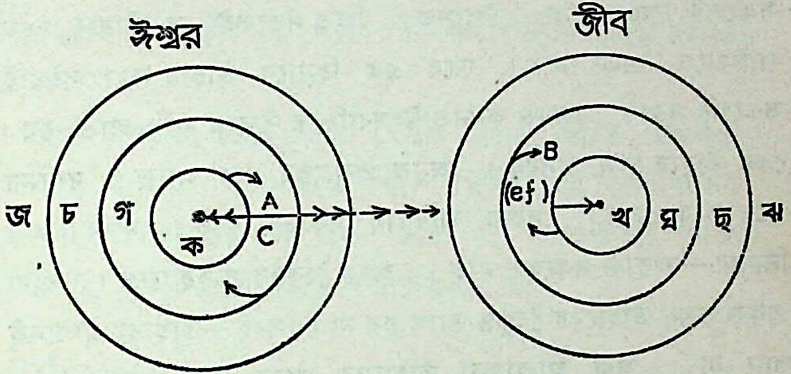

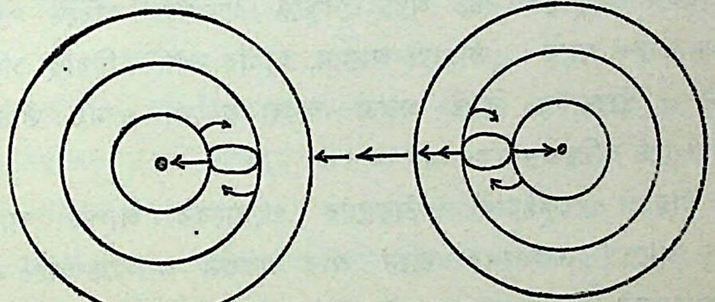

ঈশ্বর বা জীব—প্রত্যেক চক্রমধ্যেই—তিনটি চক্র আছে। ঈশ্বর চক্রে—'গ', 'চ' ও 'জ'; এই তিনটি চক্র।

'ক' তাহার কেন্দ্র। 'গ' চক্রে শক্তিপ্রবাহ নিরন্তর অন্তর্ম্মুখ।

'জ' চক্রে শক্তিপ্রবাহ নিরন্তর বহির্ম্মুখ। 'গ' চক্রের বাহিরে ও 'জ' চক্রের ভিতরে যে চ নামক চক্র আছে উহা শক্তির আবর্ত্তন-সূচক। উহাও নিরন্তর হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১)

৭।৫।৩৭

বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি থাকায় নিত্যধাম এক অনন্ত অপ্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্গত এক একটি ধাম। বৈকুণ্ঠ ধামে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর ভক্ত, উপাসক। কিন্তু সকলেই যে তাঁহার দর্শন পাইয়াছে এমন নহে। তবে এক হিসাবে তাঁহার সত্তা লইয়াই সকলের সত্তা। কখনও কখনও উৎসবাদিতে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। কেহ তাঁহার দাস, সেবক। অনন্ত প্রকারের সেবা আছে। দর্শনের পরে তবে সেবা। সেবার অধিকার সকলের নাই। দর্শনাধিকার নিম্নতর—তাহাও সকলের নাই। অথচ বৈকুণ্ঠবাস হইতেছে। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ ত্যাগ হয় না। সবই—তাঁহারা ঐখানেই পান না। অন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের থাকে না। ঘোরা ফেরা তাঁহাদের কাজ নহে।

তবে বৈকুণ্ঠের নয়, অথচ বৈকুণ্ঠে গতায়াত করিতে পারে, এমন ভক্তও আছে। তাঁহারা আসেন, আবার দর্শন করিয়াই চলিয়া যান। তাঁহাদের স্থিতি অন্যত্র—অথবা হয়তো এখনও তাঁহারা স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসী, তাঁহাদের প্রত্যেকের আপন আপন স্থান আছে। একজনের স্থানে আর একজন আসিতে পারে না। প্রত্যেকেরই ও প্রত্যেক স্থানেরই একটা গৌরব আছে।

(২)

জ্ঞান চাই। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান হয় না, কৃপা ভিন্নও জ্ঞান হয় না। কর্ম্ম না করিলে আধার তৈয়ার হয় না, গ্রহণের যোগ্যতাই হয় না। মহেশ্বরের মহাকৃপার ফলে একদিকে কৃপা ও অপর দিকে পুরুষকারের উদ্বোধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩)

দেবতারাও স্বাধীন নহেন—তাঁহারাও নিয়মের অধীন; তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক। কিন্তু তাঁহারা ভগবদিচ্ছা বা নিয়তি বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা শুধু কর্ম্মের ফলদাতা। কর্ম্মের নেতা কে? জীব নয়, দেবতা নয়—স্বভাব বা ভগবান্। ফলেরও তাই।

যিনি অন্তর্যামী হইয়া কর্ম্মে প্রেরণা দেন, তিনিই আনন্দরূপ ফল দান করেন। ফল দিতে হইলে তিনিই কর্ম্ম করাইয়া লন। মনে হয়—কর্ম্ম হইতেই ফল হয়; তাহা নহে। কর্ম্ম যে করিতে প্রবৃত্তি হয়, সামর্থ্য হয়,—ইহাও তাঁহার কৃপার অঙ্গ।

৮।৫।৩৭

নিজের চেষ্টায় কিছু হয় না; দেবতারাও অর্থাৎ অন্যেও কিছু সাহায্য করিতে পারেন না, করেনও না। এই অবস্থায় সব অবস্থা ভাঙ্গিয়া যায়। নিজের উপর আস্থা থাকে না, অন্যের উপরও আস্থা থাকে না। দুই-ই সমানরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই নিরাশ্রয় ভাব—নিজেকে বা অপরকে, কাহাকেও আশ্রয় করিতে পারা যাইতেছে না। বোধহয় ইহাকেই দীনতা বলে—ইহাই meekness. এই ভাব খাঁটি হইলেই পূর্ণের দৃষ্টি পড়ে। কারণ, অভাবের পূর্ণতা ভিন্ন ভাবের উন্মেষ হওয়ার উপায় নাই।

যখন পূর্ণের দৃষ্টি পড়ে তখন নিজের মধ্যেও তাহাকে পাওয়া যায়, বাহিরে—অন্যেও—তাহাকে পাওয়া যায়। নিজের মধ্যে উহাই পুরুষকার বা পৌরুষ, অন্যের মধ্যে উহাই কৃপা। বস্তুতঃ দুই-ই একই ব্যাপারের প্রকাশ।

এটি ভুলিয়া গেলে পুরুষকারের ফলে কৃপার বিকাশ বা কৃপার ফলে পুরুষকারের বিকাশ - ইহার মীমাংসা হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১)

৯।৫।৩৭ [প্রাতঃকাল]

যাহাতে যে জিনিষ ব্যক্ত ভাবে নাই সে তাহা পাওয়ার অধিকারী নহে, যোগ্য নহে। দাতা বা গুরু তাহাকে তাহা দিবেন না। অব্যক্ত ভাবে সবই সব স্থানে আছে—তাহা বিচারণীয় নহে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার উপায় কর্ম্ম। অতএব কর্ম্ম দ্বারা সময় সময় কোন কোন জিনিষ ফুটিয়া উঠে। তবে সব জিনিষ সমান ফোটে না। যেটা বেশী প্রবল, সেটা উপরে থাকে ; বাকি সব অভিভূত থাকে। কিন্তু এই অভিভূত থাকা মানে অব্যক্ত নহে। যাহা একবার ব্যক্ত হয়—যতটুকুই হউক্—তাহা আর অব্যক্ত হয় না, হইতে পারে না। তবে অভিভূত হইতে পারে। অব্যক্তকে যিনি দেখেন, তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য। অর্থাৎ মহাশক্তি বা পরমেশ্বর বা পূর্ণ। সুতরাং যিনি পূর্ণ তিনি সকলকেই সব দিতে পারেন। কারণ, তাঁহার পক্ষে উহা আত্মলীলা মাত্র। অব্যক্তে কিছুরই অভাব নাই বলিয়াও অব্যক্ত তাঁহারই মাত্র গোচর বলিয়া তিনি সবই পারেন। অন্যে ব্যক্তকে ধরিয়াই কার্য করিতে পারে। সে শুধু বাড়াইয়া দেয় মাত্র। যাহাতে যাহা ব্যক্ত ভাবে নাই, সে তাহা দিতে পারে না। বীজকে বর্দ্ধিত করা—ইহাই তাহার কাজ। বীজ নির্ম্মাণ করা বা বীজরূপে অব্যক্তের অভিব্যক্তি, ইহা তাহার কাজ নহে। ইহা পূর্ণ পারেন। অথবা আপন আপন পুরুষকারে হয়। ঐ পুরুষকারকে পূর্ণের কৃপা বলিতে পার। পূর্ণ ভিন্ন আর কেহ কৃপা করিয়া উহা করিতে পারে না। বস্তুতঃ অন্যের কৃপা কৃপাই নহে।

বাহ্য গুরুকে সেইজন্য আন্তরিক বিকাশের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। প্রকৃত গুরু আত্মা, তাহাকে কাহারও অপেক্ষা করিতে হয় না। এই বীজভাবের তাৎপর্য কি? ফলাকাঙ্ক্ষা। ফলবত্তাই বীজের সার্থকতা। বীজ যতক্ষণ ফলরূপে পরিণত না হইবে ততক্ষণ তাহা নিষ্ফল। কারণ, পূর্ণতা বা তৃপ্তি সকলেই চায়। কাহাকেও অতৃপ্ত বা অপূর্ণ রাখিয়া পূর্ণ হওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

৯।৫।৩৭ [প্রাতঃকাল]

বাহ্য গুরুর প্রথম কাজ কি ? আমার ভিতরে যদি সত্ত্বের বীজ থাকে, তাহা হইলে তিনি উহাই ধরিবেন—উহাকে বাড়াইয়া দিবেন। নিজেও বাড়াইয়া দিতে পারেন। তদুপদিষ্ট উপায়ে শিষ্যও বাড়াইতে পারে। বাড়িলেই দেহ স্থির হইয়া যায়—আসনসিদ্ধি হয়। আমার মনে হয়—যম নিয়ম শুধু সত্ত্বকে পুষ্ট করা মাত্র। দেহ স্থির হলেই প্রাণ স্থির হবে। তখন বাহির হইতে তাহাকে সাহায্য করা চলে। ইহাই প্রাণায়ামের উপদেশের কাল।

প্রাণ স্থির হইলে ইন্দ্রিয় স্থির হইবে। পরে মন স্থির হইবে। তখন প্রত্যাহার ও ধারণাদির বাহ্যোপদেশের সময়।

(৩)

৯।৫।৩৭ [প্রাতঃকাল]

আরও একটি জিনিষ দেখিতে পাইলাম। প্রথম দীক্ষার উদ্দেশ্যই অব্যক্ত হইতে বীজ নির্মাণ, শিষ্যের আধারের বীজরূপে অব্যক্তকে ফোটাইয়া তোলা। লক্ষ লক্ষ বীজ ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু ঐ জ্ঞানবীজ প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ সকল অ-জ্ঞানবীজকে অভিভূত করিবে।

ইহার পর শিষ্য কর্মদ্বারা উহাকে আরও ফোটাইতে পারে—বাহ্য গুরুও সাহায্য করিতে পারেন।

ক্রমশঃ দেহ স্থির; প্রাণ স্থির; ইন্দ্রিয় স্থির; মন স্থির; বুদ্ধি স্থির—ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে।

ইহার পরই ফললাভ—সাক্ষাৎকার।

৯।৫।৩৭

বীজনির্মাণের কথাটা তত ঠিক নহে। কারণ, বীজ নিত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তেও বীজ থাকে। তবে অব্যক্ত বলিয়া তাহাতে বীজত্ব নাই। আসল কথাটা এই—বীজের আবিষ্কার ও উদ্ধার। অবশ্য বীজ = জ্ঞান বীজ। এই বীজোদ্ধার না হইলে জীবের গতি হয় না। এই উদ্ধার তিনিই করিতে পারেন—যিনি অব্যক্তের দ্রষ্টা, অর্থাৎ—পূর্ণ। অব্যক্তই প্রলয়—মূলাপ্রকৃতি। ভগবান ভিন্ন আর কেহ এ কাজ পারে না,—ইহাকেই বলে—প্রলয়-সলিল বা কারণ-বারিরাশি হইতে বেদের উদ্ধার। তাই ভগবানকে বেদের উদ্ধারকর্তা বলে। ভগবানের ইহা বিশ্বগুরু রূপ।

প্রলয় বা জড়তা—মোহ হইতে চৈতন্য শক্তিকে বিবিক্ত করিয়া আলাদা করিয়া না দিলে পূর্ণের দিকে গতি লাভ অসম্ভব। এই বিবিক্ত চৈতন্যশক্তিই চেতন শব্দ বা বেদ বা মন্ত্র।

১০।৫।৩৭

আমাদের জগৎটি অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত। এতে আলো আসার ব্যবস্থা আছে। সেই আলোতে ইহা ফুটিয়া উঠে। এই অন্ধকারের পরপারে আলোর রাজ্য। সেখানে আলোই আলো, সেখানেও জগৎ আছে—তবে অন্ধকারে তাহা ফুটিয়া উঠে। এ অন্ধকার আগন্তুক—সাময়িক। ইহাকে আশ্রয় না করিলে ঐ আলোর জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ যে আলোর ব্যাপক রাজ্য উহার নানা নাম। বোধ হয়—মহাবৈকুণ্ঠ, পর ব্যোম, মহা ব্রহ্মলোক—উহাকে বলা চলে। ঐ বিরাট রাজ্যে অনন্ত প্রদেশ আছে। এইগুলিকেই ধাম বলে। এইগুলি উপাস্যের লোক। তবে সবগুলিই "তমসঃ পরস্তাৎ"।

১৩।৫।৩৭

দেহতত্ত্ব। কাম ক্রোধাদি, ভক্তি প্রভৃতি ভাবগুলির সত্তা লিঙ্গে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। ইহাদের বীজগুলি কারণে থাকে। আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা কিছু আহার করি, তাহার রসে ইহারা জীবিত থাকে। খারাপ বৃত্তিগুলিতে প্রায়ই পার্থিব ও জলীয় অংশ বেশী থাকে—এগুলি নীচে টানে। ভালগুলিতে ক্রমশঃ—তৈজস, বায়বীয় ও আকাশীয় অংশ বেশী থাকে। তবে সবগুলিই পাঞ্চভৌতিক। কারণে বীজ অতি সূক্ষ্ম আকার; লিঙ্গে বিভিন্ন আকার। এই লিঙ্গাকারই দেহের উপর কার্য করে। এই লিঙ্গাকার পুষ্ট, অর্দ্ধপুষ্ট, সুপুষ্ট ইত্যাদি হইতে পারে,—তদনুসারে বৃত্তির তারতম্য হয়। শুধু লিঙ্গে রংটা পাওয়া যায় — স্থূলের দিকে স্পষ্ট আকার পাওয়া যায়। লিঙ্গেই ব্যক্ত আকার—লিঙ্গেই জিনিষের পরিচয় পাওয়া যায়। ভুক্ত পদার্থে কত প্রকারের যে রস আছে তাহা বলা যায় না। তবে কোন পদার্থে কোন কোন ভাবের পোষক রস অধিক থাকে। খাদ্য পদার্থ যতই বিশ্লিষ্ট হয়, ততই তাহার অন্তর্গত রস—সূক্ষ্মতর রস—আপন আপন ভোক্তাকে পুষ্ট করে। কোন খাদ্যে কামবৃদ্ধি হয়, কিছুতে ক্রোধ বৃদ্ধি হয়—ইহা সত্য। যেমন বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৃদ্ধি প্রভৃতি খাদ্য হইতেই হয়, তেমনই বৃত্তিরও হয়। এই কামক্রোধাদি ভাবগুলি জীবন বিশিষ্ট অণুর মত—খাদ্য না পাইলে শুষ্কপ্রায় হয়, কার্য করিতে পারে না। কিন্তু মরে না। কারণে তাহার সত্তা থাকে। লিঙ্গেও শুষ্কপ্রায় হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল যেমন ভেক মাটির সহিত মিশিয়া থাকে—যায় না; বর্ষার জল পাইলেই আবার সজীব হইয়া উঠে; এও তেমনি।

লিঙ্গে এই আকারগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কৌশল আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ কামকে গ্রহণ করিলাম। কামের একটি সত্তা আছে (বীজ), আকার আছে—তাহা হইতে একটি কিরণধারা নিরন্তর বাহির হইতেছে। তাহাতে রং আছে। সেই রঙের কিরণ হইতেই কামকে চেনা যায়। প্রয়োজন হইলে কিরণ হইতে কামকে দেখা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ শুধু কিরণ দেখা যায় না। অবলম্বন সহিত দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬।৫।৩৭

যাকে সত্তা, খণ্ড সত্তা বলে—যেমন ঘট, ফুল ইত্যাদি তাহা আলোরই একটা অবস্থামাত্র। যে আলোতে কোন অবস্থা ভেদ নাই, সেটা অখণ্ড সত্তা। তাহার বিশুদ্ধ রূপ বোধের অতীত। এইভাবে আমরা দুইটি আলো পাইলাম।

(ক) অবস্থাহীন অব্যক্ত আলো—তাহাকে আলো না বলিলেও হানি নাই। বোধহয় ইহাই সৎ ও অসতের পর।

(খ) ব্যক্ত আলো (মূল)। ইহাই অখণ্ড সত্তারূপে প্রতিভাসমান হয়, আবার তাহার backgroundও বটে। Background এ নিরাকার, অন্যত্র সাকার। Background এ জল, খণ্ডসত্তা তার তরঙ্গ। একটি ধর্ম্মী, আর একটি ধর্ম্ম।

এই খণ্ড সত্তার ভানও অদ্বৈতরূপে হইতে পারে, দ্বৈতরূপেও হইতে পারে। অদ্বৈতরূপে হইলে background এর সঙ্গে পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়া যায়। পরিণামে ইহাই সাকার অদ্বৈতরূপে প্রকাশমান হয়। এই সাকার পূর্ণতায় নিরাকারবৎ হইয়া নিরাকারে মিশিয়া যায়। কিন্তু আবার ফিরিয়া আসে। ইহা নিত্যসাকার। খণ্ডসত্তার ভান দ্বৈতরূপে হইলে পরিণাম প্রকাশ পায়। Background‌টি প্রকৃতি হয়। তরঙ্গ বা আকারটি তার বিকৃতি বা পরিণাম হয়।

(ক) অবস্থা অব্যক্ত। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক। এ আলোর বর্ণনা হয় না।

(খ) অবস্থার আলো ব্যাপক। এই আলোতে অভেদ দর্শন হয়। আর তাতে তরঙ্গরূপে, আভাসরূপে, ভেদেরও দর্শন হয়। কিন্তু অভেদেরই প্রাধান্য। লক্ষ্য অভেদে রাখিলে অভেদ দেখা যায় না,—মাঝামাঝি রাখিলে দুই-ই কতকটা দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বরূপ দর্শন এই আলোতেই হয়। "দিব্যচক্ষু" অর্জুন কিছুক্ষণের জন্য পাইয়া ছিল। তাহা এই আলো। এই আলোতে প্রকাশমানতাই বস্তুর বস্তুত্ব বা সত্তা। এই আলোতে যাহা প্রকাশমান নহে, তাহা অবাস্তব। এই অবস্থার সাক্ষাৎকার হইতেই দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের জন্ম।

১৭।৫।৩৭

জিনিষের সত্তা—একটা আলোকে প্রকাশমানতা। অবলোক—দ্রষ্টার দৃষ্টিস্বরূপ।

(ग) যতু একটা ফুল দেখিতেছে—এই ফুলটি তাহার চক্ষুর আলোকে আলোকিত—যতুর চক্ষুর—ইন্দ্রিয়ের সত্তায় সত্তাবান্। যতক্ষণ সে দেখিবে, ততক্ষণ ফুলটির সত্তা—পরেও সত্তা থাকে না। যদি থাকে, তবে কাহারও দৃশ্য হইয়াই থাকিবে, নতুবা নহে। যেমন যতুর চক্ষুর কিরণই ফুলাকারে প্রকট তদ্রূপ সব দৃশ্যই বুঝিতে হইবে। আমরা শুধু একটি ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টান্ত দিলাম।

তেমনি অবিদ্যাও ফুলাকার হইতে পারে। যদি রাম অধিকতর বল-সহকারে ঐ ফুলের আকারে অবিদ্যা সৃষ্টি করে, তবে যতু আর ঐ ফুলটি দেখিতে পাইবে না। তাহার লোপ, অদর্শন হইল।

সাধারণতঃ অন্ধকারাদিতে ও নিদ্রাদিতে ক্রমশঃ objective ও subjective ভাবে ব্যাপকভাবে ঐ ব্যাপারটি হয়। কিন্তু যতুর দৃষ্টি-আলো—যদি রামের বিসৃষ্ট অন্ধকার হইতে প্রবল হয়, তাহা হইলে রাম ঐ ফুলটিকে লুপ্ত করিতে পারিবে না। চেষ্টা করিলে ঐ অবিদ্যা স্বয়ংই স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। এইভাবে সব জিনিষেরই সত্তার আপেক্ষিকত্ব আছে। যে আলোতে বস্তুর প্রকাশ বা সত্তা, তদপেক্ষা প্রবল অন্ধকার আসিলেই ঐ বস্তু লুপ্ত—অদৃশ্য হয়। ধ্বংস কিছুরই নাই। কারণ প্রবলতর আলো ফেলিলেই আবার উহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মদৃষ্টিতে—ব্রহ্মালোকে বস্তুটি দেখিলে তাহার আর লোপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদর্শন, তিরোধান হয় না। কারণ, এমন কোন অবিদ্যা নাই, যাহা ঐ আলোতে কাজ করিতে পারে। সেইজন্য ব্রহ্মদৃষ্টিতে সব জিনিষই নিত্য জানা যায়। এই সত্তাই পারমার্থিক সত্তা। ইহার নাশ নাই।

এইজন্যই ব্রহ্মালোকে সব জিনিষই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিছুই হারায় না। এখানে অতীত ও অনাগত বর্ত্তমান, কারণ, আচ্ছাদন নাই। ইহা চির প্রকাশ। এই আলোর কাছে অন্যান্য আলো অন্ধকারেরই প্রকারভেদ মাত্র, অবিদ্যারূপ। কাজেই যে যোগী ব্রহ্মদর্শী, তাহার কাছে কোন দেবতাদি কার্য করিতে পারে না, স্তম্ভিত হইয়া থাকে। করিতে গেলে স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪।৫।৩৭

ক্রিয়াধ্যানাদির সময় দেহস্থ তাড়িত সব ঊর্ধ্বমুখী হয়—সব মস্তকের দিকে যায়। যোগ বা নিরোধের সময় একটা তীব্র বায়ু ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে, সবকিছু উপরে উঠিয়া যায়। নীচের দিক্‌টা শববৎ, জড়বৎ পড়িয়া থাকে। তখন কেহ স্পর্শ করিলে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে প্রাণ হঠাৎ নামিয়া আসে—খুব আঘাত লাগে।

ব্যুত্থান দশাতে পায়ের দিকে তেজটা নামিয়া আসে। তাই, তখন প্রণাম বিধি। প্রণাম করিলেই প্রণম্য হইতে তেজঃ প্রণামকারীর নিকট যাইবেই। ইহাই লোকোপকার, তবে নিজের ক্ষতি হয়।

নিয়ম এই দেখিলাম—ইষ্ট দেবতার চরণ নিজের মস্তকে লইয়া প্রণাম করিলে নিজের ক্ষতি হয় না! কারণ, তখন নিজে medium মাত্র,—যে তেজটা যায়, সেটা ইষ্ট দেবতা হতে আসিয়া পূরণ হইয়া যায়। যে নমস্কার করে, তাহার নমস্কারও দেবতাতেই যাইয়া পৌঁছায়।

কাহারও প্রণাম নিজে নিতে নাই। যোগযুক্ত হলে নিতে পারা যায়। যে প্রণাম করিবে, তাহার পক্ষেও ওই বিধি পালনীয়। নতুবা প্রণম্যের কর্মসংস্কাররাশি প্রণামকারীতে আসিয়া পড়ে।

যে প্রণাম করিবে, তাহার তেজঃ নিজের মস্তকে যাওয়াই চাই। সেখান হইতে প্রণম্যের চরণে যাইবে। হস্তাদি শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও যাইতে পারে। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের রহস্য এখনও পাই নাই। আর যে প্রণাম নিবে, তাহার তেজঃ পায়ের দিকে প্রবাহিত হওয়া চাই। যদি প্রণম্যের তেজের স্রোত ঊর্ধ্বগামী থাকে, তখন প্রণামকারী প্রণাম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধি অবশ্যম্ভাবী! যদি প্রণামকারীর

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজঃ মস্তকে স্ব চেষ্টায় নীত হইয়া থাকে, ভালোই। না হইলেও ঊর্ধ্ব দিকে উঠিবে।

গুরু ও শিষ্যের এই বিচিত্র রহস্য। সকাম ও নিষ্কাম প্রণাম। সকাম প্রণাম স্থলে গুরুর স্রোত বহির্মুখ বা অধোমুখ হইয়া শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। কাম্য ধনরূপে পরে প্রকাশ পায়। শিষ্যের কামনা পূর্ণ করে। ইহাই বরদান।

নিষ্কাম প্রণাম স্থলে গুরুর স্রোতঃ ঊর্ধ্বমুখ বা অন্তর্মুখ থাকে। সে শিষ্যের স্রোতকে টানিয়া অন্তর্মুখ করে—শিষ্য সমাধি লাভ করে। শিষ্যেরও সব তেজঃ মস্তকে সঞ্চিত হয়। ইহাই অভয় দান। শিষ্যের চিত্ত যে মাত্রায় কামনাহীন সেই পরিমাণে ঊর্ধ্বদিকে তাহার গতি ও স্থিতি হয়। মস্তক দিয়া চরণে প্রণাম—ফল অদ্বৈতস্থিতি। ভক্তের প্রণাম—বিশেষতঃ যেখানে ভগবদ্‌দাস্য নিত্য কাঙ্ক্ষিত, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম স্বাভাবিক। ঐ স্থলে স্নিগ্ধ তেজের ব্যাপার, উগ্র নহে।

(১)

২৫।৫।৩৭

দ্বৈতভাবেই কর্ম হয়। এই অবস্থায় দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক্ থাকে। লিপ্ততা অবশ্য থাকে—তাই দ্রষ্টা বিশুদ্ধ হয় না, দৃশ্যও তাই। দৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম করিতে করিতে দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যের ব্যবধান কমিয়া আসে, পরে দৃশ্যপ্রাপ্তি ঘটে। তাহাই একপ্রকার সমাধি। পরে সে অবস্থা ভেদ হইয়া গেলে শুদ্ধাত্মস্বরূপে অবস্থান হয়। তখন ঐ দৃশ্য আত্মার শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। স্বরূপেই তার লয় হয়, স্বরূপ হইতেই তাহার উদয় হয়, স্বরূপে যুক্তভাবেই তাহার স্ফুরণ হয়। ইহা দৃশ্যজয়, বশীকার। এইপ্রকারে যাবতীয় দৃশ্য জয় হইলে তবে পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর। রাজা ও সম্রাটে ইহাই পার্থক্য। যাবতীয় দৃশ্যজয় দিগ্বিজয়। ইহা না হইলে সম্রাট্ বা সর্বাধিপতি হওয়া যায় না। কোন একটি দৃশ্যকে জয় করিলে রাজা হওয়া যায়—সম্রাট্ হওয়া যায় না।

সর্বাধিপতি হইতে হইলে দৃশ্যমাত্রের যেটা মূলসত্তা, সেটা বাহির করিয়া তাহাকে সাক্ষাৎকার ও জয় করিতে হইবে। উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বের জয়কর্তা বা অধিষ্ঠাতাই সর্বাধিপতি। সাধারণ জীব খণ্ড সত্ত্ব লইয়া আছে। তাহার দৃশ্য জগৎ তাহার খণ্ড সত্ত্বের বিকাশ। আমার করণগোচর যে রূপ-রসাদির সমষ্টি তাহা আমার সত্ত্বেরই বিকার। এই খণ্ড সত্ত্ব নিঙড়াইয়া বাহির করিলে জগৎ অব্যক্ত হইয়া যায়। এই সত্ত্বের জয় হইতে আমি রাজপদ লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জগতের অধিষ্ঠাতা হইতে পারি,—অধিক নহে। সর্বসাধারণ যে ব্যাবহারিক জগৎ তাহার অধিষ্ঠাতা হওয়া যায় না। তাহার জন্য ব্যাবহারিক জগতের যেটা সার অর্থাৎ অখণ্ড সত্ত্ব তাহা প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সাক্ষাৎকার ও বিজয় আবশ্যক। অবশ্য এই বিজয় আপেক্ষিক। পূর্ণ হইলে সে পরমেশ্বর। তবে অপূর্ণ হইলেও সে পূর্বোক্ত খণ্ড সত্ত্বাধিষ্ঠাতা হইতে বিলক্ষণ। এই অবস্থা ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ। পূর্বোক্ত অবস্থা জীবের বিভূতিমাত্র।

(২)

অতএব দৃশ্য দর্শন না হইলে প্রকৃত কর্ম বা সাধনার সূত্রপাতই হয় না। দৃশ্য লক্ষ্যরূপে সম্মুখে রাখিয়া কর্ম করিতে করিতে দ্রষ্টা আপনাতেই দৃশ্যকে লাভ করে এবং দৃশ্যের মধ্যে তাহার আত্মারূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। যে কোন বস্তুকে 'আমি' রূপে না পাইলে তাহাকে পাওয়া যায় না। এই অপরোক্ষ বোধের দুইটি দিক্—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) আত্মায় দৃশ্য দর্শন।

(খ) দৃশ্যে আত্মদর্শন।

ইহারও কারণ আছে।

যে কর্ম বা ক্রিয়ার ফলে ইহা হয়, বস্তুতঃ তাহা উভয়মুখী। কিন্তু এক একটি করিয়া তাহার প্রবৃত্তি হয়। যতক্ষণ অভিমানমূলে কর্ম হয়, ততক্ষণ কর্ম আমার—তাই ক্রিয়ার ফলে আমি অগ্রসর হই। দৃশ্য স্থির। আমি যাইয়া তাহাতে আবিষ্ট হই—তাহার আত্মারূপে। দৃশ্য জড় ছিল। আমি তাহাতে আবিষ্ট হইলেই তাহা চেতন হইয়া যায়। ইহাই (খ)।

আর যখন কর্ম হয় অথচ অভিমান থাকে না—তখন দৃশ্য চলিতে থাকে, আমি স্থির। দৃশ্য ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া আমিতে প্রবেশ করে—আমিভাবে দৃশ্য ফুটিয়া ওঠে। দৃশ্য বাহিরে থাকে না; ভিতরে প্রবেশ করে। ইহাই (ক)।

ইহার পরাবস্থায় কর্ম থাকে না, তাই ব্যবধান থাকে না। তাই (ক) ও (খ) যুগপৎ সংসিদ্ধ হয়।

(৩)

২৫।৫।৩৭ মধ্যাহ্ন—

ধামবাস-রহস্য। ব্যক্ত ধামে কেহ যদি নিরন্তর থাকে তাহা হইলে নিত্যধামের তেজঃ সর্বদা তাহাতে আবিষ্ট হওয়ার ফলে মরণোত্তর ঐ নিত্যধামে গতি হয়। তবে ক্ষেত্রত্যাগ যেন না হয়। কারণ, তাহা হইলে বাহ্য উপাদান ভিতরে ঢোকে। ধামে দেহত্যাগ আবশ্যক।

ব্যক্তধামে না থাকিলেও যদি অব্যক্তধামের তেজঃ কেহ পায় ও ধ্যান, ক্রিয়া—চিন্তাদির দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত করে তাহা হইলেও নিত্যধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষে যাইতে পারে। ধামবাসী ধামে থাকিয়াও সর্বদা দেবদর্শন-পায় না। ধামমাত্রই লীলাক্ষেত্র। বিশ্রামসময়ে বিগ্রহ দর্শন হয় না—ঐ সময়ে দেবতা সামরস্য পদে থাকেন, স্বয়ং নির্গুণে অবস্থিত হন। উপাসকগণ তখন দ্রষ্টামাত্র হইয়া থাকেন—ভিতরে প্রবেশ হয় না। উপাসক সেবক। সকলেরই এক একটি বিশিষ্ট সেবা আছে। একজনের সেবা আর একজনে করিবার অধিকারী নহে। সেবা মানে দেবতার আনন্দবর্দ্ধন. ভোগসম্পাদন। ভোক্তা একমাত্র দেবতাই। তিনিই ভোগ করেন—অর্থাৎ আনন্দকে বিক্ষুব্ধ করিয়া আস্বাদন করেন—তাহার প্রসাদ পায় সেবক। এই প্রসাদ কৃপা বা আনন্দ। এই যে সেবক—ইহাও নিত্য। যদি জীব বলি, তবে নিত্য জীব। নতুবা নিত্য স্বরূপশক্তিও বলা চলে। সেবাতত্ত্ব বড় গভীর। আনন্দাস্বাদের অনন্তপ্রকার ভেদ আছে। প্রত্যেক প্রকারেই সেবক চাই পৃথক্। এই নিত্যসেবা স্বভাবতঃই নিষ্কাম। তাই ইহার বিনিময় নাই। সেবকের সেবা যেমন স্বাভাবিক, দেবতার প্রসাদদানও তেমনি স্বাভাবিক।

২৬।৫।৩৭

তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। অন্য কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, তাঁহাদের ইচ্ছা নাই আলাদা—তাঁহারা নিষ্কাম। অথবা তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা। তাঁহারা ভগবদিচ্ছার বাধক হন না, হইতে পারেন না। সাধারণ লোকে—দেবতাদি, যোগী, ঋষি প্রভৃতি ভক্ত হইলে তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হন না স্বভাবতঃ। ভক্ত না হইলে বিরোধী হইতে পারেন, তবে তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারেন না। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

অনেক সময় জানা যায় ভক্তের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন। বুঝিতে হইবে সেখানেও ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হইলে ভক্তের ইচ্ছা হইবে কোথা হইতে —যদি হইতে পারিত তবে সে ভক্ত নহে।

কিন্তু কোন ঘটনায় অসংখ্য ইচ্ছার খেলা হইতে থাকে। একটি ঘটনা যাহা হইয়াছে "ক"। 'ক' কেন হইল? কারণ, তাহাই ভগবানের ইচ্ছা। লোকে ত তাঁহার ইচ্ছা বুঝে না। ইহা অব্যক্ত। আমি যদি ভক্ত হই, তাহা হইলে আমার ইচ্ছাতেই 'ক' হইয়াছে বলিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাই মূল।

আর যদি আমি তাঁহাতে যুক্ত না হই, তবে হয়ত আমি চাই না যে "ক" হয়—তবু "ক" হইবে। কারণ, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আমার ইচ্ছা—ঐ ইচ্ছা হইতে আলাদা বলিয়া তাহা পূর্ণ হইল না। তবে একটা কথা আছে। যদিও সর্বাবস্থাতে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, ইহা সত্য—তথাপি আমার ইচ্ছা অথবা তিনি ও আমির—মধ্যবর্তী দেবতা, ঋষি প্রভৃতির ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে হইলে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। বাধা দিয়া কেহ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারে না। শুধু কাল বিলম্ব হয় মাত্র।

দেবতা ঋষি প্রভৃতির কথা যে বলা হইল তাহা দুই ভাবের। এক আমার প্রার্থনানুসারে আমার ইচ্ছার অনুরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। অথবা তাঁহাদের স্বপ্রয়োজনানুসারে বা দায়িত্ববশতঃও আমার ইচ্ছার অনুরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। তবে আমাতে যদি মূলে কোন বিশিষ্ট ইচ্ছা না থাকে, তবে ভগবদিচ্ছা অবিলম্বে পূর্ণ হয়।

ইহা হইতেই দুঃখের বীজ কোথায়, তাহা জানা যাইবে। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে আমার ইচ্ছা হইলেই সংঘর্ষ—প্রবলের সঙ্গে সংঘর্ষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—একটু বিলম্বে। অথচ ঐ ঘটনা দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে। নতুবা জগতে কোন ঘটনা হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ হওয়ার কথা নয়। কারণ সব ঘটনার মূলে তাঁহার ইচ্ছা। আমি বিরুদ্ধ ইচ্ছাবিশিষ্ট বলিয়া উভয় ইচ্ছার সংঘর্ষে দুঃখ হয়। আমার পৃথক্ ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা অপ্রতিহত— সঙ্গে সঙ্গে তাই উহা পূর্ণ হয়। ফল—আনন্দ।

সুতরাং কামনাই দুঃখের কারণ। বিরুদ্ধ ইচ্ছা হয় কেন? অভিমান বশতঃ। নিষ্কাম হওয়া মানেই দ্রষ্টা হওয়া। আমি যদি কেবল দ্রষ্টামাত্রই হই, তাহা হইলে আমাতে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। ফলে আনন্দাস্বাদন আমি পাইব। কারণ ইহা আমার ইচ্ছারই তৃপ্তি। দ্রষ্টা না হইতে পারিলে এ আনন্দ হইতে পারে না।

২৭।৫।৩৭

আমার ইচ্ছাতেই আমার স্বাধীনতা। ইহা তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলও উদিত হইতে পারে। হইলে তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়—ফলে দুঃখ হয়। কারণ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে সংস্কার জন্মে, ভবিষ্যৎ পূর্ত্তির প্রতীক্ষায় অবস্থান করে। তাঁহার (স্বভাব) ইচ্ছা অব্যক্ত। আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাতে বিসর্জ্জন দিলে আমার ইচ্ছা থাকে না। তাঁহার অব্যক্ত ইচ্ছা আমার ইচ্ছার আকার ধারণ করিয়া ব্যক্ত হয়। তখন পূর্ণ হয়। সুতরাং পূর্ণের মধ্যে ইচ্ছাকে না ফেলিলে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া = কার্য-উদয়। তাঁর ইচ্ছা কি কেহ জানিতে পারে না, জানেও না। ইহা নিরাকার অব্যক্ত। ভগবানের ইচ্ছা সাকার, ব্যক্ত। তা যোগিজন জানিতে পারেন। সাধারণ যোগী ও ভগবান্ —মহাযোগী, উভয়েই মহাশক্তির উপাসক। তবে ভগবান্ উচ্চতর অধিকারী। অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু উভয়েরই বল একস্থানেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ যদি নিজের ইচ্ছা পূর্ণে ঢালিতে পারে, তবে তাহা পূর্ণ হইবেই। কিন্তু তাহা ভগবানের ইচ্ছার বিরোধী হইলে ভগবদিচ্ছা প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া তাহাকে পূর্ণে মিলিতে দেয় না। কিন্তু ভগবদিচ্ছার তুল্যবল হইয়া অধিকতর ক্ষমতাশালী হইলে তাহা পূর্ণে সমর্পিত হইতে পারে। তখন বিধাতার নিয়ম তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তবে একটি কথা আছে। ভগবদিচ্ছা স্বভাবতঃ নিষ্কাম বলিয়া পূর্ণের সঙ্গে তাহার মিলন অবাধিত—ভগবানের ভিতর দিয়া পূর্ণের ইচ্ছাই ব্যক্ত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা নিষ্কাম হইলে তো বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। সকাম হইলে যতই প্রবল হউক, পূর্ণের সঙ্গে খাঁটি মিলন হয় না। তাই চরমে তাহা পূর্ণের ইচ্ছার বিরোধী বলিয়া বিনষ্ট হয়। ইহাই অসুর ও দেবতত্ত্বের বীজ।

ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি হয়।

২৮।৫।৩৭

গুরুস্তোত্রে আছে—"শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।" এখানে শিব ও ব্রহ্মতত্ত্বে এবং প্রবোধন ও প্রকাশন ব্যাপারে ভেদকরা হইয়াছে।

প্রবোধন ব্যাপারটা পরিণামক্রমে হয়। প্রবুদ্ধতা পূর্ণ হইলে ভাব তৈয়ারী হইল বলা চলে। তারপর প্রকাশন ব্যাপারের কাজ।

অতএব প্রথম কার্য সুপ্তিভঙ্গ, জাড্যনিবৃত্তি। ফল - চিন্ময় ভাবের বিকাশ। দ্বিতীয় কার্য আবরণভঙ্গ। ফল—নিজের নিকট ভাবের প্রকাশমানতা।

কর্ম করিতে করিতে এই বিকাশটি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আবরণ না কাটিলে এই বিকাশটি জানিতে পারা যায় না। মাতৃগর্ভে বিকাশ হয়—ভূমিষ্ঠ হইলে প্রকাশ হয়-অবশ্য স্থূলভাবে। বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইতে পারে অথবা বিকাশ হওয়ার পর প্রকাশ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ না হইলে অনুভব আসে না। বিকাশ ভিন্ন তাহা হইতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। বিকাশ হইলেও প্রকাশ ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। প্রকাশ না হইলেও বিকাশের কার্য হইতেই থাকে। বিকাশের কার্য mechanical—তাহার গতি অব্যাহত। প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার কার্য অবাধে চলে। মাঝখানে প্রকাশ হইলে নানা কারণে বিকাশের পথ রুদ্ধ হইতে পারে। বিকাশ পূর্ণ হইলে প্রকাশ বাধক হয় না। কারণ বিকাশ তো তখন আর বাকি নাই। তাই প্রকাশে ভয় নাই। অতএব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা পুট লাগিয়াই থাকে। বিকাশ যতই হউক পুট থাকিয়াই যায়। সম্পূর্ণ বিকাশের পর পুটটি আপনি ভাঙ্গিয়া যায়। কেহ যদি ভাঙ্গিয়া দেয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

শক্তির ক্রমজাগরণই বিকাশ—ইহা কর্ম হইতে হয়। চরমাবস্থায় পুটটি সরাইয়া ফেলা—জ্ঞান হইতে হয়। কর্ম করিতে করিতে জ্ঞান আপনিই আসে।

কর্ম করিতে করিতে হয় বিকাশ। বিকাশ পূর্ণ হইলে হয় জ্ঞান; যাহার ফল প্রকাশ।

বিকাশের ফলে সদ্ভাবকে পাওয়া যায়, প্রকাশের ফলে চিদ্ভাব। সৎই প্রকাশমান হয়।

তারপর আনন্দ বা আস্বাদন। কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি। আনন্দের পরই স্বভাবস্থিতি।

সুতরাং বীজ চাই। ক্ষেত্র চাই। বীজ ভিন্ন কাহার বিকাশ হইবে?

(১)

৩০।৫।৩৭

প্রথমে সাধারণ কৃপা—যাহা আশ্রিত-মাত্রের উপরে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য করে। অনাশ্রিতের উপর এই কৃপা থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে কর্মফলের নিয়ম। কার্য-কারণ-ভাব মাত্র। সাধারণ কৃপা জ্ঞানবীজ সঞ্চার হইতেই আরম্ভ হয়। তারপর আশ্রিতের পক্ষ হইতে তীব্র পুরুষকার আবশ্যক। ইহাই আজ্ঞাপালন ও তচ্চেষ্টা। নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই অবস্থায় গুরুবাক্যই আজ্ঞা বা নিয়ম। ইহার পালনই কর্ম। ইহা করিতে করিতে কর্ম কাটিয়া যায়। প্রকারান্তরে বলা যায় জ্ঞান পূর্ণ হয়। তখন অসাধারণ কৃপার উদয় হয়। তখন স্বচ্ছন্দাচার ও ইচ্ছাশক্তির অবস্থা।

নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল রাখিলেই নিজের ইচ্ছার পৃথক সত্তা থাকে না। তাঁহার ইচ্ছাই তখন থাকে। সেই ইচ্ছাই আমার মধ্য দিয়া কায করে—আমার আপন ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়। সে ইচ্ছা অবাধিত—পূর্ণ হইতে বাধ্য। ফলে আনন্দ। আমি তাঁহাতে লুপ্ত হইয়া গেলে তিনি আমাতে বিশুদ্ধ 'আমি' রূপে প্রকাশিত হইবেন। আমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে—করিতে চেষ্টা করিলে তিনিও আমাতে আত্মসমর্পণ করিবেন। তখন তিনি 'আমি' হইয়া প্রকাশ পাইবেন। কিন্তু কথা এই, আমি কি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ নিজে নিজে করিতে পারি? তাহা পারি না। অথচ আমি না করিলে তিনি তো আমাতে আত্মসমর্পণ করিবেন না। পক্ষান্তরে তিনিই কি আমাতে প্রথমে নিজে নিজে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, যদি আমাতে কিছু বৈশিষ্ট্য না থাকে? কিন্তু আমাতে বৈশিষ্ট্য আসিবে কোথা হইতে? তাঁহাকে বাদ দিতে গেলে আমি ফাঁকি, আমি না হইলে তিনিও কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি ও আমি—উভয়ই একাকী অপূর্ণ। পরস্পর সাপেক্ষ। মূলতঃ কাহার উপর কে অপেক্ষা করে বলা যায় না। আসল কথা: আমি ও তিনি যেখান হইতে নিঃসৃত, সেই পূর্ণ হইতে যখন স্বভাবতঃ শক্তির উন্মেষ হয়—তাহাই প্রকৃত কৃপা, যাহা অহেতুক। তাহা আমাতে কর্মরূপে প্রকাশ পায় ও তাঁহাতে ফলরূপে প্রকাশ পায়—আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া কর্ম করায়, তাঁহাকে দিয়া ফল দেওয়ায়; আমাকে আত্মসমর্পণ করায়, তাঁহাকেও আত্মসমর্পণ করায়। তাহা নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র।

(২)

আমার ইচ্ছা শূন্য হইলে যেমন তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হইয়া দেখা দেয় তেমনি তাঁহার ইচ্ছা শূন্য হইলেও আমার ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা হইয়া দেখা দেয়।

অতএব প্রাপ্তির প্রকার এই :—

(ক) প্রথমে ইচ্ছাশূন্য পূর্ণে আমি ইচ্ছা লইয়া যদি অবগাহন করি, তবে আমার ইচ্ছা পূর্ণ-স্পর্শে তাঁহার ইচ্ছারূপে —ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রকাশিত হইবে। ইহাই যোগীদের ব্যাপার।

(খ) ভক্তদের ব্যাপার আলাদা। ঠিক উল্টা। আমি ইচ্ছাশূন্য হইয়া ইচ্ছাময় পূর্ণে অবগাহন করিলে তাঁহার ইচ্ছা আমার মধ্য দিয়া আমার ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়।

দুই বিভূতি একপ্রকার নহে। একটি যোগবিভূতি সকাম চিত্তের, অপরটি লীলাবিভূতি-নিষ্কাম চিত্তের।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাবিহীনের মিলন—ইহা উভয়ত্র আছে। আমি ইচ্ছা-যুক্ত হইলে তিনি ইচ্ছাহীন, আর আমি ইচ্ছাহীন হইলে তিনি ইচ্ছাময়।

(৩)

দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দলাভের উপায় কি? তাঁহার সহিত আমার মিলন। এখন তাহা নাই বলিয়া দুঃখ। তিনি ইচ্ছাময় হউন বা ইচ্ছাহীন হউন, আমি ইচ্ছাযুক্ত হই বা ইচ্ছাহীন হই—তাহাতে কি? বিকল্প এই কয়টি :

(ক) তিনি ইচ্ছাময় × আমি ইচ্ছাযুক্ত। [সংসার ; দুঃখ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) তিনি ইচ্ছাময় × আমি ইচ্ছাহীন। [ভক্তি]

(গ) তিনি ইচ্ছাহীন × আমি ইচ্ছাময়। [যোগ]

(ঘ) তিনি ইচ্ছাহীন × আমি ইচ্ছাহীন। [জ্ঞান-কৈবল্য]

প্রথম অবস্থায় উভয় ইচ্ছার সংঘর্ষ হইতে দুঃখের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থ অবস্থায় ইহা নাই বলিয়া দুঃখও নাই, আনন্দও নাই। তৃতীয় অবস্থায় দুঃখস্মৃতি আছে—তাই আনন্দ আছে। নিজের ইচ্ছাপূর্ত্তিই এ আনন্দের স্বরূপ।

দ্বিতীয় অবস্থায় নিজের ইচ্ছা নাই বলিয়া দুঃখ নাই। আনন্দও নাই। অথচ তাঁহার ইচ্ছা আছে বলিয়া লীলানন্দ বা রস আছে। লীলারস, ইহাই শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা কর্মদেবতা, তাঁহারা তৃতীয় প্রকার আনন্দযুক্ত, আজান-দেবতা দ্বিতীয় প্রকার।

দ্বিতীয় অবস্থা দুইপ্রকার—

(ক) ভক্তিপ্রধান, জ্ঞান-সহকারী—এখানে দ্রষ্টা হইয়া ভগবল্লীলা দর্শন হয়।

উভয়ই লীলান্তঃপাতী নট ও প্রেক্ষক

(খ) ভক্তিপ্রধান, কর্মসহকারী—এখানে অভিনেতা হইয়া ভগবল্লীলা করা হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা ঈশ কোটি।

প্রথম ও তৃতীয় অবস্থা জীবকোটি।

চতুর্থ অবস্থা ব্রহ্মকোটি।

ক্রম এই :

(১) প্রথম।	(১) প্রথম।
(২) তৃতীয়।	(২) তৃতীয়।
(৩) চতুর্থ।	(৩) দ্বিতীয়।
(৪) দ্বিতীয়	(৪) চতুর্থ।
(ভক্তের জন্য)	(জ্ঞানীর জন্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫।৬।৩৭ (১)
নবদ্বীপ

দেবতা আবির্ভূত হইলে সাধক প্রথমে তাঁহার জ্যোতিঃ মাত্র দেখিতে পান। তারপর দীর্ঘকাল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া চক্ষু অভ্যস্ত হইলে—নিজের উপাদান তৎসত্তায় সত্তাবান্ হইলে—রূপ দর্শন হয়। ইহাই ক্রম। দেবতা বা সিদ্ধপুরুষ জ্যোতিঃ সংহরণ করিয়াও রূপ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে সাধক অভিভূত হইয়া পড়ে—মরিয়াও যাইতে পারে। "শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ" ইহার তাৎপর্য ইহাই। দেবতার তেজ আত্মসাৎ করিতে করিতে দেবতার দর্শন।

আরও রহস্য আছে।

'ক' ও 'খ'র সান্নিধ্য হইলে প্রথমে 'ক'র প্রভা 'খ'র প্রভা দ্বারা অভিভূত হয় ধীরে ধীরে। জপ ধ্যান (দেবতার), উপাসনা প্রভৃতিতে ইহাই প্রথমে হয়। তারপর 'খ'র প্রভা দেখা যায়। ইহা পুনঃ পুনঃ দেখিতে দেখিতে 'খ'র রূপ দর্শন হয়। তখন 'ক' 'খ'র প্রভামণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছে। ইহাই সালোক্য। তবে ইহা সাময়িক। ইহার পর মৃত্যু হইলেও ঐ লোকেই গতি হয়। আর ভয় থাকে না। তবে স্থূলদেহ থাকিতে যিনি যতই অগ্রসর হউন, স্থায়ী সালোক্য হয় না।

দেহ থাকিতে থাকিতে আরও অগ্রসর হইলে দেবতার রূপ পাওয়া যায়। সালোক্য স্থায়ী হইলে 'ক'র ছায়াময় প্রভা অভিভূত হয় চিরতরে, নিজের প্রভা থাকে না। নিজেই প্রভারূপ হইয়া যায়। ইহাই দাস্যভাবের সূচনা। সারূপ্য হইলে তল্লোকবাসী সাধক তাহার প্রভামণ্ডলের অন্তর্গত হয়। কিন্তু ঐ সকল সাধকের উপর তাহার প্রভাব পড়ে না। কিন্তু রূপ হইতে শক্তিতে গেলে—সার্ষ্টি হইলে—ঐ সকল সাধক স্বশক্ত্যধীন হয়। তবে ইহা আপেক্ষিক। তারপর শক্তি হইতে সত্তা—সমান সত্তা - লাভ হয়। ইহা সাযুজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক হিসাবে সাধক দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এখান হইতে নির্গুণ রাজ্য। সামীপ্যটি বস্তুতঃ সালোক্য ও সারূপ্যের মধ্যবর্ত্তী। লীলাবাদী ভক্তগণ সামীপ্য পর্যন্তই যাইতে চান। এখানে বিরহ আছে, সারূপ্য ভিন্ন বিরহ কাটে না। বলা বাহুল্য সারূপ্যে মিলনও নাই।

সালোক্য অবস্থায় শুধু রূপের দর্শন পাওয়া যায়। সামীপ্য অবস্থায় তাহার সেবাধিকার পাওয়া যায়। মঞ্জরী ও সখী এই ভাবেই হয়। সামীপ্য অবস্থাতেই দাস্যভাবটি নানাপ্রকারে পরিস্ফুট থাকে।

জ্যোতি দর্শন বাহির হইতে হয়। রূপদর্শন ভিতর হইতে হয়। রূপ-দর্শন হইলেই বুঝিতে হইবে—সাধক ইষ্টধামে স্থান লাভ করিয়াছেন—কারণ, কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে কোন বিশিষ্ট angle এই তো দর্শন।

পূর্ণাবস্থার পূর্বে, অথচ রূপদর্শনের পরে, মৃত্যু হইলে সাধনানুরূপ দিব্য অবস্থার লাভ হয়—হয় সালোক্য, নয় সামীপ্য বা সারূপ্য ইত্যাদি, যে অবস্থা লাভ হয়, ঐ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিতে হয়—অতি দীর্ঘকাল। একজন সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে সারূপ্য অতি দীর্ঘকালে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্থূলদেহ থাকিতে সালোক্য হইতে সারূপ্য অবস্থা লাভ করিতে বহু সময় লাগে না, যদি খাটা যায়।

আমরা অনেকেই বলি 'আমি তোমার দাস'—ইহাতে দাস হওয়া যায় না, যদি আমি তাঁর রূপ দর্শন না করি। শুধু জ্যোতি দর্শনে দাস্যভাব হয় না।

(২)

চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার দর্শন হয়, উহাই সাধকের ছায়াময় প্রভামণ্ডল, অবিদ্যাবাসনাদিময় আবরণস্বরূপ। জপ-ধ্যানাদিতে উহা আলোকিত হইয়া যায়। কারণ, জপ করিতে করিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাড়িত কণা সঞ্চিত হয়—ঘনীভূত হয়—তবে অন্ধকার দূর করে। ধ্যানেও (কল্পিত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই হয়। জপ ও ধ্যান উভয়েরই মূলে দীক্ষাব্যাপার থাকা চাই। কারণ সাধারণ জপ ও ধ্যান কল্পিত শব্দ ও রূপ অবলম্বনে—উহা যদি অকল্পিত শব্দের ও রূপের প্রতিরূপক সদৃশ হয়, তবে দীর্ঘকালে জপ ও ধ্যানে অন্ধকার দূর হইবেই। ইহাই জ্যোতি দর্শন। ক্রমবৃদ্ধিতে শুধুই জ্যোতি হয় চারিদিকে। তখনও রূপ দর্শন হয় না।

তাহার পর রূপ দর্শন। এখানে অকল্পিত শব্দ পাওয়া যায়—রূপও অকল্পিত। ইহাই মন্ত্র-চৈতন্যের অবস্থা। এই অবস্থায় শব্দ চেতন, রূপও চেতন। ইহাই সূর্যোদয়। তবে মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে। তাই ধামবাসী সকলেও দেবদর্শন সর্বদা পায় না—যখন পায় তখনও ঠিক রূপ পায় না পূর্ণভাবে। পূর্ণভাবে সম্যগ্‌দর্শন হইলে আর মেঘের আড়াল থাকিবে না। উহাই সারূপ্য।

(৩)

প্রকৃত ধ্যান রূপদর্শনের পর। রূপদর্শন হইলেই স্বভাবতঃই ধ্যান আসিবেই। ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেলেই বাহ্য অবস্থা। তখন আবার জপ—আবার রূপের আবির্ভাব—আবার ধ্যান। এইরূপ বার বার হইতে থাকে। পরিণামে পরমরূপের আবির্ভাব হয়। তখন সবই স্তম্ভিত হয়।

জ্যোতি আশ্রয় করিয়া ধ্যান হইতে পারে—রূপ আশ্রয় করিয়াও—পারে। বাহ্যরূপাশ্রয়ে যে ধ্যান, তাহা ঠিক নহে। জ্যোতির্ধ্যানের পরেই নির্গুণে প্রবেশ হয়। আন্তর রূপ ধ্যানের পরেও তাই হয়। কিন্তু উভয় অবস্থা এক নহে।

(৫)

আমাদের এই জগৎটি জাগরণের জগৎ, লিঙ্গ জগৎটি স্বপ্নের জগৎ, কারণ জগৎটি নিদ্রার জগৎ। অথচ প্রত্যেকটিতে তিনটি অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। সাধনার ফলে এমন একটি অবস্থা আসে তখন অধিকাংশ স্থানে লিঙ্গজগতে সঞ্চরণ হয়, কদাচিৎ কারণজগতে বিশ্রাম নেয়, কদাচিৎ স্থূলজগতে নামিয়া পড়ে। দেবতাদি এই অবস্থায় থাকেন। বিশ্রামকালে কারণে মগ্ন হন, অবতারগ্রহণকালে স্থূলে বিকাশ পান। উচ্চভূমির দেবতা, মুনি-ঋষি কারণজগতে থাকেন যোগনিদ্রায় বা সমাধিতে। প্রয়োজনানুসারে নামিয়া আসেন সূক্ষ্ম বা স্থূলে, আবার আপনিই ফিরিয়া যান।

(৬)

সাধক যে চক্ষু বুজেন—তখন যে অন্ধকার দেখা যায়, তাহাই তার জগৎ। দেবতা চক্ষু বুজেন না, তাঁর চক্ষু নির্মীলিত হয় না। যে প্রকাশ তিনি দেখেন, তাই তাঁর লোক। সাধক সাধনবলে চক্ষু বুজিলেও অন্ধকার দেখেন না, তখন তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়াছে। সে চক্ষু বুজে না। তখন সেই দিব্যচক্ষুর আলোকে যাহা দেখা যায়, সবই তাহার অঙ্গীভূত। দেবতা যাহা দেখেন সবই তাঁহার লোকস্থ।

(৭)

চারিটি অবস্থা—

(ক) সাধক দেবতাকে দেখেন না, দেবতাও সাধককে দেখেন না—ইহা সংসার অবস্থা।

(খ) সাধক দেবতাকে দেখেন না, দেবতা সাধককে দেখেন—ইহা দীক্ষার পরবর্ত্তী সাধকাবস্থা।

(গ) সাধক দেবতাকে দেখেন, দেবতাও সাধককে দেখেন—ইহা সিদ্ধাবস্থা।

(ঘ) সাধক দেবতাকে দেখেন, দেবতা সাধককে দেখেন না সাধক তখন ঈশ্বরভূমিতে, দেবতাও তাই। তবে সাধক দ্রষ্টা ও জাগ্রৎ, দেবতা মোহগ্রস্ত ও সমাহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬।৬।৩৭ (১)
নবদ্বীপ

কোন তেজোময় পদার্থের প্রভা দেশে ও কালে উভয়ত্রই ছড়াইয়া পড়ে—চারিদিকে ; দেশে চারিদিকে ছড়ায়, তাই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলে যতদূর ঐ তেজ বিকীর্ণ হয়, তাহার প্রত্যেক স্থানেই ঐ আবির্ভাবের সূচনা পাওয়া যায়। সূর্য উদিত হইলে কিরণ-ব্যাপ্ত স্থান মাত্র হইতেই ঐ সংবাদ জানা যায়। কালেও তাই। কাহারও আবির্ভাবের পূর্বেই জানা যায় যে,—আবির্ভাব হইবে, আবির্ভাব হইয়া তিরোধনের পরেও তদ্রূপ জানিতে পারা যায় যে, আবির্ভাব হইয়াছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন অরুণ বেলায় এবং সূর্যাস্তের পরে যেমন গোধূলি রাগে সূর্যাবির্ভাবের অনাগত ও অতীত সূচনা পাওয়া যায়, ইহাও তদ্রূপ।

(২)

একটি ব্যাপক আলো আছে—তাহারই মধ্যে নানারকম আলো ভাসিতেছে। এই নানা আলো বিভিন্ন ধাম। সকলেরই মূলে সেই ব্যাপক আলো। ধাম, নাম, রূপ, লীলা অপ্রাকৃত গুণ—সব ঐ নানা আলোকের অন্তর্গত। ব্যাপক আলোতে ও সব কিছুই নাই—ধরা যায় না।

(৩)

আলোর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আলো দেখা যায় না—বাহির হইতে আলো দেখা যায়। আলো দেখিতে দেখিতে অথবা প্রকারান্তরে নিজে ঐ আলোতে সর্বতোভাবে আলোময় হইয়া গেলে রূপদর্শন হয়—আলোদর্শন হয় না। তাই সালোক্য অবস্থায় পৃথক্‌রূপে

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিঃ দর্শন হয় না। কিন্তু রূপদর্শন হয়। যদি রূপদর্শন না হয়, তাহা হইলে ততক্ষণ ঐ আলোকে লীন হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

নিজে রূপের কেন্দ্রে পৌঁছিলে আর রূপদর্শন হয় না—রূপের পরাবস্থার অনুভব হয়—ইহাই শক্তি। এই শক্তি হইতেই ঐ রূপের বিকাশ হয়। শক্তির পরাবস্থাই সত্তা বা ভাব। ভাবের পরে নির্গুণ ব্রহ্ম সমুদ্র, যাহার উপর ভাব তরঙ্গবিশেষ।

[সারূপ্যটি কতকটা বৌদ্ধদের রূপধ্যান।
সারূপ্যের পর „ অরূপধ্যান। এই অরূপে
সার্ষ্টি ও সাযুজ্য আছে।]

কাম ভেদ না হইলে রূপদর্শন হয় না। তাহার উপায় জ্যোতিদর্শন। জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে কামাদি বৃত্তি ও সংস্কার শুদ্ধ হইয়া যায়।

৯।৬।৩৭
কলিকাতা

একটি বিরাট স্ফটিকবৎ জ্যোতিঃ ছড়ান রহিয়াছে—ইহাই ব্রহ্মজ্যোতিঃ। যাবতীয় দেবলোক এই জ্যোতিঃতে ভাসিতেছে। দেবলোকও একপ্রকার আলো। তবে রং ও বৈচিত্র্য আছে।

সাধক বিবেক অবলম্বন করিয়া কৈবল্য পথে চলিলে এই ব্যাপক ব্রহ্মজ্যোতিঃতে আপন জ্যোতিঃ মিলাইতে পারে। তবে প্রথমে নিজের আলো এই ব্যাপক আলোর সঙ্গে মিশিয়াও মিশে না। এক হিসাবে বলা যায় ঐ ব্যাপক আলোই নিজালোকরূপে ভাসমান হয়—চারিদিকে শূন্যের বেষ্টনী থাকে। এই নিজালোক স্বপ্রকাশ। ইহাই সাংখ্যাচার্যেরা কৈবল্য বলিয়া বুঝান। ঐ শূন্যই প্রকৃতি (অব্যক্ত), মূলা। এই আলো দ্রষ্টা পুরুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমশঃ নিজের আলো এই ব্যাপক আলোতে সত্যই মিশে। অর্থাৎ ঐ ব্যাপক আলোই থাকে—নিজালোক আপন বৈচিত্র্য পরিহার করিয়া ব্যাপকালোকরূপে প্রকাশমান হয়। ইহাই ব্রহ্ম-কৈবল্য।

কিন্তু আলোর পরাবস্থায় উভয় কৈবল্যে কোন ভেদ নাই। তাহাই পূর্ণ।

এই সকল কেবলিগণ আত্মনিষ্ঠ—জগতের কাজ করিতে পারেন না। যাঁহারা নিজের আলোর স্বাভাবিক বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তাহাকে প্রসারণ করিতে পারেন, তাঁহারা এক একটি লোক বা ক্ষেত্রের কেন্দ্র হইয়া থাকেন। ইহাই বুদ্ধক্ষেত্র—দিব্যলোক। এই সকল দিব্যলোক ব্যাপক আলোতে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জবৎ ভাসমান হয়—মিশে না। (খণ্ড) ভক্তির পথে যাঁহারা চলেন, আপন আপন রুচি ও প্রীতি অনুসারে আপন আপন ইষ্টলোকে বা ধামে প্রবেশ করেন ও স্থান লাভ করেন। কেন্দ্রকে আশ্রয় না করিলে এইসব লোকে যাওয়া যায় না। ভক্তগণ এইসব ধামে আসেন। এই কেন্দ্রস্থ দেবতা ও চক্রস্থ তাঁহার ভক্তগণ সবই জীব বা ঈশ্বর। এই দেবতা ও ভক্তের ব্যবধান নিবৃত্ত হইয়া চরমে একটিমাত্র ভাবই বর্তমান থাকে। সব ভক্ত যেন একই দেবতারূপে পরিণতি লাভ করে। ইহাই ভাব। ব্যাপক আলোতে এইরূপ অসংখ্য ভাব ভাসিতেছে।—সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়। এই অসংখ্য ভাবও উক্ত প্রকারে এক মহাভাবে পরিণত হয়। এই মহাভাব ব্যাপক আলোর সমসত্তাক—উভয়ই ব্যাপকতম। যুগল-রূপ—একই বস্তুর যেন এ-পিঠ ও-পিঠ।

এইভাবে ব্যাপক আলোতে প্রবিষ্ট না হইলে ঠিক তাহার সঙ্গে মিলন হয় না—তাহাতে লয়মাত্র হয়, আর ব্যাপকে না পৌঁছিলে শুধু নিজের আলোই মাত্র থাকে, ব্যাপকত্ব থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই ভক্তির পথেই লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ হয়। জ্ঞানমার্গে কৈবল্য, মোক্ষ বা নির্বাণ। পরোপকারাদি, জীব-সেবাদি ভক্তিপথেরই আত্ম-পুষ্টিকারক ব্যাপার।

১১।৬।৩৭ কলিকাতা

চিত্তটি ঠিক স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ব্যাপকভাবে পড়িয়াই আছে। চক্ষু বুঁজিলে যে অন্ধকারময় পর্দা দেখা যায় উহাই চিত্তের মল বা আবর্জনা। এই মল বা আবর্জনা নীচে হইতে সঞ্চিত হয়। উপর হইতে সহস্রারের জ্যোতিঃ চিত্তে সর্বদাই পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ এই মলরূপ মেঘ না কাটে, ততক্ষণ তাহার কোন কার্যই পাওয়া যায় না। মল সরিবামাত্র চিত্ত আলোকিত হয় অথবা চিত্ত যে আলোকিত, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলোকপাত অহেতুক—আপনা আপনি হইয়া আছে বা হইতেছে। ইহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না অথবা চেষ্টা করিয়াও ইহা পাওয়া যায় না। কারণ মানুষের চেষ্টার উপর সূর্যের (সহস্রারের) আলোক-বিকীরণ নির্ভর করে না। মানুষের চেষ্টা শুধু মেঘটাকে সরাইবার জন্য। মেঘ সরিয়া গেলে নিত্যপ্রকাশময় জ্যোতিঃ আপনিই উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। কারণ = Source of illumination or লিঙ্গ। লিঙ্গ = চিত্ত, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল।

স্থূল—পঞ্চভূত, ভৌতিক আবরণ। Source of obscurity or লিঙ্গ।

চক্ষু বুঁজিলে যখন অন্ধকার দেখা যাইবে না, ব্যাপক প্রকাশ দেখা যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে লিঙ্গদেহ স্থূল হইতে বিবিক্ত হইয়াছে।

লিঙ্গ স্থূল হইতে আলাদা হইলেই নিজেকে ব্যাপক আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপক আলো কারণ হইতে নিঃসৃত।

এই আলোকে সমস্ত জগৎ দেখা যায়। ইহার দুইটি অবস্থা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম অবস্থায় এই আলোকে সবই দেখা যায় বটে, তবে নিজের দেহ বাদে। ইহার পর নিজের দেহও দেখা যায়। তখনই ঠিক হইল। কারণ স্বদেহও অন্য দৃশ্যের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইল।

আলোকের দ্বারা দেখা যায়, নিজের লিঙ্গে বা চিত্তেই দেখা যায়—কিন্তু দেখে কে? তাহাকেই জীব বলে—জীব সাক্ষী বা দ্রষ্টা। ঐ যে ব্যাপক আলো উহার যাহা Source, তাহাই পরমেশ্বর। ঐ ব্যাপক আলোটাকে ব্রহ্ম বা বেদ বলা যাইতে পারে।

এই দ্রষ্টা হিসাবে স্বরূপতঃ জীব অণু। ব্যাপক চিত্তযোগে জীব বিভু। স্থূলদেহ সম্বন্ধে চিত্তের ব্যাবহারিক সঙ্কোচবশতঃ জীব মধ্যম।

এই যে ব্যাপক আলো চিত্তে সদাই পড়িতেছে, ইহার কোন হেতু নাই—ইহা শাশ্বত। ইহাই ভগবানের নিত্য সামান্য কৃপা। ইহা না থাকিলে জীব চেষ্টা করিয়াই বা কি পাইত? চিত্তক্ষেত্র হইতে অন্ধকার রাশি যদি সরিয়াও যাইত তথাপি আলোকের অভাবে চিত্ত অব্যক্ত থাকিত—তাহাতে কিছুরই, এমনকি নিজেরও স্ফূর্ত্তি হইত না। কিন্তু এই চেষ্টার মূল কোথায়? মেঘ সরিলেই আলো পাওয়া যাইবে; কারণ আলো তো আছেই। কিন্তু মেঘ সরাইবে কে? বায়ু। বায়ুরও একটি সামান্য রূপ আছে—তাহাতে মেঘ সরে না। কারণ, তাহা তো যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে সর্বদাই রহিয়াছে। তাহার সঙ্গে মেঘের কোন বিরোধ নাই। অতএব বিক্ষুব্ধ বা বিশেষ বায়ুই আবশ্যক। অর্থাৎ বায়ুর প্রবাহ চাই। ইহারও মূল সূর্য। সূর্যের বিশেষ কিরণ দ্বারাই বায়ুতে প্রবাহ জন্মে। ঐ প্রবাহে সূর্যের সামান্য কিরণের আবরণ দূরীভূত হয়। বস্তুত মেঘ সূর্যের সামান্য কিরণেরও আবরক নহে, দ্রষ্টার সহিত সামান্য কিরণসম্বন্ধের আবরক।

অতএব সারাংশ এই:—সূর্যের বিশেষ কৃপা না হইলে তাঁহার সামান্য কৃপা অনুভব করা যায় না। [ইহাই দীক্ষা] জীবের চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত মাত্র ; কারণ, উহা বিশেষ কৃপার ফল ভিন্ন অপর কিছু নহে।

এই বিশেষ কৃপাই স্বাতন্ত্র্য।

১২।৬।৩৭ প্রাতঃকাল, কলিকাতা

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার দৃশ্য হয় তাহার যে দ্রষ্টা, তাহাই জীব বা প্রত্যগাত্মার স্বরূপ। এই অন্ধকারকে দূরীভূত না করিয়া যদি স্থূলকে বিস্মৃত হওয়া যায় বা স্থূল দেহাত্মবোধ চাপিয়া যায়, তাহা হইলেই স্বপ্ন দর্শন হয়। এই অন্ধকারকে দূরীভূত না করিয়া যদি স্থূলে লিপ্ত থাকা যায় ও স্থূল দেহাত্মবোধ থাকে, তাহা হইলেই জাগ্রৎ। ইন্দ্রিয়মুক্ত থাকুক বা না থাকুক। এই অন্ধকারকে দূরীভূত না করিয়া যদি স্থূলকে বিস্মৃত হওয়া যায়, অথচ মন স্থির হয়, তাহা হইলেই সুষুপ্তি। স্বপ্নাবস্থায় মন স্থির থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় অন্ধকারেই জগৎ দর্শন হয়—অন্ধকার দেখা যায় না। জগৎই দেখা যায়—ইহা বাসনাময় স্বপ্নজগৎ। জাগ্রৎ অবস্থায় অন্ধকার দেখা যায় বৃত্তি অন্তর্মুখে কিন্তু বাহ্য স্মৃতি থাকে। অথবা জগৎ দেখা যায় অন্ধকার মধ্যে আলোকের কোলে বৃত্তি বহির্মুখে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ত্রই মন কাজ করে। জাগ্রতে ইন্দ্রিয়ও কাজ করে। দ্রষ্টা অবশ্যই কাজ করে—কিন্তু প্রত্যবমর্শ হয় না। সুষুপ্তিতে মন কাজ করে না, ইন্দ্রিয়ও নহে। দ্রষ্টা কাজ করে—এখানেও প্রত্যবমর্শ হয় না। দ্রষ্টা যে দেখিতেছি তাহা সে তখন বুঝতে পারে না। জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা পারে। স্বপ্নেও সুষুপ্তিবৎ প্রত্যবমর্শ হওয়ার মার্গ নাই। তাই জাগ্রৎই শ্রেষ্ঠ অবস্থা-এখান হইতে জ্ঞান পাওয়ার উপায় আছে।

চক্ষু বুঁজিলে যখন অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, তখনই দেহাত্মবোধ যাইবে, স্থূল আলাদা হইবে। ঐ প্রত্যবমর্শ (জাগ্রতের) বৃদ্ধিতে ইহা হইবে। ইহাই জ্ঞান। তখন দ্রষ্টা আলোকে দেখিবে ও বোধ করিবে যে সে দেখিতেছে। ইহাই ত চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২।৬।৩৭ প্রাতঃ ও সন্ধ্যা, কলিকাতা

চিত্তাকাশে দেবদর্শন হয়।

চিদাকাশে গুরুদর্শন হয়। দেবদর্শন হওয়ার পূর্বে চিত্তাকাশ পরিষ্কৃত হইয়া আলোকিত হইয়া যায়। চিত্তাকাশ হইতে চিদাকাশে যাওয়ার যে মার্গ তাহারই নাম ব্রহ্মনাড়ী। প্রকৃত কথা এই যে, চিদাকাশ হইতে আলো আসিয়াই চিত্তাকাশকে অন্ধকারহীন করে ও পরে তাহাতে দেবরূপ দেদীপ্যমান হয়। সেইজন্য গুরু ভিন্ন (ইষ্ট) দেবতাকে কে দেখাইবে? বস্তুতঃ গুরুই গুণক্ষেত্রে দেবরূপে আবির্ভূত হন। যে প্রবাহ চিদাকাশ হইতে নামিতেছে সেইটাই আবার ফিরিয়া চিদাকাশে উঠিয়া থাকে। তাই দেবতাই গুরু সন্নিধানে পৌঁছাইয়া দেন। সগুণ নির্গুণে পর্যবসিত হয়।

প্রথমে—সূর্যোদয়ের পূর্বে-আকাশ পরিষ্কৃত হয়, পরে সূর্যের উদয় হয়। যে সূর্য পরে উদিত হয়, তাহারই প্রভাবে পূর্ব আকাশ প্রকাশমান হয়, অন্ধকার দূরে চলিয়া যায়। তদ্রূপ দেবতার আবির্ভাবের পূর্বে চিত্তাকাশ প্রকাশমান হয়, উহাও ঐ দেবতার জ্যোতিতেই হইয়া থাকে। তাই আগে চিত্ত শুদ্ধ করিয়া পরে দেবদর্শন করা— ইহা অসার কথা। কারণ, চিত্তের শোধক তো ঐ দেবতারই জ্যোতি।

তবে একটা কথা আছে। রাত্রির অন্ধকার আর মেঘের অন্ধকার দুই প্রকার আঁধার আছে। সূর্যোদয়ে রাত্রির অন্ধকার কাটে— মেঘান্ধকার কাটে না। জীবেরও তাই হয়। গুরুর সামান্য কৃপার ফলে ক্রমশঃ জীবের হৃদয়ান্ধকার-যাহা অনাদিকালীন-তাহা কাটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে,—দেবসূর্য উদিত হন, ক্রমশঃ অগ্রসর হন। অথচ স্থূল দেহাশ্রয়নিমিত্তক আবরণ (মেঘবৎ) থাকিয়া যায় বলিয়া জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ বা প্রকাশক কিছুই অনুভব করিতে পারে না। কর্ম্মবায়ুর দ্বারা ঐ আবরণ অপসারিত হয়। তখন সব বুঝিতে পারে। মৃত্যুর পর এই মেঘ থাকে না বলিয়া ঐ আলোতেই প্রবেশ হয়। কারণ, রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে।

অতএব জীবকৃত কর্ম্মমেঘ সরাইবার জন্য—মেঘ গেলে আলো পাওয়া যাইবেই। এই কর্ম্মে রাত্রির অন্ধকার দূর হয় না। তাহা আলোর প্রভাবেই হয়।

১৩৷৬৷৩৭ প্রাতঃ, কলিকাতা (১)

চিত্তাকাশে দেবতার আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ রূপের আবির্ভাব, তারপর উহা চেতন হয়। অথবা চেতন-রূপেরই আবির্ভাব। এইটা হয় উপর হইতে জ্যোতি নামিয়া। কোথায়? হৃদয়ে-আজ্ঞাক্ষেত্রে, চিত্তাকাশে। পক্ষান্তরে নীচের দিক্ হইতে পঞ্চভূতের সারাংশ উপরে উঠিয়া থাকে। এইগুলিকে আবির্ভূত জ্যোতিতে অর্পণ করিলে ঐ জ্যোতি পুষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ফিরিয়া যায়। ঐ অর্পণই ভোগদান, নিবেদন—যা কিছু বল। তারপর প্রণাম—আত্মসমর্পণ। সাধক অবশেষে নিজেকেও ঢালিয়া দেয় ঐ ঊর্দ্ধগামী প্রবাহে। ঐ প্রবাহ উপরে যাইয়া শান্ত হয়। অদ্বৈতস্থিতি হয়। তারপর বেগক্ষয়ে সাধক নামিয়া আসে।

কি কি ওঠে? গন্ধ ওঠে, রস ওঠে, তেজ ওঠে, বায়ু ওঠে, শব্দ ওঠে। দেবতার গন্ধ নাই—ঐ গন্ধ মাখিয়া সুগন্ধ হয়। দেবতা গন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া যান, রস বা জলে অভিষিক্ত হন—স্নান তো ইহাই। জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হন। আরত্রিক ইহাই। বায়ুতে হিল্লোলিত হন—চামর ব্যজন ইহাই।

শব্দ শঙ্খ-ঘণ্টাদি ধ্বনিরূপে প্রকাশমান হয়। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব লীন হইয়া যায়। সাধক নিজেও। ইহাই ধ্যান, সমাধি ও স্থিতি।

চৈতন্য নিরাকার ও সাকার উভয়ই। নিরাকার এইজন্য যে, কোন আকারের নির্ণয় নাই। সব আকারই আছে। নিরাকার চৈতন্যই শিব। সাকার চৈতন্য = শক্তি। ইহা অনন্তপ্রকার, আবার মহাশক্তিরূপে একই। এই অনন্ত আকারের প্রতি আকারই এক একটি Unit, Simple, Synthetic নহে।

গুণের রাজ্যে Uuit নাই, যাহা কিছু দেখি তাহা এই মূল Unity'র আরোপ নিবন্ধন।

ক্রমে ক্রমে মূর্তি গড়া যায় না। ইহা ভুল বিশ্বাস। মূর্তি একটি Unity—তাহার ত অংশ নাই, ক্রম কোথায় ? কাজেই বদ্ধজীব কল্পনা করিয়া মূর্তি গড়িতে পারে না।

দৃষ্টান্ত—যেমন গোলাপ ফুল। চিন্ময় গোলাপরূপ Unity যখন হৃদয়ে নামিয়া আসে, তখন সত্ত্বগুণ তদাকারে আকারিত হইয়া পড়ে। ইহাই ideal গোলাপ বা গোলাপের লিঙ্গ। ইহাকে বাহির করিলেই মহাকাশে নামাইলেই ভূতাবরণ গোলাপ আকার ধারণ করে। ইহাই স্থূল গোলাপ। প্রকৃত গোলাপ কিন্তু ঐ চিন্ময় গোলাপ—যাহা শক্তিরূপ। ভূত ও সত্ত্বের অংশ সরিয়া গেলে ঐ শক্তিভূত চিন্ময় গোলাপ চৈতন্য-সমুদ্রে মগ্ন হয়। তাহার বিবিক্ততা থাকে না। তাহাকে গোলাপ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। ব্রহ্মসমুদ্রে ডুবিলে এমনই হয়।

১৪।৬।৩৭ প্রাতঃকাল, কলিকাতা

সব দিব্যধাম ব্রহ্মালোকে ভাসিতেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল ব্যষ্টি দিব্যধামের একটি সমষ্টি আছে। একটি ব্যষ্টি ও আর একটি ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি রূপ আছে। অর্থাৎ এই ক্রম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ (ভগবান্)

{ আলোক—ব্রহ্ম
{ মহাসমষ্টি—মহাবৈকুণ্ঠ—একমাত্র—পরমেশ্বর।

|

{ আলোক
{ সমষ্টি—দিব্যধাম, বৈকুণ্ঠ, আলাদা আলাদা দিব্যলোক।

|

{ আলোক
{ ব্যষ্টি—মুক্তজীব, দেবতা

পূর্ণ (ভগবান্)

{ অন্ধকার
{ মহাসমষ্টি—মহাসংকর্ষণ, আদিজীব, একজীব

|

{ অন্ধকার
{ সমষ্টি—ব্রহ্মাণ্ডপতি, ব্রহ্মাদি।

|

{ অন্ধকার
{ ব্যষ্টি—বদ্ধজীব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮।৬।৩৭

জ° জী° ঈ°	পূর্ণ

	a	জ°	জী°	ঈ°	১
	b	”	”	”	২
	c	”	”	”	৩
	d	”	”	”	৪
	e	”	”	”	৫
	f	”	”	”	৬
২	g	”	”	”	৭
	h	”	”	”	৮
	i	”	”	”	৯
	j	”	”	”	১০
	k	”	”	”	১১
	l	”	”	”	১২
	m	”	”	”	১৩
	n	”	”	”	১৪
৩			”	”	১৫

	a	জ°	জী	১	ঈ	১৪
	b	”	”	২	”	১৩
	c	”	”	৩	”	১২
৪	d	”	”	৪	”	১১
	e	”	”	৫	”	১০
	f	”	”	৬	”	৯
	g	”	”	৭	”	৮

১ ও ১১ একই-জড়কলা, জীবকলা ও ঈশ্বরকলা, সব অব্যক্ত। গতির তারতম্য ভেদে উভয়ে কল্পিত ভেদ মানিতে হয়। অবতারের বিচারে গতি হয় ১ হইতে ১১র দিকে, যদি ঐ বিচার ঈশ্বরের দিক হইতে করা যায়। সাধনার বিচারে গতি হয় ১১ হইতে ১এর দিকে। উভয়ত্রই সৃষ্টি ও সংহার আছে। প্রথম সৃষ্টি। তারপর সংহার।

৭ ও ৮ = সংসার অবস্থা।

৬ = জীবের কৈবল্য-জড় সম্বন্ধ হইতে মুক্তি অথচ ঈশ্বর সম্বন্ধের অনুদয়।

৭ = ইচ্ছাশক্তির উদয় ও বিকাশের অবস্থা। ৬এ ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ হইয়া নিবৃত্ত হয়। ইচ্ছাশক্তি থাকা পর্য্যন্ত জড় সম্বন্ধের অভাব হয় না।

৫ হইতেই ঈশ্বরভাবের সূচনা-ক্রমবৃদ্ধি। জ্ঞান ক্রমশঃ ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। ৪এ ভক্তিই বিরাজ করে—জ্ঞান আভাসমাত্র থাকে।

৪ ও ৫ এর জীব মুক্তজীব—জড় সম্বন্ধ সর্বত্র আছে-ক্রমশঃ গাঢ়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

a জ° জী ৮ ঈ ৭
b „ „ ৯ „ ৬
৫c „ „ ১০ „ ৫
d „ „ ১১ „ ৪
e „ „ ১২ „ ৩
f „ „ ১৩ „ ২
g „ „ ১৪ „ ১

৪ ও ৫ এর জীব, সবই ভক্ত—নিত্য-ধামের জীব। ৫, ৪ ও ৩= সালোক্যাদি সাযুজ্যান্ত অবস্থা ২ এর অবতার ঈশ্বরের অবতার—অংশতঃ। ৩এর অবতার পূর্ণাবতার। ৪ ও ৫ এর অবতার ঈশ্বরভাবিত জীবের অবতার, ভক্তের অবতার। ৫এ শুদ্ধাভিমান থাকে, ভক্তের ইচ্ছার অধীন ঈশ্বর।

৬ জ° জী ১৫ ঈ°

a জ ১ জী ১৪ ঈ°
b „ ২ „ ১৩ „
c „ ৩ „ ১২ „
৭d „ ৪ „ ১১ „
e „ ৫ „ ১০ „
f „ ৬ „ ৯ „
g „ ৭ „ ৮ „

[জড়গ্রস্ত ঈশ্বর অনুদিত। জীবে ইচ্ছা নাই]

[জড় জীবের অধীন। ইচ্ছা-শক্তির রাজ্য। জড়শক্তি জীব-শক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না]

৪এ অভিমান কমিয়া ঈশ্বর-চালিত ভাব আসে। তিনি যেমন চালান, জীব তেমনি চলে। ৪এ চরমে জীব শুধু দ্রষ্টা. ঈশ্বরই কর্ত্তা, কিছু নীচে জীব প্রায়োজ্যকর্ত্তা, ঈশ্বর কারয়িতা, সাক্ষিভাব ৬এর পর সর্বত্রই আছে। ঈশ্বরভাব যেমন যেমন প্রধান হয় তেমনি তেমনি সাক্ষীভাব হইতে কর্ত্তৃত্বের মিশ্রণ কমিয়া যায়।

a জ ৮ জী ৭ ঈ°
b „ ৯ „ ৬ „
c „ ১০ „ ৫ „
৮d „ ১১ „ ৪ „
e „ ১২ „ ৩ „
f „ ১৩ „ ২ „
g „ ১৪ „ ১ „

[জীব জড়ের অধীন। জীব-শক্তিকে জড়-শক্তিকে অভিভূত করিতে পরি না]

যখন ৩এ ঈশ্বরই মাত্র থাকেন, তখন জীব থাকে না—না কর্ত্তা না সাক্ষী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ জ ১৫ জী° ”

a জ ১৪ জ° ঈ°
b ” ১৩ ” ”
c ” ১২ ” ”
১০d ” ১১ ” ”
e ” ১০ ” ”
f ” ৯ ” ”
g ” ৮ ” ”
h ” ৭ ” ”
i ” ৬ ” ”
j ” ৫ ” ”
k ” ৪ ” ”
l ” ৩ ” ”
m ” ২ ” ”
n ” ১ ” ”

১ ও ১১ একই, ১ হইতে যখন ঈশ্বরকলার বিকাশ হয়, তখনই ১১ হইতে জড়কলার বিকাশ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে। সুতরাং যখন ঈশ্বর ১৫ কলায় পূর্ণ, তখন জড়ও ১৫ কলায় পূর্ণ। অর্থাৎ ৩ ও ৯ সমকালিক।

১১ জ° জী° ঈ° পূর্ণ

১০ ও ২ দুইই অব্যক্ত। উভয়ের নিত্য মিলন অব্যক্ত ভূমিতেই হইয়া যায়। এই মিলনের ফলেই জীব সৃষ্টি হয় যথা :—

$$\left.\begin{array}{l} 10\ (n)+2\ (n)=4\ \ (a) \\ 10\ (m)+2\ (m)=4\ \ (b) \\ \\ 10\ (a)+2\ \ (a)=5\ \ (g) \end{array}\right\}$$

এই প্রকারে ১৪ প্রকার জীব হয়—যারা জড় সম্বন্ধবশতঃ ঈশ্বর গর্ভসম্ভূত।

আবার ১৪ প্রকার জীব আরও হয়, যারা ঈশ্বর সম্বন্ধবশতঃ জড়গর্ভসম্ভূত। যথা 8 (g to a) এবং 7 (g to a).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়জাত জীবকে বদ্ধজীব বলে। কৈবল্যে ইহার অবসান। ঈশ্বরজ জীব মুক্ত জীব। ঈশ্বরকৈবল্যে ইহার অবসান। জড়জীব জড়ত্যাগে শুদ্ধ হইলে তারপর ঈশ্বরসম্বন্ধে ঈশ্বরজ জীবে পরিণত হয়। এই পরিণামই দ্বিতীয় জন্ম। কৈবল্যে দ্বিতীয় জন্ম হয় না—তারপর হয়। অবশ্য ঐশী শক্তির আরোহণ পূর্ব্বেও হইতে পারে।

৩০।৬।৩৭ ও ৭।৭।৩৭

সব ব্যাপারেই তাঁর কৃপার নিদর্শন স্বীকার করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অমূলক। যদি সবই তাঁর কৃপাই হয়, তাহা হইলে অকৃপা কোথাও মানা যায় না। যে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে বলিয়া অনুভব করিতেছে এবং তাহার সঙ্গে অন্য কোন কিছু অনুভব করিতে পারিতেছে না, তাহাও তাঁর কৃপা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হয়—অন্ততঃ বলিতে হয় ইহাতেও তাঁর কৃপা আছে। সুতরাং ফলে আনন্দলাভ অনিবার্য। এমন কি, এ ব্যাখ্যাও করা চলে যে, যদি ইহাতে তাঁর কৃপা না থাকিত, তাহা হইলে এ দুঃখ আরও ভয়ানক হইত। এ ব্যাখ্যা সর্বত্রই করা চলে। তাই হৃদয়ের অনুভূতির বিরুদ্ধে জোর করিয়া কৃপা স্বীকার করার কোন মূল্য নাই।

কেহ কেহ বলেন কর্মফলই সত্য, কৃপা নাই। সব ব্যাপারই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। তাহাতে কৃপার স্থান কোথায়? জড়শক্তির বা প্রভাব কোথায়? কর্ম যেমন, তদ্রূপ ফলই হইয়া থাকে। কৃপা বা জড়শক্তি থাকিলেও তার অন্যথা করিতে পারে না। এই মতে জীব=স্বতন্ত্র। যদি জীব জড়ের দ্বারা বা ঈশ্বরের দ্বারা determined হইয়া কর্মকরে, মানা যায়, তাহা হইলে জীব জড়ের অধীন মানিতে হয়। তাহা হইলে সে শুধু কর্তা হয় না। কর্মফল শুধু কর্মজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। যে অজ্ঞানী, তার পক্ষে জীব-স্বতন্ত্রবাদ অযৌক্তিক। শুধু যুক্তি দিয়া মানা, মানা নহে। যতক্ষণ আমি দেখিতে বা জানিতে না পারিতেছি—আমি কোন্ কর্ম হইতে কোন ফল পাইতেছি, ততক্ষণ ঐ ফল যে আমারই কর্মের ফল বা কর্মেরই ফল তাহার নিশ্চয় হয় না।

অজ্ঞানী সাধারণ জীবের অনুভব ইহাই—স্বাভাবিক কর্ম্মও নাই, কৃপাও নাই। সব ব্যাপারই জড়শক্তির ব্যাপার। মনে কর, আমার খুব কষ্ট হইতেছে। অজ্ঞানীর সমাধান নানা প্রকার। কিন্তু সর্বত্রই ইহার কারণ জড়শক্তি মানা হয়। (যদৃচ্ছাবাদ বা স্বভাববাদে কারণ মানা হয় না।) জড়শক্তি হইতেই ইহার প্রতীকারও হইতে পারে—যদি ঠিক জানা যায় ও করা যায়। (যদৃচ্ছা বা স্বভাববাদে প্রতীকারও আপনিই হয়।) মনে কর "ক"ই এই কষ্টের কারণ, এই "ক" জড় শক্তি।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়ে বুঝা যায়, দেখা যায়, আমারই কর্ম্মবিশেষ হইতে এই কষ্টের উৎপত্তি। আবার অন্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি। জড় শুধু নিমিত্ত মাত্র। পশ্চাতে আমার কর্ম্ম না থাকিলে জড় কষ্ট দান করিতে পারেনা। তদ্রূপ উপশমও বুঝিতে হইবে। আমার কর্মই যখন কারণ, তখন কর্ম্মশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত উপশম হইতে পারে না—তাহা বুঝা যায়। জড়বাদী শুধু এই বোঝে যে, জড় হইতে দুঃখের উপশম হয় না, সম্ভবতঃ কারণ নিরূপণ ঠিক নহে।

ভক্তির উদয়ে বা ভগবানের দর্শন পাইলে বুঝা যায়, তাঁহার ইচ্ছা হইতেই আমার ঐ দুঃখ। জীব বা জীবের কর্ম্ম নিমিত্ত মাত্র। উপশমও তাঁহার ইচ্ছা হইতেই হয়। যে ভক্ত, সে ভগবদিচ্ছাই সুখ-দুঃখের একমাত্র হেতু বলিয়া মানে। কর্ম মিথ্যা, জড় মিথ্যা। তাঁর ইচ্ছাই সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির পরে তাঁর ইচ্ছাও বলা চলে না। স্বভাবই কারণ হইয়া যায়। তাঁর ইচ্ছাও মূল নহে। ইচ্ছা হইতে সুখ-দুঃখ হয়, সত্য। ইচ্ছা যে ও-রকমের কেন হয়, তাহা তো বুঝা যায় না! তাই চরমে স্বভাববাদই আশ্রয় করিতে হয়।

৭।৭।৩৭

জীব কর্ম্মের কর্ত্তা।
ঈশ্বর ফলদাতা।

কর্মের একটা সাধারণ ও ব্যাপক রূপ আছে—যে কোন কর্মই হউক, তাহারই প্রকার-ভেদ মাত্র। তেমনই ফলেরও একটা ব্যাপক রূপ আছে—সকল প্রকার ফল তারই অবস্থাভেদ। কর্ম করার একটা অনুভূতি আছে—স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে গেলেই একটা সংঘর্ষজন্য তাপ অনুভব করা যায়। বোধক্ষেত্রে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া যদি এই তাপ সহা যায়, তাহা হইলে একটা শীতলতা বা আনন্দ বোধক্ষেত্রে অবশ্যই পাওয়া যাইবে, ইহাই ফল। কোন্ কর্ম হইতে কোন্ ফল—এখানে সে বিচার উঠে না। ঐ ভাবে যদি কর্ম করা যায় যে কোন কর্ম্মই হউক্—তাহা হইলে উহা হইতে যে কোন ফল লাভ হইতে পারে। নির্দিষ্ট ফলের দিকে আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া ঐ প্রকার কর্ম করিলে নির্দিষ্ট ফলই মিলিবে। কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। কারণ, অসীম শক্তিদ্বারা সীমাবদ্ধ কার্য সাধন অনুচিত—তাহাতে ক্ষতি আছে। নির্দিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে নির্দিষ্ট কর্ম্ম করাই বিধি। তাতে তেমন ক্ষতি হয় না।

বোধক্ষেত্রে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া নির্দিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে ঐ কর্মের ফলবিশেষের দাতা ভগবানই হন্। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে ফলের quality, kind ও quantity সব অনির্দিষ্ট থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং ফল যে কোন প্রকার ও যে কোন পরিমাণ ঐ সাধারণ কর্ম হইতে প্রয়োজন অনুসারে আপনিই আবির্ভূত হয়। কেন না, ভগবৎ প্রসন্নতা বা প্রীতিই সাধারণ কর্মের লক্ষ্য। যদি তাহা সিদ্ধ হয়—তবে তাহা হইতে যে কোন ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ভগবান্‌কে সম্মুখে না রাখিয়া কর্ম করিলে ঐ কর্মের উপর জড়শক্তির প্রভাব পড়িয়া থাকে। এই প্রভাবই নানা প্রকার বিঘ্নরূপে অনুভূত হয় ও কর্মের বেগকে মন্দীভূত করে এবং লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

(২)

জ্ঞানচক্ষু ও চর্ম চক্ষুতে অনেক প্রভেদ। চর্ম চক্ষু খোলা যায় ও বন্ধ করা যায়। জ্ঞানচক্ষু সর্বদা খোলা থাকে। তবে একটা কথা আছে। জ্ঞানচক্ষু খুলিলেই ইচ্ছা তাহার সহকারী হয়।

ইচ্ছার সাম্যাবস্থাই পূর্ণ জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলেই ত আর জ্ঞান পূর্ণ হয় না। তখন ইচ্ছা থাকে। ঐ ইচ্ছা তত্ত্ব বিষয়ের। জ্ঞানচক্ষুর খোলা অবস্থায় যাহা দৃষ্টির গোচর হয় তাহাই জ্ঞেয়-সামান্য—শুদ্ধ সত্ত্ব। তাহার কোন বিশেষ রূপাদি নাই। কিন্তু ইচ্ছা তাহাকে আপন বিষয়ের আকারে পরিণত করিয়া লয়। রাগকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে ঐ শুদ্ধ সত্ত্বই রাগরূপে পরিণত হয়। ঐ রূপ দর্শনে ঐ ইচ্ছা তৃপ্ত বা নিবৃত্ত হয়। তখন আবার সেই শুদ্ধসত্ত্ব। যাবতীয় আকারই ইচ্ছাযোগে ঐ শুদ্ধ সত্ত্বেরই আকার।

চর্ম চক্ষুর রশ্মি একদিকে ধাবিত হয়। জ্ঞানের রশ্মি চারিদিকে ধাবিত হয়। লিঙ্গদেহে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন উহা উজ্জ্বল হইয়া চারিদিকে প্রভা বিকিরণ করে। উহার পক্ষে দর্শনীয় বা জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই সম্মুখীন। কিন্তু এই রশ্মি স্থূল নেত্রের বিষয় হয় না। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী ইচ্ছানুসারে যে কোন লোককে দেখিতে পাইলেও ঐ লোক তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

কিন্তু যখন কাহাকেও দেখা দিতে ইচ্ছা করেন, তখন ভৌতিক স্তরে নামিয়া আসেন, কিন্তু ভৌতিক স্তরে আসিলেও উহা পাতলা বলিয়া প্রভামণ্ডল বেশ থাকে, লোককে দেখা দিলে লোকে তাঁহার রূপটি স্থূল হইলেও দেখিতে পায় না, জ্যোতিঃ মাত্র দেখে। দীর্ঘকাল পরে অভ্যস্ত হইলে রূপ দেখিতে পায়।

কিন্তু ঘনীভূত ভৌতিক স্তর গ্রহণ করিলে জ্যোতিঃ না দেখিয়া রূপই লোকে দেখিতে পাইবে।

অতএব সাধক যখন জ্যোতিঃ দর্শন করে, তখন বুঝিতে হইবে—জ্ঞানী (দেবতা বা সিদ্ধ) সাধকের নিকট শুধু উপস্থিত নন, দেখা দিবার ইচ্ছায় উপস্থিত। কারণ তাঁহাতে এই ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহার জ্যোতিঃ ভৌতিক হয় না ও সাধকের দৃশ্য হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতি চর্মনেত্রের বিষয় নহে।

১৩।৭।৩৭ কলিকাতা
৭২ চাষাধোবাপাড়া রোড

বলির রহস্য অতি গভীর।

৮৪ লক্ষ যোনির পর মনুষ্যদেহ—তাতে কর্মাধিকার আসে। দীর্ঘকাল পরে শুভকর্ম প্রভাবে দিব্যভাবের প্রাপ্তি ঘটে। মনুষ্যেতর জীবের পক্ষে দেবত্বলাভ সাক্ষাদ্‌ভাবে হইতে পারে না। মনুষ্য হইলেও দেবত্বলাভ দীর্ঘ সাধনসাপেক্ষ। কারণ দেবতার উপাদান পাইতে হইলে পশুত্ব নিবৃত্তি আবশ্যক। মনুষ্যের মধ্যেও পশুত্ব রহিয়াছে।

যেখানে দেবতা জাগ্রৎ—চারিদিকে তাঁহার প্রভামণ্ডল, সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি কোন জীবের লিঙ্গ ও স্থূল পৃথক্ হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ দেবতাতে যুক্ত হয়, দিব্যভাবাপন্ন হয়। ঐ পৃথক হওয়া যদি আংশিক হয় যেমন ক্রিয়াবস্থায় (যোগীর), তাহা হইলে অস্থায়ী হয়। লিঙ্গ যতটা দেবতাতে অর্পিত, ততটা দিব্য। ততটাই অর্পিত হয়, যতটা স্থূল হইতে পৃথক্। স্থূল হইতে পৃথক্ যদি দেবমণ্ডলে না হয়, তাহা হইলে কিছুই হয় না। কেন না তাহাকে আকর্ষণ করিবার কেহই থাকে না।

মনুষ্যেতর জীব মনুষ্যের বলিদানের প্রভাবে দেবত্ব লাভ করে, আর নামে না। কারণ মনুষ্য পর্যন্ত দেহ না পাওয়াতে তাহার কর্ম্ম-সংস্কার নাই বলিয়া নামিবার সম্ভাবনা নাই। এই যে দেবভাব, ইহা কর্মদেব নহে, আজানদেবতা। বলি এইজন্য আবশ্যক যে, জীব নিজেকে নিজে অর্পণ করিতে পারেনা। তবে, ঠিকভাবে তাহাকে সংস্কার করিলে তাহাও পারে, এবং তাহাই যথার্থতম বলি। নিজেকে নিজে অর্পণ করিতে পারিলে পরে আর যন্ত্রণা থাকে না। নিজেকে নিজে অর্পণ করিতে পারার মূলে নিজেকে ও নিজে এই দুইটি (Subject ও object) ভাবের স্ফুরণ। লিঙ্গ ও স্থূলের পৃথক্ ভাব সিদ্ধ হইলে ইহা সম্ভবে, নতুবা নহে। বলিকালে ইহা হয়—মন্ত্র ও সাধকের তপঃ প্রভাবে।

অর্পণ করা মানে অর্প্যমান বস্তুতে মমত্ব ও অহংতা ত্যাগ করিয়া পরকীয়ত্বের উৎপাদন। ইহা আপনিই হইয়া যায়।

মনুষ্য পুণ্যকর্ম করিয়া যে দেবভাব লাভ করে, তাহা হইতে পতন আছে—কারণ, পুণ্যের ক্ষয় আছে ও জ্ঞানের উদয় হয় নাই। কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যে দেবত্ব পায়, তাহা আজান, তাহা আগন্তুক ধর্ম নহে। সুতরাং প্রকৃত দীক্ষার যে তত্ত্ব বলির তত্ত্বও তাহাই। দীক্ষায় গুরুর স্থান যাহা, বলিতে বলিকর্তার স্থান তাহাই।

বলিতে দেবতার ও বলিদাতার কি লাভ? দেবতাতে লিঙ্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপচয় হইয়া থাকে, তাহাতে দেবতার আত্মপুষ্টি ও আত্মপ্রসারণ হয়। দেবতা ক্রমশঃ পরদেবতার দিকে অগ্রসর হয়। ফলতঃ দেবতার আশীর্বাদ বলিদাতার উপর পড়ে। বলি দেবতার আহার্য। ভোগ্য, বলিদাতার দিক্ হইতে এই আশীর্বাদ ও দেবভাবাপন্ন পশুর আশীর্বাদ উভয়েরই প্রাপ্তি হয়। তাহাতে সেও ক্রমশঃ দেবভাবের দিকে অগ্রসর হয়। বলিকে অহেতুক কৃপাই বলিতে হয়।

১৪।৭।৩৭

মনুষ্য নিজেকে নিজে পূর্ণভাবে বলি দিতে পারেনা। যাহা অহং নহে, অথচ মম ও অহংভাবাপন্ন হইয়া আছে, তাহা হইতে অহং আপেক্ষিক-ভাবে পৃথক হইলে কর্তা-অহং কর্ম-অহংকে কাহাকেও অর্পণ করিতে পারে। এই ক্রমে চরমে যাইয়া যে অহং টিকিয়া যায়, যাহাকে ভাঙ্গিয়া কর্ম-অহং পাওয়া যায়না, সুতরাং যাহা বিশুদ্ধ কর্তা ও দ্রষ্টা অহং, তাহাকে অর্পণ করা চলে না। কে তাহা করিবে? অথচ সেই অহংকে বলি দেওয়াই যথার্থ আত্মসমর্পণ। তাহাই অহংকারনিবৃত্তি, যাহা পরাবস্থার সূচক। এই কাজ নিজে করা যায় না বলিয়াই ইহা অন্যের অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। এই অনুগ্রহকর্তাই দীক্ষাদাতা গুরু অথবা বলিদাতা।

জগতের উদ্ধার ব্যাপারটা কি? জগৎকে আপন করিয়া নিতে হইবে—জগতে আমিভাবের প্রসার হইবে, তারপর সেই আমিময় মমতার পাত্র জগৎকে শুদ্ধজ্যোতিতে অর্পণ করিতে হইবে। তবেই জগৎ শুদ্ধ হইবে, শুদ্ধ জ্যোতির্ময় বা চিন্ময় হইবে। জগৎকে আপন না করিয়া অর্পণ করা চলে না। বাহ্যবস্তুর অর্পণ হয় না। জড়কে চেতন করিবার ইহাই প্রক্রিয়া। বলির সময় পশুকে আপন করিয়া লইতে হয়—তখন পশুর লিঙ্গে নিজের লিঙ্গ আংশিকভাবে মিলিত হয়। ঐ লিঙ্গকে দেবতায় অর্পণ করিলেই অথবা দেবতার দ্বারা ঐ লিঙ্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাভিমুখে আকর্ষণ হইলেই উহার দিব্যত্ব বা শুদ্ধতা সম্পন্ন হয়। এই ব্যাপারে পরোপকার ও আত্মোপকার সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্পন্ন হয়।

সাধনার ক্রমে ক্রমশঃ কর্তৃত্ব বাড়ে—পরে উহা কাটিয়া যায়, দ্রষ্টৃত্ব মাত্র থাকে। ইহাই প্রকৃতির কবল হইতে পুরুষের মুক্তি-বিবেকজন্য। দ্রষ্টাভাব, পুরুষভাব। যখন ইহাও কাটিয়া যায়, তখনই দেবভাব। দেবভাবে কর্তৃত্ব নাই, সাক্ষিত্বও নাই-শুধু স্বভাবের খেলা আছে, ইহা প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত অবস্থা। পশু (জড়, প্রকৃতি), বীর (পুরুষ) ও দেব-এই তিনভাব প্রসিদ্ধ। দেবভাব শ্রেষ্ঠ।

কর্তৃত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব থাকা পর্যন্ত জীবভাব আছে, কাটিয়া গেলেই দেবত্ব।

(১)

২৫।৭।৭০ বেনারস

গুরুমুখ হইতে বাহির হইলেই বিদ্যা—মন্ত্র বীর্যবতী হয়। নাভি বা মূলাধার হইতে বোধের সঙ্গে যখন শব্দের উত্থান বা উচ্চারণ হয়, তখনই গুরুত্ব। এই অবস্থায় যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা চেতন শব্দ। তবে সঞ্চার ক্রিয়ার স্থূলত্বের দরুণ তাহাতে কিছু জড়ত্ব মিশ্রিত হয়। তথাপি তাহাতে তত ক্ষতি হয় না। উহা ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়। যেটুকু শব্দ শ্রোত্রগোচর হয়, তাহা জড়, আর চিদংশ অন্তকরণে প্রবিষ্ট হয়। ইহাই জ্ঞানদান!

শুধু পুস্তক হইতে অথবা যাহার কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় নাই, অর্থাৎ যাহার মূলধার হইতে চেতন শব্দোত্থান হয় না, তাহার নিকট হইতে যে মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা পূর্বোক্ত মন্ত্রের ন্যায় চেতন নহে।

তথাপি বীজমন্ত্র ও ভগবানের নামাদির অন্য শব্দাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য আছে। গুরুমুখ হইতে ধ্বনিত না হইলে উহাকে চেতন শব্দ বলা যায় না বটে—তথাপি উহা ব্রহ্মাদি ঋষিগণের দ্বারা কখনও উচ্চারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল বলিয়া উহাও চেতন শব্দ। তবে উহাতে আবরণ অনেক অধিক আছে—নিজে ঐ আবরণ কাটান বড়ই কঠিন। গুরুমুখ হইতে উচ্চারিত হইলে আবরণ অনেকটা কাটিয়া যায়। অল্প যেটুকু থাকে, অথবা সঞ্চারবশত জন্মে, তাহা সাধকের সামান্য পরিশ্রমেই কাটিয়া যায়। এই পরিশ্রমই জপাদি।

(২)

শরীর উৎপন্ন না হইলে নাম হয় না। তেমনই আমাদের এই শরীরের ভিতরে অন্য একটি শরীর আছে। যখন তাহার বিকাশ হয়, তখন তাহার নামকরণ করিতে হয়। উহাই ভিতরের রূপ। উহা বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহ, বা আনন্দদেহ। ঐ নাম ধরিয়া ডাকিলে ঐ দেহ বা ঐ দেহী সাড়া দিবে।

এই নামকরণেরও রহস্য আছে। যিনি যে নাম দেন, তাঁহার ভাবটা ঐরূপে সঞ্চারিত হয় এবং ঐ নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকে। যেমন একই কৃষ্ণের (দেবতারই দৃষ্টান্ত নিলাম) গোবিন্দ নামের যে শক্তি, মুরারি নামের তাহা নহে। যিনি গোবিন্দ নাম দিয়াছিলেন তাঁহার সমগ্রভাব ঐ নামের উচ্চারণে ঐরূপে আবির্ভূত হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ গোবিন্দ নামে সাড়া দিবেন, তখন ঐ সকল ভাব ভূষিত হইয়াই সাড়া দিবেন। এরূপ অন্যান্য নামেও বুঝিতে হইবে।

কোন নাম বা মন্ত্র যে সকল সাধক বা ঋষিগণ জপ করিয়াছেন, ঐ নামে বা মন্ত্রে ঐ সকল সাধকগণের বৈশিষ্ট্যও থাকিয়া যায়। উহার স্বগত বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলিলাম না।

(৩)

জগতের শেষ সীমায় রং। তাহার পশ্চাতেই বস্তু। আমরা বস্তুটি দেখিতে পাই না। শুধু রংটাই দেখি। প্রত্যেক বস্তুর একটি আপন রং আছে। ঐ বস্তুর আবির্ভাবে ঐ রং প্রকট হয়-প্রকারান্তরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ রং ফুটান যায়। যে ভাবেই হউক ঐ রং আবির্ভূত হইলে বুঝিতে হইবে উহার পিছনে ঐ রূপ আছে। ঐ রূপকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে। ঐ রঙ্গে জমিতে বীজ বপন করিলেই ঐ রূপের বিকাশ হইবে। তীব্র একমুখী চিন্তার দ্বারা রংকে পাওয়া যায়। ইহা বস্তু বা রূপেরই প্রভা বটে, কিন্তু রূপ নহে। ঐ রং ভেদ হইলেই রূপ পাওয়া যায়। তখন রূপধাতুতে প্রবেশ হয়। ভগবান্ যেমন যোগমায়াতে সমাবৃত, তেমনই প্রত্যেক দেবতা বা জীব বা বস্তুই আপন আপন প্রভাদ্বারা আচ্ছন্ন। এই প্রভা বা যোগমায়া বা বর্ণময় প্রকৃতিই ক্ষেত্র। চিদ্‌বীজ ঢালিলে ইহা হইতে রূপের আবির্ভাব হয়। উহা ব্যাবহারিক সত্তা।

(৪)

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মলোক। ইহা ব্রহ্মার দৃষ্টিতে। নিম্নস্তরের জীবের দৃষ্টিতে ব্রহ্মলোক ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বতম লোকবিশেষ।

১৫।৮।৩৭ হরিদ্বার

কারণ, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম, স্থূল, ইহাই ক্রম। স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর, লিঙ্গ মনোগোচর, কারণ বুদ্ধিগোচর। কারণের আভাসই লিঙ্গ। এই আভাস শুধু শুধু থাকিতে পারে না। সৃষ্টির সময় কার্য বা প্রয়োজন সাধনের জন্যই এই আভাস বাহির হয়। তাই আভাস স্থূলভাব গ্রহণ করে। স্থূলাবস্থায় এই আভাস বা লিঙ্গ স্থূলভাবের দ্বারা জড়িত থাকে। মৃত্যুর পর এই আভাস বা লিঙ্গ আলাদা হইয়া যায়, স্থূল আলাদা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি সাধারণত কারণে ফিরিয়া না গেলে বুঝিতে হইবে প্রয়োজন হয় নাই। অথচ স্থূল পৃথক্ হইয়াছে। তাই মৃত্যুর পর ঐ আভাস জ্যোতি বা লিঙ্গে স্থূলের আবেশ-আকার-প্রতিবিম্বটা থাকিয়া যায়। যতক্ষণ অন্যস্থূল দেহ গ্রহণ না হয়, ততক্ষণ পূর্বত্যক্ত দেহের আকারটা উহাতে লাগিয়া থাকে। এমনকি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনর্জন্ম হইলেও পূর্বাকার একেবারে যায় না। কাজেই কিঞ্চিৎ আভাসও মিশ্রভাবে থাকিয়া যায়।

স্মরণকালেও এই ব্যাপারই হইয়া থাকে। স্মরনীয় বস্তু পূর্ণতঃ ইন্দ্রিয়গোচর নহে। অংশতঃ বটে। কারণ, তাহার আকারটি পূর্বদৃষ্ট আকারের অংশ বটে। আলোটি-যাহাতে আকারটি ভাসে—মনের বিষয়। কোন মনের ? ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট মনের। ইন্দ্রিয়বিযুক্ত মন শুদ্ধ লিঙ্গকে গ্রহণ করিতে পারে, যদি ঐ লিঙ্গ গ্রাহ্যরূপে থাকে। কিন্তু গ্রাহ্যভাবে ঐ লিঙ্গ বাহিরে থাকিতে পারে না। উহা তখন কারণে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কারণ বুদ্ধির বিষয় এবং করণান্তর্গত কারণাত্ম-ভাবে প্রত্যাবৃত্ত শুদ্ধ লিঙ্গ শুদ্ধ মনের বিষয়।

যখন আমরা কোন বস্তুকে স্মরণ করি কোন দূরস্থ বস্তুকেই হউক, অথবা কোন মৃত ব্যক্তিকেই হউক্— তখন এই অশুদ্ধ মনেরই ব্যাপার হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থাৎ এই স্মৃত বস্তুতে একটি অংশ লিঙ্গ, অপর অংশ স্থূলাবেশ। স্মৃতি বা চিন্তা তীব্র হইলে, একাগ্রবৎ হইলে, ঐ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট দেখা যাইতে পারে। কিন্তু উহাও প্রত্যক্ষ নহে—উহাও মনেরই দর্শন। বিক্ষিপ্ততা বা ক্ষিপ্ততা যাইয়া একগ্রতার আভাস আসার দরুণ ঐ রূপ স্পষ্ট দর্শন হইয়া থাকে। কারণ মন একাগ্রবৎ হইলেই মনের তেজ পুঞ্জীভূত হয়, তাই স্মরণীয় বস্তুর লিঙ্গাংশ খুব উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। ভূতাংশ যথাবৎই থাকে। সুতরাং ঐ দর্শনও Subjective. বস্তুতঃ সমীপস্থ কোন লোকই ঐ স্পষ্ট বস্তু দেখিতে পাইবে না। অন্য লোক তখনই দেখিবে যখন ঐ স্মরণীয় বিষয়ে ভৌতিকাংশ পরিপুষ্ট হইবে। ইহা শুধু একাগ্রতার আভাস দ্বারা হইতে পারে না। প্রকৃত একাগ্রতা চাই। একাগ্র মনই বুদ্ধি। কারণ, একাগ্রতার আভাস বিনা কারণে কার্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। একাগ্রতা হইলে কারণ তাহার অধিগত হয়, কারণভূমিতে বা বীজাশ্রয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাগ্রতা হয়। স্থূল = কার্য। তাহার যাহা কারণ, তাহাই কারণ বা বীজ। শুধু লিঙ্গের ব্যাপারে কারণ বা বীজ আপ্যায়িত হয় না—হইতে পারে না। বীজমন্ত্র বা কারণের আরাধনা এই জন্যই আবশ্যক। ঐ পূর্বোক্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ দর্শনেও যথার্থ দর্শনের ফললাভ হয় না। কারণ উহা বাহ্য দর্শনই নহে। চিত্তের একপ্রকার তন্ময়তাবশতঃ বাহ্যবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। মনের তীব্র চিন্তার দ্বারা জল স্মরণ করিলে, জলের ধ্যান করিলে, স্পষ্টই জল দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহা সত্য। কিন্তু ঐ জল অন্যে দেখিতে পাইবে না। ঐ জলের দ্বারা নিজেরও পূর্বাবস্থার পিপাসা নিবৃত্ত হইবেনা। তাহার জন্য স্থূল জল চাই। তাহাই স্থূলজগতে অর্থক্রিয়াকারী—সুতরাং ব্যবহারতঃ সত্য। জলের বীজ বা কারণ অনুসন্ধান না করিতে পারিলে তাহা হইবার জো নাই। এই বীজ বা কারণই উপাদান। ইহা না হইলে প্রকৃত কার্যের আশা দুরাশা মাত্র। চিন্তাপ্রসূত জল আভাসমাত্র। তাহাতে একদিকে কারণের আভাস বা লিঙ্গ আছে, অপরদিকে ভূতের আভাস বা স্থূলের প্রতিবিম্ব আছে।

এই আভাস হইতে দুইটি পথ দেখিতে পাওয়া যায় :-

১) যদি স্থূলের অংশটি সরিয়া যায় বা বিদূরিত হয় অর্থাৎ যদি লিঙ্গ শুদ্ধ হয়।

২) যদি স্থূলাংশটি পুষ্ট হয় (কারণের বা বীজেব আপূরণের দ্বারা।)

আভাসেও কারণের অংশ আছে বলিয়া তীব্র চিন্তার ফলেও অতিদীর্ঘকালে স্থূলের আপূরণ হইতে পারে বটে। তবে সাক্ষাদ্ভাবে কারণের আকর্ষণে কার্যসিদ্ধি অতি শীঘ্র হয়। এই চিন্তা মনের ব্যাপার। মন যদি বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তবে তাহার ব্যাপারে ক্ষণমধ্যেই স্থূলভাবের পুষ্টি হইতে পারে, তাহা প্রাতিভাসিক না হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাবহারিক হইবে। মন একাগ্র হইলে ঐ মনই বুদ্ধি হয়। পূর্বের একাগ্রতা প্রকৃত একাগ্রতা নহে।

একাগ্রতা না হইলে বিন্দু কোথায় ? বিন্দু না হইলে বীজ কোথায়—কার্য কোথায় ? শুদ্ধসত্ত্বে না গেলে কার্যসৃষ্টির সামর্থ্য আসে না।

সাধারণ কল্পনা হইতে সত্যসঙ্কল্পের ইহাই প্রভেদ।

১৬।৮।৩৭

বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার বৃক্ষ হইতেও বীজ পাওয়া যায়। যতক্ষণ বৃক্ষ না ফলে, অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পুনরায় বীজের বিকাশ না হয়, ততক্ষণ বৃক্ষের পূর্ণতা হয় না। সাধকের জীবনেও তাই হয়। বীজ হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষরূপী দেবতার আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই দেবতা পূর্ণ নহে—ইহা কাহাকেও দেওয়া যায় না, পুনরায় বপন করা যায় না। ক্রমশ এই দেবতার পূর্ণতা হইলে ইহা হইতে ঐ দেবতারই বীজ পাওয়া যায়। ঐ বীজ দান করা চলে, বপন করা চলে।

১৬।৮।৩৭ হরিদ্বার

জপযজ্ঞ কি ? আজ হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইল বদরীনাথজীকে বুঝাবার সময়। স্থূল এইভাবেই সূক্ষ্ম হয়—সূক্ষ্ম কারণে আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া পড়ে। মনে হচ্ছিল নাভির দিকে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। এ অগ্নি চিন্ময়। আমরা সাধারণতঃ যা কিছু নাম বা জপাদি করি, সব ইড়া-পিঙ্গলার শ্বাস চলার সময়। সুষুম্নায় জপ কেহ করিতে পারে না—উহা আপনাআপনি হয়। ইড়া-পিঙ্গলার বায়ু স্থূলভাবে চলে—জপও স্থূল, শব্দও স্থূল। কিন্তু ঐ শব্দ গুরুদত্ত বলিয়া উহার ভিতরে সত্ত্বশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। অন্য শব্দেও আছে—মাত্রা কম। বারবার স্থূলভাবে শব্দ উচ্চারণ করা মানেই ঐ শব্দকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেওয়া। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ঐ কুণ্ডে শব্দ পড়িলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দের স্থূলাংশ বা তামসাংশ ঐ অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। সূক্ষ্মাংশ বা সত্ত্বাংশ সুষুম্নার পথে আপনিই উপরে উঠিতে থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্মের বিবেচন ঐ অগ্নিতে হইয়া থাকে। স্থূল শব্দ সুষুম্না-পথে উঠিতে পারে না।

ফলতঃ যতই জপ করা যায়, ততই সত্ত্বশক্তির কণা ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া সঞ্চিত হয়। বেশী পরিমাণ হইয়া গেলে ধ্যান-সমাধি আপনিই আসে। ধ্যানেরও একটি মাত্রা আছে—ততটুকু সময় বা মাত্রা হইয়া গেলে ধ্যান আপনিই ভাঙ্গিয়া যায়। তখন আবার জপ করিতে হয়। ধ্যানের কাল-মান আছে। উহা চলে আধারের বল অনুসারে। অভ্যাসে কাল বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল সত্ত্বকণা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। উহার চিদংশ পৃথক হইয়া সঞ্চিত হয়। যোল আনা হইলেই তাহার স্ফুরণ হয়। ইহাকেই প্রজ্ঞার উদয় বা জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বলে। ইহারও স্থিতিকাল আছে। তাহা প্রাপ্ত হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। তখন জ্ঞান স্থায়ী হইয়া যায়। তাহার পূর্ব পর্য্যন্ত আত্মদর্শন হয়, সর্বজ্ঞত্ব পর্যন্ত। আত্মসাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইলে পরমাত্মদর্শন হয়, পূর্বে নহে। আত্মাকে দেখিতে দেখিতে ইহাকে পরমাত্মা বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তখন নামিয়া আসিলেও সবই পরমাত্মা বলিয়া চেনা যায়। যাহাকে পূর্বে আত্মা বলিয়া চিনিয়াছিলাম, এখন মনে হয়—তাহাও পরমাত্মাই। পরমাত্মা হইতে আত্মা বলিয়া কোন বাস্তবিক পৃথক্ জিনিষ নাই। আভাসরূপে দ্রষ্টারূপে আছে মাত্র।

সর্বত্র পরমাত্মদর্শন হইলেই ভক্তির আরম্ভ। তখন নিজের কিছু করিবার বা দেখিবার থাকে না। ইহাই নির্ভরতা। প্রেম প্রভৃতির বিকাশ ইহার মধ্যেই হইয়া যায়। চরমে সাম্যভাব—ভক্ত ও ভগবান্ সমান হয়। তারপর কখন হয় কেহ বলিতে পারে না—অনুগ্রহ। তখন একই পূর্ণ বিরাজমান থাকে। ইহাই পূর্ণত্ব। ইহাকে নানাভবে বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক) ভগবান্ নিজেকে ভক্তের মধ্যে সমর্পণ করেন—ভক্ত পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পায়। সে নিজেকে পূর্ণ বলিয়া অনুভব করে। ইহাই সত্য।

খ) ভক্ত নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করে, ফলে আত্মলোপ হইয়া পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়, নিজেকে ভগবান বা পূর্ণ বলিয়াই অনুভব হয়।

গ) ভক্ত ও ভগবান্ কেহই তখন থাকে না। উভয়ে মিলিয়া পূর্ণত্ব লাভ করেন।

পূর্ণ = এক, অদ্বয়।

১৭।৮।৩৭ ও ১৮।৮।৩৭

মহাকারণ = পূর্ণ (চৈতন্য + শক্তি, One)—পরমেশ্বর।
Centre কারণ = আত্মা-শক্তি (অভিন্ন বিষয় + বুদ্ধি)—চিদাকাশ।
Radius সূক্ষ্ম = দেবতা-সত্ত্ব [মনঃ বা লিঙ্গ] (আন্তর বিষয় + মনঃ) -চিত্তাকাশ
Circumference স্থূল = ভূত-তমঃ (বাহ্যবিষয় + ইন্দ্রিয়)—ভূতাকাশ।

আমাদের ইন্দ্রিয়ে ভূতাংশ বা তামসাংশ প্রধান। বিষয়েও তাহাই। তবে শিশুদের খুব কম। ত্রাটক দ্বারা যখন কোন স্থূল জিনিষ দেখা যায়, তখন প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের বাহ্যাংশে সংঘর্ষ হয়। ইন্দ্রিয়ের তামসাংশ বা ভূতাংশ বাহিরে যাইয়া বস্তুর ভূতাংশ বা তমোংশকে অপসারিত করে। দীর্ঘকাল এইরূপ করিলে ইন্দ্রিয়ের ভূতাংশ নিবৃত্ত হয়, অবশ্য নিমেষ না পড়িলে। নিমেষ পড়িলে আবার ভূতাংশ আসে—তবে বেগ কম থাকে। ইন্দ্রিয় তখন সত্ত্বময়—মনোময় [চাক্ষুষ ভাব—প্রধান (প্রথমে)], বস্তুত, তখন ভৌতিক নহে, মানস বা লিঙ্গাত্মক। তবে ভৌতিক আকার থাকে, প্রতিবিম্বাকারবৎ। কিন্তু লিঙ্গভূমি তীব্রবেগে ব্যাপারশীল বলিয়া যতক্ষণ নিজের সত্ত্ব বা মন স্থির না হয়, ততক্ষণ ঐ বস্তুতে বহুপ্রকার জিনিষ দেখা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্যই ছোট বালক-বালিকা কিছুক্ষণ ত্রাটক করিলেই অনেক কিছু দেখিতে পায়।

এমন কি, লিঙ্গ যদি কাহারও সিদ্ধ হয়, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ সাধক স্থূলটি দেখিতে দেখিতেই দৃশ্যের স্থূলাবরণ সরিয়া লিঙ্গ প্রকট হয়। যদি ঐ লিঙ্গ কোন নির্দিষ্ট প্রকারে স্থিতিশীল বা অটল পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ স্থূলদেহধারী মনুষ্যাদি সিদ্ধপুরুষ। ঐ স্থির লিঙ্গাকার স্থূলানুরূপ নাও হইতে পারে। কারণ উহাতে কোন নির্দিষ্ট আকারের ছাপ Fixed হইয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ লিঙ্গ দর্শনের পর, ঐ ত্রাটক ক্রিয়াতেই নিজের শক্তির অংশ জাগ্রৎ হইলে, ঐ লিঙ্গের অন্তরালে কারণ বা আত্মার সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণ বা আত্মার বলেই লিঙ্গ কার্যশীল হয়।

এই দর্শনেও ভিন্নভাব থাকে, যদিও ইহাতে অভিন্নভাবেরই প্রাধান্য। এই কারণ হইতে সমস্ত জগৎই আত্মরূপে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু এখানেও স্বাধীনতা নাই কারণ, মূল প্রেরণা মহাকারণ হইতে আসে, যাহা কারণেরও অতীত। তাহাতে নিজের হাত নাই। এখানে সবই আত্মরূপে ভাসমান হয়, কিন্তু আত্মা হইয়া যায় না। মহাকারণ তাহাই। ওখানে একই আত্মা আছে। দ্বিতীয় কিছুই নাই। ইচ্ছা বা শক্তিই সর্বপ্রেরণার মূল। এই যে মহাকারণ ইহাকে বাহির হইতে বুঝা কঠিন। ইহাই সকলের আত্মা বা একমাত্র আত্মা।

১৮।৮।৩৭

যাহাকে এখানে জড়শক্তি বলিতেছি একটু উঠিলেই দেখিতে পাই, উহা কোন চেতন পুরুষের ইচ্ছারূপ। ঐ অবস্থায় আমিও চেতন পুরুষ। তখন আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা ঐ ইচ্ছার বিরোধ করিতে পারি। কোটি কোটি পুরুষের ইচ্ছা জড়শক্তিরূপে খেলিতেছে। আমি কোনটির চেয়ে প্রবল হইলে আমি ঐ শক্তিকে রোধ করিতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্বল হইলে আমাকে ঐ শক্তি মানিয়া চলিতে হইবে। ঐ সকল শক্তির মধ্যে যাহা প্রবলতম পুরুষের ইচ্ছারূপা, আমি কখনই তাহার খণ্ডন করিতে পারি না। যেমন সূর্যের পূর্বে উদয়, যেমন নশ্বরত্ব ইত্যাদি। বুঝিতে হইবে ঐগুলি ঈশ্বরেচ্ছা। বাকিগুলি যোগবলে পরিবর্তন করা যায়।

আরও একটু উঠিলে বুঝা যায় ও-সব আমারই ইচ্ছা। তখন বুঝা যায়—আমার ইচ্ছাই জগতে নানা আকারে খেলা করিতেছে। আমি তাহা দেখিতেছি। কিন্তু এই ইচ্ছা প্রাচীন ইচ্ছা। এখন আমার ইচ্ছা নাই, এখন আমি সাক্ষী মাত্র। ইহার পরই অনুগ্রহ। ফলে আমি ইচ্ছাময়। ইচ্ছা তখন বর্তমান। চৈতন্য ও ইচ্ছা—শিবশক্তি—তখন একসঙ্গে। ইহাই অদ্বৈতাবস্থা, পূর্ণত্ব।

১৯।৮।৩৭

স্থূল চক্ষু দেখে·দৃশ্য স্থূল জগৎ, সহায়ক স্থূল প্রকাশ। এই প্রকাশ আগ্নেয়। সূর্যকিরণ আগ্নেয়—যাহা পৃথ্বীতে আমরা পাই, চন্দ্রকিরণও আগ্নেয়। কারণ, উহাও কালাগ্নির মণ্ডলস্থ।

এই চক্ষু বুজিলে অন্ধকারাদি দেখা যায়। সূক্ষ্ম চক্ষু বা মন তাহা দেখে। সহায়ক সূক্ষ্মপ্রকাশ সাহায্য করিলে সূক্ষ্ম জগৎ দৃশ্য হয়। এই সূক্ষ্ম প্রকাশ বিশুদ্ধ চন্দ্রের প্রকাশ, যাহা পৃথিবীতে আমরা পাই না। এই প্রকাশ খুলিলে চিত্তাকাশে স্থিত জগতের দর্শন হয়।

কিন্তু এই মনোরূপ চক্ষুও বুজা যায়। তখনও একটি চক্ষু থাকে, যাহা সেই অবস্থায় দেখে। উহাকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞারূপ চক্ষু বলে। উহা কারণ জগৎকে দেখিতে পারে, যদি সহায়ক প্রকাশ থাকে। এই সহায়ক প্রকাশ বিশুদ্ধ সূর্যের প্রকাশ। এই প্রকাশে সমস্ত কারণ জগৎ দৃশ্যমান হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকাশেরও পশ্চাতে যে প্রকাশ, তাহাই মূল ব্রহ্মজ্যোতি—তাহা অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্যের অতীত; তাহার আভাতেই অগ্ন্যাদি জ্যোতির্ম্ময় হয়। তাহাই প্রকৃত সাক্ষী ও মহতী শক্তিস্বরূপ।

আমাদের স্থূল জগতের প্রকাশে অগ্নি প্রধান—চন্দ্রকিরণে অগ্নি আছে, জ্যোৎস্নাও আছে, সৌর কিরণেও আছে, অগ্নির তো কথাই নাই।

সূক্ষ্মজগতের প্রকাশে চন্দ্র প্রধান, পশ্চাতে সূর্যকর অবশ্যই আছে। অগ্নির প্রাধান্য নাই। কারণ জগতের প্রকাশে সূর্য প্রধান, চন্দ্র ও অগ্নি প্রধান নহে।

২১৷৮৷৩৭ হরিদ্বার (প্রাতঃকাল) (১)

যখন জ্যোতি দেখা যায়, তখন মূর্তি বুঝা যায় না। অবয়ব দর্শন পরে হয়। সামান্য দর্শন হইলে পরে বিশেষ দর্শন হয়। শব্দও তাই। এমন কি পশুপক্ষীর শব্দেও বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। তাহা বাহ্যন্তর ভেদ করিলে বুঝা যায়।

২২৷৮৷৩৭ ঋষীকেশ (প্রাতঃ)

যে কোন একটি জিনিসকে যাহা in focus, out of focus করিয়া দেখিলে blurred হইয়া একাকার হইয়া যায়, মিশ্র হইয়া যায়। জগতে সর্বত্রই চারিদিকে সব জিনিষ মিশ্র হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে দৃষ্টি focus করা যাইবে, তাহাই স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইবে, পৃথক্‌ভাবে। এখন যে স্থূলজগৎ দেখিতেছি, ইহাও focusএর ফল। যাহাতে দৃষ্টি focus আছে তাহাই দেখিতেছে।

২২৷৮৷৩৭ সন্ধ্যাকাল (২)

শিবলোকস্থ শিবদর্শন এবং বাহ্য শিবদর্শন সমান নহে। বাহ্য শিবদর্শন শিবের অংশের দর্শন, যাহা শিবলোক হইতে স্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া আসে। শিবলোক যাঁহার, এমন যে শিব তাঁহার দর্শন অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশী শিবের দর্শন অন্যপ্রকার। ঐস্থলে প্রথমে শিবদর্শনের পূর্বে জ্যোতি অর্থাৎ শিবলোক বা আলোক দেখা যাইবে। ঐ আলোকে সমগ্র অন্তরাকাশ আলোকিত হইবে। তারপর তল্লোকস্থ শিব-ভক্তগণের দর্শন হওয়া স্বাভাবিক—ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। তারপর শিবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পরিকরগণের দর্শন। অংশ শিবের দর্শনে সমস্ত অন্তরাকাশ আলোকিত নাও হইতে পারে—যদিও ইহাও প্রথমে জ্যোতিরূপে হইতে পারে।

ভক্ত ডাকে কাহাকে? যিনি সর্বত্র সমভাবে আছেন, তাঁহাকে নহে। যিনি কোথাও নাই, সর্বাতীত, তাঁহাকেও নহে, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে তাহার আত্মারূপে, অন্তর্যামীরূপে আছেন, তাঁহাকে নহে, তবে কাহাকে? যিনি একস্থানে আছেন, অথচ একস্থানে থাকিয়া সঞ্চরণ করিতে পারেন, পূর্ণতঃ (অচিন্ত্য ভাবে) ও অংশতঃ এবং ভক্তকে আপন ধামে লইয়া যাইতে পারেন তাঁহাকে।

রাত্রিবেলা— (৩)

বহু ইচ্ছার খেলা লইয়া জগৎ। মূলে অবশ্য একই ইচ্ছাময়—তাঁহার ইচ্ছাই নানা ইচ্ছা হইয়াছে। এই সব ইচ্ছাও পূর্ণ হইলে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আবার তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে এই সব পূর্ণ হয়। কোনই অসামঞ্জস্য নাই।

(৪)

সংশয় সর্বনেশে। ফল "বিনশ্যতি"। বিনাশ = অদর্শন। সংশয়ের দরুণ মিশ্র হইয়া যায়, অন্ধকারে মিশিয়া যায়—পৃথক্ সত্তা রাখিতে পারে না। কিছু আশ্রয় করিয়া ধরিয়া রাখিতে না পারিলে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব। ভয়ঙ্কর বেগে স্রোত চলিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫)

বীজের কার্য্যও কল্পনাতে কি তফাৎ? এই বাহ্য জগৎ কল্পনার মূল। ইহাই অন্তরে আভাসমান হইলে তাহা হইতে কল্পনা ফোটে। তবে ইহা অন্তরে যাইয়া স্থির থাকে। যেমন ফোটাগ্রাফ স্থির—flow হীন, তদ্বৎ। অন্তরকাশে এই আভাসকে focus করিয়া স্পষ্ট করা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ' তাহার life নাই—তাহার flow নাই। যেমন একটি গোলাপ, মনে তার আভাস আছে। একাগ্রবৎ করিলে তাহা স্পষ্ট হয়। কিন্তু তাহার flow নাই। (ঠিক একাগ্র করিতে পারিলে flow আসিতে পারে। কারণ, একাগ্রতায় কারণকে বা বীজকে আকর্ষণ করা যায়।) তাহা এক কালের—তাহাতে becoming নাই। বীজ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। ঐ আভাসকে কারণে নিয়ে গেলে বীজ পাওয়া যাইবে—গোলাপের মূল সত্তা পাওয়া যাইবে। তাহা হইতে জীবন্ত—flowing—বিকাশশীল গোলাপ পাওয়া যাইবে। তাহা fixed নহে।

(৬)

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক বস্তুতে পার্থক্য আছে। যেমন কৃষ্ণের কৃত্রিম চিত্র ও একজন মানুষের জীবন্ত চেহারা। মনোভূমিতে উভয়কেই নেওয়া যায়। কিন্তু ফল ভিন্ন হয়। মনোভূমিতে স্বাভাবিক বস্তুর যে আভাস তাহা হইতে বীজ বাহির করা যায়—অবশ্য কারণ পর্য্যন্ত নিলে। কিন্তু কৃত্রিমের আভাস হইতে বীজ বাহির হয় না। অর্থাৎ উহা কারণভূমিতে যায় না—কারণ, উহা কারণভূমি হইতে বাহির হইয়া আসে নাই। উহাকে কারণে নিতে গেলে বিলীন হইয়া যায়। (সূক্ষ্ম স্তরেও উহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। ভাঙ্গিয়া না দিলেও উহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে disintegrated হইয়া যায়।) এইগুলি thought form মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭)

সূক্ষ্ম ও মনোময় ঠিক এক নহে, যদিও সূক্ষ্মও মনোময় বটে। কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল। অথবা কারণ হইতে কার্য্য—যার একদিক সূক্ষ্ম, অপরদিক্ স্থূল। এই স্থূল মনে প্রতিবিম্বিত হইলে—আভাসমান হইলে যে আকার হয়, তাহাই মনোময়। সূক্ষ্ম হইতে কারণের অনুসন্ধান চলে, সূক্ষ্মের roots কারণের মধ্যে planted. মনোময় হইতে সাক্ষাৎ তা চলে না। তবে প্রকারান্তরে চলে। কিন্তু যদি এই মনোময় অকৃত্রিমের হয় তবে। কৃত্রিম বস্তুর মনোময় নির্বীজ। মনোময় কৃত্রিম ও তদ্বৎ।

(৮)

স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গ বাহির হইয়া যায়, কিন্তু কারণের সত্তা স্থূলে থাকে, তাই মৃত্যু হয় না। মরণের সময় কারণও যায়, লিঙ্গও যায়। কারণটাই link. কারণ না ছাড়িলে মৃত্যু হয় না। লিঙ্গ যে কোন আকার লইয়া বাহির হইতে পারে। কিন্তু তাহা লিঙ্গের প্রকৃত আকার নহে। তাহা আগন্তুক আকার, imposed on the linga. যেমন বিড়ালের আকার। লিঙ্গ এই আকার ধারন করিলে দেখিতে ঠিক বিড়ালের মতন হয়—কিন্তু ইহা লিঙ্গের নিজ আকার নহে। এই বাহ্য আকার সরাইয়া ফেলিলে যে আকার থাকিবে, তাহাই লিঙ্গাকার। ঐ আকার স্থূলের আভাস on the linga. স্থূলদেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা পর্য্যন্ত ঐ আকার থাকিবেই। উহাকে মনোময় দেহ বলে।

(৯)

দেবতাদির দেহও স্থূলদেহ—ব্যবহারিক দেহ। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসাদি লোক সকলই স্থূল। সূক্ষ্ম নহে, কারণও নহে, সবই পঞ্চভৌতিক। তবে তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর অংশ কম। কোনটাতে আকাশ প্রধান, কোনটাতে বায়ু বা তেজ প্রধান, ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্রই সত্ত্বগুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯)

আধিক্য। পার্থিব প্রধান দেবতাও আছেন। কিন্তু তাহাতে সত্ত্বগুণ প্রধান—আপেক্ষিকভাবে। ইহাই বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেহ ও লোকে পৃথিবীর প্রাধান্য—তাহাতে তমোগুণের প্রাধান্য।

(১)

২৩।৮।৩৭ ঋষীকেশ (মধ্যাহ্ন)

দ্বিতীয় জন্মের ক্রম বিকাশঃ

নির্বাণ

|

দয়া (করুণা)

|

প্রেম =(শুদ্ধকাম)

|

জ্ঞান =(বিদ্যা, মন্ত্র)

|

শক্তিগর্ভে বাস

|

গর্ভ হইতে বাহির হওয়া

|

শক্তি পরিচয় ও লাভ =মাতালাভ-শক্তি (ঐশ্বর্য্য)

|

জ্ঞানলাভ =পিতালাভ-শিব (সাম্যবোধ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

|

প্রেম ভক্তিলাভ = পতিলাভ-বিষ্ণু (মাধুর্য্য)

|

দয়ালাভ = পুত্রলাভ-? (ভূতদয়া-যখন সর্বজগৎ পুত্রবৎ দয়ার পাত্র, জীব সেবা।)

|

নির্বাণ = পৌত্রলাভ (যখন জগতের সেবার জন্য কেহ তৈয়ার হন তখম নির্বাণাধিকার।)

নির্বাণকে ঘিরিয়া রহিয়াছে দয়া, ভূতানুকম্পা। এই দয়ারূপ বীজ হইতেই এত বড় ব্যাপার হইয়াছে—পুনর্বার ঐ দয়া পয্যন্ত গেলে তবে তাহা সার্থক হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়—যখন বৃক্ষে ফল হয়, আবার বীজভাব আসে, তখন সে সার্থক দয়া হইতেই দ্বিতীয় জন্ম—পরিণামে ঐ দয়ার ভূমিতে গতি। মোক্ষ তো হইয়াই আছে।

(২)

সব দেহেই শক্তির কেন্দ্র আছে। স্থূলদেহে ইন্দ্রিয় আছে—লিঙ্গদেহে অন্তঃকরণাদি আছে—কারণ দেহে ভাব আছে। এগুলি শক্তিরকেন্দ্র। এই রাস্তায় শক্তি বাহির হয় ও শক্তি আসে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কিছু চলিয়া যায় ও বাহিরের কিছু আসে। ইহাই ব্যবহার—আদান-প্রদান। সৃষ্টির অভ্যন্তরের সামাজিকতা ইহাই। এইগুলি নিরুদ্ধ হইলে সকলেই একেলা, কেবল—তাহাই কৈবল্য। তাহা ব্যবহারের অতীত।

এই যে আদান-প্রদান, মূলে ইহা স্বাভাবিক। ইহার বীজ ভাব। সাম্যচ্যুত অবস্থাই ভাব। এই অবস্থা দ্বিবিধ—দুই প্রকার বৈষম্য, ন্যূনতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া বা আধিক্য নিয়া। একটি ঋণ, একটি ধন—negative, positive. আমি যদি নিজেকে দীন, প্রার্থী বলিয়া জানি—তাহা হইলে ইহা একজাতীয় ভাব হইল। আর আমি যদি দাতা, দয়াময় বলিয়া জানি, তাহা হইলে তাহাও এক ভাব হইল। যাঁহারা দয়াময়, তাঁহারা এই দ্বিতীয় ভাব বিশিষ্ট। যাঁহারা দীন ও প্রার্থী (মুখে বা মনে না চাহিলেও) তাঁহারা অর্থাৎ সকাম জীব মাত্রই এই প্রথম ভাব বিশিষ্ট। ফলে প্রথম জীব ও দ্বিতীয় জীবের সাক্ষাৎকার হইলেই দ্বিতীয় হইতে প্রথমে কিছু আসে, প্রথম হইতে দ্বিতীয়ে কিছু যায়—সাম্যস্থাপনের চেষ্টা হয়। ইহা জগৎরক্ষারই ব্যাপারবিশেষ। সাক্ষাৎকার ও সঙ্গের এমনই ফল—না জানিয়া করিলেও ফললাভ হইবেই। দয়াহীন মহাপুরুষ জগতে থাকিতে পারে না। দয়া না থাকিলে হয় সে মহাপুরুষ কেবলী হইবেন, নতুবা তিনি মহাপুরুষ নহেন। জগতে দুঃখী ও দয়াল ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। যে কৈবল্যপ্রাপ্ত, তাহার সঙ্গে জগতের কোন সম্পর্ক নাই। দয়াল জগতের অতীত হইলেও জগতে থাকেন—দুঃখ দূর করিতে—সাম্যভাব প্রাপ্তির আশায়।

(১)

২৫।৮।৩৭ হরদ্বার

প্রথমে পূর্ণিমা, তারপর অমাবস্যা—এই এক দিক্। জপ, ক্রিয়াদির ফলে তেজ ভূত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাই প্রজ্ঞামাত্রা। বাড়িতে বাড়িতে এই তেজোরাশি ললাটে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহাই শিবনেত্র। ইহার পূর্ণত্বই পূর্ণিমা। সম্প্রজ্ঞাত=একাগ্রতা।

জীবের লক্ষ্য এই বিন্দু স্থান ছিল—এখন এই স্থান ভরিয়া গেল। জীব ঈশ্বরভাবাপন্ন হইল। ইহার পর তাহার লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শূন্য = নিরোধ। তখন ধীরে ধীরে ঐ সকল তেজোরাশি ক্ষীণ হইতে থাকে। চরমে আর কিছুই থাকে না। ইহাই অমাবস্যা। অসম্প্রজ্ঞাত। ইহার ফলই স্বভাবলাভ।

তেজোকণা জড়ে মিশ্র রহিয়াছে। তাহা ছাড়িয়া যখন চিত্তে যায়, তখন জড় হয় অব্যক্ত, চিত্ত হয় জ্যোতির্ময় দিব্যচক্ষু।

পরে যখন উহা নিভিতে নিভিতে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়, তখন আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়।

(২)

বীজ + শক্তি + কীলক = মন্ত্র।

বীজ মন্ত্রের আত্মা, শক্তি তাহার চৈতন্য বা প্রভা এবং কীলক তাহার শরীর বা আচ্ছাদন (আবরণ)।

২৬।৮।৩৭ (১)

লক্ষ্ণৌ ছেদিলালের ধর্মশালা

মন্ত্রজপ মানে কি? মনের সঙ্গে বীজের সংঘর্ষ—সংযোজন। পুনঃ পুনঃ এই সংঘর্ষ করিলে বীজের মধ্যে নিহিত শক্তির স্ফুরণ হয়, চৈতন্য হয়। বীজ = কারণ বা আত্মা। মন = লিঙ্গ। অতএব উভয়ের সংঘর্ষ মানে কারণ ও লিঙ্গের পরস্পর ঘর্ষণ, যাহার ফলে কারণের শক্তি জাগ্রত হয়। শাস্ত্রীয় আত্ম-মনঃ-সংযোগও ইহাই—এই সংযোগ ব্যতিরেকে আত্মাতে জ্ঞান বা চৈতন্য উদ্রিক্ত হয় না, ইচ্ছাদিও নহে। আত্মা এখন শবরূপী—তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। করিলে তাহাতে অখিল শক্তির উদয় ও সমবায় অবশ্যম্ভাবী। এই শক্তির জাগরণে মনেরই প্রাধান্য। কারণ মনের ক্রিয়াবশতঃই এই সংঘর্ষ বা সংযোগ সম্ভবপর হয়, যেহেতু আত্মা এখন নিষ্ক্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চৈতন্যই অগ্নি, যাহা সংঘর্ষজন্য। আত্মা + প্রণব—এই উপনিষদের উপদেশে আত্মা = মনঃ। প্রণব = বীজাত্মক শব্দ।

এই সংঘর্ষে বীজ বা আত্মা বিশুদ্ধ নহে। তাহাকে ভূতাবরণে বেষ্টন করা হইয়াছে। অর্থাৎ বীজ বা কারণ বা আত্মা শব্দাত্মক, শব্দের বেষ্টনে বেষ্টিত। সুতরাং মনও বিশুদ্ধ নহে—ইহাতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ (শ্রবণরূপ, মানস শ্রবণ at the least) রহিয়াছে।

অতএব বীজ = আত্মা বা কারণ enveloped in অনাত্মা বা শব্দ i. e. কার্য। মনঃ = মন, যাহা ইন্দ্রিয়বদ্ধ।

বস্তুতঃ এই মিলন আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মিলন। গুরুদত্ত ক্রিয়ায়

আত্মা = বীজের কারণাংশ
মনঃ = মনঃ
ইন্দ্রিয় = শ্রোত্র বা চক্ষু
বিষয় = বীজের কার্যাংশ বা শব্দ বা
গুরুদত্ত বস্তু।

আত্মা অব্যক্ত ; কারণ, তাহাতে শক্তি জাগে নাই। শক্তি চেতন হইলে আত্মা ব্যক্ত।

(২)

আত্মজ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান etc/ ইহা মনের আঘাতে আত্মায় জন্মে।
মানসজ্ঞান মনের " " " / ইহা ইন্দ্রিয়ের আঘাতে মনে জন্মে।
বাহ্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের " " " / ইহা বিষয়ের আঘাতমাত্র হইতে ইন্দ্রিয়ে জন্মে।

বাহ্যজ্ঞানে যে জগৎ ভাসে, তাহা বাহ্য জগৎ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিকার। মানসজ্ঞানে যে জগৎ ভাসে, তাহা আন্তর, তাহা মনের বিকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানে যে জগৎ ভাসে, তাহা আত্মময়, চিন্ময়—আত্মার বিকার (?)। জ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় সজাতীয় হয়।

(৩)

আত্মা (প্রত্যগাত্মা) একদিকে, অপর দিকে পরমাত্মা (যাহা বাহ্য জগৎরূপে ভাসমান হইতেছে)। জ্ঞাতা আত্মা একদিকে, জ্ঞেয় আত্মা অন্যদিকে—কিন্তু ঠিক তাহা ভান হইতেছে না। মাঝখানে মন ও ইন্দ্রিয়।

এখন ইন্দ্রিয়ের স্রোত বিষয়ের দিকে, তাই মনের স্রোতও বিষয়ের দিকে। কাজেই আত্মাতেও মনের দিকে স্রোত রহিয়াছে। ফলে জ্ঞেয় আত্মা বিষয়রূপে দৃশ্যমান হইতেছে অর্থাৎ বস্তুতঃ আত্মাই দৃশ্যমান হইলেও বিষয় বলিয়া প্রতীতি, অনাত্মা বলিয়া, আত্মভিন্ন বলিয়া, প্রতীতি হইতেছে। এই স্রোত অন্তর্মুখ হইলে ইন্দ্রিয়ের গতি মনের দিকে, মনের গতি আত্মার দিকে হইয়া থাকে। বাহ্যমুখীন বৃত্তির সীমা বা নিষ্ঠা যেমন বিষয়, অন্তর্মুখী বৃত্তির সীমা তেমনই আত্মা।

মন ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল না হইলে জ্ঞানাদির উদয়ই হয়না। কিন্তু এই ক্রিয়া বহির্মুখী হইয়া যে সংযোগ উৎপন্ন হয় (যেমন আত্মা + মন, মনঃ + ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় + বিষয়) তাহার ফলে বিষয় জ্ঞানাদি জন্মে। আর এই ক্রিয়া অন্তর্মুখী হইয়া যে সংযোগ জন্মে, তাহার ফলে আত্ম-জ্ঞানাদির উদয় হয়।

বাহ্যজ্ঞানে ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে প্রথমে যায় ; ফলে মন ইন্দ্রিয়ের দিকে আসে, তাহার টানে আত্মার একটি প্রভা মনের দিকে আসে। ইহাই আত্মশক্তির বহিঃপ্রসার।

আত্মজ্ঞানে আত্মা মনকে প্রথমে টানে, মন ইন্দ্রিয়কে নিজের দিকে টানে—তেমনি ইন্দ্রিয় বিষয়কে নিজের দিকে টানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং আত্মজ্ঞানীর আত্মা আকর্ষণশীল, বিষয়জ্ঞানীর বিষয় আকর্ষণশীল।

মন ও ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে কোনও জ্ঞানাদিরই উদয় হয় না—আত্মজ্ঞানাদির নহে, বিষয়জ্ঞানাদিরও নহে। এই অবস্থার মাঝে করণ না থাকার দরুণ জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞেয় আত্মা একই থাকে। ইহাই আত্মস্থিতি। এ অবস্থায় আত্মজ্ঞান থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

আত্মজ্ঞানকে initiate করে আত্মা স্বয়ং—অতএব আত্মা মনকে নিজের দিকে না টানিলে অন্য কোন উপায়েই আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। এই অবস্থায় বিষয় নিজের দিকে টানে না—টানিলেও সে টান অভিভূত হয়। বাহ্যজ্ঞানকে initiate করে বিষয়—অতএব বিষয় ইন্দ্রিয়কে না টানিলে বাহ্যজ্ঞান বা বিষয়জ্ঞান হইতে পারে না।

এই দুইটি ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হইয়া থাকে।

কিন্তু কখন কখন এমন হয় যে, আত্মা মনকে নিজের দিকে টানে, পক্ষান্তরে বিষয়ও ইন্দ্রিয়কে নিজের দিকে টানে। ফলে গৌণভাবে ইন্দ্রিয় মনকে ও মন আত্মাকে টানে। অপরদিকে গৌণভাবে মন ইন্দ্রিয়কে ও ইন্দ্রিয় বিষয়কে টানে। যাহার বল বেশী সে প্রবল হয়। ইহাই নিজের মধ্যে সুমতি ও কুমতির লড়াই।

(৪)

আত্মা হইতে একটি প্রভা বাহির হইতেছে। ইহা মনের উপর পড়িলে মন হইতেও একটি প্রভা বাহির হইয়া ইন্দ্রিয়ে যায়, ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়ে যায়। এইভাবে আত্মপ্রকাশে সব প্রকাশমান হয়।

ইহার মূলে একটা গভীর রহস্য আছে। এই আত্মার প্রভাবিকিরণ—ইহারও মূলে মনের ক্রিয়া ও তজ্জন্য আত্মার সঙ্গে যোগ বা সংঘর্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। না থাকিলে আত্মা=শব, তাহার প্রভা নাই, শক্তি নাই। মনের ক্রিয়া আপনিই হয় না—যদি বায়ুর কম্পন না থাকে। বায়ু=বাসনা, ভুক্ত বিষয়ের অপক্ক অংশ। বিষয়ভোগ ও বিষয়কে নিজের মধ্যে assimilate বা হজম না করার ফলে বায়ু জন্মে। বিষয়কে হজম করিতে পারিলে foreign element থাকিত না—অর্থাৎ অচিৎকে পূর্ণরূপে চিদ্‌ভাবে পরিণত করাই যথার্থ ভোগ। 'চিদবসানো ভোগঃ'। ঠিক তাহা না হইলে বদ্‌হজমী হয়। অচিদংশ ভিতরে জমিয়া থাকে—তাহা চিৎকে অচিতের দিকে আকর্ষণ করে। মাঝখানে মনের ক্রিয়া হয়। সুতরাং যে কারণে অচিৎকে পূর্ণভাবে চিদ্‌রূপে গ্রহণ করা যায় না, তাহাই আত্মার কিরণ-বিকিরণের হেতু। ইহা অসামর্থ্য, অজ্ঞান—যাহাই হউক্।

৫।৯।৩৭ (১)

ব্রহ্মজ্ঞান বা যে কোনপ্রকার জ্ঞান লাভ করিলেই জ্ঞান দান (দীক্ষা) করা যায়, এমন নহে। যাহাকে দিতে হইবে তাহার গ্রহণ-যোগ্যতাও চাই। কিন্তু এই গ্রহণযোগ্যতা আধারমূলক। ইহাই কুশলমূল। ইহাই জ্ঞানকে ধারণ করে ও ফুটাইয়া তোলে। জ্ঞানীর যদি শক্তিবিকাশ না থাকে, তাহা হইলে সে জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারে না। শক্তিবিকাশ থাকিলেও যদি ঐ বিকাশ আপেক্ষিক হয়, তাহা হইলে সে সকলকে জ্ঞান দান করিতে পারে না। কুশলমূল যে জ্ঞানী দেখিতে পাইবেন, তিনিই কুশলমূলকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান অর্পণ করিবেন। সকলের কুশলমূল একস্তরে থাকে না। কেউ দুই জন্ম পূর্বে কুশলমূল সঞ্চয় করিয়াছে, কেহ ১০০০ জন্ম পূর্বে করিয়াছে—এমন হইতে পারে। সব জ্ঞানীও জ্ঞানসম্পত্তিতে সমান হইলেও জ্ঞানদানে সমান নহে। যাহার শক্তি দুই জন্ম ভেদ করিয়া ঐ কুশল-মূলকে দেখিতে পায়, সে ঐ লোককে জ্ঞান দিতে পারে—কিন্তু তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি অধিক না থাকাতে সে ঐ লোককে জ্ঞান দিতে পারে না। যাহার কুশলমূল সহস্র জন্ম ব্যবধানে রহিয়াছে, ঐ লোককে জ্ঞান দিতে হইলে এমন জ্ঞানী দরকার, যাহার শক্তি ঐ সহস্রজন্মগত সংস্কার ভেদ করিতে পারে। পূর্ণ শক্তির বিকাশ না হইলে যে কোন লোককে জ্ঞান দেওয়া যায় না। যে জ্ঞানী হইয়াও পূর্ণশক্তিমান্, সে জগদ্‌গুরু। অন্যে নহে।

অতএব ক্রম এই :—

(ক) জ্ঞানের ক্রমবিকাশ

[প্রজ্ঞাপূর্ণ] (খ) জ্ঞান পূর্ণ/শক্তি অব্যক্ত—এ গুরু নহে।

[করুণা ফুটেছে] (গ) „ „ শক্তির জাগরণ আপেক্ষিক—এ খণ্ড গুরু।

[করুণা পূর্ণ] (ঘ) „ „ সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ জাগ্রৎ—এ জগদ্‌গুরু।

এই কুশলমূলও জ্ঞানের অনুপাতী। শক্তি ও তদ্রূপ। সুতরাং পূর্ণ-জ্ঞানের পূর্বেও অংশজ্ঞান সম্বন্ধে একই নিয়ম। সেখানেও অংশশক্তি অব্যক্ত থাকিতে পারে—জাগিতেও পারে। কুশলমূল তাহাই।

সুতরাং কেহ সাধারণ দেবস্তরে যাইয়া ঐ বিশিষ্ট জ্ঞানও, অংশ শক্তি জাগ্রত হইলে, সঞ্চার করিতে পারে। তবে যাতে সঞ্চার করিবে তার অংশ কুশলমূলও ঐ খণ্ড জ্ঞানীর খণ্ডশক্তির গোচর হওয়া চাই। নতুবা ধারণ করিবে কে?

আসল কথা—

কুশল মূল—শুদ্ধসত্ত্ব বা মলিন সত্ত্ব

জ্ঞান—সত্তা (আত্মা, ব্রহ্ম etc. etc.)

শক্তি—চিৎশক্তি etc. etc.

আত্মা × শক্তি × সত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

সব আলোকে সব জিনিষ দেখা যায় না। যে দৃশ্য দেখা যায়, আলোও তাহার সমজাতীয়। অশুদ্ধ মায়িক আলোকে (চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি) অশুদ্ধ মায়িক জগৎ দৃশ্যমান হয়, শুদ্ধ মায়িক আলোকে (মন্ত্রের জ্যোতিঃ) শুদ্ধ জগৎ দেখা যায়। ব্রহ্মালোকে (ওঁকার) ব্রহ্মই দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ খেলিতেছে সেখানে জগৎ নাই, সেখানে সবই ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্ম—ইদং ব্রহ্ম. flow আছে, নানাত্ব আছে—তবু তাহা একই ব্রহ্ম। ইহাই নিত্যলীলা।

৬।৯।৩৭

দুইটি শুদ্ধ হইলে তবে দুইয়ের মধ্যে মিলন হয়। প্রথমে শোধন পরে বোধন, ফল মিলন—একত্বস্থাপন। শোধনের ফল সত্ত্বলাভ, বোধনের ফল চিৎভাবের বা চৈতন্যের উন্মেষ, মিলনের ফল আনন্দ। একত্বে কিছুই টের পাওয়া যায় না। সবই আছে। এই তিনটি ক্রিয়া দ্বারাই এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাওয়া যায়—এক স্তরে বহু হইতে একে গেলে—তবে সে স্তর অতিক্রান্ত হয়—অপর স্তর আসে। সেখানেও ঐ ক্রম। যে কোন স্তরেই আনন্দকে প্রাপ্ত না হইলে সে স্তরের সারপদার্থ আয়ত্ত হয়না; তাই তাহার আকর্ষণ থাকে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠা যায় না।

অশুদ্ধ অবস্থায় মিলন হয় না। কারণ অশুদ্ধাবস্থা সুপ্তাবস্থা। সুপ্তিভঙ্গ বা জাগরণ ভিন্ন গতি হয় না, গতি ভিন্ন মিলন কি প্রকারে হইবে? যে কোন বস্তুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, চৈতন্য হইলে, উহা আপনিই তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে ধাবিত হয়, যেখান হইতে উহা নির্গত হইয়াছে। মিলনের ফল আনন্দ। বিষয়াত্মক বাহ্যজগৎ জড় অর্থাৎ নিদ্রিত। কর্তব্য এই—আমার যে জগৎ, তাহাকে প্রথমে শুদ্ধ করিয়া তাহাকে চেতন করিতে হইবে। আমার বাহ্য জগৎ জাগিবা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রই উহা আমার দেহে মিলিবার জন্য ধাবমান হইবে। রূপ চক্ষুতে, শব্দ কর্ণে [আনন্দ (১)] ইত্যাদি ক্রমে দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয়মধ্যে বিষয় আসিয়া লীন হইয়া যায়। এইভাবে ঐ চেতন রূপাদিই সংস্পর্শ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে চেতন করে।.

ইন্দ্রিয় চেতন হইয়া মনের দিকে ছুটিতে থাকে—[আনন্দ (২)] মনকে স্পর্শ করিয়া চেতন করে। [আনন্দ (৩)] চেতন মন আত্মার দিকে ধাবিত হয়—আত্মাকে চেতন করে।

প্রত্যেক ঘাঁটিতেই এক একটি করিয়া মিলন ও তজ্জন্য আনন্দ আছে।

এই চেতন আত্মাই সাক্ষী। চেতন ভাব বাড়িলে তাহাই শিব। অর্থাৎ জাগ্রৎ শক্তিযুক্ত আত্মাই শিব। ইহার বিকাশই পরম শিব। এই পরম শিব ও [আনন্দ (৪)] পরমা শক্তি উভয়ই জাগ্রৎ—উভয়ের মিলনজ আনন্দই পরমানন্দ।

আনন্দই বিন্দু—সেটা ভাঙ্গিয়াই জগৎ সৃষ্টি হয়। তাই সৃষ্টিকে সংহার করিলেই আনন্দ পাওয়া যায়। বিন্দুই কারণ। রেখাই সূক্ষ্ম কার্য। ত্রিকোণাদি যন্ত্র সূক্ষ্মেরই বিচিত্র বিভাগ। সমতল = স্থূল-কার্য।

চৈতন্যের মাত্রা আছে। পূর্ণজাগ্রৎ চৈতন্য = ব্রহ্ম। ব্রহ্মশক্তির মাত্রা যেন ১৬, শিবমাত্রা যেন ১২, কেবলী আত্মার মাত্রা ৮ ইত্যাদি। বাহ্য বিষয়কে যদি ৮ মাত্রা চৈতন্য দ্বারা জাগান যায়, তাহা হইলে তাহা জাগিয়া ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় জাগিয়া মনে, মন জাগিয়া আত্মাতে লীন হইবে। তারপর আর ক্রিয়া থাকিবে না। সুতরাং কেবলী অবস্থার পরে যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। পুনঃ দীক্ষা বা জাগরণ (উচ্চতর) আবশ্যক। তদ্রূপ বাহ্য বিষয়কে ১২ মাত্রা চৈতন্য দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগাইলে শিবাবস্থায় গিয়া থামিবে। আর যাইবে না। ব্রহ্মভাবে জাগাইলে ব্রহ্মভাব পর্যন্ত পৌঁছিবে।

১৯।৯।৩৭

(১) শব্দ

(২) চৈতন্য

(৩) পূর্ণ

(১) শব্দের অবস্থাটি ক্রিয়ার অবস্থা। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগার পর হইতে এই অবস্থার আরম্ভ। এই শক্তির জাগরণই চেতন শব্দের ক্রিয়া বা শুদ্ধ সত্ত্বের ক্রিয়া বা বিন্দুর কার্য। জাগ্রৎ চেতন শক্তিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। জীব মলিন সত্ত্ব লইয়া ত্রিগুণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। জন্মজন্মান্তর এই ক্ষেত্রেই আছে। শুদ্ধধামে যাওয়ার উপায় নাই। শুদ্ধধাম হইতে তেজ যখন পায় তখন তার সুপ্তা শুদ্ধা শক্তি প্রবুদ্ধ হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকে। এই অবস্থায় অনাহত ধ্বনি, নাদ শোনা যায়। ইহাই যোগক্রিয়া। ফলে মন ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়, স্থির হয়, তাহার চঞ্চলতা কাটিতে থাকে, বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহা বস্তুতঃ মনের সহিত বিষয়বিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সংঘর্ষজন্য ক্রিয়ার অবস্থা। ক্রমশঃ মন শুদ্ধ হয়, বিষয়ের প্রভাব ইন্দ্রিয়ের উপর কমিয়া যায়। একাগ্রতা সম্যক্ হইলে মন একেবারে স্থির হইয়া যায়—তখন ইন্দ্রিয় ও বিষয় আল্‌গা হইয়া পড়ে। মন তাহাদের grip হইতে মুক্ত হয়। একটা বিরাট্ জ্যোতি বা চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। মন শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঐ চৈতন্যে তাহার লয় হয় না।

[বিষয় আলাদা হওয়া মানে ইন্দ্রিয়ে বিষয়ের সার আসিয়া পড়ে।] [ইন্দ্রিয় আলাদা হওয়া = মনে ইন্দ্রিয়ের সার আসে] [মন আলাদা হওয়া = আত্মায় ইন্দ্রিয়ের সার আসে।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) এই অবস্থাতেই আত্মদর্শন হয়। তখনও মন আছে—তবে শুদ্ধ মন। ইহার পর ক্রমশঃ আত্মা ও ইন্দ্রিয়বিযুক্ত শুদ্ধ মনের যোগ বাড়িতে থাকে। ফলে আনন্দের বিকাশ হয়—আত্মভাব বিস্তৃত হয় ও মনের বিশালতা হয়। এই বিশাল জাগ্রৎ মনই বিরাট্ শক্তি। এই অবস্থাই পূর্ণতম আত্মদর্শনের অবস্থা। পূর্ণতম যোগ অবস্থা। আত্মার এই শুদ্ধ অবস্থায় আনন্দের আস্বাদন পূর্ণতম। ইহাই শিবশক্তির যুগল মিলন। ইহা একটি বিচিত্র অবস্থা। এখান হইতেই জগতের সকল ব্যাপার চলে—সৃষ্ট্যাদি। আবার এই অবস্থাকে ধরিয়াই ব্রহ্ম-তত্ত্বে প্রবেশ হয়।

এই মিলনও ভোগ বিশেষ, যদিও শুদ্ধতম ভোগ। তাই ইহা সংসারের শিরোভূমি। তবে এই শিব-শক্তির আড়ালে তৃতীয় একটি জিনিষের আভাস পাওয়া যায়। তাহাই ব্রহ্ম। এই শিবশক্তি মিলিয়া যাহা হয়, তাহা আত্মা। তবে বিশালতম। তখন ঐ তৃতীয় জিনিটি আত্মার দ্বিতীয়রূপে দর্শন দেয়। ইহা ব্রহ্মরূপে আত্মদর্শন।

অবস্থাগুলি ঃ—

১। অদর্শন।

২। বিষয়-দর্শন = বিষয়রূপে আত্মদর্শন।

৩। ব্রহ্মদর্শন—ব্রহ্মরূপে আত্মদর্শন।

১৯।৯।৩৭

মন যখন নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে—তখন সে শুদ্ধ হইয়াছে। নাদশ্রবণ হইতেই এরূপ হয়। ইহা ক্রিয়ার শেষাবস্থা। তখন জ্যোতির উদয় হয়—চৈতন্যের বিকাশ হয়। তখন মনের নিরোধ হয় নাই—স্থিরতা হইয়াছে। ইহাই জ্ঞান বা ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান।

মন আছে বলিয়াই জ্ঞান আছে। এখানে দুই প্রকার গতি সম্ভব—

(ক) মন ক্রমশঃ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া অব্যক্ত হওয়া। ফল—জ্ঞানকৈবল্য—নির্বাণ। ইহা লয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) মনকে লীন না করিয়া তাহাকে দিয়া কাজ নেওয়া। এই কাজ ইচ্ছার বিকাশ। ইচ্ছার উদয় হইলেই ঐ জ্যোতি ব্রহ্মমূর্তি—ইচ্ছানুরূপ বা ইষ্ট হইয়া প্রকট হয়। ইহা আত্মার সমান সমান জিনিষ। মূর্তি ফুটিলে আর জ্যোতি থাকে না। এখন হইতে প্রেম ফোটে—সমান সমান না হইলে প্রেম হয় না। আর মনের লয়ের সম্ভাবনা থাকে না। এবার মন আলাদা হইয়া তটস্থ রহিল।

ইহার পর আর সাধন নাই। আমি আর তুমি—মাঝে প্রেমের সম্বন্ধ। কৃপা মাত্র বাকি—কৃপা হইলে এই দুই মিলিয়া একই আমি হইয়া যায়। তাহাই পূর্ণ আমি—পূর্ণত্ব।

প্রথমেই মনকে ঘুমাইয়া বা লয় করিয়া ফেলিলে চলিবে কেন ? প্রথমে মন হইতে ক্রিয়াকে বাহির করিতে হইবে। করিতে করিতে মন শুদ্ধ হইবে, স্থির হইবে। তখন মন হইতে জ্ঞানকে বাহির করিতে হইবে। তখন মন আরও শুদ্ধ হইবে। তখন তাহা হইতে ইচ্ছাকে বাহির করিতে হইবে। তখন মন অত্যন্ত শুদ্ধ হয়। তখন তাহা হইতে শুদ্ধ প্রেমই বাহির হয়। এই প্রেমই ক্রমশঃ গাঢ় হয়। যতদিন কৃপার উদয় না হয়, ততদিন ইহা থাকে। কৃপা হইলে আমি পূর্ণ-ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়—মন আলাদা হইয়া যায়। ক্রিয়া-জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেম আমাতে শক্তিরূপে থাকে।

তখন	আমি	স্বরূপভূত শক্তি ক্রিয়া-জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেম
	জীব	মন তটস্থ সকারণ বিষয়-জগৎ বাহ্য মায়া

(ক) প্রেম

(খ) ইচ্ছা-জ্ঞান-প্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রাস্তা ধরিয়াই মহাপ্রভু গিয়াছিলেন মনে হয়। শুদ্ধ শব্দকে আশ্রয় না করিলে মায়ার উপরে উঠা যায় না। কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে মন মায়া হইতে মুক্ত হয়। তারপর চিৎ-শক্তি (প্রেম-ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া) মন হইতে মুক্ত হয়।

২৩।৯।৩৭

(১) বর্ণ চারিটি ও আশ্রম চারিটি। শব্দ-উন্মেষ হইতে চৈতন্য পর্যন্ত। শূদ্র=যোগ্যতা মাত্র।

(২) গৃহস্থ ভিন্ন দীক্ষা দিতে পারে না।

(৩) চিন্তাটি কারণের ব্যাপার। ইহা কল্পনা। তাহার প্রকাশ লিঙ্গে হয়। ইহা আভাস সৃষ্টি—পূর্ণ প্রকাশ স্থূলে। ইহা ব্যাবহারিক সৃষ্টি। ইহাই সৃষ্টিকৌশল।

যখন লিঙ্গ ও স্থূল চিন্তায় বাধা দেয় না, তখন চিন্তামাত্রই স্থূল পর্যন্ত স্ফুরণ হইবেই।

(৪) 'মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্'—ইত্যাদি।

মন্ত্র—বাক্য

পূজা—চরণ

ধ্যান—রূপ

মোক্ষ—কৃপা

গুরুর বাক্যই সব। সাধন করিতে করিতে চরণ প্রকট হয়। তখন পূজা চলে। পূজা করিতে করিতে রূপ প্রকট হয়। তখন ধ্যান চলে। ধ্যান করিতে করিতে কৃপা প্রকট হয়। তখন মোক্ষ হয়।

(৫) মোটামুটি তিনটি স্তর ধর।

চিৎশক্তির স্তর।

শুদ্ধসত্ত্ব স্তর=[ভাব, feeling]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া স্তর।

মায়াস্তরের কথা শুদ্ধসত্ত্বের স্তরে যায় না। মায়াকাশ মধ্যে লীন হয় ও ঘুরিতে থাকে। যদি ঐ শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধ থাকে, তবে যায়। অথবা শব্দে যদি ভাব থাকে তাহা হইলেও যাইতে পারে। তাই কান্নার আদর।

তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের আহ্বান মায়িক জন শুনিতে পায় না। তবে চিৎশক্তি ও শুদ্ধসত্ত্বে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

(৬) অন্তরাকাশে যাহা দেখা যায় তাহা নিজের মধ্যে।

কারণ

লিঙ্গ

স্থূল

ইচ্ছা করিয়া যাহা দেখা যায়, কল্পনায় যাহা দেখা যায়, তাহা কারণে, লিঙ্গের পানা ঠেলিয়া দেখিতে হয়। দেখায় ইচ্ছা। লিঙ্গ শুদ্ধ থাকিলে তৎক্ষণাৎ দেখা যায় ও থাকে।

ইচ্ছার সঙ্গে অব্যক্তের বিচিত্র সম্বন্ধ। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত হইতে কারণ ফোটে। লিঙ্গ অনুকূল থাকিলে স্পষ্ট ভিতরে দেখা যায়। স্থূল অনুকূল থাকিলে চোখে দেখা যায়। ইহা লিঙ্গ বা স্থূলে আমিত্ব আছে বলিয়া। নতুবা কারণে সাক্ষাৎ দর্শন হয়—কেউ (লিঙ্গ [সংস্কার] বা স্থূল [ভূত]) বাধা দিতে পারে না।

২৪।৯।৩৭

যে দেখে, সে দ্রষ্টা, যা দেখে তা দৃশ্য। দ্রষ্টা = চিৎ ; দৃশ্য = সৎ। দৃশ্যের যে সত্তা, সম্ভাব—তাহা দ্রষ্টার দৃষ্টিজাত। দ্রষ্টা হইতে যে আভা, তাহাই সত্তা দান করে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা হইতে যখন আভা যায় না, তখন দ্রষ্টা দ্রষ্টা নয়, দৃশ্যও সৎ নয়। সেই অবস্থাই অসৎ। যাহা বিদ্যমান জ্ঞায়মান, তাহা বিদ্যমান নহে, সত্তাবান্ নহে।

কেহ ইহাকে অব্যক্ত বলেন, কেহ অসৎ বলেন, কেহ সৎ মাত্র বলেন।

ঐ সত্তাতে যতই দ্রষ্টার দৃষ্টি পড়ে ততই উহা আভাময় হয়—হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে উহা চিন্ময় হয়। ইহাই দ্রষ্টা—চিৎ, দৃশ্য-চিৎ (= শুদ্ধ সত্ত্ব)।

ইহার পর দুইয়ের মিলনে দ্রষ্টা-দৃশ্য থাকে না। ইহাই আনন্দ—স্বপ্রকাশবোধ।

সতের সাহায্য ভিন্ন চিৎ = অসৎ। চিতের সম্বন্ধ ভিন্ন সৎ = অচিৎ (জড়)। চিৎ অসৎ মানে—চিৎ নিজেকে বোধ করিতে পারে না। নিজে শববৎ। চিতের সম্বন্ধ পেলেই সৎও চেতন হয়—কম বা বেশী। সত্তাবান্।

দুই-ই শুদ্ধ হইলে হয় আত্মদর্শন। পরে মিলনে আনন্দ। কিন্তু দুইএর মিলন হইবে কি করিয়া? ইচ্ছা চাই। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে মিলন সমাপ্ত হয়। তাহাই অদ্বৈত, তৃপ্তি, আনন্দ। আবার ইচ্ছার উদয়ে অদ্বৈত-ভঙ্গ—শিব-শক্তি পৃথক্ হয়।

সংহার মুখে ইচ্ছার স্থান।

দ্রষ্টা হইতে দৃষ্টি বহির্মুখ হয় কেন? মূলে ইচ্ছা। (নং-১), তারপর ভাসমান সত্তাকে দেখিয়া (a) সমষ্টি বিশেষ ইচ্ছা বা (b) ব্যষ্টি বিশেষ ইচ্ছা উদিত হইতে পারে। (a) স্থলে যুগপৎ বিশিষ্ট সর্ব ভান হয়। store-house of memoryর মত। (b) স্থলে বিশিষ্ট পৃথক্ ভান হয়। যেমন গোলাপ হয়।

ভাসমান সত্তাকে দেখিয়া ইচ্ছার সামান্য ভান ত' থাকেই। ইচ্ছার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য ভান না থাকিলে দ্রষ্টা দৃশ্যকে দেখিতে পাইত না। সামান্যের পথে গেলে ধীরে ধীরে সৎ চিৎ হইয়া যায়। ইহা নং-১ এর পূর্ণ বিকাশ। তারপর ইচ্ছার দ্বিতীয় ধাক্কা—ফলে মিলন আরম্ভ। পূর্ণ বিকাশে পূর্ণ আনন্দ বা তৃপ্তি বা অদ্বৈত। তারপর ইচ্ছার তৃতীয় ধাক্কা। ফলে অদ্বৈত নিজেকে নিজে দেখে।

অসৎ (অবিদ্যা)

ক্রম এই ঃ—

ইচ্ছা সামান্য।

১ { চিৎ = দ্রষ্টা হয়—দৃষ্টির বাহিরে যায়। অসৎ সৎ হইতে আরম্ভ হয়। সৎ চিৎ হইতে আরম্ভ হয়।

ইচ্ছা

	সামান্যবিষয়ক (ব্রহ্ম)	ইচ্ছাবিশেষ (ঈশ্বর) সমষ্টিবিষয়ক	ইচ্ছা (জীব) বিশেষ ব্যষ্টিবিষয়ক
২	অসৎ সৎ হইয়াছে, সৎ চিৎ হইয়াছে। ইহা সামান্য আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন জ্যোতিরূপে হয়। চিৎ দ্রষ্টা, চিৎ দৃশ্য। এখন চিৎ পূর্ণ স্বপ্রকাশ (সর্বপ্রথম ইচ্ছার অনুদয়ে চিৎ = অপ্রকাশ)। সৎ, দৃশ্য হওয়া হতেই চিৎ অংশতঃ স্বপ্রকাশ হয়। যতটুকু সৎকে সে চিৎ করিয়াছে, ততটুকু সে স্বপ্রকাশ নিজেকে জানিতে পারে।	অসৎ সমষ্টি সৎ হইয়াছে, চিৎ হইয়াছে। ফলে সর্বাকাররূপে আত্মদর্শন। ইচ্ছা মিলনারম্ভ - আনন্দ ক্রম ইচ্ছার তৃপ্তিতে অদ্বৈত সর্ব্বাত্মভাবে স্থিতি।	ব্যষ্টি দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। ব্যষ্টি আকার অসৎ হইতে সদ্রূপে চিদ্রূপে ভাসমান হয়। দ্রষ্টা তা দেখিতে পায়। ফলে ব্যষ্টি আকারবিশেষরূপে আত্মদর্শন। ইচ্ছা— মিলনারম্ভ— আনন্দময়—ইচ্ছা তৃপ্ত হইলেই অদ্বৈত। এ ব্যষ্টি আকারে স্থিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩ ইচ্ছাসামান্য — মিলনারম্ভ আনন্দ ক্রম—ইচ্ছার পূর্ণতা বা তৃপ্তি। অদ্বৈত। জ্যোতিঃতে স্থিতি।

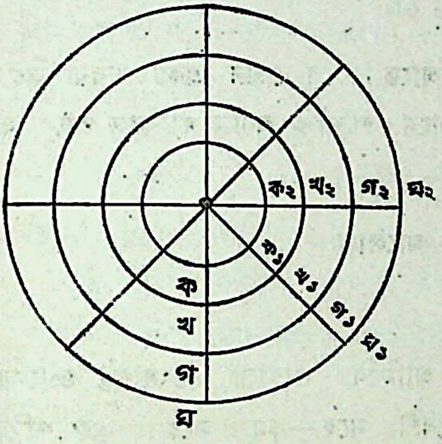

কেন্দ্রটি = মহাকারণ।

স্রোত অন্তর্মুখ হইলেই অন্তর্মুখ 'গ' লিঙ্গকে দেখে ও অন্তর্মুখ লিঙ্গ আত্মাকে দেখে এবং আত্মা অন্তর্মুখ হইয়া শান্তস্বরূপ দর্শন করে। ইহাই দীক্ষার ব্যাপার। 'ক' 'খ' 'গ' সব দেহ, উপাদান আলাদা মাত্র। 'ক' = আত্মা, 'খ' = মন। উভয়ই সাকার —অভিমান আছে বলিয়া।

প্রথম বৃত্ত = 'ক', ক১, ক২, etc = কারণ দেহ। সমষ্টি consisting of কারণদেহ সমষ্টি or of আত্মসমষ্টি। কারণ = আত্মা।

দ্বিতীয় বৃত্ত = 'খ' খ১, খ২, etc = লিঙ্গ = দেহসমষ্টি—লিঙ্গ-দেহসমষ্টি—মনঃসমষ্টি।

তৃতীয় বৃত্ত = 'গ' গ১, গ২, etc etc স্থূলদেহসমষ্টি। প্রত্যেক বৃত্তের সমসূত্রে এক একটি জগৎ আছে। যেমন কারণ, লিঙ্গ ও স্থূল জগৎ। কেন্দ্র = বিন্দু।

বিন্দুই ক্ষুব্ধ হইলে (by নিগ্রহ বা অনুগ্রহ) কারণ হয়। নিগ্রহ ক্ষোভে স্রোত বহির্মুখ হয়—বাহ্যতম বৃত্তে যাইয়া ধাক্কা খাইয়া নিবৃত্ত হয়। তখন অনুগ্রহ ক্ষোভের সময়। তাহাতে ভিতরের আকর্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ে। ফলে 'ঘ' হইতে 'গ' তে; 'গ' হইতে 'খ'তে, ও 'খ' হইতে 'ক'তে স্রোত আসে।

জ্ঞান —	শক্তি
৮ বা ১২	৮ বা ১২
বা ১৬	বা ১৬ etc

জ্ঞানের অনেক অবস্থা আছে। যে কোন একটা ধরিয়া নিই। যেন জ্ঞান ১২। এখন এই জ্ঞানে তো শক্তি অব্যক্ত থাকিতে পারে বা বাদ।

ব্যক্তভাবে দুইপ্রকার শক্তি আলোচ্য—

(a) এক মাত্রাভেদে

শক্তি যাহাকে টানিয়া আনিবে, তাহাকে তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানের ভূমিতেই আনিবে। তার বেশী নহে—কমও নহে। এই শক্তি সামান্যতঃ চৈতন্যশক্তি of that স্তর where জ্ঞান is.

তবে সকলকে টানিতে পারে না। ইহার বিশেষাংশে তারতম্য আছে।

১। বাহ্য জগৎকে শোধন করা
" " চেতন করা
" জগতে মিলিত হওয়া
} আনন্দ।

মন শুদ্ধ ও স্থির হইলে আত্মার আভা স্থির ভাবেই পায়। ইহাই জ্যোতিঃ—চৈতন্য—জ্ঞান। ইহা আত্মার সঙ্গে শুদ্ধ মনের যোগ অবস্থা। এই যোগ হইতেই জ্ঞান হয়। ক্রমশ যোগ গাঢ় হয়। জ্ঞান বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জ্ঞানশক্তি ফিরিয়া যায়। সাযুজ্যই যোগের পূর্ণতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩।১০।৩৭ (১)

কোনও জিনিষ কাহাকেও দিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে-প্রকার ভাবসহকারে তাহা দেওয়া যায়, তাহা উহাতে থাকে। ভক্তি—অভিমান—ক্রোধ, সবই। প্রত্যেকটি উপাদান পৃথক্। ভক্তিতে সোমের সারাংশ থাকে। তাই ভগবান্, দেবতাগণ সকলেই ভালবাসেন। জিনিষের কোন মূল্য নাই—জিনিষ হইতে ঐটুকুই—ঐ ভক্তির অংশ-টুকুই—তাঁহারা গ্রহণ করেন। 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্'—যাহাই হউক। "ভক্ত্যা" আসল কথা। অর্পিত বস্তুতে উহা না থাকিলে দেবতাদিগের ভোগে লাগে না।

শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়াই শ্রাদ্ধের রহস্য। শ্রদ্ধাটুকুই পিতৃগণ গ্রহণ করেন। আর দানমাত্রই শ্রদ্ধাপূর্বক হওয়া আবশ্যক।

(২)

দ্রষ্টা হইয়া ভোগ করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না। উহাই প্রসাদ। উহাতে ভোগ কাটিয়া যায়।

৪।১০।৩৭ (১)

সূক্ষ্ম দেহ শরীর হইতে বাহির হইলে স্থূল দেহটা দেখা যায়। এই সূক্ষ্মদেহ হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেখা যায়। ইহা স্থূলের নির্যাস। একাগ্রতার সময় সমস্ত শরীরময় তেজ আপন আকার রক্ষা করিয়াই ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুরূপ ধারণ করে ও বাহির হইয়া পড়ে। বাহির হইয়াও সমগ্র স্থূলের সঙ্গে সূত্র দ্বারা যুক্ত থাকে। বাহিরে যাইয়াই প্রসারিত হইয়া পড়ে। আবার ঢুকিবার সময় সঙ্কুচিত হয়।

যদি আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া বা মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া বাহির হয় তাহা হইলে সে বহিরাকাশ জ্যোতির্ময়রূপে পায়। কিন্তু যদি ভিতরটি শুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় হওয়ার পূর্বেই কোন প্রাকৃতিক কারণে বাহির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বাধ্য হয় (যেমন স্বপ্নে বা মরণে) তাহা হইলে বাহ্য আকাশ অন্ধকারময় পায়। যে যে পথে বাহির হয় বা বাহ্য জগৎকে দেখে উহা তদ্রূপই দেখা যায়। পথটা ভাবময়। জ্ঞান পাইয়া বা আলো পাইয়া বাহিরে আসিলে দেখে সবই আলোময়। না পাইয়া আসিলে দেখে সবই অন্ধকার। যে ভাব ধরিয়া বাহির হয়, বাহির হইয়া তাহাই দেখিতে পায়।

স্থূলে থাকিতে ভাবের উদয়—ভাব লইয়া বাহির হইলেই ভাবের তৃপ্তি।

৪।১০।৩৭

চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার দেখা যায়, তাহা অবিদ্যাজন্য বাসনাদি হেতু। জপ, সাধনাদির ফলে ধীরে ধীরে অন্ধকার প্রকাশময় হয়। এইটি আজ্ঞাচক্রে স্থিতির অবস্থা। এইটি প্রকাশময় অবস্থা। তবে কাচের ঘরে থাকার মত। বাহিরে জ্যোতিঃ রহিয়াছে, ভিতর হইতে তাহার অনুভব হইতেছে। ভিতরেও আলো আসিতেছে।

আজ্ঞাচক্র ভেদ হওয়াও যা, আর শরীর হইতে বাহির হওয়াও তাই। বস্তুত আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে যে বিন্দুস্থান সেখানেই একাগ্রতার চরম। জ্ঞানের বিকাশ তৃতীয় নেত্র। বোধসমুদ্রে মনের সন্তরণ।

আজ্ঞাচক্র ভেদ হইয়া বিন্দুর যে দিকে গতি, তাহাই সহস্রারের কর্ণিকায় যাত্রা। এই পথটিই মিলনমার্গ—শিবশক্তির মিলনমার্গ। মিলনের গাঢ়তার তারতম্য হইলেও সর্বত্র শিব-শক্তি মিলিত। বিন্দুতে দুই-ই এক।

৪।১০।৩৭

অবস্থা তিনটি—

(১) অহঙ্কার যখন আছে, দেহাত্মবোধ কালে। আমি কর্তা—আমি সুখ-দুঃখের ভোক্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) চিত্ত শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান উদিত হইলে ও অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে। দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ বোধে। প্রকৃতি দর্শন। আমি দ্রষ্টামাত্র, প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব—আমাতে ভোগাভাস।

(৩) আত্মায় পরমাত্মা দর্শন হইলে। আমি দ্রষ্টা—ঈশ্বর কর্তা। ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি প্রভাবে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া কারণবর্গকে প্রবর্তিত করে।

এইখানে বিচিত্র ব্যাপার আছে—

জ্ঞানশক্তির আশ্রয়	ক্রিয়াশক্তির আশ্রয়
(দ্রষ্টা)	(কর্তা)

হইবে তাহাই যাহা কর্তা করিবেন—কর্তার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জীবে যদি ইচ্ছার উদয় না হয়, তবে সে শুধু দ্রষ্টা হইয়া লীলাদর্শন করে। আর যদি ইচ্ছার উদয় হয় ও ঐ ইচ্ছা মূল ইচ্ছার অনুকূল হয়, তাহা হইলে জীব ভক্ত হয়। ঐ অবস্থা ভক্তি। ফল—লীলায় প্রবেশ। প্রতিকূল ইচ্ছা হইলেই প্রথমে না হইলেও পরে অহঙ্কার আসিবে, যাহার নামান্তর পতন। কারণ ইহা মিথ্যা।

৬।১০।৩৭ রাত্রি

জ্ঞানোদয়ের পূর্বে নিজের ইচ্ছা ভিন্ন আর কোন ইচ্ছা পাওয়া যায় না। তারও পূর্বে নিজের ইচ্ছাতেই যে সব হয় তাহা বুঝা যায় না। তখন জড়শক্তি প্রধান। জ্ঞানের পরে যদি কৈবল্য হয়, তবে ত কর্মই থাকেনা—আর কৈবল্য না হইলে ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হয়, তা বুঝা যায়।

সে সময় নিজের ইচ্ছা না থাকিলে শুধু দ্রষ্টাভাবটা থাকে—অথচ লীলাদর্শন হয়। কৈবল্য হইতে ইহাই পার্থক্য।- আর যদি নিজের ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা দুই প্রকারে হইতে পারে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) নিজের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার অনুকূল, ইহার ফলে ক্রমোন্নতি। চরমে কৃপালাভে পূর্ণত্বলাভ।

(২) প্রতিকূল ইচ্ছা হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের পরও পতন সম্ভব। তাই "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি" ইত্যাদি।

৬।১০।৩৭

বিন্দুটিই "অহম্"॥ আজ্ঞাচক্র হইতে বিন্দুতে যাইতে হয়। ইহারই আলোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত। পিণ্ড তাহারই অন্তর্গত। আজ্ঞাচক্র ভেদ হইলেই এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হয়। এই রাজ্যে প্রবেশ করা মানেই জ্ঞানপথ ধরিয়া দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া। ইহাই প্রব্রজ্যা। ইহাই শুদ্ধধাম। ক্রমশ এই রাজ্যের মধ্যবিন্দুতে যাওয়া যায়। এটি মিলনের বা আনন্দের রাজ্য। ক্রমশ মিলন গাঢ়তর হয়। বিন্দুতে মিলন পূর্ণ—একত্ব ফুটিয়াছে। বিন্দু ভেদ হইলেই অব্যক্ত। সেখানে অহং নাই।

৩।১১।৩৭ বুদ্ধগয়া

(১) বৈশ্বানর আত্মার মাথা উত্তরমেরুতে। তাহা হইলে ভারতবর্ষই নাভি। তাই ইহাকে 'নাভিবর্ষ' বলে। তাই ইহা কর্মভূমি।

(২) মন্দিরচূড়া যতই উচ্চ হউক, তবু ব্রহ্মরন্ধ্রের সমসূত্র হয় না। বস্তুতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রই চূড়া। প্রকৃত মন্দিরের চূড়া দর্শন হয় না, দর্শন করিতে করিতেই আত্মহারা হইতে হয়। ঊর্ধ্বদৃষ্টি না হইলে ঐ দর্শন হয় না।

(৩) সব তীর্থস্থানের উপরে একটি জ্যোতির্ময় তীর্থ counter-part আছে। উহাই আসন। ওখানে ঋষি-মুনি সব আসেন।

(৪) আজ ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিকট, বুদ্ধগয়া মন্দিরের নিকট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও ২।৩ জায়গায় অতর্কিত জ্যোতিদর্শন হইয়াছে। ফেরার সময়, বুদ্ধ-গয়া মন্দিরের উপর হইতেও হইয়াছে।

৪।১১।৩৭ গয়া

(১) নিত্যকর্ম সঞ্চিত পাপশুদ্ধির জন্য। জপাদি বাড়াইতে হয় অধিক পাপ নাশের জন্য।

(২) চোখ তাকালেই একটা জিনিষ চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। অন্তশ্চক্ষুতে বা ভ্রূমধ্যে তাকাইতে পারিলে সেটা অবগুণ্ঠিত হয়। তখন ছেদ দেখা যায়, যার মধ্য দিয়া পরলোক দর্শন হয়।

৯।১১।৩৭ (১)

ভাব = শক্তি, ইহা concrete ও abstract—সাকার ও নিরাকার উভয়ই। সাধারণত লোকে মনে করে—সাকার নিম্ন, নিরাকার উচ্চ; তাহা নহে। অন্তর্লীনশক্তি শিব সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কারণ তাহা বলা যায় না। জগতের সর্বত্রই সাকারতা। শক্তি, ভাব—সবই সাকার। তবে ন্যূন অধিকারীর পক্ষে দৃষ্টি না খুলিবার দরুণ নিরাকার প্রতীতি হয়। যেমন, কাম। ইহার একটি আপন আকার আছে, তাহা অব্যক্ত। ব্যক্তিগত সংস্কার বর্জ্জিত হইলে তাহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে। উহা স্বপ্রকাশ কাম—ব্রহ্মস্বরূপ। উহা নিজেই নিজেকে দেখার মত সাক্ষাৎকৃত হয়। পৃথগ্‌ভাবে দৃশ্যমান হয় না। যাহা হয়, তাহা স্বরূপের বিলাসমাত্র: ইহাও একপ্রকার অব্যক্ত ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকৃত হয়।

শুদ্ধ ব্যক্ত ক্ষেত্রে যাহা সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা ব্যক্ত কাম। ব্যক্ততা আলম্বনসম্বন্ধবশতঃ হয়। আলম্বন আশ্রয় ও বিষয়—দুই প্রকার। সুতরাং কামজগতের ঊর্দ্ধস্তরের কোন আশ্রয়ে আশ্রিত সবিষয়ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাম concrete রূপে কাহারও মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইতে পারে। বস্তুতঃ উহার substance কাম, form কাম নহে—কামের গৃহীত দেহ। ইহাকে কামের সূক্ষ্মদেহ বলিতে পারি। এই সূক্ষ্মদেহী কাম আমার নিকট যখন স্থূলরূপে প্রকট হইবে, তখন ঐ আকার দেখা যাইবে না। উহা আমার উপাদান ও আমার কাম্য মনুষ্যের উপাদান (আকার) লইয়া প্রকাশিত হইবে। যদিও ঐ রূপ কোন নির্দিষ্ট লোকের, তথাপি উহা বস্তুতঃ কামের রূপ। আমার চিত্তে ঐ মনুষ্যের দিকে কামনা না থাকিলে কামরূপা শক্তি আমার নিকটে ঐ রূপ ধারণ করিয়া প্রকট হইতে পারে না। ঐ রূপ ঐ মনুষ্যের নহে, কামেরই। ক্রোধও সময়বিশেষে ঐ নির্দিষ্ট মনুষ্যের আকারে প্রকাশিত হইতে পারে। যদিও ঐ দুই আকার একই—তথাপি আকারবান্ এক নহে। একস্থলে কাম, অন্যস্থলে ক্রোধ। কিন্তু এই আকারও সাধারণ মনুষ্য দেখিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্য শুধু ঐ আকার চিত্তে প্রবিষ্ট হইলে চিত্তে যে তরঙ্গ বা পরিণাম জন্মে, তখনই বুঝিতে পারে। ইহা abstract. চোখ খুলিলে ঐ আকার সব দেখা যায়।

অতএব—

অব্যক্ত ক্ষেত্র {
কাম = শিব — নিরাকার
কাম = স্বরূপবান্ }
কাম = স্বরূপবিলাসবান্ } শক্তি—আকার

শুদ্ধ ব্যক্ত ক্ষেত্র—কাম—অসংখ্য শুদ্ধাকার

অশুদ্ধ ব্যক্ত ক্ষেত্র— {
কাম—কাম্যবস্তুর আকারবান্
কাম—বৃত্তিরূপে স্থূলদৃষ্টির গোচর

ভাব বা শক্তির অবতরণ এইপ্রকারে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

ঊর্ধ্বস্তরে শব্দ-বাক্-কথাবার্তা হয়। সেখানে উপদেশ পাওয়া যায়। তাহা শব্দাত্মক—চৈতন্যস্বরূপী। Abstract স্তরে তাহা intuition প্রভৃতিরূপে গৃহীত হয়। ঐ শব্দ—কথা শোনা যায় না। উপরে সবই concrete—এখানে ঐ সব abstract.

'ঋষীণামপি যজ্‌জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্।' আর্যজ্ঞান বা প্রাতিভজ্ঞানও শব্দমূলক।

২০।১১।৩৭ রবিবার (১)

দেবতারা যখন কোন সাধককে দেখা দিয়া তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন —তখনকার ব্যাপার দুইভাবে হইতে পারে—

(১) দেবতা যদি সাধকের উপাদান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি সাধকের স্বকীয় ভাষাতেই কথাবার্তা বলিবেন।

(২) সাধক যদি দেবতার উপাদান গ্রহণ করেন অথবা দেবতা যদি সাধককে নিজের উপাদান দান করেন (কিছু সময়ের জন্য), তাহা হইলে সাধক দেবভাষায় কথাবার্তা বলিবে। ভাব = abstract, ভাষা = concrete.

ভাবকে প্রকাশ করিতে হইলেই concreteএর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু concretisation প্রকৃতির কার্য—ইহা বুদ্ধিপূর্বক হয় না, আপনাআপনি হয়। তবে ক্ষেত্রে বীজাধান আবশ্যক। ভাব = বীজ। ইহাকে দেবক্ষেত্রে বপন করিলে দেবভাষার বিকাশ হয়—মনুষ্যক্ষেত্রে মনুষ্যভাষার। যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রপ্রতিবিম্বে বপন করা যাইবে তাহারই ভাষায় প্রকাশ পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব যদি চীনদেশীয় লোকের ক্ষেত্রে লইয়া তাহাতে ফেলা যায়, তাহা হইলে উহা চীন ভাষায় প্রকাশিত হইবে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্র গ্রহণ করিলে উহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও ঐ ভাষার মধ্যে প্রকট হইবে।

কুণ্ডলিনীর স্থিতির সহিত ইহার খুব সম্বন্ধ। এই যে ক্ষেত্র বা প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য, ইহা কুণ্ডলিনীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। অন্যকে নিজের ভাষা শিখাইতে হইলে তাহার বহির্মুখ ভাবধারার সম্মুখে নিজের প্রকৃতির একটি ছায়া ধরিতে হয়—অর্থাৎ তাহার প্রকৃতিকে কিছুক্ষণের জন্য নিজের প্রকৃতির মত করাইয়া লইতে হয়—তাহা হইলে ঐ লোক আমার ভাষাতেই কথা বলিবে।

দুইজনই যদি উন্নত হন, তাহা হইলে অন্য উপায়ও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ভাবের একটি স্বাভাবিক ভাষা আছে। কৃত্রিম বা পরকীয় ভাষার গ্রহণ না করিলে বা সে প্রকার ইচ্ছার উদয় না হইলে ঐ স্বাভাবিক ভাষারই উদয় হয়। দুইজনেরই তাহা হইতে পারে—যদি উভয়ই উন্নত হন। অথচ শুনিবার সময় conversion হইয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে আমরা 'ক' ও 'গ' কে গ্রহণ করি।

মনে কর—'ক'র স্বাভাবিক ভাষা—ক° ও 'খ'র স্বাভাবিক ভাষা খ°। কথাবার্তার সময় 'ক'র ভাব ক° ভাষায় প্রকাশিত হইলেও 'খ'র নিকট খ° ভাষায় শ্রুত হইবে। তদ্রূপ 'খ', খ° ভাষায় উত্তর দিলেও 'ক' ক° ভাষাতেই শুনিবে। উভয়েই বুঝিবে—তাহারা আপন ভাষাতেই কথাবার্তা বলিতেছে।

এই conversion কেন ও কি ভাবে হয়? নরলোকে ইহা হয় না কেন? এ বিষয়ে আমার নিকট এখন যে উত্তর আসিতেছে তাহা এই ঃ—

নরলোকে মনুষ্য বোধ-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নহে। দিব্যজ্ঞান জাগিলে বা দিব্যধামে সকলেই বোধক্ষেত্রে স্থিত—তবে বিকাশের তারতম্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। তাই প্রবাহে বাধা পায় না। সেইজন্য ভাব জাগিয়া কোন অভিমুখে যাত্রা করিলেই যাহার দিকে যায় তাহার নিকট অবাধে উপস্থিত হয় ও তাহার ভাব হইয়া যায়। 'ক'র ভাব জাগিয়া 'খ'র নিকট যখন যায় তখন কি হয়? 'ক'র ভাব জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন রূপ ধারণ করে অর্থাৎ ক° রূপ ধারণ করে। ব্যক্তাবস্থায় ইহা হইবেই। ইহারই রশ্মি চলিতে থাকে—চলিতে চলিতে 'খ'র দিকে যায়। 'খ' যদি বহির্মুখ থাকে, ভাল। নতুবা 'খ'র অন্তর্মণ্ডলকে স্পর্শ করে—সঙ্গে সঙ্গে 'খ'র ভাষা খ°তে পরিণত হয়। তারপর 'খ'র ভাবে পরিণত হয়। দেবলোকে যাইতে হইলে যেমন দেবদেহ ধারণ করিতে হয়, ইহাও তদ্রূপ।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই মণ্ডল আছে—জীবমাত্রেরই আছে। তিনটি মণ্ডল—Concentric যেমন 'ক'

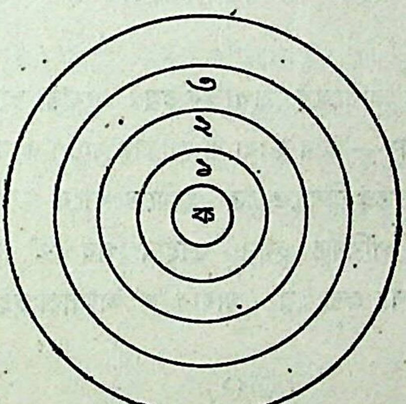

আমি তিনটি মণ্ডলই বুঝিতেছি। তুরীয়মণ্ডল বিন্দুর সহিত অভিন্ন বলিয়া তাহাকে এখানে গ্রহণ করিলাম না। প্রথমটি স্বাভাবিক মণ্ডল। তৃতীয়ের উপর প্রথমের ধাক্কা লাগিয়া যে ছটা বাহির হয়, তাহাই দ্বিতীয়। তাই দ্বিতীয়ের মধ্যে প্রথমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও তৃতীয়ের সম্বন্ধ আছে। প্রথমটি ঘনীভূত আলো, তৃতীয়টি অন্ধকার—দ্বিতীয়টি প্রভা, যাহাতে আঁধার ও আলো সংমিশ্রিত।

মহাপুরুষদের প্রথম মণ্ডলটিই থাকে—তৃতীয় ও দ্বিতীয়টি লীন হইয়া যায়।

'খ' যখন 'ক'কে কিছু ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে, তখন 'খ'র প্রথম মণ্ডল কম্পিত হইয়া তাহা হইতে একটি রশ্মি বহির্গত হয়। এই রশ্মির আকার ভাবের অনুরূপ। ভিতরের স্বরূপটি কিন্তু 'খ'ই। প্রথম মণ্ডলটি হইতে এই রশ্মিরূপী ভাবটি বাহির হইয়া যায়—মণ্ডলের সঙ্গে সম্বন্ধ বরাবর থাকে। ইহার একটি চেহারা আছে—তাহার ভিতর আরেকটি চেহারা আছে, তাহা = "খ"। এই রশ্মিটি 'ক'র দিকে ধাবিত হয়। ধাবিত হইয়া ক'র প্রথম মণ্ডলকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করার পূর্বে একটি শোধনের ব্যাপার আছে। নতুবা মণ্ডলে ঢোকার উপায় নাই। সিদ্ধমণ্ডল এইপ্রকার। মহাশক্তির গণ্ডী দেওয়া থাকে।

স্পর্শ করিতে করিতেই রূপান্তর হয়। 'খ'র ভাষারূপ পোষাক বাহিরে থাকিয়া যায়—'ক'র ভাষা বা আকার ধারণ করে। তখন 'ক' তাহা আপন ভাষাতেই দিব্যশ্রোত্রে শুনিতে থাকে। ইহার পর 'খ'র ভাব 'ক'র ভাবে পরিণত হয়। তাহার পর 'খ' 'ক' হইয়া যায়। ইহাই বোধ। ক্ষণের জন্য হয়—আবার 'খ' আলাদা হইয়া যায়।

(২)

	অংশী		অংশ
(ক)	চৈতন্য ধাম	—	আত্মা
(খ)	ব্রহ্মাণ্ড	—	মন
(গ)	পিণ্ড	—	দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ক'য়ের প্রতিবিম্ব 'খ'য়ে, খ'য়ের প্রতিবিম্ব 'গ'য়ে পড়িতেছে। তদ্রূপ 'গ'য়ের প্রতিবিম্ব 'খ'য়ে, 'খ'য়ের প্রতিবিম্ব 'ক'য়ে পড়িতেছে। অন্যোন্যভাবে হইতেছে। ফলতঃ প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকটি আছে।

এইজন্য মনোময়ের একটি ছাপ দেহে পড়িয়া আছে—ছড়াইয়া আছে। সেই মনোময়ের অন্তরালে আত্মার প্রতিবিম্ব রহিয়াছে। তবে দেহে যে মন আছে ও কাজ করিতেছে তাহা কিছু বিকৃত। প্রবল দেহসম্পর্কই তাহার কারণ। তদ্রূপ মনে যে আত্মা আছে, তাহা প্রবল মনঃ সম্পর্ক বশতঃ কিছু বিকৃত। এই অবস্থায় আত্মা মনের অধীন। (বৃত্ত্যধীন) মনঃ দেহাধীন। এই যে আত্মবিম্ব ধারণ করিয়া মনঃ দেহে অবস্থিত আছে, এই মনঃই দেহকে চালনা করিতেছে।

এদিকে দেহের প্রতিবিম্ব মনোময়ে পড়িতেছে। তাই মনোময়ও দেখিতে দেহের মতন। তবে ঐ দেহ শুদ্ধতর স্তরে বলিয়া অনেকটা সংস্কৃত—বিকৃতি কম।

তদ্রূপ আত্মার ছাপ মনে পড়িতেছে, মনের ছাপ আত্মায় পড়িতেছে। মনের ছায়া আত্মায় পড়ার দরুণ আত্মা মনোময়, অথচ ঐ মন সাকার ; কারণ, উহা দেহময়। এই আত্মা সাকার মনোময়-রূপে চৈতন্যময়, চৈতন্যপ্রধান। মন অপ্রধান, দেহ আরও অপ্রধান।

আত্মার ছাপ মনে পড়ার দরুণ মন আত্মময়—চিন্ময়, অথচ দেহের ছাপ পড়িতেছে বলিয়া মন সাকারও বটে।

১৯।১২।৩৭ স্থিতি ও ব্যাপ্তি।

একটা ভূমিতে স্থিতি হইয়া প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাই ব্যাপ্তি। যে কোন স্থানে স্থিতি হউক, সেইখানেই মস্তকের উপর ব্রহ্মরন্ধ্র-দ্বারে অব্যক্ত সত্তার উপলব্ধি হইতে পারে। স্থিতি হওয়ার পরে ক্রিয়ার ফলে অব্যক্ত সত্তার আপূরণবশতঃ স্বকীয় প্রভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সকলের প্রভামণ্ডল সমান নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও জগদ্ব্যাপকও হওয়া বিচিত্র নহে। কাহারও ব্যাপ্তি খুব কম, কাহারও অধিক। ইহা স্থিতির উচ্চতা বা নীচতা বশতঃ নহে। কারণ যাহাকে নিম্নভূমি বলি, তাহাতে স্থিত হইয়াও সর্বাব্যাপক হওয়া বিচিত্র নহে। আবার উর্ধ্বভূমিতে স্থিত হইলেই যে ব্যাপ্তি অধিক হইবে, তাহাও বলা যায় না। আবার যে কোন স্থানে স্থিতি হউক্ ব্যাপ্তি মোটেই না থাকিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, স্থিতি আছে—ব্যাপ্তি নাই। অথবা স্থিতিও নাই, ব্যাপ্তিও নাই। শেষ অবস্থাকে 'নির্বাণ' বলে।

স্থিতি আছে, ব্যাপ্তি নাই = ইহা সাংখ্যের আত্মকৈবল্যের ন্যায়। স্থিতি নাই, ব্যাপ্তি আছে = ইহা বেদান্তের ব্রহ্ম-কৈবল্যের ন্যায়।

উভয় অবস্থাই একরূপ। বস্তুতঃ স্থিতি নাই, ব্যাপ্তি আছে—ইহা হয় না। ইহা circle without a centre সদৃশ। বস্তুতঃ এই স্থানে সমস্ত circleই বিন্দু বা centre স্বরূপ, অর্থাৎ স্থিতিটি ব্যাপক।

বহু আত্মার বহুত্ব সত্ত্বেও যে কৈবল্য, তাহাই সাংখ্যীয় কৈবল্য। বহু আত্মা এক আত্মা হইয়া তাহার পর যে কৈবল্য লাভ করে, তাহা ব্রহ্মকৈবল্য।

২০।১২।৩৭ প্রাপ্তির প্রকারভেদ।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—যাহার যে প্রকার ভাবনা, সিদ্ধি বা প্রাপ্তি তাহার সেইরূপ। সাধনা বা ক্রিয়ার ফলই সিদ্ধি। ইহা কি প্রকার? ভাবনানুরূপ। ভাবনাটি ক্রিয়া নহে—ইহা সংকল্প বা ইচ্ছারূপ বা রঞ্জিত জ্ঞানরূপ। ক্রিয়া করিলেই অগ্রসর হইবে;—কোনদিকে? পূর্ণের দিকে, কিন্তু পূর্ণকে পূর্ণরূপে পায় না। তাহার কারণ—ভাবনা। যে প্রকার ভাবনা থাকে, পূর্ণকে সেই প্রকারেই পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রাপ্তিটি ক্রিয়ার ফল, প্রাপ্তির প্রকারটি ভাবনার ফল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনাহীন ক্রিয়া এবং ক্রিয়াহীন ভাবনা—ইহাদের ফল কি প্রকার ?

যদি সত্যই ভাবনাহীন ক্রিয়া হয়, তবে তাহা স্বভাবের ক্রিয়া। তার ফল নাই—অথবা ফল অনন্ত। একই কথা। ক্রিয়ার ফল বিশুদ্ধ প্রাপ্তি—প্রকারহীন প্রাপ্তি। তাহাই অনন্ত ফলস্বরূপ ; অথবা তাহা প্রাপ্তিই নহে। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির প্রশ্ন সেখানে নাই। তাহা স্বভাব। এই অবস্থায় যে ক্রিয়া, তাহা ভাবনাহীন। তাহা ভাবনা-পূর্বক নহে। ইহাই বিশুদ্ধ ক্রিয়া অথবা বিশুদ্ধ প্রাপ্তি বা প্রকারহীন সিদ্ধি। ইহাই নিষ্কাম কর্ম—যোগস্থ হইয়া কৃতকর্ম—স্বভাব কর্ম।

সাধারণ অবস্থায় ভাবনাহীন ক্রিয়া হয় না। ভাবনাশূন্য মন হইলেও মূলে ভাবনা থাকে। গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া যদি শিষ্য করে, কোন বিশিষ্ট ফলাভিসন্ধান না করিয়াও যদি শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে করে, তথাপি উহা ভাবনাহীন নহে। উহার মূলে গুরুর ভাবনা বর্তমান থাকে। শিষ্য না জানিলেও ফলপ্রাপ্তি ঐ ভাবনা দ্বারা রঞ্জিত হইতে বাধ্য। একজনের চক্ষু অন্ধ তাহাকে যদি কোন নির্দিষ্ট রাস্তায় দাঁড় করাইয়া সম্মুখস্থিত কোন নির্দিষ্ট বস্তু অভিমুখীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ও চলিতে বলা যায়, তাহা হইলে ঐ লোকটি চলার ফলে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে। ফলে, গতি যেখানে শেষ হইবে, সেখানেই ঐ বস্তুটির প্রাপ্তি ঘটিবে। যদিও ঐ বস্তুটি তাহার লক্ষ্যের বিষয়ীভূত ছিল না, তথাপি উহার প্রাপ্তি ঘটিল। কারণ উহা চালকের লক্ষ্য ছিল এবং ঐ লক্ষ্যের অভিমুখ করিয়াই উহাকে চলিতে বলা হইয়াছিল।

ক্রিয়াহীন ভাবনা—ইহা সাধারণ অবস্থার কথা নহে। ক্রিয়াহীন শুদ্ধ ভাবনা হইতে সিদ্ধি হয় না। কারণ, ক্রিয়া ব্যতিরেকে ব্যবধান কাটাইবার কোন উপায় নাই। সাধ্য ও সাধকের ব্যবধান ক্রিয়া দ্বারাই কাটে। সাধ্য = স্বভাব বা পূর্ণ, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়ার ক্রিয়াই উপায়। বিশিষ্ট সাধ্যকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ক্রিয়া আবশ্যক নহে—ভাবনা আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে সাধ্যসামান্য প্রাপ্ত হইলে সাধ্যবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর। সাধ্যসামান্যের প্রাপ্তিই বিশুদ্ধ ক্রিয়ার ফল। এই ক্রিয়াই জ্ঞান। সামান্যে বিশেষের উদ্‌ঘাটন ভাবনার ফল।

বিশুদ্ধ ক্রিয়া ও সাধ্যসামান্য প্রাপ্তি একই। এই প্রাপ্তিকে ফল বলাও যাহা আর না বলাও তাহাই। ইহা নিত্য প্রাপ্তি। যেন নিত্যচক্র—ক্রিয়াও চলিতেছে, ফলেরও স্ফুরণ হইতেছে—অনাদি, অনন্ত। ইহাই জ্ঞান।' মোটের উপর ইহাই চৈতন্য।

২৭।১২।৩৭ (১)

বঙুল

ক্রিয়া করিতে করিতে তেজ ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু পর্দা লঙ্ঘন করিতে পারে না। ক্রমশঃ জমা হইতে থাকে। হইতে হইতে এমন এক সময় আসে, যখন পর্দা হঠাৎ ফাটিয়া যায়, সেটাই প্রকৃত অবস্থা। তার পরক্ষণেই আবার দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। তখন এপার ওপার আলাদা হইয়া যায়। তাই উঠিলে আর নামে না। মাঝখানকার পর্দা চিরদিনই থাকে। [যখন থাকে না তখন সর্বদা অভেদ হয়—জড়-চেতনের ভেদও লুপ্তপ্রায় হয়। আত্মা বিভুরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়।] তবে ধীরে ধীরে আল্‌গা হইয়া যায়। যতই ক্রিয়াফলে তেজোরাশি উপরে জমিতে থাকে, দ্বার খুলিবার সময় ততই নিকটবর্তী হয়।

(২)

ব্যাপ্তি পূর্ণ হইলে তবে স্থিতি স্থায়ী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩।১।৩৮ (১)

বেনারস

শুষ্ক কর্মপথ ও ভাবনা বা বা উপাসনা পথ (=জ্ঞান সমুচ্চিত কর্ম) পৃথক্। কর্মপথ এই—আমি দেহ হইতে আলাদা হইয়া চলিতে থাকিব। চলিতে চলিতে দশাশ্বমেধ পৌঁছিব। এক্ষেত্রে পথ জানা চাই। অসংখ্য পথ আছে—সোজা, বক্র, নানা পথ আছে। যেটা ইচ্ছা, ধরিয়া চলিতে পারি। ফলে সময় কম বা বেশী লাগিবে। এই পথে চলিবার সময় লক্ষ্য স্পষ্ট দেখা যায় না—তবে অস্পষ্টভাবে থাকে। চরমে স্পষ্ট হয়—তখন প্রাপ্তি হয়। এ পথে বাধার ভয় অনেক। চলিতে চলিতে লোভ বা ভয় যে কোন কারণে বিচলিত হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় পথে দশাশ্বমেধ যাওয়ার ভাবটি অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে বাহির হইলেই সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রাপ্তি হইবে। ইহা সোজা রাস্তা। এই স্থানও দশাশ্বমেধ মধ্যে এক সরল রেখার রাস্তা। পূর্ববৎ এখানে নানা পথ নাই। একমাত্র পথ। এখানে লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল বলিয়া দেহ ছাড়িবামাত্রই লক্ষ্য সম্মুখে দেখা যায়। আরও একটি পথ আছে। তাহা শুষ্ক কর্ম নহে, জ্ঞানসমুচ্চিত কর্ম নহে, শুদ্ধ জ্ঞান। ইহাকে পথও বলা যায়, লক্ষ্য ও পথের মিলনও বলা যায়। এই স্থলে দশাশ্বমেধ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই দেহা ধ্যাস নিবৃত্তির পরক্ষণে নিজেকে দশাশ্বমেধে দেখা যায়। সোজা রাস্তাও এখানে নাই—রাস্তা (=সরল-রেখা) এখানে বিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে।

শুষ্ক কর্মপথে দশাশ্বমেধ প্রাপ্তি coincidence মাত্র। কারণ, দেহত্যাগের সময় দশাশ্বমেধ ভাবনা ছিল না—অন্যভাবনা ছিল। যে ভাবনা ছিল তাহাই প্রবল হইয়া প্রকাশ পায়। দশাশ্বমেধ কাকতালীয় ন্যায়ে দীর্ঘকালে প্রাপ্ত হইতে পারে—তবে তাহা অনিশ্চিত। কারণ উহা তো অন্তিম লক্ষ্য ছিল না। এইজন্য লক্ষ্যভেদ ভাল নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা জীবনের লক্ষ্য, তাহাই শেষ লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। শেষ ভাবনাই প্রধান। জীবনের লক্ষ্য শেষ ভাবনার বিষয় না হইলে পরলোকে তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। কারণ পর পর নানাভাব আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

জ্ঞান-কর্ম পথে বা উপাসনার পথে লক্ষ্যপ্রাপ্তি দেহত্যাগের পর সরলপথে হইয়া থাকে। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে একটু চলিতে হয়। জ্ঞানের ফলে উহা স্পষ্ট প্রতিভাসমান হয় সম্মুখে। কর্মের জন্য চলা আবশ্যক। অনাবৃত মার্গ। জ্ঞানপথে দেহত্যাগের সঙ্গেই লক্ষ্যপ্রাপ্তি—দেখিবার অবসর থাকে না।

(২)

দীক্ষার সময় গুরু জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেন। সেই চক্ষুর সম্মুখে ইষ্টদেবতা (লক্ষ্য) প্রকট হন। ঐ চক্ষুর সম্মুখে দেবতা সদাই প্রকট থাকেন। তবে চক্ষুর পর্দা ক্রিয়া দ্বারা সরাইতে হয়। এই পর্দা স্থূলদেহের সংস্পৃষ্ট। তাই মৃত্যুকালে স্থূলদেহ কাটিয়া গেলে ঐ পর্দা সরিয়া যায়। তখন জীব জ্ঞানচক্ষু অবলম্বনে ইষ্টদেবতার ধামে গমন করে। যদি যোগাদি দ্বারা জীবৎকালেও ঐ স্থূলদেহসম্বন্ধ ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে জীবনকালেও ঐ গতিলাভ সাময়িক ভাবে হয়।

৬।১।৩৮

(১)

যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যু নাই। ইহা স্বভাবতঃই মনে হয়। কিন্তু লৌকিক বুদ্ধিতে অন্বেষণ করিলে অন্য রকম দেখা যায়। অবশ্য এ দেখা জ্ঞান ও মহা জ্ঞানপ্রাপ্তের পক্ষে। যে দেহ (স্থূল) নিয়া আমরা ব্যবহার করিতেছি—তাহার জন্ম (=আদি) খুঁজিয়া পাই না। যতই পশ্চাতে যাই, ততই যাইতে পারি। ইহা অনাদি বলিয়াই বুদ্ধিকে গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য পূর্বে স্থূলদেহ অনেক ছিল—কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই স্থূলদেহের বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ। এই মূল স্থূলদেহ আদি বলিয়া ধরা যায় না। ইহা অশুদ্ধ দেহ।

দীক্ষা বা উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। কি জন্মে? তাহাও দেহ। অবশ্য বিশুদ্ধ দেহ (cf 'বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায়' etc)। ইহাই বাস্তব সূক্ষ্ম দেহ, জ্ঞানদেহ। এই বিশুদ্ধ দেহের আদি জানা যায়। কিন্তু অন্ত জানা যায় না। সুতরাং এই বিশুদ্ধ দেহ অন্তহীন বা অমর। ইহাই অমৃত দেহ—দিব্য দেহ। ইহার শেষ নাই। সহস্র সহস্র শুদ্ধ দেহের গ্রহণ হইতে পারে, কিন্তু এই মূল শুদ্ধ দেহ তাহাতে থাকিবেই। ঐ সব নানা দেহ এই এক শুদ্ধদেহের অবান্তর ভেদ মাত্র।

অশুদ্ধ দেহ এক হইলেও তাহার অবান্তর ভেদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। তদ্রূপ শুদ্ধ দেহ এক হইলেও তাহারও উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। এইজন্য শুদ্ধদেহেরও ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি হইয়া থাকে। শুদ্ধ দেহের অধোগতি যতই হউক, তাহাও শুদ্ধ দেহই—অশুদ্ধ দেহ নহে। একবার শুদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইলে মূল্ শুদ্ধ দেহ থাকিয়াই যায়। উন্নতি-অবনতি অবান্তর দেহ লইয়া। অশুদ্ধ দেহেরও তদ্রূপ। ঐ দেহের অবান্তর ভেদেরও যতই উৎকর্ষ হউক না কেন, তাহা কখনই শুদ্ধদেহ স্বরূপ হয় না।

উৎকর্ষ দ্বারা অশুদ্ধদেহ শুদ্ধ হয় না—তেমনি অপকর্ষ দ্বারা শুদ্ধ-দেহ অশুদ্ধ হয় না।

অশুদ্ধ দেহের আদি পাওয়া যায় না। অবসান পাওয়া যায়। ইহা শুদ্ধ দেহে। কারণ, শুদ্ধ দেহ পাইলে আর অশুদ্ধ দেহের সন্ধান পাওয়া যায় না। তদ্রূপ শুদ্ধদেহের অন্ত পাওয়া যায় না। আদি পাওয়া যায়। এই আদি অশুদ্ধ দেহ। ইহা হইতেই শুদ্ধের আবির্ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে অশুদ্ধের আদি আপেক্ষিকভাবে আছে—যেমন কল্পের আদি, ইত্যাদিতে। সেইপ্রকার শুদ্ধদেহের আপেক্ষিক অন্ত আছে। ইহা লোকান্তে জ্যোতির মধ্যে। সেখানে দেহ বা আকার থাকিলেও অত্যধিক জ্যোতিবশতঃ নিরাকার আত্মা বলিয়া ভান হয়। একই আত্মা। সব আত্মাই সেখানে জ্যোতিরূপ, তাই কেহ কাহাকে দেখে না। একই আমি স্বপ্রকাশ জ্যোতিরূপে ভাত হয়। কিন্তু এই নিরাকার মধ্যেও যে আকার আছে, তাহা স্ফুরণ হইলে বুঝা যায়। স্ফুরণ হইলে নিজ নিজ শুদ্ধ দেহ ফুটিয়া উঠিবে।

(২)

তাহা হইলে নির্বাণ কি নাই? আছে। স্ফুরণের অতীত জ্যোতি প্রদেশই নির্বাণ রাজ্য। অর্থাৎ কলার বিকাশ হইতেই জ্যোতি। যদি অত্যাধিক কলার বিকাশ হয়, তাহা হইলে আর স্ফুরণ হয় না; অর্থাৎ এত গভীর প্রদেশে যায় যেখান হইতে স্ফুরণ সম্ভবে না।

ব্যাপ্তির পরে নির্বাণ। যাহার প্রভামণ্ডল এই জগৎ, যদি কলার বিকাশ তাহার সমান সমান হয়, তবে ব্যাপ্তি পূর্ণ হয়। তার চেয়ে বেশী হইলে অতিরিক্ত অংশ জগতের বাহিরে চলিয়া যায়। ইহা ঐশ্বর্যের অতীত অবস্থা,—একপাদ ও ত্রিপাদ বিভূতির অতীত। ইহা ঐ জ্যোতিঃ যাহাতে জগৎ ভাসছে। যতগুলি কলার বিকাশে ঐ জগদ্ভাসক জ্যোতিঃ, তার বেশী কলার বিকাশ থাকিলে ঐ জ্যোতিঃও ছাড়াইয়া যায়। তাহা নিবিড় অন্ধকার—উহা জ্যোতিরই অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থা। ইহাই নির্বাণ রাজ্য। বস্তুতঃ জ্যোতিঃ ছাড়া অবস্থা নাই। আছে ধরিয়া নিলে তাহাই নিষ্কল।

(৩)

দীক্ষাতে কি হয়? যে মূল কারণে গর্ভবাস হয়, তাহা একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছড়ান জিনিষ—অজ্ঞান, মল ইত্যাদি। সেটি নষ্ট হয়। পূর্ণের নিগ্রহই এই মলের বা অজ্ঞানের কারণ। তাঁহার অনুগ্রহই ইহার নাশক। দীক্ষা ঐ অনুগ্রহের ফল। এই নাশ দীর্ঘকালেও হইতে পারে, শীঘ্রও পারে। তাই ক্রমদীক্ষা দরকার হইতে পারে। কিন্তু প্রথম দীক্ষাতে মলটুকু নিবৃত্ত হয়। সেইজন্য দীক্ষা হইলে আর এখানে পুনরাগমন হয় না। অবশ্য ২।১ বার আসা হইতে পারে—তাহা এখানকার দীক্ষা পূরণ করার জন্য। তবে সে আসার কোন মূল্য নাই—কারণ তাতে আটকায় না।

মর্ত্যলোক হইতে ছুটি মিলিলেও দীক্ষার আবশ্যকতা আছে। ঐ ছুটিদায়িনী দীক্ষা negative ও সামান্যতঃ positive. বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ দীক্ষাও আছে।

৮।১।৩৮

সত্তা। ইহা অব্যক্ত

সত্তা। ইহা জ্ঞায়মান—জ্ঞান

৯।১।৩৮

প্রত্যেকের একটি স্থিতি আছে। স্থিতিকে রক্ষা করিয়া আধার বাড়ান যায়। বৃদ্ধিরও একটি সীমা আছে। তাকে অতিক্রম করা চলে না।

দুইটি পৃথক রাজ্য দেখিতে পাইতেছি। জীব ও ঈশ্বর। জীবের প্রত্যেক অবস্থাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে contact আছে। ঈশ্বরের প্রতি অবস্থাতেই পরমেশ্বরের সঙ্গে contact আছে। পরমেশ্বরের অবস্থায় নিষ্কলের সাক্ষাৎ হয়।

সকল {
শুদ্ধ জীবরূপে জীবের একটি স্থিতি আছে।
ঈশ্বররূপে তাহার একটি স্থিতি আছে।
পরমেশ্বররূপেও তাহার স্থিতি আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বাতীত নিষ্কল স্থিতি। অশুদ্ধ জীবের স্থিতি নাই, তবে আভাস আছে।

যেমন A. ইহার জীবরূপে স্থিতি যেন ৪০ কলায়;
ঈশ্বররূপে স্থিতি যেন ৮৪ কলায়;
পরমেশ্বর ভাবে স্থিতি সকলেরই অনন্ত কলায়;

A তপস্যা করিতে করিতে কলাবৃদ্ধিতে ৪০ কলা পাইলেই সিদ্ধ হইবে। তাহার জীবাধার পূর্ণ হইবে। তাহার পরেও যদি তপঃ করে তবে ঈশ্বরত্ব আসিবে—৮৪ পর্যান্ত বাড়িতে পারে। এই ৮৪ কলায় তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত। আরও তপস্যা করিলে কলাবৃদ্ধিতে দুই প্রকার গতি সম্ভবপর:

(১) যদি নিজের দিকে লক্ষ্য থাকে তবে সাধনজ কলার যোজনা তাহাতেই হইবে। ফলে সে জ্যোতির মধ্যে মগ্ন হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ সে অনন্ত কলাময় পরমেশ্বরে লয়প্রাপ্ত হইবে। ইহাই নির্বাণ। সেখানে কলার সংখ্যান থাকে না। সে বিভু হইয়া অতীত হইবে। নির্বাণমধ্যেও অনন্তকাল কলাবৃদ্ধি স্বভাবতঃ চলিবে কিনা, তাহা স্বতন্ত্র-কথা। সে পরমেশ্বরে লীন হইল—পরমেশ্বর হইল না।

(২) যদি সে করুণাপর হয়, তাহা হইলে জগতের স্মৃতি জাগিবে। তবে অতিরিক্ত সাধনজ কলার যোজনা তাহাতে হইবে না—তাহা বাহির হইয়া পড়িবে, জগতে যাইবে। ইহা পরোপকার। ইহাই গুরুতত্ত্ব। সে যতই সাধনা করিবে তাহার তেজঃ জগতে পাইবে। তাহার ফলে জগতের কল্যাণ হইবে। ইহাও পরমেশ্বরত্ব নহে।

এই অতিরিক্ত তেজ দুইভাবে কার্য করে। যদি পরমেশ্বরের দিকে তার লক্ষ্য থাকে অথচ করুণাও থাকে, তাহা হইলে ঐ তেজঃ পরমেশ্বরসত্তায় সঞ্চিত হইতে থাকিবে। যে যে ঐ ঈশ্বরভাবাপন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের উপাসক বা ভক্ত সে সে ঐ তেজঃ পাইবে। বস্তুতঃ ঐ জীব-ঈশ্বর আপনভাবেই থাকিবে। তাঁর সঞ্চিত তেজঃ আকর্ষণবশতঃ জগতে নামিবে।

যদি ঐ ঈশ্বরভাবাপন্ন জীব (=দেবতা) আর তপস্যা না করে তাহা হইলে সে উপাস্য হয় না—তাহার অতিরিক্ত তেজঃ না থাকার দরুণ তার তেজঃ জগতে নামিবে না। যদি সে করুণাপর হয় তাহা হইলে তেজঃ নামিবে—তাহার হানিও হইবে। তাহাতে ন্যূনতা হইবে। তবে তপঃ দ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্ভবপর। করুণা না থাকিলে সে স্বস্থানেই থাকিবে। তাহার দ্বারা জগতের কাজ হয় না। ত্যাগীর দ্বারা জগৎ সেবা হইয়া থাকে। ইহারা বস্তুতঃ গুরু নহে।

পূর্ণত্বের পথ ইহা হইতে পৃথক্। তাহা শুধু পরমেশ্বরের অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। কতকটা সে পথের আভাস পাইতেছি। জীব ঈশ্বর-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি করুণাবশতঃ নিজের সব কলা ত্যাগ করিতে পারে (অভিমান ছাড়িয়া—একটু একটু দানের দ্বারা নহে, কিন্তু এক-সঙ্গে পূর্ণদানের দ্বারা) তাহা হইলে রিক্ততার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরত্বের যোগ হইয়া যায়। সে যোগ আর ছাড়ে না। ইহা পরমেশ্বর-সাম্য। তখন অনুগ্রহ আসিলে পরমেশ্বরত্ব লাভ হয়—নিজেই পূর্ণ হইয়া যায়।

পরমেশ্বরত্ব লাভ হইলে তাহার একটা বিম্ব থাকিয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায়—কাহার সে অবস্থা হইয়াছে।

৯।১।৩৮ রাত্রি, চুনার

কলা হইতেই লিঙ্গ নির্মাণ হয়। ক্রম এই ঃ—

নিষ্কল = বস্তু = প্রকাশ (not জ্যোতিঃ which has a source)

কলা

জ্যোতিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকার its source is গুণ

গুণ (অবস্তু) = তমঃ। ইহা অবস্তুর অংশ (কল্পিত)

কলা ভিন্ন জ্যোতিঃ হয় না—জ্যোতিঃ থাকিলেই কলা আছে। এই জ্যোতিঃতে বস্তু বা প্রকাশ আবৃত রহিয়াছে। রাজ্য দুইটি—জ্যোতিঃ ও অন্ধকার।

জ্যোতিঃ ও অন্ধকার

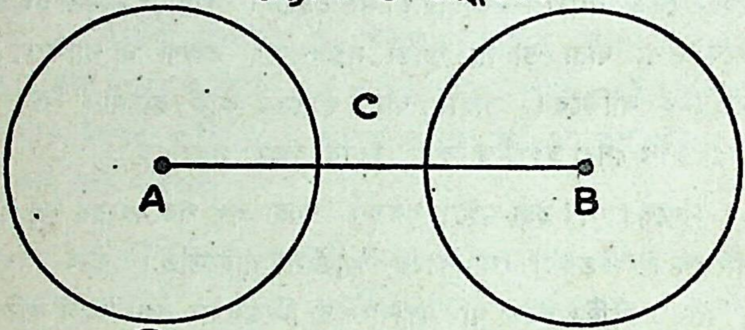

জ্যোতির রাজ্য হইতে অন্ধকার রাজ্যে গতি হয়, অন্ধকার রাজ্য হইতে জ্যোতিরাজ্যেও হয়। দীক্ষার সময় প্রথমটি হইয়া দুইটি হয়। বস্তুর (কল্পিত [?]) অংশই কলা, তার প্রভাই জ্যোতিঃ। অবস্তুর অংশই (কল্পিত [?]) গুণ, তাহার প্রভাই অন্ধকার। বস্তুতঃ বস্তুর অংশ নাই, অ-বস্তুরও অংশ নাই। তবে এক হিসাবে আছে বলিয়া বলা চলে। সুতরাং বস্তু (সৎ) = নিষ্কল, অ-বস্তু (অসৎ) = নির্গুণ।

কলার সমষ্টিই বিন্দু। ১৬ কলা একত্র না হইলে বিন্দু হয় না। ১৫ কলাতে বিন্দু হয় তাহা থাকে না, ভাঙ্গিয়া যায়। ১৬ কলা ভিন্ন অমৃত-বিন্দু হয় না।

অন্ধকার রাজ্যেও এই সব কলার সঞ্চার হয়। অন্ধকার রাজ্যে ১৫ কলাত্মক বিন্দু আছে—বেশী নাই, থাকিতে পারে না। অমৃত-বিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। তাই বিন্দু হয়, আবার ভাঙ্গে। পূর্ণিমার পর অমাবস্যা আসে—শুক্ল-কৃষ্ণ উভয়পক্ষ আছে। তাই অন্ধকার রাজ্যের কলা শুদ্ধ হইয়াও শুদ্ধ নহে। নিত্যই তমোমিশ্র। অমৃত-বিন্দু=শুদ্ধসত্ত্ব। অন্ধকারের ১৫ কলাত্মক বিন্দু=মিশ্রসত্ত্ব। উহার জ্যোতিঃ যতই শুদ্ধ হউক একেবারে শুদ্ধ হয় না। কিছু অন্ধকার থাকিবে। এই যে মূলে অন্ধকার, যাহা ছাড়ে না, তাহাই original sin, মূল অবিদ্যা etc. etc.

এই অন্ধকারের যেটা কেন্দ্রভূমি সেখানে জ্যোতিঃ বা কলার সঞ্চার নাই। তাহা অখণ্ড বলিয়া অংশহীন বা নির্গুণ। ইহা অন্ধতমস। ১৫ কলা পর্যন্ত বিন্দু লইয়া সেখানে যাওয়া চলে না। সেখানে গেলে ১৫ কলাই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। তাহাই জড়ত্ব বা প্রকৃতিলয়। তাহাই মূল অসৎ ; বস্তুতঃ তাহাও নিষ্কল, নির্গুণ। সৎ বা বস্তু=নিষ্কল, নির্গুণ। অতএব সৎ ও অসৎ চরমে যাইয়া এক হইল। কিন্তু এক হইলেও কলার দিক্ ধরিয়াই যাইতে হয়, জ্যোতিঃর দিক্ ধরিয়াই যাইতে হয়—গুণের দিক্, তমঃর দিক্ ধরিয়া নহে।

বস্তু যেমন জ্যোতিঃ নহে, কলাও নহে, তদ্রূপ অ-বস্তুও অন্ধকার নহে, গুণও নহে। বস্তু জ্যোতিঃর পূর্ণতায় জ্যোতিঃর অতীত—অন্ধকারের সম্ভাবনা সেখানে নাই। কলা বা জ্যোতিঃ পূর্ণ হইলে transcendent-ই থাকে, জ্যোতিঃর ভান হয় না। গুণ বা অন্ধকার পূর্ণ হইলেও transcendent-ই থাকে—অন্ধকারের ভান হয় না। তথাপি বোধের পথই পথ। এই যে ১৫ কলাত্মক বিন্দু বলিলাম, ইহাই চিত্ত বা মনঃ। ইহাই লিঙ্গ। অতএব ইহাতে অন্ধকার কিছু থাকিবেই—যতই মার্জনা হউক।

দীক্ষাদির ফলে ১৬ কলাত্মক বিন্দুর সংস্পর্শে শুদ্ধকলার জাগরণ হয়। ●=বিন্দু (অমৃত) এবং –.......৺ এইগুলি কলা। অমৃতবিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাত হইলেই = ⋅–হয়। মনুষ্যদেহে ৮ কলা পূর্বসিদ্ধ ভাবে থাকে। তাই বিন্দুপাত হইয়া বিকাশ হইতে হইতে ৮ কলার বিকাশ হইলে মনুষ্য পূর্ণত্ব লাভ করে, দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮ ইহাই ৮ কলার বিকাশ—দেবচক্ষুর বিকাশ। ক্রম হিসাবে ইহা ১৬ কলা—বস্তুতঃ ৮ কলা। বস্তুতঃ যাহা ১৬ কলা, তাহা ক্রম হিসাবে ৩২ কলা, তাহা ⊙। ইহাই মস্তকের চক্ষু। ৮ হইতে ⊙ র পূর্ব পর্যন্ত দেবভাব। ⊙ = পুরুষভাব, আত্মা। চারি-দিক্‌কার চক্ষু—ইহার পর। তাহা = ●। ইহা বিন্দু, পরিধি ও বিকিরণ; সব একাকার ও একাধারে। ইহা = ৬৮ কলা (?)

দেবচক্ষু এই দেহে থাকা কালে দেবদর্শনের বা দিব্য ব্যবহারের উপযোগী। দেবচক্ষু ভেদ করিলে—অর্থাৎ ঐ চক্ষু দিয়া বাহির হইলে—মস্তকের চক্ষুই মাত্র কাজ করে। কারণ, তখন দেবচক্ষু অনাবশ্যক। তবে গোলোকে মস্তকের চক্ষুও কাজ করে না—চারিদিকের চক্ষু কাজ করে। মস্তকে অধোদৃষ্টি কাজ করে (পায়ের তলার চক্ষু)।

১। কলা ভিন্ন জীবভাবের বিকাশ হয় না। অতি [উদ্ভিজ্জ স্বেদজ ১] প্রথমে কলার আভাস হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। মশক প্রভৃতি (শ্বাস, স্বেদ হইতে জন্ম)।

২। কলা হইতে জীব (১-৪ কলা) [পৃথিবীর [অণ্ডজ ২] উত্তর দিক্‌কার শংখ মুখের কলা।

৩। কলা হইতে জীব (৫-৮ কলা)—[ঝটিকার [জরায়ুজ ৩] কলা]

৪। কলা হইতে জীব (৯-১২ কলা) [মনুষ্য ৪] [দেবলোকের কলা।]

৫। কলা হইতে জীব (১৩-১৬ কলা) [দেবমনুষ্য]। প্রথম দীক্ষার পরাবস্থা। কলাগুলি দেবলোকের উপর হইতে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। কলা হইতে জীব (১৭-৩২) দ্বিতীয় দীক্ষার পর। [দেবতা] কলাগুলি ধ্রুবলোকের উপর হইতে আসে।

৭। কলা হইতে জীব (৩৩-৩৮) তৃতীয় দীক্ষার পর। [দেবতা] কলাগুলি গোলোকের উপর হইতে আসে।

জ্ঞানলাভের পূর্বে যোগসাধনা হয় না। কারণ, শুদ্ধ ১৬ কলাত্মক বিন্দুর সংসর্গ ব্যতীত শুদ্ধকলা পাওয়া যায় না। যদি জ্ঞানের পূর্বে মন্থন দ্বারা ১৫ কলাত্মক বিন্দুকে শোধন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ ময়লা বা অন্ধকার অবশ্য সরিবে। কিন্তু মূলের অন্ধকারটি কিছুতেই সরিবে না। সুতরাং পূর্বোক্ত সরার মূল্য নাই। কারণ যাহা সরিবে তাহার আপূরণ হইতে পারে। ইহাই সাধারণ পুণ্যকর্ম, যাহাতে মূলমল থাকিয়া যায় অথচ উর্ধ্বগতি হয়। পুনর্বার নামিয়া পড়ে। বাস্তবিক বিকাশ—real growth—হয় না। পরিশ্রম ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ=ফল স্থায়ী হয় না। জ্ঞান পাওয়ার পর যা কিছু পরিশ্রম সব সার্থক। যতটুকু ফল হয় তাহা আর নষ্ট হয় না।

তবে একটা কথা আছে। যদি অতি তীব্র পরিশ্রম সহকারে প্রায় ১৫ কলা পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়—একটু ন্যূনতা থাকে, যাহা অন্ধকারবশতঃ ওখানের অপসারণ সম্ভবপর নহে—তাহা হইলে ঐ সময় স্বভাবের নিয়মে অমৃতবিন্দু বা ষোড়শী কলা নামিয়া আসে। ১৫ কলা পূর্ণ হইয়া ষোড়শীতে পরিণত হয়। ইহাই অমৃত বিন্দু। কিন্তু ইহার স্ফুরণ ক্রমশঃ হয়। যেমন ∸..............৺ ইত্যাদি। বিন্দু একই। শুদ্ধকলার বিকাশের উৎকর্ষবশতঃ বিন্দু ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ইহা মুখ্যতর সাধন পথ। ফলে কৃপা আসে।

আবার অমৃত বিন্দুর সঞ্চার পূর্বেও হইতে পারে। তারপর সাধনার ক্রমে তাহার বিকাশ হয়। এ অবস্থায় শুদ্ধকলার প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে না বলিয়া অমৃত বিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিন্দু আছেই—কলারও প্রকাশ ভিতরে ভিতরে হয়, বাহিরে জানা যায় না। সাধনার পরিপাকে বাহিরে টের পাওয়া যায়। ইহা মুখ্য-তর কৃপাপথ।

সাধনা = চক্রের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া হইতে কলার বিকাশ হয়। আবার কলার সঞ্চারে চক্র ক্রিয়া করে।

চক্র তিন প্রকার ঃ—

১। চক্রাভাস। ইহা ক্ষুদ্র জীবের দেহে কাজ করে। এখানে কলাভাস কাজ করে। কলা নহে।

২। ছোট চক্র (ছোট)। ইহা ৮ কলা পর্যন্ত দেহে থাকে—মনুষ্যের নীচে। এখানে নীচের কলা কাজ করে। তবে এ দেহে দেবলোকের কলা কাজ করে না।

৩। ছোট চক্র (বড়)। ইহা ৯-১২ কলা পর্যন্ত দেহে—মনুষ্য-দেহে—কাজ করে।

৪। বড় চক্র (ছোট)। ইহা দীক্ষার পর মনুষ্য দেহে কাজ করে। এইগুলি ষট্‌চক্র—মূলাধারাদি। ১৩-১৬ কলার বিকাশ।

৫। বড় চক্র (মধ্যম)। ইহা ১৬ কলার পর ৩২ কলা পর্যন্ত বিকাশে কাজ করে।

৬। বড় চক্র (বড়)। ইহা ৩২ কলার পর ৩৮ বা তারপর পর্যন্ত কাজ করে।

৭। বিন্দু বা শূন্য বা নিষ্কল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১-৮ বিকাশ — due to প্রকৃতি।
৯-১২ „ — due to কর্ম বা পুরুষকার।
১৩-১৬ „ — due to কৃপা (=জ্ঞান) through দীক্ষা (১)
১৭-৩২ „ — due to কৃপা (=জ্ঞান) through দীক্ষা (২)
৩৩-৩৮ „ — due to কৃপা (=জ্ঞান) through দীক্ষা (৩)

৯-১২ মনুষ্য বিকাশ। এই বিকাশ কিভাবে হয়? দেবলোক হইতে এই কলাগুলি আসে। মনুষ্যের কৃতকর্মের ফলে যে পুনঃ পুনঃ সুখ-দুঃখ ভোগ হয়, তাহার নির্যাস সঞ্চিত হইয়া এই বিকাশটুকু হয়। ভোগের নির্যাস=কলাই। সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে করিতে মূলতঃ একটু একটু কলাবৃদ্ধি হয়। তবে ১২ কলার পর আর হয় না। তখন বৈরাগ্য আসে। কারণ, তখন নারায়ণের দৃষ্টি পড়ে। তারপর কৃপা দৃষ্টি পড়ে, দীক্ষা হয়। তখন আবার কলাবৃদ্ধি হইতে থাকে।

১২ কলা পর্য্যন্ত যে কোন অবস্থায় দীক্ষা চলে। ১২ কলা পূর্বে দীক্ষা হইলে বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে হয়—একটি ভোগের দ্বারা—ইহা ১২ কলা পূর্ণ করিবার জন্য; অপরটি সাধনা (কৃপামূলক) দ্বারা (১৩ হইতে উপরে)। ১২ পূর্ণ হইলে তো' হইবেই—পূর্বেও হইতে পারে। কলা হইতে বা কলাসহ জ্যোতি উপরে উঠে। উহাই কর্ণে নাদরূপে শ্রুত হয়। দক্ষিণ কর্ণে অমৃত নাদ, বামকর্ণে কালের নাদ।

চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে আঁধার দেখা যায়, উহাই ১২ কলা ও ত্রয়োদশ কলার মধ্যবর্ত্তী আবরণ বা পর্দা। দীক্ষার পর শুদ্ধকলার ক্রমবিকাশে ঐ অন্ধকার কমিতে থাকে—১৬ কলার বিকাশে চক্ষু বুজিলেও আলোই থাকে, অন্ধকার থাকে না।

দিব্যচক্ষুর দ্বারা সম্মুখের অর্দ্ধেকই দেখা যায়, পিছনের নহে। স্থূল-দেহে থাকিয়া দেবচক্ষু দ্বারা নিজের পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত দেবতা দেখা

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে না—সম্মুখেরটা দেখা যাইবে। ষট্‌চক্রের ক্রিয়াকালে ১৬ কলার বিকাশে ছড়ান লিঙ্গ একাগ্র হয়—সূক্ষ্মদেহ দেবলোক হইতে চলিয়া আসে। তাহা জ্ঞানীর দেহরূপে পরিণত হয়। তখন উহা স্থূল হইতে বাহির হইতে পারে। তখন দেবলোকে কারণ থাকে।

ব্রহ্মচর্য, তপস্যা প্রভৃতির ফলে কলা ক্রমশঃ উপরে উঠে। কিন্তু অব্রহ্মচর্য, অধর্ম প্রভৃতি কারণে উপর হইতে কলা নামিয়া পড়ে। কিন্তু কলা উপরে যাইয়া জমাট হইলে আর নামে না। ১৬ কলা পূর্ণ হইলে জমাট হয়। তখন আর নামে না। তাহার কাছাকাছি হইলেও নামে না।

১১।১।৩৮ (১)

প্রাতঃকাল চুনার

Higher light দ্বারা lower light দেখা যায়—কিন্তু lower দ্বারা higher দেখা যায় না। সমান সমান হইলে দর্শন হয় না।

(২)

কলা হইতে যে জ্যোতি বাহির হয়, তাহাতেই প্রতিবিম্ব পড়ে। যখন ব্যাপক জ্যোতি হয়, তখন নিজের ভিতরে বাহিরে সমান জ্যোতি—তখন প্রতিবিম্ব পড়ে না। নিজের শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইলে তখন প্রতিবিম্ব পড়ে না। মস্তকে চক্র খুলিলে নিজের দেহ জ্যোতির্ময় হয়।

জ্যোতির্ময় হইলেও প্রতিবিম্ব তৈয়ার হইতে পারে—যদি অধিকতর স্বচ্ছ জ্যোতি ব্যাপক থাকে—অর্থাৎ যদি বিষম জ্যোতি হয়।

(৩)

যখন দুই জ্যোতি সমান হয়, তখন দুইটি মিলিয়া এক হয় বা এক দেখায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪)

সত্ত্ব-প্রকৃষ্ট-পূর্ণ (১৫ কলা)—নাই। ছড়াইয়া আছে অংশরূপে চারিদিকে। এইগুলিই গুণ। এগুলি সত্ত্বেরই অংশ। সঙ্গে তমের অংশ মিশান আছে। এই সত্ত্বাংশ+তমোংশ=রজঃ বা কণা। রজঃ যখন থাকে না, তখন শুদ্ধতমঃ আলাদা হইয়া যায়। ইহাই বিরজা হওয়া, বিরজা.ভেদ, বিরজা হোম ইত্যাদি। ঐ শুদ্ধ সত্ত্ব=বিন্দু— উহার স্ফুরণে শুদ্ধকলা সংস্পৃষ্টরূপে পাওয়া যায়। একেবারে শুদ্ধবিন্দু হয় মস্তকের চক্ষুর পর— বিন্দুই শূন্য বা ব্রহ্ম।

(৫)

বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গ, যোগীদের অবস্থা পরিণাম—এই কলার খেলা।

ক্ষণকাল—(ত্রি) কাল।

অবস্থা—লক্ষণ ও অবয়বী—ধর্ম।

বিবেকজ জ্ঞানের মূলে এই ক্ষণ ও তৎক্রমের জ্ঞানের সত্তা আছে।

(৬)

কথাবার্তাতেও কলা বাহির হইয়া যায়—দৃষ্টিপথে অধিক কলা বাহির হয়। ঐ কলা দেখিয়া বুঝা যায়—লোকটি কোন্ স্তরের। যাহার ভিতরে শুদ্ধকলা·কাজ করিতেছে—যাহার দীক্ষা হইয়াছে, যাহার কুণ্ডলিনীর উন্মেষ হইয়াছে,—তাহার সন্ধান কলা হইতে পাওয়া যায়।

কলাগুলি বাহির হইয়া যায় কোথায়? সম্ভবতঃ এইগুলি হইতেই নিম্নস্তরের জীব তৈয়ার হইতেছে।

এক দিক্ হইতে কলা বাহির হইতেছে। অপরদিকে গ্রহণ হইতেছে। উৰ্দ্ধলোকে যে কলা বিসর্গ করিতেছে নীচের লোক তাহা গ্রহণ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডপ হইতে যে কলা বিসর্জন হইতেছে, তাহা গোলোকে সংগৃহীত হইতেছে।

গোলোক „ „ „ „ „ „ ধ্রুবলোকে „ „

ধ্রুবলোকে „ „ „ „ „ „ স্বর্গে „ „

স্বর্গ „ „ „ „ „ „ দুই পথে নামিতেছে।

(a) মাথার ভিতর দিয়া। ইহা দেবলোকে নামিতেছে।

(b) শুদ্ধপথে। ইহা দীক্ষিত মনুষ্যের নিকট নামিতেছে।

-দেবলোক হইতে যে কলা বিসর্জন হইতেছে, অদীক্ষিত মনুষ্যে তাহা নামিতেছে।

ঝটিকা „ „ „ „ „ উচ্চজীবে ও উত্তর শঙ্খে „ „

উত্তর শঙ্খ „ „ „ „ „ নিম্নজীবে ও (? ?) „ „

(৭)

জড় পদার্থে grades আছে—তাই কলা আছে। প্রতি বস্তু হইতে কলা নিঃসরণ হইতেছে। প্রতি জীব হইতেও কলা নিঃসরণ হইতেছে।

কলা ভোগ করে কে ? অগ্নি। সব অগ্নি সব কলা ভোগ করিতে পারে না। মাথার উর্দ্ধ্বস্থ কলা অগ্নি ভোগ করিতে পারে না। উহা অমৃতকলা। অগ্নি = কাল। অমৃতকলা কালের মধ্য দিয়া মৃত্যুকলা (১৫ কলার অন্তর্গত কলা) রূপে জগতে নামে। ইহাই ভাববিকার (জন্ম, সত্তা প্রভৃতি)।

১১।১।৩৮

চুনার ষ্টেশন way to বিন্ধ্যাচল (written at Vindhachal at night.)

(১)

দীক্ষা নানা প্রকার। চাক্ষুষী দীক্ষায় চক্ষু পথে কলা বাহির হয় ও শিষ্যে প্রবেশ করে। শাব্দী দীক্ষায় শব্দের সঙ্গে মুখের পথে কলা বাহির হয় ও শিষ্যে ঢোকে (কর্ণপথে), নানা দীক্ষা আছে—সর্বত্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলা বাহির হওয়ার ও ঢোকার প্রণালী আছে। চাক্ষুষী দীক্ষা শ্রেষ্ঠ—কেননা উভয়ত্র চক্ষুই (দিব্য) পথ। চক্ষু মস্তক বাদে, শ্রেষ্ঠ পথ। মুখ তারপর, সঙ্গে সঙ্গে (দক্ষিণ) কান।

জ্ঞানের ক্ষোভের সময় জ্ঞানীর মুখের কথায় জ্ঞান ভরা থাকে—একেবারে জ্যোতির্ময়। তাহা গ্রহণ করিয়া নিলে জ্ঞান পাওয়া যায়। কবীর রামানন্দ হইতে শুধু শব্দই পাইয়াছিলেন—যদিও অন্যভাবে উচ্চারিত।

(২)

শুদ্ধকলা পাইলে তা মানুষ হইতে আর বাহির হয় না, কারণ, তাহা মলিন হয় না। মলিনটাই বাহির হয়। মলিন হয়—ভুক্ত হয় বলিয়া। শুদ্ধকলা আসিতে আসিতে ক্রমে সঞ্চিত হয়। তার নাশ নাই—তবে আবরণ পড়িতে পারে।

১২।১।৩৮

প্রাতঃকাল। বিন্ধ্যাচল

যতদূর কাম ততদূর জগৎ। কাম ছাড়াইলেই—পূর্ণ হইলেই—আপ্তকাম অবস্থা, আত্মলাভ। যার এরূপ হয়, তাহার ভার থাকে না। ইহাই মুক্তি।

মুক্ত দুই প্রকার :

(ক) কেবলী। ইহাদের ঘট পূর্ণ। কাম নাই। উর্দ্ধদৃষ্টিও (ঈশ্বর) নাই। বহির্দৃষ্টি ও (জগৎ) নাই—আপনাতে আপনি তৃপ্ত।

(খ) উর্দ্ধদৃষ্টি।

( ) জগতের দুঃখ স্মরণ করিয়া, ইহারা মুক্ত হইলেও ভগবানের ভজন করেন। ফলে ভগবৎ শক্তি নামে—নিজের কিছু নিবার নাই বলিয়া তাহা উপচাইয়া জগতে চলিয়া যায়। ইহাই পরোপকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ ভগবান্‌ই শক্তি দেন, আবার কাঙালী সাজিয়া জগদ্‌রূপে ভগবান্‌ই তাহা নেন। দয়াল ভক্ত নিমিত্তমাত্র হইয়া ধন্য হয়। ভগবানের এই দুঃখবিমোচন লীলার নিমিত্ত ভক্ত। ইহাই গুরুস্বরূপ।

(২) জগৎ বিস্মৃত হইয়া। ইঁহাদের ভজনে জগৎ-স্মৃতি লুপ্ত—আত্মস্মৃতি ত' প্রথমেই লুপ্ত। ইহাই যথার্থ ভজন, আত্মা ও জগতের লক্ষ্য যেখানে নাই। ইহার ফল প্রেমাস্বাদন, লীলার অনুভব। যেখানে নিজের নিষ্কামতা পূর্ণ, আর কাহারও কথা মনে পড়ে না—অথচ ভজন চলিতেছে, সেখানেই এই প্রেমলীলা সম্ভবপর।

ঘট পূর্ণ হইলেও যদি উপর হইতে ধারা নামে, তবে তাহা বাহিরে যায়। কারণ কি? কারণ-ঘটের স্থিতি আছে—তাই অতিরিক্ত ধারা দ্বারা তাহার ব্যাপ্তি হয়। যেমন X কলাতে ঘটের স্থিতি। X কলা হইলেই ঘট স্থির হইল-তাহার নিজ কামনা নিবৃত্ত হইল। [স্থিতি] তবু কামনা থাকে—তাহা মহাকামনা বা করুণা। তাহা পরের জন্য কামনা বুঝিতে হইবে—তখন পরই নিজ হইয়াছে—সে হিসাবে ঐ বৃহৎ নিজের কামনা বাকি থাকে। তাই পরোপকার সম্ভব। বস্তুতঃ উহাও আত্মোপকার। লক্ষ্য তখন উপরদিকে। ধারা নামিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে—ফলে নিজ সত্তা ব্যাপ্ত হইতেছে—বা ব্যাপক নিজসত্তার প্রাপ্তি হইতেছে। কি প্রকারে? দানের দ্বারা। স্বাভাবিক দানের দ্বারা।

X এর চারিদিকে জগৎ—উপরে পরমাত্মা। যতই X ব্যাপ্ত হইতেছে, ততই পরমাত্মার দূরত্ব কমিতেছে। ফলে এমন এক সময় আসে, যখন X সর্বব্যাপ্ত হইয়া যায়। তখন পরমাত্মার ব্যবধান থাকে না। অথচ থাকে। তখন Xএর ভিতর—বাহির নাই—X তখন জগদাত্মক। তখন আর করুণা থাকে না। তখন সে পরম তৃপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অবস্থাতেই বস্তুতঃ তাহার পক্ষে আর পৃথক জগৎ নাই—সে ও জগৎ তখন এক ই বস্তু।

[মহাস্থিতি]

ব্যবধান নাই ধরিলেই এখানে তাহার মহাস্থিতি।

ব্যবধান আছে—ধরিলে উপরে দৃষ্টি বা ভজন থাকে। শক্তির অবতরণ থাকে। ফল প্রেমলীলা।

স্থিতি বা মহাস্থিতি—উভয়স্থান হইতেই প্রেমলীলায় প্রবেশ হয়। তবে পার্থক্য আছে। স্থিতি হইতে ঐ লীলায় গেলে লীলাতে সদাবস্থান না হইতেও পারে, করুণার প্রভাবে। জগতের দুঃখ দূর করিতে তাহাকে জগতে যাইতে হইতে পারে। ঐভাবে নিজের ব্যাপ্তি পূর্ণ করিয়া লীলায় আসিলে স্থায়ী হয়।

মহাস্থিতি হইতে যে যায় তাহার আর ঝঞ্চাট থাকে না, প্রেমলীলায় অনন্ত কলার খেলা হয়।

স্থিতিতে নির্দিষ্ট কলা—ব্যষ্টি

মহাস্থিতিতেও নির্দিষ্ট কলা—সমষ্টি।

কারণ, ব্যষ্টিরও সীমা আছে। যতদূর জগৎ ততটা ব্যাপ্তি হয়। জগতের বাহিরে অনন্ত কলা।

১২।১।৩৮

মধ্যাহ্ন। বিন্ধ্যাচল

বাসনা কি? জলের অভাব = জলের বাসনা। সুতরাং বাসনা মানে কলার অভাববোধ। অভাববোধের মূলে অভাবের সত্তা। অভাবের সত্তা না থাকিলে অভাবের বোধ হইতে পারে না। [অভাবের সত্তা থাকিলেও বোধ না হইতে পারে—আবার সত্তা থাকিলেও বোধ হইতে পারে। তবে তাহা সত্য নহে।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং কলার অভাবই অভাব। তাই কলার আপূরণ আবশ্যক। কলা ক্ষয় হয় বলিয়াই কলার অভাব হয়। ভোগে কলা ক্ষয় হয়—মলিন হয়। শুদ্ধকলা আসিলে তাহার ভোগ হয় না, তাহার ক্ষয়ও নাই। শুদ্ধকলা দ্বারা যে অভাবনিবৃত্তি বা তৃপ্তি, তাহা স্থায়ী। তাই শুদ্ধকলা ভিন্ন স্থায়ী আনন্দের উপায় নাই।

শুদ্ধ কলার সজাতীয় মলিন কলা আছে। অভাব জাগে কিসের? মূলতঃ কলার। শুদ্ধকলা উপলব্ধ হয় না বলিয়া মলিন কলা দ্বারাই অভাব মিটাইতে হয়। তবে মিটানো স্থায়ী হয় না। আবার অভাব জাগে। শুদ্ধকলা মায়ার নীচে পাওয়া যায় না। উপর হইতে যখন তাহা পাওয়া যাইবে তখন আর বারবার অভাব জাগিবে না।

এইজন্য গুরুর আদেশ—ঠিকভাবে ক্রিয়া করিয়া যাও—বাসনা জাগে, জাগুক্; কদাচিৎ যদি মলিন কলার যোগ হয়, হউক্; তথাপি ক্রিয়া কর—ফলে শুদ্ধকলার সঞ্চার হইবে। তখন প্রকৃত ভাবে অভাব মিটিবে—আর অভাব জাগিবে না। বাসনা শান্ত হইবে—মলিন কলার দিকে আকর্ষণ থাকিবে না।

ইহাই বাসনার উপশম। এই তৃপ্তিই আনন্দ—নির্বাণ। ভিতরে প্রকৃতিতে অভাব রহিয়াছে, বোধও রহিয়াছে—জোর করিয়া বোধকে দাবাইলে অভাব মিটিবে না। প্রকৃতিকে অপূর্ণ রাখিয়া মুক্ত হওয়া যায় না। প্রকৃতির পূর্ণতার জন্য চাই পুরুষ বা কলা। প্রকৃতিতে যে অনুপাতে যে প্রকার ন্যূনতা আছে, পুরুষাংশ বা কলা দ্বারা সেই অনুপাতে সেই প্রকার ন্যূনতা পূর্ণ করিতে হইবে। তখন প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে আনন্দ জন্মিবে। তাহা নিত্য। প্রকৃতির অভাব পুরুষের আভাস দ্বারা বা মলিন কলা দ্বারা বা ত্রিগুণাত্মক সত্তা দ্বারা বা মলিন লিঙ্গ দ্বারা চিরদিনের জন্য পূর্ণ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২।১।৩৮

সন্ধ্যাবেলা। অষ্টভুজা হইতে ফিরিবার পর।

শঙ্কর কামকে দগ্ধ করেন জ্ঞাননেত্রের জ্যোতিঃ দ্বারা। কামকে দগ্ধ করার পূর্বে তিনি পূর্ণ জ্ঞানী হ'ন্ নাই। জ্ঞানাগ্নিতে উহাই শেষ আহুতি। পূর্বে যাহা ভস্ম হইয়াছে, তাহা কামের কার্য মাত্র। এবার গেল মূল কাম স্বয়ম্। নিষ্কাম হইয়া—জ্ঞানের পূর্ণতার পর—তবে তিনি বিবাহ করেন—শক্তিকে প্রাপ্ত হন। বিন্দুমাত্র কাম থাকিতে আদ্যাশক্তিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই বিবাহের ফলে জন্ম হয় কুমারের—যিনি ব্রহ্মচর্য ও বলের প্রতীক, যিনি দেবসেনানী। ব্রহ্মচারীর পিতা-মাতা এরূপই হওয়া আবশ্যক। তারকাসুরকে বধ করার জন্য এরূপ লোক দরকার ছিল।

একপক্ষে দেখা যায়—শঙ্করকে পার্বতীর যোগ্য হওয়ার জন্য কামজয়ী হইয়া শুদ্ধজ্ঞানী হইতে হইয়াছিল।

অপরপক্ষে পার্বতীকেও শিবের যোগ্য হওয়ার জন্য তপস্যা করিতে হইয়াছিল। যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, যিনি শুদ্ধ কুলজাতা শুদ্ধ বিদ্যা-যুক্তা, তাঁহাকেও তপঃ করিয়া দেহ ও মন শুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মনঃ অশুদ্ধ ছিল কি? একটু আভাস ছিল—নতুবা তিনি কামের সাহায্য নিলেন কেন? তাঁরও দোষ নাই—মর্ত্যলোকের গন্ধ। শিবেও একটু ক্ষোভ ছিল, পার্বতীতেও ছিল—কামদাহে তাহা নিবৃত্ত হইল। তারপর শিবও শুদ্ধ, শক্তিও তপশ্চর্যা দ্বারা শুদ্ধা।

১৭।১।৩৮

বেনারস

জাগায় কে? সূর্যের উদয়ে সকলে জাগে। উদয় মানে—একটি কিরণধারা সুপ্ত জগতের উপর পড়ে—আবরণ সরিয়া যায়। জাগরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। কিরণের মাত্রা হইতে যদি আবরণ ঘন হয়, তবে পুনঃ পুনঃ পড়িতে পড়িতে জাগরণ হয়। নতুবা সঙ্গে সঙ্গেই হয়।

সম্বোধনের শব্দও জ্যোতিঃআকারে আবরণ সরাইয়া দেয়। কারণ, ঐ শব্দ বোধাত্মক ও বোধনাত্মক।

বিজ্ঞানময় কোষে ঠিক নিদ্রা নাই। মনোময় কোষ পর্যন্ত নিদ্রা; সম্বোধনের শব্দ বা সূর্যজ্যোতিঃ বিজ্ঞানময় কোষে বিজ্ঞানরূপে প্রবিষ্ট হয়। বিজ্ঞানের মাত্রা অতিরিক্ত হইলেই উহা মনোময় কোষে অবতীর্ণ হয়। তাই জাগরণ হয়।

মনুষ্য যখন জাগ্রত, তখন তার সূর্য উদিত—যদিও ইহা আভাস। তাই জাগা মনুষ্যই অন্যকে জাগাইতে পারে। ঐ উদয় যখন আভাস না হইয়া প্রকৃত হয়—অর্থাৎ যদি মনুষ্য স্বয়ং তুর্যভাবে স্থিত, তখন সেও অন্যকে প্রকৃত জাগরণ (জ্ঞান) দিতে পারে। ইহাও শব্দ বা জ্যোতির দ্বারা।

১৮।১।৩৮ (১)

দীপালিকা

দীপপ্রভা ইহা অগ্নিকলা। ইহা ব্যক্ত। অগ্নি নির্বাণ হইলে শান্ত অগ্নি থাকে। তাহা কলাতীত। সত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই চিৎ উজ্জ্বল হয়। সত্ত্ব ও কলা একই। যাহা সত্ত্বের অতীত চিৎ তাহাই নিষ্কল; তাহা নিরাকার, শান্ত।

নিষ্কলে চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি একই। কলাভেদে ভিন্ন। একই = একত্ব-আপন্ন। ঠিক এক নহে। তাহাতেও বিশেষ আছে, শক্তিভেদ আছে।

(২)

অমৃতবিন্দু = চিৎ + শুদ্ধসত্ত্ব (= প্রকাশ + বিমর্শ) = অহম্। চিৎ নিরাকার। শুদ্ধসত্ত্ব বৃত্তাকার। এই বৃত্ত চিন্ময় বলিয়া, উজ্জ্বল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরস্থায়ী, নিত্য, শুদ্ধ। দুইটি আলাদা হয় না। আলাদা মনে করিলে চিতের সন্ধান পাওয়া যায় না। সত্ত্বযোগে চিৎ = চৈতন্য। সত্ত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায় না—চিদ্‌যোগেই সত্ত্বের প্রকাশ। উভয় মিলিয়া একই। শিব-শক্তি যুগল। স্ফুরণের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে চিৎ-শক্তি বলা যায়। ⊙ = চিৎ + সত্ত্ব। কেন্দ্র = চিৎ, ঘের = সত্ত্ব। বাস্তবিক উভয় একাকার—⊙—একরস, অথচ দুই আছে।

(৩)

অন্ধকার রাজ্যে ১৫ কলার কম পর্যন্ত কলা নির্বাসিত আছে। এই কলাগুলি রেখাত্মক। ১ম কলা = সরলরেখা। তারপরই বক্র-রেখা। ১ম কলা = প্রতিপৎ। ইহা রেখা হইলেও সরল—shortest line. মাত্র দুইটি বিন্দুর সমাবেশ অথবা least motion of the point.

বিন্দু বা point নিত্য অব্যক্তভাবে সঙ্গে আছে। তাহারই অনুকরণ রেখাতে হয়। তাই ক্রমে কলার বিকাশে রেখা গোলাকার হইতে থাকে— —...........U ইত্যাদি। কিন্তু পুরা বৃত্ত হয় না। হইলেই মধ্যে বিন্দু অভিব্যক্ত হইবে। অথচ বিন্দু সঞ্চার হইলেই ঐ Curveটি বৃত্ত হইবে। বিন্দু সঞ্চার ব্যতীত বৃত্ত পূর্ণ হয় না। অথবা বৃত্ত পূর্ণ না হইলে বিন্দু সঞ্চার হয় না। এই রেখাই কলা। ইহা এক হিসাবে বিন্দুসমষ্টি। অপর হিসেবে বিন্দু = রেখাসমষ্টি। বিন্দুর আত্মপ্রকাশই রেখা। রেখার আত্মগোপনই বিন্দু। এখানে একটি রহস্য আছে।

নির্বিশেষ কারণ বিন্দু = নিষ্কল, নিরবয়ব, সামান্যাত্মক—মহাবিন্দু—অভেদ—অক্রম। সবিশেষ কারণ বিন্দু = নিষ্কল আভাস, নিরবয়ব আভাস, বিশেষাত্মক, ভেদাভেদ, অক্রম।

কার্যবিন্দু = কলাসমষ্টি। দেখিতে অনন্ত প্রকার ভেদ। কারণ রেখার বিন্যাস অনন্ত হইতে পারে। কারণ বিন্দুর manifestationই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্যবিন্দু। ইহা রেখাত্মক। কার্যবিন্দু = অবয়বী বা অবয়ব সমুদয়। কার্যবিন্দু অনন্ত প্রকার। ইহা সবিশেষ কারণবিন্দুর অভিব্যক্ত রূপ-ক্রমারূঢ়।

কারণ বিন্দু = কারণ বিন্দু বিশেষ (form) + কলা (substance). কলা ও কারণ বিন্দু পৃথক হইলে—কলা অব্যক্ত, কারণ বিন্দুও অব্যক্ত।

(৪)

বিন্দু (কারণ)—জ্যোতি নাদ, নাই।

কলা —জ্যোতি radiates নাদ।

জ্যোতি-নাদ = বিন্দু (কার্য)—জ্যোতি surrounds.

|

জ্যোতি = নাদ।

১৯।১।৩৮

(১)

স্থূলদেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই আমরা দেখি। ইহার পিছনে একটা persistent দেহ আছে। তাহাই মৌলিক স্থূলদেহ। যেমন K = মৌলিক স্থূলদেহ। K^1, K^2, K^3, K^4, K^5, etc—ইহারা K'র ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, যাহা সকলে দেখি। সাধারণত কেহ শুদ্ধ Kকে দেখে না। এই K গতজন্মের মৃত্যুর সময় অভিব্যক্ত হইয়াছে, প্রারব্ধ নির্মাণকালে। পিতৃলোকে ইহার স্ফুরণ হয়!

মৃত্যুর পর মানুষ পিতৃলোকে যায়—সেখানে পরিত্যক্ত common স্থূলদেহটি লইয়াই ঘোরাফেরা করে। যেমন J. পরে স্বর্গে যাইবার সময় J পিতৃলোকের জ্যোতিতে বিলীন হয়—স্বর্গীয় দেহ, যাহা কর্মদ্বারা নির্মিত হইয়া ready আছে, তাহাতে প্রবেশ করে। স্বর্গভোগের পর পিতৃলোকে নামিবার কালে ঐ J আকার ধারণ করে। তারপর মর্ত্যলোকে আসিবার সময় একটি স্তরে J লইয়াই থাকে—ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তরভেদ করিয়া নামিতেই K দেখা দেয়। তখন K ধারণ করিয়া নামে। J পিতৃলোকে বিলীন হইয়া যায়। ঐ K লইয়াই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। ভূমিষ্ঠ হয়। পরে উহা বাড়িতে থাকে—সব ভাববিকার! K কিন্তু সব দেহাবস্থাতে একই থাকে। পূর্বপ্রকারে মৃত্যুর পরে ঐ K আবার পিতৃলোকের জ্যোতিতে বিলীন হয়, ইত্যাদি।

এই K পিতৃলোকের উর্ধ্বে উঠে না। শোধিত হইলে উঠিতে পারে—তবে তাহা কঠিন। যেমন স্বর্গে যাওয়ার সময় সশরীরে যায়। তখন Kই স্বর্গীয় দেহ ধারণ করে বা স্বর্গীয় দেহরূপে পরিণত হয়। স্বর্গীয় দেহও স্থূল, তবে মর্ত্যদেহ নহে। K মর্ত্য দেহ—তাহা স্বর্গীয় হইতে পারে। তবে স্বর্গ হইতে নামার সময় তাহা K হইয়াই নামিবে। স্বর্গের পোষাক স্বর্গে পড়িয়া থাকিবে—শুধু K নামিবে। পিতৃলোক হইয়া ঐ Kই মর্ত্যে আসিয়া প্রাক্তন K^5 বা K^6 অবস্থা ধারণ করিবে। ইহা বড়ই বিরল।

তবে মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। তখন K পিতৃলোকে লীন থাকে—দেবদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে প্রবেশ করে। ফিরিবার সময় দেবদেহ পশ্চাতে ফিরিয়া Kকে ধারণ করে। ঐ K আর পিতৃলোক হইতে মর্ত্যলোক পর্য্যন্ত নামে না। অবশ্য নামিতে পারে—কিন্তু গর্ভে আসে না। Materialise করিয়া দৃশ্য হয় মাত্র। বেশীক্ষণ মর্ত্যে থাকিতে পারে না।

(২)

স্থূলের radiationটা পিতৃলোক পর্যন্ত। পিতৃলোক হইতেই জ্যোতিঃ স্থূলাকার তৈয়ার হয়, থাকে ও লীন হয়।

লিঙ্গের radiation আরও ব্যাপক—M লোক (=ব্রহ্মলোক) পর্যন্ত। M লোকের জ্যোতিঃ হইতেই লিঙ্গ তৈয়ার হয়, তাতেই থাকে ও বিলীন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণের radiation ব্যাপকতম—জগতের বাহ্য আবরণ পরিধি পর্যন্ত—ঐ কারণ (প্রকৃতি) জ্যোতি হইতেই কারণে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়।

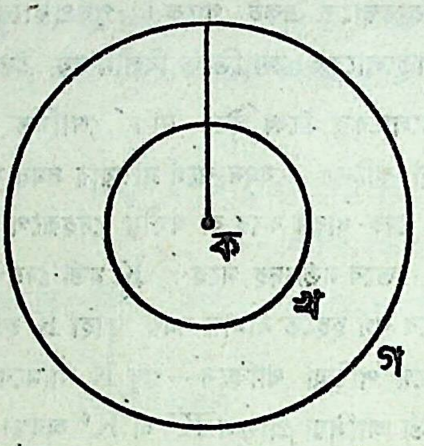

গ=কারণ জগৎ ও কারণ জ্যোতিঃ। যে জ্যোতিতে কারণ জগৎ ভাসিতেছে, তাহাই কারণ জ্যোতিঃ। ঐ জ্যোতিতেই ঐ জগৎ লীন হয়, সৃষ্ট হয়। তাহাতে সাকার স্থিতিই কারণ দেহে অবস্থান।

খ=সূক্ষ্ম জগৎ ও লিঙ্গবৎ। পূর্ববৎ।

ক=স্থূল জগৎ ও স্থূল জ্যোতিঃ।

স্থূল দেহীর সম্বন্ধ সদাই 'গ' ও 'খ'র সঙ্গে রহিয়াছে। কারণ, উভয়ই স্থূল ভুবনের ব্যাপক। কারণ ও সূক্ষ্ম জ্যোতি সকলেরই আছে—কিন্তু সাকার কারণ ও সূক্ষ্ম সকলের নাই। তবে আভাস আছে মাত্র। সাকার কারণ সাধনা হইতে হয়—দেবতাদেরও সহজ ভাবে হয়। সাকার সূক্ষ্ম স্বপ্নে হয়, সাধনা হইতে হয়—যোনিবিশেষে স্বভাবতঃ হয়।

সাধারণতঃ মনুষ্য সূক্ষ্ম দেহহীন। সূক্ষ্মজ্যোতিঃ হইতেই স্থূলদেহ চলিতেছে। কিন্তু এগুলি—এ জ্যোতিগুলি—ছড়ান। 'খ' মণ্ডল পর্যন্ত আমার সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ ছড়াইয়া আছে। তাহা দ্বারাই আমার স্থূল দেহ—যখন যে দেহেই থাকি—চলিতেছে। এই জ্যোতিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার source-গুলি কুড়াইয়া আনিলেই স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্ব দেহ ভাবাপন্ন হয়, আল্‌গা হয়, ষট্‌ চক্র খোলে, বাহির হইতে পারে, একাগ্রতা হয় ও তৃতীয় নেত্র খোলে।

প্রত্যেকের কারণ, লিঙ্গ ও স্থূল জ্যোতিঃ আলাদা। আকার ত' বটেই।

২০।১।৩৮

পিণ্ড—দেহাত্মক বোধাবস্থায় জ্ঞানগোচর সব কিছুই পিণ্ডের অন্তর্গত। চারিদিকের যাবতীয় বস্তু পিণ্ডভুক্ত—বাহ্য নহে। সব লইয়াই এই আমি; এই জগৎ=স্থূল, এই আমি=স্থূল আমি। ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ=এই সত্তা।

ব্রহ্মাণ্ড—স্থূলদেহ হইতে বাহির হইলে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হয়। বস্তুতঃ ইহা স্থূল জগৎ হইতে বাহির হওয়া। দেহাত্মবোধ তখন থাকে না—ইন্দ্রিয়জ দর্শন তখন থাকে না। এখন যাহা কিছু দেখিতেছি, তখনও তাহা দেখা যায়, কিন্তু বৈশিষ্ট্য আছে। নিজের দেহও তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। বস্তুতঃ নিজের দেহ তখন নাই।

ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নস্তরে স্থূল উপাদান কিছু থাকে বলিয়া নিজদেহ আভাসভাবে চেনা যায়। উপরে তাহা যায় না। বস্তুতঃ উপর হইতে দেখিলে সমস্ত জগতের সূক্ষ্ম counterpart দেখা যায়।

২২।১।৩৮ (১)

৭½ টা প্রাতে। বেনারস

'ক' = মনুষ্য, 'দ' = দেবতা etc.

'ক' দ্রষ্টা, 'দ' দৃশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতার দিকে—বাহিরে অবোধশূন্য, তারপর নাদ, তারপর জ্যোতিঃ, তারপর রূপ, তারপর রূপতাদাত্ম্য, তারপর বোধাত্মক পূর্ণ।

মনুষ্যের দিকে—বাহিরে বোধশূন্য, তারপর নাম, তারপর ছায়া, তারপর রূপ, তারপর আবেশ, তারপর অবোধশূন্য।

'ক' যদি 'দ'কে দেখিতে চায় ও বহির্মুখ হয়, তাহা হইলে কিছুই দেখিত পাইবে না। ইহাই অবোধশূন্য—সম্মুখে আকাশমাত্র আছে মনে হইবে—আর কিছু নাই।

একটু উচ্চে উঠিলে নাদ শুনিতে পাইবে।
আরও একটু উচ্চে উঠিলে জ্যোতি দেখিতে পাইবে, রূপ দেখিবে না।
" " " " রূপ দেখিতে পাইবে।

আর একটু উচ্চে উঠিলে ঐ রূপে প্রবেশ হইবে। উহা 'আমিই' এইরূপ মনে হইবে।

" " " " ঐ 'আমি' লুপ্ত হইবে—
—একমাত্র শুদ্ধবোধ থাকিবে।

পক্ষান্তরে 'দ' যদি বহির্মুখ হয়, তবে সে 'ক' কে দেখিতে পাইবে না। চারিদিকে অবোধ-রূপী আকাশ বা অব্যক্ত জড়সত্তা দেখিবে। পূর্বে ইহা সে দেখিত না, পূর্বে 'দ' ছিল বোধাকাশরূপে—এখন আসিল অবোধ আকাশে। এই দেখার সময় 'দ' অহম্ রূপে বর্ত্তমান। ইহার পর অহম্-এর radiation ছড়ায়। তখন 'দ' দেখিবে স্ব-প্রভামণ্ডলের বাহিরে একটি ছায়া। বস্তুতঃ ইহাই 'ক'। ইহার পর করুণার আরও আধিক্যে 'দ' দেখিবে 'ক'র রূপ। বস্তুতঃ 'দ' এখন 'ক'র মণ্ডলে প্রবিষ্ট। আরও পরে 'ক'তে 'দ' আবিষ্ট হইবে—নিজেকে 'ক'-রূপী মনে করিবে। ইহার পর 'ক' রূপ আমি লুপ্ত হইবে—পূর্ণ মোহ—অজ্ঞান—অবোধাকাশ—থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	দেব	মনুষ্য
চৈতন্য (No অহম্)	১। বোধরূপী আকাশ (দ্রষ্টা দৃশ্য নাই—স্বপ্রকাশ)	১। জড়ত্ব
অহম্ only (ইদম্ involved)	২। অহম্ (c. শিব) (ইহা কলাত্মক—পূর্ণকলা। জ্যোতির বিকিরণ নাই। বিন্দু, এখানে দ্রষ্টা আছে—দৃশ্য বা ইদং দ্রষ্টায় মগ্ন—এই দৃশ্যই মনুষ্যস্বরূপ। যাহা দেবতার অহম্-এর অন্তর্গত।	২। ইদম্ = (জড় অহম্,) (এই অবস্থায় শুদ্ধ অহং, নিজের মধ্যে involved আছে—এই অহংই দেবতা, যাহা মনুষ্যের ইদং, (=জড় অহং এর অন্তর্গত।)
অহং × ইদং	৩। অহং surrounded by its কিরণ বা লোক বা ধাম। এখানে দ্রষ্টা আছে দৃশ্য is মনুষ্য in the forms of ছায়া। evolved out of 2 above.	৩। ইদং (=রূপী অহং) (এই অবস্থায় শুদ্ধ অহং কে (দেবতাকে) জ্যোতি রূপে দেখা যায়।)
	৪। অহং = রূপ (cf শিব) (ইনি দ্রষ্টা। দৃশ্য মনুষ্যও রূপী-ছায়া নহে।)	৪। ইদম্ (এই অবস্থায় শুদ্ধ অহং কে [দেবতাকে] রূপবান্ রূপে দেখা যায়। দেবরূপ দর্শন্)
ইদং only (অহং in volved)	৫। অহং emerged in ইদং। দেবতার আবেশ। মনুষ্য তখন মনুষ্যের রূপেই প্রকট-দেবতা তাকে pervade করিয়া আছে। ইহা No. ২র বিপরীত।	৫। ইদং (এই অবস্থায় শুদ্ধ অহং বা দেবতায় তাদাত্ম্য হয়—প্রবেশ হয়—নিজেকে দেবতা বলিয়া অভিমান হয়।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. ইদং	৬। জড়ত্ব (অবোধ = লয়। প্রলয়। অহং লীন। তাই ইদং-কারেরও বোধ নাই।)	৬। চৈতন্য (বোধরূপী আকাশ। এখানে ইদং একেবারে বিলীন—তাই অহং-এর ও বোধ নাই।)

উক্ত চিত্রে মনুষ্যের দ্বিতীয় অবস্থাটি বিচারণীয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অহং বা জ্যোতিঃ নিজের মধ্যে বা ছায়ার মধ্যে বিলীন অবস্থায় থাকে। জ্যোতিঃ আছে, তবে চাপা। প্রথম অবস্থায় জড়ত্ব—সেখানে জ্যোতিঃ নাই। বিকাশ এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় অবস্থা হইতেই জীবভাবের সূচনা—কলা ও জ্যোতির বিকাশ আরম্ভ। মনুষ্যদেহে আসিয়া এই কলা ও জ্যোতিঃ পূর্ণাবয়ব হয়—যেমন গর্ভে সন্তানের বৃদ্ধি হইয়া চরমত্ব দশম মাসে হয়, সেই প্রকার। তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ন্যায় বহিঃ স্ফুরণ হয়।

তৃতীয় অবস্থায় বহিঃ স্ফুরণ। তাই জ্যোতিদর্শন।

(২)

অশুদ্ধ কলার সংস্কার ও ক্রমবিকাশ—হইতে হইতে এমন একটা পূর্ণতা আসে, যেখানে আসিলে শুদ্ধ কলার সম্ভাবনা হয়। কলার বিকাশ হইলে কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃ থাকে—তাতেই যন্ত্র চলে—জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্ভবপর হয়।

I দেহাত্মবোধ অস্পষ্ট—অন্ন ও প্রাণ	৮৪ লক্ষ যোনি—কলার ক্রমবিকাশ ও জ্যোতির ক্রমবিকাশ। এই জ্যোতিঃ = আভাস—জ্যোতিঃ no. 1 ইহার মধ্যে কয়েকটি স্তর আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

II এখানে দেহাত্ম-বোধ স্পষ্ট। মন ঃ	মনুষ্যদেহে কলার দ্বিতীয় স্তরের বিকাশ। ইহার-ও একটি পূর্ণভাব হয়। এই জ্যোতিঃ= আভাস। জ্যোতি no. 2
III বিজ্ঞান	তারপর দীক্ষা—শুদ্ধকলার সঞ্চার। তখন দিব্যজোতির বিকাশ। ইহারও পূর্ণতা আছে। তাই ষট্চক্র ভেদ—দিব্যচক্ষু—জ্ঞাননেত্র উন্মীলন। তখন দেহাত্মক বোধ কাটে।
IV আনন্দ	তারপর আরও কলা, শ্রেষ্ঠতর জ্যোতিঃ মস্তকের চক্ষু উন্মোচন।
V তুরীয়	তারপর চারিদিক্কার চক্ষু—অনন্ত কলা—ব্যাপ্তি।
VI	নির্বাণ।

(৩)

কোন দেবতাই স্বভাবতঃ নিজের মণ্ডলের বাহিরে দেখিতে পান না। মণ্ডলকেও নিজ জ্যোতিরূপেই দেখেন। যে সব ভক্ত ঐ মণ্ডলে প্রবিষ্ট (সলোক) তাহাদিগকে জ্যোতিরূপে দেখেন। যারা একটু অধিক অগ্রসর, তাহাদিগকে রূপবান্ দেখেন (সরূপ)—তখন দেবতাও নিজরূপবোধে যুক্ত। তারপর নিজমধ্যে ভক্তকে দেখেন—ভক্তের উৎকর্ষে (সাযুজ্য)। তারপর নিজবোধমাত্র থাকে—দেবতা ও ভক্ত —দ্বৈত থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং দেবতার যে মন্ত্র প্রাপ্ত বা মণ্ডলান্তর্গত নহে—তাহাকে দেবতা দেখিতেই পান না। কারণ দেবতা তাকে দেখিলেই সে দেবতার জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় বলিয়া দেবতার লোকমধ্যে আসিয়া পড়ে। এইভাবে কোন দেবতাই বাহিরের কাহাকেও দেখেন না। তবে ঐ করুণাময় বাহ্যদৃষ্টি আছে বলিয়াই ত' যে বাহ্য, সে জ্যোতিঃ লাভ করিয়া দেবতার সালোক্য পায়। ওইটি করুণাদৃষ্টি—তারও limitation আছে। অপূর্ণ দেবতার পক্ষে বিশ্বব্যাপক করুণাদৃষ্টি সম্ভবে না। আপন ভাবানুসারে দৃষ্টি হইয়া থাকে।

এখানে একটি রহস্য আছে।

এই করুণাদৃষ্টির প্রসার ও অন্তর্ভেদশীলতা অনন্ত হইলেই তাহাকে 'বুদ্ধ' বলে। সান্ত হইলে 'বোধিসত্ত্ব' বা ঐ জাতীয়।

সাধারণতঃ ঐ করুণা স্বকীয় ভাব দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তাই মোটামুটি বলা যায়—দেবতা সকলকে দেখেন না।

কিন্তু সকলকে কে দেখেন ? তিনিই ধর্ম। তাঁহার দৃষ্টি সমান, ব্যাপক, সর্বত্র বর্তমান। তিনি কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। কিন্তু ঐ দৃষ্টিতে করুণা নাই। ইহাই justice—law. ইহা অখণ্ড। এই ধর্মই কর্মফল—নিক্তির ওজনে দান করেন। এখানে ভুল নাই, ত্রুটি নাই—ইহা অলঙ্ঘ্য। জীব এই দৃষ্টিতে ভীত হয়—সকলেই ভীত হয়। প্রতি নেত্রস্পন্দনের প্রতিক্রিয়া এই স্থানেই হইয়া থাকে—কিছুই বাদ যায় না। ধর্মই সাক্ষী—তিনি সব দেখেন। এই সমদৃষ্টির উপরই জগৎ চলিতেছে।

তবে যেখানে করুণাদৃষ্টি পড়ে (mercy—love), সেখানে এই এই সমদৃষ্টি কাজ করে না। ধর্ম সেখানে কাজ করে না। করুণাদৃষ্টি হইতেই জীবোদ্ধার হয়। জীব এই করুণাদৃষ্টির ভিতরে পড়িলে, আশ্রিত হইলে, করুণাময়ের সালোক্য লাভ করিলে, তাঁর দৃষ্টিপূত হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মরাজ্যের সীমার বাহিরে গমন করে। ধর্মরাজও তার পক্ষে করুণাময় হইয়া যায়। করুণার বাহিরে law কাজ করিতেছে। Law হইতে করুণা আপন আশ্রিত করিয়া নিতেছেন। জীব যতদিন অনাশ্রিত—ততদিনই সে অহঙ্কারী বা কর্তা সাজিয়া কর্ম করে। Lawর রাজ্য-মধ্যেই ইহা হয়। জীব তখন কর্তা—করাচ্ছে কে? ইহাই মায়া, প্রকৃতি, গুণ, Satan, সয়তান।

জীব যে এই সয়তানের রাজ্যে পড়িরা আছে ও তার প্রেরণায় কাজ করিতেছে, ইহার মূল ভগবানের নিগ্রহ।

ভগবান্ পূর্ণ

	অনুগ্রহ (ডান হাত)	নিগ্রহ (বাম হাত)	
ভগবান্ করুণাময় গুরু, কারয়িতা প্রদর্শক।	জীবকে কোলে টানিয়া নেন। শুদ্ধধামে অভি-নিবেশ—বৈরূপ্য—জ্ঞাম-অকর্তৃত্ব-শুদ্ধসাক্ষী। উপরে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে দেখেন তাঁকে। No কর্ম no ফল। লীলা দর্শন, আস্বাদন, আনন্দ।	জীবকে মায়াতে নির্বাসন দেন। | মায়াতে অভি-নিবেশ দেহাত্ম বোধ—কর্তৃত্ব-কর্ম করা ও তৎফল ভোগ করা-সুখ-দুঃখ।	ভগ = বিচারক (নিগ্রাহক) no. 1 ভগ = বিচারক no. 2 (সুখদুঃখদাতা) ভগ = সাক্ষী (কর্মদ্রষ্টা) ভগ = কারয়িতা (মায়া)

(১)

২৩।২।৩৮

৯ হতে ৯½ প্রাতঃকাল

মানুষের দেহ হতে radiation বাহির হচ্ছে। ইহা তাহার উপাদানের বিকিরণ। এই radiation-ই তার লোক। এই পূর্ণ circle-টিই তার পিণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিকিরণ ছায়াময়, আলোর আভা আছে মাত্র—রং, বেরঙ্গের ছটা আছে—কুয়াসার মত। অবশ্য প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন। বস্তুতঃ ইহাই তাহার রূপ, যাহা লোকে দেখে। বাস্তবিক ইহা = রূপ + রূপের বিকিরণ। এই বিকিরণকে রোধ করিলে সাধারণ লোকে ঐ রূপ দেখিতে পাইবে না। লোকের দৃষ্টির কিরণ এই বিকিরণের সঙ্গেই মিলিত হয়। রূপের কিরণ নিরুদ্ধ হইলে রূপ অদৃশ্য হইবে। কিন্তু রূপ থাকিবে। যে নিজের কিরণ রোধ করিবে, সে ঐ রূপ দেখিতে পাইবে—অন্যে নহে। সমভূমিতেই দর্শন হয়।

এই অবস্থাতেও রূপ থাকে—যদিও নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ের অভেদ ভাবে দর্শনীয়। পুনরায় ইন্দ্রিয়ক্ষোভের সময় তাহার স্মরণ হয়। যখন মানুষ ব্যবহার জগতে থাকে, কাজ করে, চিন্তা করে, দেখা শোনা করে,—তখন ঐ ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। সর্বদাই এরূপ হচ্ছে,—নিদ্রাতেও হচ্ছে।

কিন্তু যখন মানুষ দেবতার আরাধনা করে, তার পূর্বে ঐ বিকিরণ রুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আরাধনার সময় দেবতার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে —ক্রমশঃ বেশী বেশী। নিজে সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পায়—আরও বেশী হইলে যখন দেহকে জ্যোতির্ময় করিয়া ফেলে, তখন দিব্য দেহ হয়। বস্তুতঃ ঐ দিব্য দেহ কৃত্রিম। দেবতার দেহের সঙ্গে উহার তাদাত্ম্য সূচনা হয়। ইহার পরাবস্থাতেই জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় (পূর্ব সময়েও কিছু কিছু হয়)—তখন বাহিরের লোকেও জ্যোতিঃ দেখিতে পায়।

ইহার পরাবস্থায় জ্যোতির উপসংহার হয়। তখন ঐ দিব্যরূপ কেহ দেখিতে পায় না। মনুষ্য ত' নয়ই—দেবতাও নহে। কিন্তু রূপ থাকে। তবে দেবতা নিজের জ্যোতিঃ সংহার করিলে দেখিতে পাইবে—অভেদ রূপে দেখিবে। জ্যোতির বিকাশে তাহার স্মৃতি হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতারা চলা-ফেরা ব্যবহার চিন্তা প্রভৃতি কালে জ্যোতিঃ ছড়ান। জ্যোতিঃ সব সময়েই বিকীর্ণ হইতেছে। তবে যোগাবস্থায় জ্যোতির সংহার হয়। তখন দেবদর্শন হয় না। কারণ, যে দেবতার যে জ্যোতি, তার দ্বারাই তার দর্শন হয়।

তবে যে এক জন সংহৃতজ্যোতি দেবতা আর একজন তাদৃশ দেবতাকে দেখিতে পান, তাহা ভেদভাবে নহে—অভেদভাবে। এই অভেদ দর্শনই চরম দেবদর্শন। ইহা একপ্রকার সাকার আত্মদর্শন (দৈবিক)।

মনুষ্য ভূমিতেও ইহাই। আমরা যে মানুষকে দেখি—তাহার কিরণ (radiation) দ্বারাই তাহাকে দেখি। কিরণের উপসংহার করিলে তাই দেখা যায় না। তবে যে সে অবস্থাতেও মানুষ তাদৃশ উপসংহৃত কিরণ অন্য লোকে দেখিতে পায়, তাহা অভেদ ভাবে। পূর্ববৎ ইহাও সাকার আত্মদর্শন—তবে ভৌতিক।

এইপ্রকার আধ্যাত্মিক আত্মদর্শনও আছে। তাহা নিরাকার।

ইহার পরে পূর্ণ আত্মদর্শন।

এইরূপে জগতের সকল ভূত, সকল দেবতা ও সকল আত্মা—সর্বত্রই আপন আত্মার দর্শন হইতে পারে। আবার আপন আত্মায় জগতের সব ভৌতিক, দৈব ও আত্মিক সত্তা দর্শন হইতে পারে।

সর্বোপরি পূর্ণ আত্মদর্শন। সেখানে আপন-পর ভেদ, ভৌতিকাদি ত্রিবিধ স্তরে হইতেই পারে না।

(২)

২৩।১।৩৮

ঠিক ঠিক কলার স্বরূপ কেউ দেখতে পায় না। ঠিক বিন্দুও কেউ দেখে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দু = point. আমরা যেটাকে point মনে করি, যদি অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায়, তা হইলে দেখা যাইবে—তাহা নানা প্রকার রেখাময় একটি জটিল সত্তা মাত্র। তাহা রেখা—বিন্দু নহে। রেখা মানেই অপূর্ণ কলা।

অব্যক্ত বিন্দু = real point, যাহা দেশ কালের উপরে। যাহা অচল, স্থির, নির্বিকার, নিরবয়ব।

ব্যক্ত বিন্দু = ব্যাবহারিক point. ইহার extension আছে। ইহা motion যুক্ত অব্যক্ত বিন্দু মাত্র, সুতরাং রেখাত্মক।

ব্যঞ্জক বৃত্তের আবির্ভাব অব্যক্ত বিন্দুর সমবিকিরণ হইতে হয়। এই বিকিরণই ব্যঞ্জনা। অব্যক্ত বিন্দু বিকিরণ হইলেই বৃত্ত, ব্যাসার্ধ ও কেন্দ্র নির্মাণ করে। তাহাই ব্যক্ত বিন্দু। বিকিরণ কমবেশী হউক —তাহাতে ক্ষতি নাই। অব্যক্ত বিন্দুতে ঐ তিনটি অভেদাকার।

ব্যক্ত বিন্দু সাবয়ব।

এই ব্যক্ত বিন্দুর তিনটি অংশ ঃ

(ক) কেন্দ্র = আত্মা, শক্তি at rest.

(খ) বিকিরণ, রেখা, radius = দেবতা, শক্তি in action. ইহা সরল রেখা।

(গ) পরিধি = ভূত, শক্তি in arrested action. ইহা বক্ররেখা।

কেন্দ্রের সহিত radius-এর সম্বন্ধ = ঐ ধারা কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসিতেছে, চক্রনির্মাণ হইতেছে—আবার ভিতরে ঢুকিতেছে, চক্রসংহার হইতেছে। সরল মার্গে হইতেছে।

কেন্দ্রের সহিত পরিধির সম্বন্ধ =

পরিধি বক্ররেখা। পরিধি radius-এর মধ্য দিয়া কেন্দ্র সংস্পৃষ্ট, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, পরিধি-র বাহিরে যে আছে, সে বাহ্য। যেমন "ক"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে 'ক' পরিধিতে আসিবে। তারপর পরিধিতে সে পরিধির কোন component বিন্দুর সহিত স্থিত হইবে। ঐ বিন্দু হইতে কেন্দ্রের যোগী radius সরল রেখাই তাই তার পথ।

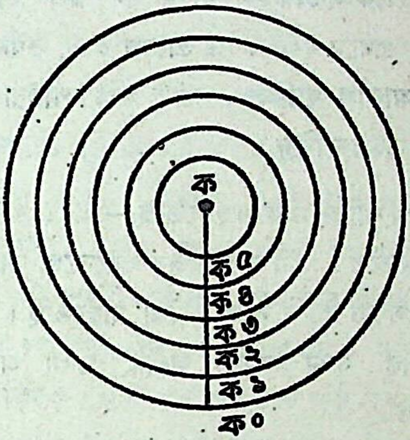

প্রথমে 'ক' প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেই অর্থাৎ এক আবর্তন পূর্ণ করিলেই ক১ রূপ life পাইবে। অর্থাৎ সে radius উর্দ্ধতর বিন্দুতে স্থিত হইবে। সেখানেও আবার প্রদক্ষিণ পূর্ণ করা। তবে ক২তে যাইবে।

এইভাবে সব স্তরে প্রদক্ষিণ পূর্ণ হইলে তবে centreএ স্থান পাইবে। centreএ তাহার স্থিতি। এই স্থিতিতে অনন্ত গতি মগ্ন আছে। সমস্ত চক্রের গতি উপসংহৃত হইয়া কেন্দ্রের ঐ স্থিতি পাওয়া গেল। তাই ঐ স্থিতিতে অনন্ত গতি অব্যক্ত।

অর্থাৎ সমস্ত outer পরিধিটিই ক০রূপ radius এর একটি বিন্দুর extension মাত্র। ঐ ক০তে তাই সমস্ত বাহ্য বৃত্ত involved. সৃষ্টির সময় ঐ বিন্দু হইতে সমস্ত পরিধির বিকাশ হয়—লয়ের সময় ঐ বিন্দুতে সংহার হয়। ঐ বিন্দু = শূন্যবিন্দু no. 1 বা আকাশ no. 1,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হইতে বাহ্যতম circle বা স্তরের বিকাশ হইয়াছে। এই ক°রূপ বিন্দু বা আকাশ ভেদ করিলে ক১রূপী আকাশে প্রবেশ হয়। ঐ আকাশেও একটি স্তর ভাসিতেছে, যাহা দ্বিতীয় স্তর রূপে গ্রাহ্য। প্রদক্ষিণ করিয়া ইহাকে সংহার করিয়া ঐ ক১ রূপ শূন্যে বা আকাশে আনিতে হইবে। প্রথমে যখন ক১এ প্রবেশ করে, তখন আকাশ স্তর ছিল—এখন শুধু আকাশ থাকিল। তাই lift পাইয়া ক২তে গেল। ইহা radius এর উর্দ্ধতর বিন্দু।

এইরূপে ক্রমশঃ শক্তির বিকাশ হইতেছে—radius ছোট হইতেছে, কেন্দ্র-ব্যবধান কমিতেছে। যে স্তর সংহৃত হইতেছে, তাহা শূন্য হইয়া যাইতেছে। তার সত্ত্বটি আমি সঙ্গে নিইয়া যাইতেছি। এই প্রকারে সমগ্র জগতের সত্ত্ব যখন আমার অধীন, তখন আমি কেন্দ্রে—সিংহাসনে-প্রতিষ্ঠিত।

জগৎ = গতিসন্তান। তার উপসংহার—ফলে স্থিতি পাওয়া যায়—যাহাতে গতি অব্যক্ত থাকে।

বিকাশের সময় স্থিতিকেন্দ্র সরলগতি রূপে, সরলগতি বক্রগতি রূপে প্রকাশিত হয়।

(১)

২৫।১।৩৮

১০½টা প্রাতঃকাল

শুদ্ধ সত্ত্বের জ্যোতিঃ ও মলিন-সত্ত্বের জ্যোতিঃ আলাদা। পূর্বজ্যোতিঃ ঘনীভূত। তাহাতে জগতের কোন জিনিষ দেখা যাইবে না। ঐ আলো যদি সম্মুখে ফোটে, তবে তাহাতে ঘর আলোকিত হইয়া গৃহস্থিত কোন বস্তু প্রকাশিত হইবে না। অন্য কেহ ঘরে থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দেখিতে পাইবে না। কারণ, ঐ জ্যোতিঃতে এ জগৎ লীন হয় না, তাই এ জগৎ উহাতে প্রকাশিতও হয় না।

মলিন সত্ত্বের জ্যোতিতে ঘরের জিনিষ প্রকাশিত হইবে। কারণ, ঐ জ্যোতিঃতে মর্ত্যলোকের সত্তা আছে—উহাতেই এই জগৎ লীন হইয়া থাকে, তাই উহা দ্বারা এ জগৎ প্রকাশিত হয়।

প্রথম জ্যোতিই দিব্যজ্যোতি দিব্যচক্ষু, উহা মর্ত্যলোককে জানিবার জন্য নহে। ঐ জ্যোতি খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইলে বুঝিতে হইবে—উহাতে দিব্যধাম মগ্ন আছে। ক্রমশঃ ঐ সব ধাম ফুটিয়া উঠে। ঐ জ্যোতি অনন্ত প্রকার। তবে সব জ্যোতির background এ শুদ্ধ প্রকাশ আছে। ঐ শুদ্ধ দিব্যজ্যোতি দেবভেদে বিভিন্ন—যে দেবতার জ্যোতি প্রকাশিত হয়, সেই লোকেই প্রবেশ হয়। তবে ব্যাপক সত্ত্বের জ্যোতি প্রকট থাকিলে এক দেবলোক হইতে অন্য দেবলোকে যাতায়াত চলে। Background এর প্রকাশের বলে সকল দেবলোকের বাহিরেও যাওয়া চলে। তখন ঐ প্রকাশের বলেই মর্ত্যলোকেরও সব দর্শনাদি চলিতে পারে। কারণ ঐ প্রকাশ অনাসক্ত বলিয়া আলো-আঁধার সর্বত্রই আছে।

(২)

যে দেবতাকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে দেখা যায়। যেমন নারায়ণ। তাঁহাকে ভক্তিসহ, মন্ত্র দ্বারা, একাগ্র হইয়া—মূর্তিতে চিন্তা করিলেই ঐ চিন্তার ফলে মূর্তি শুদ্ধ হয়, সংস্কৃত হয়; তখন ঐ মূর্তি নারায়ণের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—উহার দিকে নারায়ণের দৃষ্টি পড়ে। মূর্তি সজীব হয়—দৃষ্টি দ্বারা। ভক্তি-মন্ত্রাদির প্রভাবে নারায়ণ-চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়—তিনি ক্ষণিকের জন্য বাহিরে তাকান। তাকাইবা মাত্রই ঐ মূর্তি চোখে পড়ে—দৃষ্টি তাহাতে পড়ে। ঐ মূর্তি বস্তুতঃ মর্ত্যমূর্তির প্রতিবিম্ব মাত্র—ideal মূর্তি। উহা একপ্রকার মাটির মূর্তির লিঙ্গ (বা সূক্ষ্ম ?)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাতে দৃষ্টি পড়িলেই উহা সাত্ত্বিক হয়—উহাই মাটির মূর্তির অধিষ্ঠাতা। অভক্তি, অনাচার প্রভৃতিতে ঐ প্রতিবিম্ব থাকে না। বিম্বে ফিরিয়া আসে। তখন দৃষ্টিও আর থাকে না, তখন মাটি মাটিই। উহা আর দেবতা নহে। সন্নিধান নাই।

পরে ঐ সাত্ত্বিক বিগ্রহ হইতে পূজকে দৃষ্টি পড়ে। মনে মনে রূপ চিন্তা করিলেও ঐ রূপে নারায়ণের দৃষ্টি পড়ে।

নামচিন্তা করিলে ঐ নামে দৃষ্টি পড়ে—নাম চেতন হয়। মোট কথা—নারায়ণকে ভাবিলেই নারায়ণ দৃষ্টি ফেলিবেন—যে ভাবে তার উপর। কেননা, একটু অগ্রসর হইলেই ঐ দৃষ্টি হইতে মূর্তিতে নারায়ণ স্বয়ং আসিতে পারেন। আরও আগে নারায়ণ মূর্তি হইতে বাহির হইতে পারেন। আরও বেশী হইলে পূজকে তাঁহার প্রবেশ হয়।

পূজকে নারায়ণের প্রবেশ ও নারায়ণে পূজকের আবেশ—পার্থক্য কি ?

পূজকের দিব্যচক্ষু না থাকিলেও নারায়ণের দৃষ্টি মূর্তির প্রতিবিম্বে পড়ে, তাহা সত্য। পূজক দেখে না। দিব্যচক্ষু হইলে সাক্ষাৎ নারায়ণের প্রতিবিম্ব নামিয়া আসে— মূর্তির প্রতিবিম্বে দৃষ্টি ঐ প্রতিবিম্ব হইতেই হয়। বেশী হইলে সাকার নারায়ণও আসিতে পারে না।

ক = ভক্ত 'ক' নারায়ণকে পূজা করিতেছে বা ডাকিতেছে, কিন্তু দিব্যচক্ষু নাই বলিয়া দেখিতেছে না। 'ক' আরও উন্নত।	নারায়ণের দৃষ্টি তার মূর্তির প্রতিবিম্বে পড়িতেছে তা হইতে তাহাতেও পড়িতেছে। নারায়ণ ভক্তকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন না—প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬।১।৩৮

সব জিনিষেরই একটা আল্‌গা প্রতিবিম্ব আকাশে ভাসিতেছে। তাহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে পড়েনা। কারণ, তাহারা বস্তুকে শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। ঐ ক্ষেত্রে ঐ প্রতিবিম্ব বিম্বের সহিত একাত্মকভাবে থাকে। লোকে বস্তুতঃ ঐ প্রতিবিম্বই দেখে, কিন্তু বুঝে না।

যার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, সে ঐ প্রতিবিম্বকে পৃথক্ দেখিতে পায়। উহা বস্তু হইতে আল্‌গা দেখা যায়। উপরে বা কাছে বা খারাপ লোক হইলে নীচে দেখা যায়।

ব্রহ্মাদি কার আরাধনা করেন? তাঁহাদের সাধনা নাই—কারণ তাঁহারা সিদ্ধ। তাঁহারা যোগ করেন। তাঁহাদের ধ্যেয়=জ্যোতি। ইহা দিব্যজ্যোতি নহে, ব্রহ্মজ্যোতি। দিব্যজ্যোতি, ত' ব্রহ্মাদিরই নিজের—দিব্যজ্যোতি গুটাইয়া যায় যোগের সময়, ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ পায়। দিব্যজ্যোতি গুটাইলে তাঁহারা অদৃশ্য হন, ব্রহ্মে লীন হন।

মনুষ্য প্রথমে সাধনা করে—সিদ্ধির জন্য। তাই মনুষ্য সংযম করিলেই তার radiation গুটাইয়া যায়। একাগ্রতা। তখন সে জগৎ দেখে না, জগৎ তাকে দেখে না। সে কি দেখে? যে-দেবতার উপাসক তাঁরই জ্যোতি। তারপর ঐ দেবতার রূপ—তারপর সে স্বয়ং ঐ দেবতাময় হয়। দেবতাময় দুই অবস্থার—সিদ্ধ হইলে ক্রিয়ার সময় সাধক দেবতাতে থাকেন, অন্য সময় দেবতা সাধকে থাকেন। ক্রিয়া-অবস্থায় সাধক দেবতায় থাকেন। তখন ঐ দেবতা যোগে বসেন—অর্থাৎ সাধক তখন যোগী হন—তখন ঐ জ্যোতি গুটাইয়া যায়; ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ পায়। মহাযোগ=ব্রহ্মজ্যোতির তিরোভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭।১।৩৮

ক্রিয়া ও উপরম উভয়ই আবশ্যক। ক্রিয়া করিতে করিতে তেজ সংগ্রহ হইয়া থাকে। যাহার তেজ যত অধিক হয়, একাগ্রতা তাহার তত সহজ। ক্রিয়া করিয়া চুপ করিয়া বসিলেই স্থিরতা আসিবে। কারণ, ঐ তেজোরাশি ঘনীভূত হইয়া এক হয়—তখন উপরে উঠিতে থাকে। তাই একাগ্রতা আসে। যার তেজ বেশী নাই, সে চুপ করিয়া বসিলেই একাগ্র হইতে পারে না। খালি চুপ করিয়া থাকিলেই একাগ্রতা হয় না। তবে যার ব্রহ্মচর্য ভাল, বিন্দু ক্ষয় হয় নাই, যার উপাদান অধিক ও শুদ্ধ, তার একাগ্রতা সহজ। তত বেশী ক্রিয়া দরকার হয় না। ক্রিয়ার দুইটি ব্যাপার ঃ

(ক) শুদ্ধ (ব্রহ্মবর্চ্চস ?) তেজ আকর্ষণ করা ;

(খ) অশুদ্ধ তেজকে শোধন করা।

যার ব্রহ্মচর্য ভাল আছে, তার তেজ আছে—তাকে শোধন করাই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে (শুদ্ধ) তেজ আকর্ষণ করাই ক্রিয়ার লক্ষ্য। দেহে সাত্ত্বিক তেজ কম হইলে একদিকে যেমন চঞ্চলতা হয়, অপরদিকে তেমনই লয়, তন্দ্রাদি হয়। জাগিয়া থাকিতে পারে না। অজ্ঞান আক্রমণ করে।

স্থূলে যে ভাব হয় তাহাই সূক্ষ্মে যায়—স্থূলে হইলে তবে সূক্ষ্মে যায়। আবার সূক্ষ্মে ভাব হইলে ঐ ভাব স্থূলে আসে। স্থূলে হইলে তাহা সূক্ষ্মে হইবেই ; সূক্ষ্মে হইলে স্থূলে হইবেই। প্রথমে সূক্ষ্মে কেন হয় বা স্থূলেই বা কেন হয়—তাহা বলা কঠিন। মূলে সেই পূর্ণ হইতেই প্রেরণা আসে। প্রথমে সূক্ষ্মে আসিলে তাহা কৃপা বলা হয়—তার ফলে স্থূলে পুরুষকার ফোটে। প্রথমে স্থূলে আসিলে তাহাকে পুরুষকার বলি, ফলে সূক্ষ্মে কৃপা ফোটে। পূর্ণে কিন্তু কৃপা=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষকার, একই। আসে স্বাতন্ত্র্যভাবে। আর এক কথা। যেখানেই প্রথমে আসুক, প্রধানতঃ আসে,—বস্তুতঃ সমকালে উভয়স্থানেই আসে। কারও সূক্ষ্মে উহার প্রাধান্য হয়, কারও স্থূলে হয়। যার যেটা বেশী তৈয়ার থাকে, সেটাতেই ধরা পড়ে।

একটা পাথর, তারও ভিতর একটা তেজোময় জিনিষ আছে—যাকে লিঙ্গ বলে। উহা অগ্নিজাতীয় জিনিষ। জড় পদার্থমাত্রেই উহা আছে। চেতন পদার্থের উহা স্বজাতীয় জিনিষ = কলা।

মূল সূর্য। সূর্যেরই অগ্নিঅংশ থাকে জড়ে—সোমাংশ (কলা) থাকে চেতনে।

এই পাথরের ভিতরে ঐ তেজোময় সত্তাই পাথরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। উহারি পিছনে পাথরের প্রকৃত সত্তা যাহা হইতে ঐ তেজ নির্গত হইয়াছে—হইতেছে, উহাই সূক্ষ্ম সত্তা। উহারও পিছনে যাহা তাহাই প্রকৃত পাথর। ঐ তেজোময় সত্তা আকর্ষণ করিলেই পাথর অব্যক্ত হইয়া যাইবে—লীন হইবে। ঐ তেজোময় সত্তা আমার লিঙ্গ সত্তাতে থাকিবে। মিশিয়া অথচ না মিশিয়া থাকিবে। ছাড়িয়া দিলেই বাহির হইবে—আবার পাথর নির্মাণ হইবে। আমার লিঙ্গের ব্যাপকতম যে বিরাট্ লিঙ্গ আছে, তাহাতে ঐ তেজোময় সত্তা এখন গৃহীত হইবে না। যদি পাথরটা স্বাভাবিক ক্রমে ধ্বংসের পথে যাইত, তবে ঐ ব্যাপক লিঙ্গে ঐ তেজ ফিরিয়া যাইত। আমি টানিয়াছি বলিয়া ঐ তেজ এখন আমার লিঙ্গে আসিল। তাই আবার ইহা ফেরত দিতে হয়। হজম করার উপায় নাই। পাথরের স্থূলসত্তাও ব্যাপকতম স্থূলসত্তাতে গেল না—উহাও আমার স্থূল সত্তাতে আল্‌গা ভাবেই থাকিল।

এইজন্যই interference করা ভাল নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকালে কিছু হয় না—করিলেও তাহা স্থায়ী হয় না। পূর্বোক্ত বিনাশে লিঙ্গ ও স্থূলের বিয়োগমাত্র হইল। ইহার পরে বিনাশ নাই। ইহার উপরে তিরোধান আছে। তাহা হইলে পাথরের সূক্ষ্মসত্তা মধ্যে লিঙ্গ লীন হইয়া যাইবে। তখন লিঙ্গসত্তা বাহিরে থাকিবে না। যথাসময়ে পাথরের বিনাশ হইলে উহা হয়, নতুবা কৃত্রিম উপায়ে উহা হয় না। করিলে থাকে না। কৃত্রিম বিনাশ দুই প্রকার—

(ক) নিজের লিঙ্গে পাথর-লিঙ্গের আকর্ষণ—সঙ্গে নিজের স্থূলে উহার স্থূল। এই সময় পাথর সূক্ষ্ম নির্বিষয়ভাবে পাথরলিঙ্গের পিছনে আছে।

(খ) নিজের সূক্ষ্মে পাথরের সূক্ষ্মকে টানা। ঐ ভাবে টানিলে পাথরের সূক্ষ্ম নিজের তেজকে প্রত্যাহার করিয়া আমার সূক্ষ্মে ঢুকিবে—ঐ ক্ষেত্রে পাথরতেজ আমার লিঙ্গে মিশিবে না। তবে উহার স্থূল আমার স্থূলে আসিবে। তবে এই অবস্থার পরে পাথরকে পুনঃ সৃষ্টি করা একটু কঠিন।

২৭।১।৩৮

মানুষে যে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা দিব্যচক্ষু ও ব্রহ্মচক্ষু দ্বারা দেখিলেই বুঝা যাইবে—ঐ লোকের কুণ্ডলিনী জাগরণ, জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে কিনা। সাধারণতঃ দিব্যচক্ষুর সম্মুখে ঐ শব্দ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

উহার যেটা মর্ত্ত্য, লৌকিক অংশ, সেটা কুয়াশার মতন দেখা যায়। যদি কুণ্ডলিনী জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কুয়াসার মধ্যে কিছু কিছু শুদ্ধ জ্যোতির আভা দেখা যায়। যদি তীব্র intellect প্রভৃতির বিকাশ থাকে, কামাদি ভাব থাকে, সব দেখা যায়—অশুদ্ধ জ্যোতির রং প্রভৃতি দ্বারা, গতি দ্বারা। উচ্চারণকারীর জ্ঞান চক্ষু খুলিলে ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ মধ্যে কুয়াসা মোটেই থাকিবে না। উহা বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে দৃশ্য-মান হইবে। ইহাই দেবতা। দিব্য জ্যোতি। ব্রহ্মজ্ঞানীর শব্দে দিব্য-জ্যোতি দেখা যায় না—ব্রহ্মপ্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু দিব্যচক্ষু দ্বারা উহা দেখা যায় না। ব্রহ্মচক্ষু দ্বারা উহা দেখা যায়। ব্রহ্মপ্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মপ্রকাশ ধরা চলে।

দিব্যজ্যোতিপ্রাপ্তের শব্দ ধরিয়া রাখিয়া যদি উহা হইতে নিজের মন সরাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ শব্দই দেবতারূপে ধরা পড়ে। অর্থাৎ দিব্যজ্যোতিপ্রাপ্ত যে শব্দ বলে, তাহা = দিব্যজ্যোতি মাত্র। কিন্তু প্রস্থত হইয়া সাধারণেব কাছে শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। বক্তা ঐ শব্দ বলে না—মনে হয় উচ্চারণ করিতেছে। বস্তুতঃ মুখ নড়িতেছে মাত্র—ঐ শব্দজ্যোতি প্রস্থত হইতেছে। শ্রোতা অদিব্য বলিয়া শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে পাইতেছে মাত্র। অর্থাৎ ঐ জ্যোতি আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিবার সময় রাস্তার ময়লা ও আমার ময়লা দ্বারা স্থূলভাবে আসে। শিষ্য বা শ্রোতা ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ময়লা দুইটি সরাইলেই ঐ শব্দ আবার জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয়। এই দুইটি ময়লা—রাস্তার ও দেহের—পাঁচভূত ও মন। এই শোধনই ভূত ও চিত্তশুদ্ধি বা ষট্চক্র ভেদ। তখন জ্যোতি আকারে = পশ্যন্তীরূপে প্রাপ্তি হয়। ঐ দিব্যজ্যোতিকে কেহ নাশ করিতে পারে না।

দিব্য জ্যোতিরূপ শব্দ কোন পথে ঢোকে? শ্রোতা যদি অজ্ঞান বা অভূতকুণ্ডলিনী বা বোধ হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চারী হয়, তবে ইন্দ্রিয় পথে। যদি জ্ঞানচক্ষু খোলা থাকে, তবে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা। ইহার দুইটি অবস্থা। যদি ব্যুত্থিত অবস্থায় থাকে, তবে বেশীটা জ্ঞাননেত্রের দ্বারা, বাকিটা ইন্দ্রিয় দ্বারা। যদি দেহ হইতে বিযুক্ত থাকে, তবে সবটা মস্তকের চক্ষু দ্বারা। যদি দেহে থাকিয়া দেহানাসক্ত থাকে তবে সবটা জ্ঞাননেত্র দ্বারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্যোতিরূপ শব্দ সাধারণ লোক শুনিলে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবে। দিব্য চক্ষুষ্মান শুনিলে দিব্যনেত্রে গ্রহণ করিবে সবটা বা অনেকটা, (বাকী ইন্দ্রিয় দ্বারা) according to স্থিতি (ব্যুত্থান etc) বা মস্তকের নেত্র দ্বারা if this has been dissociated from the body.

(১)

৩০।১।৩৮

(In motor car on way back from Jhalda to Burdwan)

(4-6 p. m.)

যন্ত্র চলিলেই শব্দ হয়—তাহাই নাদ। যন্ত্র = চক্র। যন্ত্র চলে অগ্নি, জল ও বায়ুর জোরে। বস্তুতঃ অগ্নি ও জল মিলিলে যে বাষ্প হয়, তাহাই বায়ু। বায়ুর বৈষম্যাবস্থাতেই অগ্নি ও জল পাওয়া যায়।

(২)

স্তরগুলি এই ভাবে পাওয়া যাইতেছে :—

শব্দবিশেষ—বীজ

|

জ্যোতির্বিশেষ

|

রূপ

|

শক্তি

|

সত্তা

|

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধশব্দ বা প্রণব

|

জ্যোতি

|

ব্যাপক প্রকাশ

সর্বত্রই প্রথমে ভেদ দর্শন হয়। পরে ভেদাভেদ হইয়া অভেদ দর্শন হয়। তাহার পর অভেদও থাকে না—আর এক স্তরের আবির্ভাব হয়। সর্বত্রই এই রূপ।

চক্র চলিতে চলিতে প্রথমে শব্দ বা নাদ শুনিতে পায়। যে দীক্ষিত, সে প্রণবাশ্রিত বীজের ধ্বনি শোনে। (যে অদীক্ষিত অথচ কর্মী, তাহার চক্র চলিলে স্বীয় সংস্কারাশ্রিত প্রণবের ধ্বনি পায়।) ইহা পৃথক্ ভাবেই শোনে,—মন দিয়া শোনে। শুনিতে শুনিতে যতই তন্ময়তা আসে, ততই শব্দের সহিত একীভাব হয়—নিজেকে শব্দাত্মক বলিয়া বোধ হয়। আলাদা শব্দ শুনিতেছি, তাহা নহে—আমি নিজেই যেন স্বপ্রকাশ শব্দস্বরূপ, এইরূপ বোধ হয়। ইহাই শব্দের অভেদ জ্ঞান। ইহার পর আর শব্দ শোনা যায় না—কারণ শব্দের পূর্ণতা সমাধান বা সমাপ্তি হইয়া গেল। সাধারণতঃ সবিকল্প সমাধি ইহাই! ইহার পরে আর শব্দ নাই। তাহাই নির্বিকল্পক।

তখন জ্যোতি দর্শন হয়। জ্যোতিদর্শনও প্রথমে ভিন্নভাবে হয়। পরে ধীরে ধীরে অভিন্নভাবে হয়। তখন আমিই স্বয়ং জ্যোতি এইরূপ বোধ হয়। এই জ্যোতি দিব্যজ্যোতি। বীজপ্রতিপাদ্য দেবতার অঙ্গপ্রভা। ব্রহ্মজ্যোতিরই একটা বিশিষ্ট প্রকারভেদ—back-ground এ ব্রহ্মজ্যোতি থাকেই। তবে ইষ্ট আকার ও প্রকারে। তাই জ্যোতি দর্শনেরও তিনটা স্তর। জ্যোতির ভেদ, ভেদাভেদ ও অভেদ দর্শন। আমিই জ্যোতি—ইহাতেই সমাধি। তারপর আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতি নাই। তখন রূপ দর্শন—যাহা হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার দর্শন। ইহা কলাময় দেবস্বরূপ—যাহা হইতে নিরন্তর জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে আমিই ঐ দেবরূপ, এরূপ বোধ হয়। অবশ্য রূপের দর্শনও প্রথমে ভিন্নভাবে, পরে ভিন্নাভিন্নভাবে, তারপর অভিন্নভাবে হয়। রূপের অভেদ দর্শন হইলে অর্থাৎ আমিই দেবতারূপ—নিজের রূপই দেবরূপ,—এরূপ দর্শন হইলে পরে আর রূপ দর্শন হয় না। তারপর অরূপভূমিতে প্রবেশ—ইহাই শক্তির সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ঐ রূপ যে শক্তির বাহ্য প্রকাশ তাহারই সাক্ষাৎকার। এই শক্তি সাক্ষাৎকারেও ভেদ, ভেদাভেদ, অন্তে অভেদ আছে। তখন আমিই ঐ শক্তি এরূপ বোধ হয়। তারপর শক্তি অতিক্রান্ত হয়—সাধক অন্তর্লীন হয়, শক্তিরূপে আর নিজেকে বুঝা যায় না। তখন সত্তা সাক্ষাৎকার হয়। যে সত্তার বাহ্যস্ফুরণই শক্তি—সেই সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। ইহাও ভিন্নভাবে ও ভিন্নাভিন্ন ভাবে হইয়া পরে অভিন্নভাবে হইয়া থাকে। তখন নিজেকে ঐ সত্তাস্বরূপ বলিয়া বুঝা যায়। তারপর ঐ বিশিষ্ট সত্তাও থাকে না। এই সময়েই বিশুদ্ধ প্রণব পাওয়া যায়। ইহার অভেদ স্তরে নিজেকে প্রণবতনু বোধ হয়। তখন শুদ্ধ ব্রহ্মজ্যোতির অনুভব হয়। এখানেও তিন প্রকার বিকল্প আছে। চরমে নিজেকেই ঐ ব্রহ্মজ্যোতিরূপে বোধ হয়। ব্রহ্মজ্যোতিও অতিক্রান্ত হয়। তখন একমাত্র অখণ্ড প্রকাশ থাকে—উহাই আমি। ইহা পূর্ণাহন্তারূপ মহাবিমর্শের অবিনাভূত মহাপ্রকাশ। ইহার অতিক্রম হয় না, হইতে পারে না। ইহাই পূর্ণত্ব।

যাঁহারা রূপকে না ফুটাইয়া একেবারে পূর্ণত্বে প্রস্থান করেন—তাঁহারা কেন্দ্রহীন বৃত্তের ন্যায় ছড়াইয়া যান। রূপ ফুটিয়া গেলে কেন্দ্র হইতে বিকিরণ হইয়া বৃত্ত হয় বা ব্যাপ্তি হয়। তবে বৃত্ত থাকিলেই কেন্দ্র থাকিবে। কিন্তু কেন্দ্র ফোটে নাই বলিয়া তাহা চিরতরে অব্যক্ত থাকিয়া যায়। উভয়ের স্থিতিতে কিছু পার্থক্য অছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১)

১।২।৩৮

নিকুঞ্জে যখন রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়, তখন তাহা কেহ দেখিতে পায় না। সাক্ষী বা সখী সেখানে থাকে না। সেইপ্রকার কি প্রকারে মিলন ভঙ্গ হয় তাহাও কেহ দেখে না। অর্থাৎ যুগল তত্ত্ব মূলে একই—শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ একই। তথাপি কিভাবে এক দুই হইল—দুই না হইয়াও দুইয়ের মতন হইল—তাহা কেহ জানিতে পারে না। ইহার পর লীলা—তাহার দ্রষ্টা আছে, যোজক আছে। তাহাই সখী। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া গেলে সখী আলাদা থাকে না—সেও এক হইয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ আলাদা হইলেই সখীও জাগে।

(২)

বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া রেখা হয়। এই রেখা হইতেই বর্ণমালার বিকাশ। এই রেখা=জ্যোতির সূক্ষ্মতম রেখা, যাহা বিন্দু হইতে বাহির হয় ক্রিয়া বা গতিরূপে, অথবা বিন্দুই রেখা হইয়া সঞ্চালিত হয়। এই বিন্দু =নিষ্ক্রিয় শক্তি। রেখা সক্রিয় শক্তি, যাহা সাকার। রেখা অঙ্কন শেষ হইয়া গেলেই বিন্দু শূন্য হইয়া যায়—কারণ তাহার সত্ত্ব বা সার উঠিয়া যায়, উঠিয়া যায়—মানে রেখাকারে পরিণত হয়। সত্ত্ব ফুরাইলে আর রেখা হয় না। তখনই মাতৃকা সমাপ্ত হয়—শেষ হয়। তখন ঐ বর্ণমালা জ্যোতি অখণ্ডরূপে একস্থানে প্রকাশমান হয়।

৪।২।৩৮

মূলে একবিন্দু, তাহা হইতে দুই বিন্দু, তাহা হইতে তিন বিন্দু।

(১) .

(২) :

(৩) ⁝

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ ঃ (১), (২), (৩)—সবই নিত্য। অভিব্যক্তির ব্যাপারই মুখ্য।

এই তিন বিন্দুর প্রথমটি কেন্দ্র বা আত্মা; দ্বিতীয়টি বিকিরণ বা radius বা দেবতা বা শক্তি; তৃতীয়টি পরিধি বা ভূত। ২ ও ৩ উভয়ই ক্রিয়াশীল। তবে ২ এর ক্রিয়া সরলগতি। ৩ এর ক্রিয়া চক্রাকার গতি। দ্বিতীয়ের গতিই তৃতীয়ের গতিরূপে পরিণত হয়। এই তিনটি বিন্দু প্রথমে এক planeএ একত্র সাযুজ্যাবস্থায় এক হইয়া ছিল। পরে এই বিভাগ হয়। তখন plane তিনটি আলাদা হয়, অথচ নিত্যযুক্ত। তন্মধ্যে প্রথম বিন্দু কার্যবিন্দুরূপে বিন্দুই থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় বিন্দুটি সরল রেখা হয়। তৃতীয় বিন্দুটি চক্রাকার রেখা হয়। অর্থাৎ ক্ষোভের পর।

প্রথম বিন্দু, যাহা অক্ষোভ্য তাহা = কার্যবিন্দু। ইহা কারণবিন্দু ও মহাকারণের সহিত একাত্মক।

দ্বিতীয় বিন্দু = ইহা সরলরেখাকার। প্রথম বিন্দুই এই আকার প্রাপ্ত হয়। ইহাকে জ্যোতি বা করণ বা দেবতা বা লিঙ্গ বলে।

তৃতীয় বিন্দু = দ্বিতীয় বিন্দু বা সরল রেখাই বক্র হইয়া তৃতীয় বিন্দু বা চক্র-রূপে পরিণত হয়। সাক্ষাদ্ ভাবে সে বিন্দু বক্ররেখা হয় না।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছে—

প্রথম বিন্দু হইতে দুই প্রকার স্ফুরণ হয়—(১) নিজের বহুভাব, multiplication, বহু সমান বিন্দুর সৃষ্টি ও (২) দ্বিতীয় বিন্দুর আবির্ভাব। দ্বিতীয় বিন্দু হইতেও দুই প্রকার স্ফুরণ হয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) সরলরেখার প্রবৃত্তি। ইহাই জ্যোতির বিকিরণ ও জ্যোতির নিরোধ।

(২) তৃতীয় বিন্দুর আবির্ভাব। তৃতীয় বিন্দু হইতেও দুই প্রকার স্ফুরণ হয়—(১) দক্ষিণাবর্ত বা বামাবর্তরূপে বক্ররেখার আবির্ভাব। (২) অন্ধকারের আবির্ভাব।

সুতরাং আমি পাইতেছি—

(ক) নিরন্তর বহুরূপে, অনন্ত বিন্দুরূপে উৎসরণশীল এক-বিন্দু—one point becoming many.

(খ) নিরন্তর সরলরেখার ক্রিয়া—উর্ধ্ব ও অধঃ বা অন্তঃ বা বহিঃ

(গ) নিরন্তর আবর্তন বা ভ্রম—বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত।

(ঘ) বাহিরে অনন্ত অন্ধকার।

আরও রহস্যের কথা।

ঐ যে প্রথম বিন্দুর স্পন্দন বা self-multiplication বলিলাম, ইহা হইতেই দ্বিতীয় বিন্দুর আবির্ভাব। সুতরাং প্রথম বিন্দুর দ্বিতীয় স্ফুরণ বস্তুতঃ একই। তবে একটা কথা আছে। এই self-multiplication খদ্যোতের মতন। তাই এ ব্যাপারটি—একবার বহু বিন্দু হওয়া, আবার ঐ বহু বিন্দু এক হইয়া যাওয়া। তদ্রূপ দ্বিতীয় স্তরেও। দুইটি বিন্দুর যোগই smallest সরল রেখা। এখানে নিরন্তর বহু সরলরেখা হইতেছে (প্রবৃত্তি), আবার বহু সরলরেখা মিটিয়া এক সরল রেখা হইতেছে(নিবৃত্তি)। এই বহু সরলরেখা এক লক্ষ্য হইলে সরলরেখাই থাকে—একই সরল রেখা। লক্ষ্য ভিন্ন হইলে বক্র আবর্ত রেখা হইয়া যায়। ইহাই তৃতীয় স্তরের আবির্ভাব।

তৃতীয় স্তরেও তিন বিন্দুর যোগই smallest arc. ইহা বহু হইতেছে, আবার ভাঙিয়া arc হইতেছে। এই সকল arcই ভাঙে, straight line হয়। সকল straight lineই [মহাপ্রলয়]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুটাইয়া স্পন্দনশীল বিন্দু হয়। ঐ কার্যবিন্দুই কারণবিন্দু হয়। উহা মহাকারণ হয়। তাই তিনপ্রকার ক্রিয়া—

স্পন্দন (a)। সরলগতি (b), ইহাই সুষুম্না। সরল শ্বাস। বক্রগতি (c), ইহাই ইড়া-পিঙ্গলা। বক্রশ্বাস।

৭।২।৩৮

অব্যক্ত (প্রকাশ)—সর্বত্র এই দেখে—দ্রষ্টা। এখন সে কিছু দেখিতেছে না। No দর্শন।

জ্যোতি (= স্বপ্রকাশ)—দ্রষ্টা নিজেকে দেখিতেছে—শুদ্ধ দর্শন এবং অভেদবোধ।

জ্যোতি ও তাহাতে বীজ (কারণ)—দ্রষ্টা নিজেকে দেখিতেছে—অশুদ্ধ দর্শন, কিন্তু অভেদবোধ।

জ্যোতি ও তাহাতে অঙ্কুর (সূক্ষ্ম)—দ্রষ্টা নিজেকে দেখিতেছে—অশুদ্ধ দর্শন, কিন্তু অভেদবোধ।

জ্যোতি ও তাহাতে বৃক্ষ (স্থূল)—দ্রষ্টা নিজেকে দেখিতেছে—অশুদ্ধ দর্শন, কিন্তু অভেদবোধ।

অব্যক্ত (=প্রকাশ) সর্বত্র এই দেখে—দ্রষ্টা। এখন সে কিন্তু দেখিতেছে না। No দর্শন।

শুদ্ধ জ্যোতি (= স্বপ্রকাশ)

দ্রষ্টা নিজেকে (বস্তুতঃ নিজেকে নহে, শুদ্ধসত্ত্বকে) দেখিতেছে শুদ্ধদর্শন অভেদবোধ	দ্রষ্টা ভগবানকে (বস্তুতঃ ভগবানকে নহে. তাঁহার উপাধি শুদ্ধসত্ত্বকে) দেখিতেছে-শুদ্ধ দর্শন ভেদবোধ
|	|
বীজাণুবিদ্ধ জ্যোতি (কারণ)	বীজাণুবিদ্ধ জ্যোতি (কারণ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্কুরানুবিদ্ধ জ্যোতি (সূক্ষ্ম)
বৃক্ষানুবিদ্ধ জ্যোতি (স্থূল)

[প্রপঞ্চ = জ্যোতিতে জগৎ দর্শন। জ্যোতি দর্শন হয় না। যখন হয় তখনই জ্ঞানের সূচনা। পরে জ্যোতিতে জগতের লয় হয়। তাহাই শুদ্ধজ্ঞান। ইহার পর—শুদ্ধ-জ্যোতির পর অব্যক্ত। অব্যক্তই আনন্দ। ইহার প্রকাশই চিৎজ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতি। ঐ আনন্দ লীলাহীন শান্ত আনন্দ।]

অঙ্কুরানুবিদ্ধ জ্যোতি (সূক্ষ্ম)
বৃক্ষানুবিদ্ধ জ্যোতি (স্থূল)

[প্রপঞ্চ = জ্যোতিতে জগৎ দর্শন। জ্যোতিদর্শন হয় না। যখন হয় তখনই জ্ঞানের সূচনা। পরে জ্যোতিতে জগৎ ঢাকিয়া যায়। তাহাই শুদ্ধ জ্ঞান। ইহার পর—শুদ্ধ জ্যোতির পর ভক্তি রাজ্য। সুতরাং ভগবদ্—ধাম অব্যক্ত মধ্যস্থ। ইহা ব্রহ্মজ্যোতির পর। এই ধামই আনন্দ—লীলানন্দ।]

৮।২।৩৮

আমার স্থূল দেহ তিনটি—

(১) একটি প্রসিদ্ধ, যাহা ক্ষিপ্রপরিণামী—জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত থাকে। = ক

(২) ইহার পিছনে একটি আছে যাহা ধীরপরিণামী—যাহা গর্ভ-সঞ্চার হইতে মরণ পর্যন্ত একই প্রায় থাকে। = খ

(৩) 'খ'র পিছনে একটি আছে, যাহা $খ^{১}$, $খ^{২}$, $খ^{৩}$ প্রভৃতি আগের যাবতীয় ধীরপরিণামী স্থূলদেহের মূলে আছে। তাহাই মূল স্থূলদেহ। = গ

ইহাই নানাজীব হিসাবে আমার মূল স্থূলদেহ।

(৪) ইহার পিছনে যে স্থূলদেহ আছে, তাহাই চরম—অতিমূল স্থূলদেহ। তাহা একজীব আমার স্থূলদেহ। সুতরাং তাহাই সকল জীবের মূল স্থূলদেহ। এটা ছাড়ালেই প্রকৃত দেহাভিমান কাটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ক' নামক দেহের অভিমান কাটিলেও 'খ' 'গ' 'ঘ'তে অভিমান থাকে। প্রথম প্রথম সবগুলির অভিমান কাটিতে হইবে।

এই সব দেহকে দেখাও একজাতীয় আত্মদর্শন।

(b)

৮।২।৩৮

'খ'র পরিনাম গ। (সর্বজীবের মূল common স্থূলদেহ।)

খ = এক

গ গ গ গ গ etc (আলাদা আলাদা জীবের মূল স্থূলদেহ)
= খ১ = খ২ = খ৩ = খ৪ = খ৫ etc.

খ খ খ খ খ
= গ১ = গ২ = গ৩ = গ৪ = গ৫ (প্রতি জীবের ভিন্ন ভিন্ন জন্মের common স্থূলদেহ বা আকাশীয় দেহ।)

ক ক ক ক ক (কোন একটি জীবের কোন এক জন্মের প্রতিক্ষণে
= খ১ = খ২ = খ৩ = খ৪ = খ৫ পরিবর্তনশীল স্থূলদেহ।)

'ক'র প্রতিক্ষণে পরিণাম হইতেছে—তাহা আমরা দেখিতে পাই না। দেখি না বলিয়াই আমরা গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্যন্ত 'ক' কে একই দেহ বলিয়া ব্যবহারক্ষেত্রে ধরি। এই সমস্ত সময়টা (গর্ভ হইতে মরণ) 'খ' নামক দেহের—একটি ক্ষণ—একটি উন্মেষবিশেষ; অর্থাৎ 'খ'র একটি উন্মেষ 'ক'র গর্ভপ্রবেশ ও 'খ'র নিমেষ 'ক'র মৃত্যু। এই 'খ'র এক উন্মেষ-নিমেষে ক'র সমগ্র জীবনলীলা।

এক হিসেবে 'খ'রও আদি ও অন্ত আছে। বস্তুতঃ 'খ'র আদি ও অন্ত 'গ'র একটি উন্মেষ-নিমেষ মাত্র। অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে যে আমি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই আমার একটি উন্মেষ-নিমেষ ক্ষণই আমার ধীরপরিণামী একটি জীবন। তাহার একটি ক্ষণই আমার বর্তমান ক্ষিপ্রপরিণামী জীবন।

(৩)

৮।২।৩৮

সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় ভেদে তিন প্রকার। অন্নময় কোষ হইতে সূক্ষ্ম স্তরে যাওয়ার রাস্তা সুষুম্না—ইহা প্রাণময়ে যাওয়ার রাস্তা।

মনোময়ে	যাওয়ার রাস্তা	বজ্রা।
বিজ্ঞানময়ে	,, ,,	চিত্রা।
আনন্দময়ে	,, ,,	ব্রহ্মনাড়ী, দিব্যচক্ষু।
একেবারে বাহিরে,,	,,	ব্রহ্মরন্ধ্র।

প্রাণময়ে যাওয়ার রাস্তা সুষুম্নার ঘাট মূলাধার হইতে মণিপুর।
মনোময়ের রাস্তা বজ্রার ঘাট অনাহত।
বিজ্ঞানময়ের রাস্তা চিত্রার ঘাট আজ্ঞা।
আনন্দময়ের রাস্তা ব্রহ্মনাড়ীর ঘাট ব্রহ্মরন্ধ্র।
(=শক্তিরূপা)

তারপর অকূল। আনন্দময়ের বাহিরে যাওয়া যায় না। তবে উহা অভিভূত হইলে ব্যাপ্তি হয়। তাহাই ব্রহ্ম—অন্তর্লীন শিব। শুদ্ধচৈতন্য।

৮।২।৩৮

(১)

প্রকৃতি	—	কারণদেহ
প্রকৃতি-বিকৃতি	—	লিঙ্গদেহ
বিকৃতি	—	স্থূলদেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গম ও রচনা—এই দুইটি ব্যাপার প্রকৃতিতে আছে। প্রকৃতির নির্গম হইতে লিঙ্গের আবির্ভাব এবং রচনা হইতে কারণদেহ তৈয়ার হয়। প্রকৃতি-বিকৃতির নির্গম হইতে স্থূলতত্ত্ব বা পঞ্চভূতের আবির্ভাব এবং রচনা হইতে লিঙ্গদেহ নির্মিত হয়। পঞ্চভূতের রচনা হইতে স্থূলদেহ হয়—ইহার নির্গম নাই। কারণ, ইহা প্রকৃতি নহে।

প্রকৃতি = তিনগুণ। রচনাও বৈষম্য, নির্গমও বৈষম্য। রচনাতে সত্ত্বই আবির্ভূত হয়।

[কারণ দেহের বিকার নাই, পরিণাম আছে।] তাই প্রাকৃত দেহ সত্ত্বময়—রজঃ তমঃ আছে কিন্তু মিশে না। রজঃ তমঃ আভাসে কাজ করে—তাই এই দেহও পরিণামী। তবে নিত্য। বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্ব দ্বারা লিঙ্গ রচিত। মূলের প্রকৃতি-বিকৃতি বুদ্ধি। তাই লিঙ্গ বলে দেহকে। লিঙ্গ প্রধান।

(২)

বুদ্ধি	— বিজ্ঞানময় কোশ (অম্বিকা)
অহঙ্কার	— মনোময় কোশ (অহঙ্কার)
মন	
তন্মাত্রা ও ১০ইন্দ্রিয়	— প্রাণময়
পঞ্চভূত	— অন্নময়

কারণশরীরে ভাসে দেহাকারে সত্ত্ব, as form & substance—রজঃ তমঃ নিমিত্ত।

লিঙ্গ শরীরে—ভাসে দেহাকারে লিঙ্গ। অন্যান্য তত্ত্ব উপষ্টম্ভক।

স্থূল শরীরে—ভাসে দেহাকারে আকাশ। অন্যান্য তত্ত্ব উপষ্টম্ভক।

১০।২।৩৮

১। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্লপক্ষে কলাবৃদ্ধি—শুদ্ধসত্ত্বের কলা ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। পূর্ণত্ব পূর্ণিমায়। এখানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণত্ব। যার আধার যেরূপ তার কলাবিকাশের পূর্ণত্বই পূর্ণিমা। এখানেও স্থিতি হইতে পারে; যেমন প্রতি শুক্লতিথিতেই স্থিতি হইতে পারে। যে কোন শুক্লতিথিতে স্থিতি হইলে বুঝিতে হইবে ঐ তিথিই তার ভূমি, ঐটাই তারপক্ষে পূর্ণত্ব বা পূর্ণ বিকাশ। ইহার পর বিকাশ নাই।

পূর্ণিমার পর ক্রমশঃ কলাক্ষয়। এবার শুদ্ধ চিৎশক্তির স্ফুরণ। এখানে শুদ্ধসত্ত্ব নাই। নাই মানে—আছে কতকটা, কিন্তু অপ্রধান। কথাটা পরিষ্কার করিতেছি।—

শুক্লপ্রতিপৎ = জ্ঞানসঞ্চার। এই জ্ঞান = ১৪ কলা জড়ত্রিগুণা প্রকৃতি + ১ কলা শুদ্ধসত্ত্ব mixed with চিৎশক্তি।

শুক্লাদ্বিতীয়া = ১৩ কলা প্রকৃতি + ২ কলা শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি।

এইপ্রকারে পূর্ণিমা = ০ কলা জড়ত্রিগুণা প্রকৃতি + ১৫ কলা শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি।

কৃষ্ণপ্রতিপৎ = ০ কলা জড়ত্রিগুণা প্রকৃতি + ১৪ কলা শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি + ১ কলা শুদ্ধ চিৎশক্তি with শিব।

কৃষ্ণদ্বিতীয়া = ০ কলা জড় প্রকৃতি + ১৩ কলা শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি + ২ কলা শুদ্ধ চিৎশক্তি with শিব।

অমাবস্যা = ০ জড় প্রকৃতি = ০ কলা শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি + ১৫ কলা শুদ্ধ চিৎশক্তি + শিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালাতীত—মহাকাল সূচনা = ০ জড় প্রকৃতি + ০ শুদ্ধসত্ত্ব + ১৪ শুদ্ধ চিৎশক্তি + ১ শিব।

মহাকাল = ০ জড় প্রকৃতি + ০ শুদ্ধসত্ত্ব + ০ শুদ্ধ চিৎশক্তি + ১৫ শিব।

মহাকালাতীত পূর্ণ সূচনা = ০ জড় প্রকৃতি + ০ শুদ্ধসত্ত্ব + ০ শুদ্ধ চিৎশক্তি + ১৪ শিব + ১ পূর্ণ।

মহাকালাতীত পূর্ণপূর্ণ = ০ জড় প্রকৃতি + ০ শুদ্ধসত্ত্ব + ০ শুদ্ধ চিৎশক্তি + ০ শিব + ১৫ পূর্ণ।

শুক্ল দ্বিতীয়া ও কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দুইটি মাত্র শুদ্ধ সত্ত্বকলা আছে। কিন্তু দুইটি এক নহে। কারণ শুক্লা দ্বিতীয়াতে ১৩ কলা প্রাকৃতিক সত্ত্ব আছে এবং শুদ্ধ নিগুণ চিৎশক্তি কিছুই নাই। কিন্তু কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে প্রাকৃতিক সত্ত্ব মোটেই নাই; এমনকি, শুদ্ধসত্ত্বও ২কলা মাত্র আছে—বাকি ১৩ কলা শুদ্ধ চিৎশক্তি বা নির্বানকলা।

২। আমি বুঝিতে পারিতেছি—ভ্রূমধ্য শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশের জন্য; হৃদয় নির্গুণে প্রবেশের জন্য। ভ্রূমধ্য হইয়া সহস্রারে গেলে পূর্ণিমায় স্থিতি। হৃদয়-পথে অমাবস্যায় স্থিতি।

সহস্রারের সঙ্গে হৃদয়ের গুপ্ত সম্বন্ধ আছে। আছে বলিয়াই ভ্রূমধ্য হইয়া সহস্রারে পূর্ণিমায় অবস্থান করিবার সময় হৃদয়ের প্রভাব পাওয়া যায়—তখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। ক্রমে অমাবস্যা। এই অমাবস্যা বস্তুতঃ পূর্ণিমা ও অমার মহাসমন্বয়। তদ্রূপ হৃদয়ে যাইয়া অমাবস্যা পাইলে সহস্রারের যোগ পাওয়া যায়। তাই শুক্লপক্ষের আরম্ভ হয় ক্রমে পূর্ণিমা। কিন্তু এই পূর্ণিমা বস্তুতঃ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার মহাসমন্বয়।

উভয় মহাসমন্বয় একই। মার্গভেদজনিত কিঞ্চিৎ ভেদ শেষ পর্যন্ত থাকে কিনা ধরিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।২।৩৮

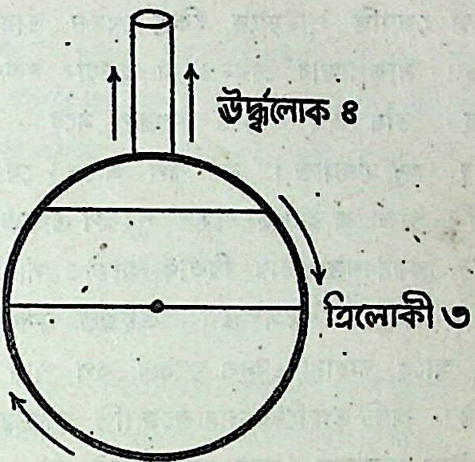

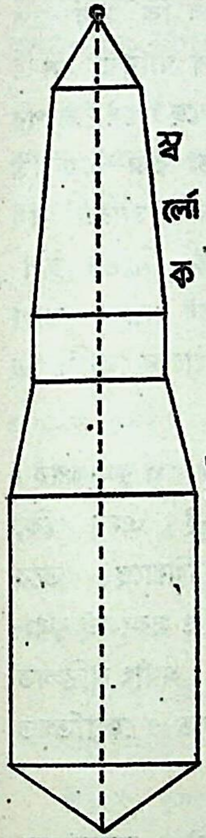

বীজ হইতে জ্যোতির বিকাশ। যেমন 'ক' বীজ। ইহা একটি জ্যোতির্মণ্ডল বা ধাম। যে centre হইতে এই জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাই এই মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বা মণ্ডলেশ্বর। এই মণ্ডলে কোটি কোটি সত্ত্ব আছে। তাহার বিভিন্ন প্রকার স্থিতি। (ক) কতক এমন—যাহার জ্যোতি ঐ 'ক' জ্যোতিই বটে, কিন্তু সামান্যতঃ। তবে একটি বিশেষ আভা আছে। কারণ তাদের সত্ত্ব এখনও পূর্ণতায় সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন ধর কৃষ্ণজ্যোতি। কৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে ঐ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ কৃষ্ণজ্যোতিতে বা ধামে তাহার স্থান হইয়াছে—ওখানে তাহাকে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যচক্ষুতে দেখিলে তাহাকে চেনা যাইবে—কারণ, যদিও সে কৃষ্ণধামের সামান্য জ্যোতি পাইয়াছে, কিন্তু এখনও তার কিন্তু পূর্বরূপাভাস আছে। সারূপ্যভাব এখনও না হওয়ার দরুণ সে শুধু সালোক্যে আছে। তার রূপ এখনও কৃষ্ণরূপ নহে। তবে কি তার রূপ নাই? শুধু জ্যোতি? না, রূপ আছে; যে রূপে থাকিয়া সে ঐ জ্যোতি লাভ করিয়াছে—সেই পূর্বরূপ এখনও আছে। সেই রূপের বিশেষ কিরণবশতঃ তার বিকীর্ণ আভাও সামান্যতঃ কৃষ্ণ—জ্যোতি হইলেও কিছু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এইজন্য কৃষ্ণলোকে শতসহস্র সত্ত্ব এমন আছে, যাহারা এখনও কৃষ্ণের রূপ পায় নাই—বিভিন্ন রূপ-বিশিষ্ট। অথচ তাহাদের সামান্যজ্যোতি কৃষ্ণজ্যোতিই বটে। তাহা না হইলে তাহাদের ওখানে প্রবেশই হইত না। তাহাদের জ্যোতিগত বৈশিষ্ট্যটা আপন পূর্বতম স্বকীয়রূপের অনুবৃত্তিবশতঃ।

(খ) আরও ভিতরে যে সব সত্ত্ব আছে, তাহাদের রূপ কৃষ্ণরূপই। তাহাদের দেহকিরণে সামান্যতঃ ভেদ তো নাই-ই; এমন কি, বিশেষতাও খুব কম আছে। কারণ, রূপসাম্য হইয়া গিয়াছে। তবে কম হইলেও বিশেষতা একটু একটু আছে। যদিও সকলেই কৃষ্ণ-রূপী বটে। তবু সকলে ঠিক সম শক্তিমান্ নহে। অর্থাৎ শক্তিগত ভেদ তখনও আছে। কাজেই অতি সূক্ষ্ম হইলেও রূপগত ও জ্যোতিগত ভেদও অবশ্যই আছে।

(গ) আরও ভিতরে শক্তিগত ভেদ মোটেই নাই। সুতরাং সব সত্ত্বই সমরূপে কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণরূপ ও কৃষ্ণজ্যোতি। তবে সত্ত্বগত ভেদ আছে।

(ঘ) আরও ভিতরে সত্ত্বগত মূলভেদও থাকে না। তখন একই কৃষ্ণ। এই একত্ব = বহু একে লীন। তাই স্ফুরণকালে এক হইতে বহু বাহির হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঙ) এর পরে একত্বও থাকে না। তাহাই ভাবাতীত—কৃষ্ণভাবের অতীত ব্রহ্মভাব বা নির্গুণ।

সাযুজ্যে একই কৃষ্ণ। স্ফুরণে হয় এক কৃষ্ণ=বহু কৃষ্ণ (যাহারা তাতে লীন ছিল তাহাদের কতকগুলি)। ইহাই একের বহু হওয়া। এখানে শুধু সত্ত্বগত ভেদ জন্মায়। শক্তি সর্বত্র একই থাকে।

এক কৃষ্ণ (সত্ত্বভেদবিশিষ্ট ও শক্তিঐক্যবিশিষ্ট এক)=বহু কৃষ্ণ হয়। এখানে শক্তির ভেদও হইয়া যায়। বহু সত্ত্ববিশিষ্ট ও বহু-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ। রূপ ও জ্যোতি এখানে একই।

এক কৃষ্ণ (সত্ত্ব ও শক্তিভেদবিশিষ্ট কিন্তু রূপ ও জ্যোতির ঐক্য-বিশিষ্ট এক)=বহু কৃষ্ণ। এখানে রূপেরও ভেদ হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোতির ঐক্য থাকে। অর্থাৎ রূপ আলাদা হইলেও সর্বত্রই সামান্য জ্যোতি একই। তাই এই সব সত্ত্ব কৃষ্ণলোকেই থাকে।

এক কৃষ্ণ (সত্ত্ব, শক্তি ও রূপভেদবিশিষ্ট কিন্তু জ্যোতির ঐক্য-বিশিষ্ট এক)=বহু কৃষ্ণ। এখানে জ্যোতির ঐক্যও নাই। তাই এই সকল কৃষ্ণ কৃষ্ণলোকচ্যুত। এগুলি আত্মবিস্মৃত জীব। এগুলি মায়াতে পড়িয়া গিয়াছে। নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া জানে না।

এই সকল জীবের উদ্ধার হয়। কারণ, ইহারা নামিয়া পড়িয়াছে। উদ্ধারের উপায়—আবার ঐ কৃষ্ণজ্যোতি প্রভৃতি ফিরিয়া পাওয়া।

সুতরাং কৃষ্ণজ্যোতি প্রভৃতিই ইহাদিগকে দিতে হইবে। অর্থাৎ ভিতরের সুপ্ত কৃষ্ণজ্যোতি প্রভৃতিকে উপরের কৃষ্ণধামের জাগ্রৎ কৃষ্ণ-জ্যোতি প্রভৃতির দ্বারা চেতন করিতে হইবে। ইহাই দীক্ষা। কৃষ্ণ-লোক হইতে নামিয়াছে বলিয়া ইহার কৃষ্ণতেজ আবশ্যক। রামতেজে ইহার কার্য চলিবে না। ইহাই বিচার। উপায় কি? কি করিয়া জানিব যে, ইহার মধ্যে কৃষ্ণতেজ বা রামতেজ? সকল জ্যোতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলে ব্রহ্মজ্যোতি। ঐ জ্যোতি উহার আধারে ফেলিলেই ক্ষণেকের জন্য আবরণ সরিতেই কৃষ্ণজ্যোতির উদ্ভাসন হইবে। ব্রহ্মজ্যোতি বিরোধহীন। যে আধারে যে জ্যোতি সুপ্ত আছে, উহা সেই জ্যোতিকেই জাগাইয়া দেয়। এইভাবে মন্ত্র বা জ্যোতি বা দেবতা নির্ণয় হয়। তারপর কৃষ্ণলোকজ্যোতি সঞ্চার করিতে হইবে। উহা জাগ্রত। উহা বাহির হইতে ঢালিতে হইবে। কতটা? এখানে একটি রহস্য আছে—সুপ্তির গাঢ়তাবিচার বা আবরণের মাত্রানির্ণয়।

সেই মাত্রানুসারে জাগ্রৎ তেজ সঞ্চারণীয়। আবরণমাত্রা যদি ৩½ কলা হয়, তবে কৃষ্ণতেজের মাত্রা ৩½ কলা বা তার কিঞ্চিৎ অধিক আবশ্যক। বহু অধিক নহে। তাহা হইলে সহ্য হইবে না। কমও নয়—তাহা হইলে কাজ হইবে না।

দীক্ষার সময়েই এই জাগরণটি হইয়া যায়। কিন্তু স্থূলদেহের দরুণ শিষ্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধনার দ্বারা স্থূলের বাধা সরাইতে পারিলে উপলব্ধি করিতে পারে। মৃত্যুতে স্থূল কাটিয়া গেলে শিষ্য কৃষ্ণলোকে অবশ্য যাইবে। কারণ, ভিতরকার সুপ্ত কৃষ্ণ-জ্যোতি জাগ্রৎ হইয়াছে। তবে সাধনা না করিয়া শুধু দেহান্তে কৃষ্ণ-লোকে গেলে সেখানে শুধু circumference-এ থাকে। সাধনা করিলে জ্যোতি হইতে রূপাদির বিকাশ হয়। চরমে কৃষ্ণসত্তাই হইয়া যায়। তারপর ব্রহ্মদীক্ষা।

জ্যোতি তো জাগিয়াই গিয়াছে। সাধনা ঐ জ্যোতি লইয়া। সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ রূপাদির বিকাশ। নিজে দেখিতে পাওয়া না পাওয়া—সে অন্য কথা।

এইজন্য প্রকৃত দীক্ষা হইলে প্রচলিত সমাধির প্রয়োজন থাকে না। এই সমাধির প্রয়োজন জ্যোতি (প্রজ্ঞা) ফোটান। তাহা দীক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়েই ফুটিয়া যায়। চিত্ত অন্তর্ম্মুখ হইলে তাহা দেখিতে পায়—না হইলে পায় না। কিন্তু ফোটে ঠিকই।

তবে এই জ্যোতির বিকাশ চাইই। তাই সাধনা। রূপ, শক্তি, সত্ত্ব—ইহাই ক্রমবিকাশের ধারা (জ্যোতি হইতে)।

১১।২।৩৮

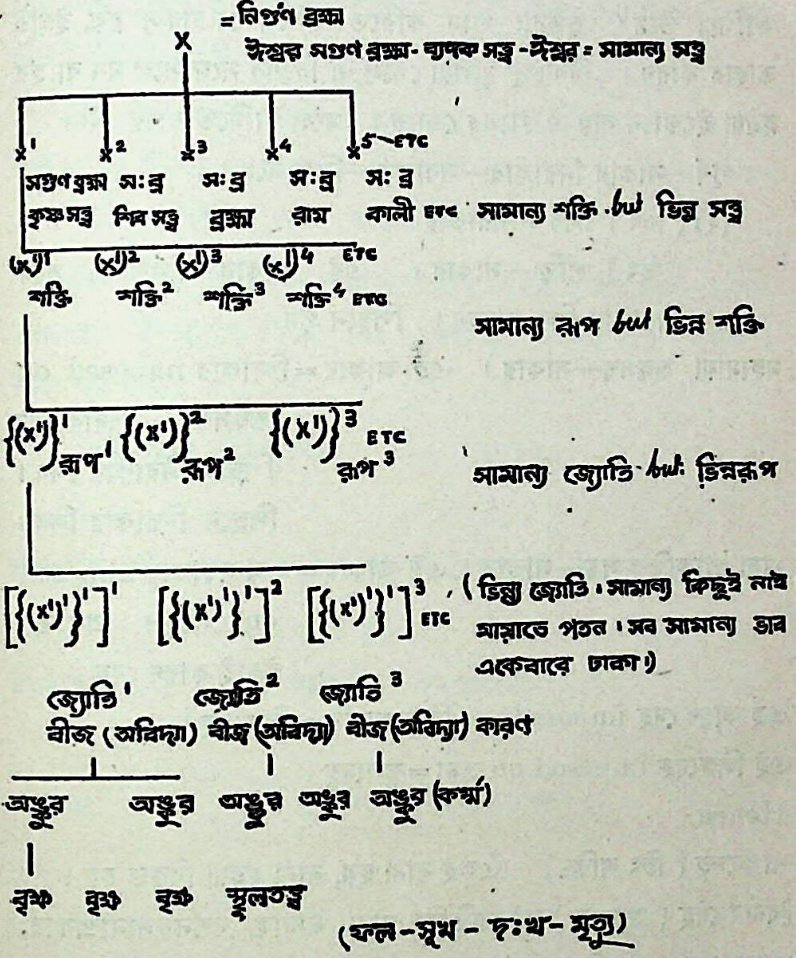

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫।২।৩৮

(১) যখন কোন দেবতা বা ভগবান্‌কে চিন্তা করা যায়, তখনই তাঁর দৃষ্টি পড়ে—তাই একটা টান পড়ে, আকর্ষণ পড়ে। বার বার চিন্তা করিতে থাকিলে এই টানও চলিতে থাকে। সাধকের দিব্যনেত্র খোলা নাই বলিয়া, তাহার সম্মুখে আবরণ রহিয়াছে বলিয়া ঐ টান প্রকাশিত হইতেই আবরণ থাকার জন্য মন কাঁপিতে থাকে, তাই নানা চিন্তা জাগিয়া উঠে। সুতরাং ধ্যান করিতে বসিলে যে চাঞ্চল্য হয়, ইহাই তাহার কারণ। দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেলে ঐ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মন বাহির হইয়া ইষ্টস্থানে যায় ঐ টানের জোরে। মধ্যে থামিতে পারে না।

পূর্ণ—সাকার নিরাকার—সবকিছু—কিছু নহে।

(২) (চিৎ) শিব—নিরাকার

(চিৎ) শক্তি—সাকার। এই আকার = চিৎশক্তি, সঙ্গে নিরাকার শিব আছেন। পিছনে পূর্ণ।

মহামায়া শুদ্ধসত্ত্ব—সাকার। এই আকার = চিদাকার imposed on শুদ্ধসত্ত্ব। চিদাকারের পিছনে নিরাকার শিব।
পিছনে নিরাকার শিব।

মায়া প্রাকৃতিক সত্ত্ব—সাকার। এই আকার = শুদ্ধ সত্ত্বাকার imposed on ত্রিগুণ প্রকৃতি। ইহাই কারণ দেহ।

এই কারণ দেহ imposed on লিঙ্গজ্যোতি = লিঙ্গদেহ।

এই লিঙ্গদেহ imposed on তমঃ = স্থূলদেহ।

Hence

শাক্তদেহ (চিৎ শক্তি) একই নানা হয়, নানা হইয়া বিকৃত হয়।
বৈন্দব দেহ (শুদ্ধসত্ত্ব) প্রতিবিম্ব দ্বারা নানাত্ব, দর্শন নানাপ্রকার,
কারণ দেহ (প্রাকৃতিক সত্ত্ব) তাই প্রকারের ভেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিঙ্গদেহ (রজঃ বা লিঙ্গজ্যোতি)
স্থূলদেহ (তমঃ)

শাক্তদেহ একটিমাত্র। ইহাই সকল বস্তুর মূল আকার। এই আকারটি বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হয়।

অখণ্ডসত্ত্বে একই আকার। তাহাই ঈশ্বরদেহ। এই ঈশ্বরদেহ খণ্ড শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হয়। ইহা নানা দেবদেহ। (সত্ত্ব খণ্ডিত বলিয়া একটা মিথ্যার আভাস আছে—মহামায়া।)

এই এক একটি দেবদেহ প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়। তাহাই এক একটি জীবের কারণদেহ। এক একটি কারণদেহ বুদ্ধিতে বা লিঙ্গজ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হয়। তাহাই লিঙ্গদেহ।

এক একটি লিঙ্গদেহ তমঃতে প্রবিষ্ট হইয়া বাহির হয়—তাহাই স্থূলদেহ। ইহাই গর্ভ হইতে প্রসব। ইহা প্রতিবিম্বিত নহে। কারণ, তমঃ স্বচ্ছ নহে।

শিব reflected into শক্তি = শাক্তদেহ।
|
শাক্তদেহ reflected into শুদ্ধবিদ্যা = বৈন্দবদেহ, ব্যাপক ঈশ্বরাকার।
|
ঈশ্বরদেহ " " মায়া = দেবদেহ।
|
দেবদেহ " " প্রকৃতি = কারণদেহ।
|
কারণদেহ " " বুদ্ধি = লিঙ্গদেহ।
|

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিঙ্গদেহ „ „ ভূতাদি = স্থূলদেহ।
(তামস)

১৬।২।৩৮

চিত্তের লয় হয় কোথায়? আপন প্রকৃতিতে। চিত্ত যখন কাজ করে, ব্যবহারপথে থাকে, সঞ্চরণ করে, ক্রিয়াশীল, তখন নানা স্থানে যায়। কিন্তু যখন বিশ্রাম করে তখন আপনধামে বা ঘরে থাকে। উহাই তাহার প্রকৃতি। চিত্ত প্রকৃতির কার্য। তাহাকে বাহিরে জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে আপন প্রকৃতি ভিতরে টানিয়া নিবেই।

ভোগ ও অপবর্গই চিত্তকে জাগাইয়া রাখিবার পন্থা। ভোগে চিত্ত বহির্মুখ থাকে, অপবর্গ-চিন্তায় অন্তর্মুখ থাকে।

যে স্তরে চিত্ত আছে তাহার ভোগও সেই স্তরের। অযোগী অবস্থায় অর্থাৎ ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা মূঢ়াবস্থায় ইহাই সংসারভোগ। এ ক্ষেত্রে চিত্ত আপন প্রকৃতির উপরে উঠে না। চিত্তের প্রকৃতি যাহা ছিল তাহাই থাকে। চিত্ত কর্মবলে যে কোন প্রকারে সঞ্চরণ করুক, প্রকৃতি পূর্ববৎই থাকে। প্রকৃতির উৎকর্ষ বিন্দুমাত্র হয় না। উহা জ্ঞান ভিন্ন হয় না।

চিত্ত একাগ্র হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। তখন ঐ প্রকৃতির সাক্ষাৎকার হয়। ফলে বৈরাগ্য হয়—ঐ প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়। দ্বিতীয় প্রকৃতির বিকাশ হয়। ঐখানেও ভোগ আছে। তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত্ত থাকিলে ঐ স্থানেই স্থিতি হয়। আরও একাগ্রতার ফলে উৎকৃষ্ট-তর জ্ঞান জন্মে। তখন ঐ দ্বিতীয় প্রকৃতির দর্শন হয়—ফলে বৈরাগ্য হয়। ঐ প্রকৃতি ছাড়িয়া যায়। তৃতীয় প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। এইভাবে ভোগ ও ত্যাগ ক্রমে ক্রমে হইয়া যায়। জ্ঞান ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য ভিন্ন উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ হয় না।

একাগ্র হইলেই জ্ঞানের বিকাশ হয়,—তাহা নহে। কারণ, জ্ঞানের সঞ্চার থাকা চাই। চিত্তে যদি জ্ঞান বীজ সঞ্চারিত থাকে, একাগ্রতা দ্বারা তাহা কুড়াইয়া নেওয়া যায়। কিন্তু তাহা না থাকিলে শুধু একাগ্রতার দ্বারা কি হইবে? তাই দীক্ষার আবশ্যকতা প্রথমে। পরে একাগ্রতার জন্য সাধনাভ্যাস। দীক্ষা ভিন্ন শুধু একাগ্রতার অভ্যাসে কি লাভ?

কিন্তু এখানে একটি রহস্য আছে।

মানুষের জন্মের সময় ভগবান তাহাকে দীক্ষা দিয়া দেন অর্থাৎ জ্ঞানের বীজ লইয়াই সে জন্ম নেয়। মানুষ মাত্রই তাই—পশু প্রভৃতি নহে। তাই পশু প্রভৃতির সাধনাও নাই, দীক্ষাও নাই। তবে ঐ জ্ঞানবীজ কোন কাজে আসে না। উহা বড় চাপা থাকে। হঠাৎ কারণবিশেষে কাহারও ফুটিতে পারে। সাধারণতঃ দীক্ষা আবশ্যক হয়। দীক্ষা ঐ জ্ঞানবীজকেই উদ্দীপন করার জন্য। উহা না থাকিলে বাহির হইতে গুরু জ্ঞান দিতে পারিতেন না। ভিতরে যাহা না থাকে, বাহির হইতে তাহা দেওয়া যায় না।

যে আধারে ঐ জ্ঞানবীজ অত্যন্ত চাপা সেখানে একাগ্রতার উদ্যমে একাগ্রতা আসে না,—নিরোধ আসে। বস্তুতঃ উহা নিরোধ নহে—উহা লয়মাত্র। আপন প্রকৃতিতে লয়, বিনা উদ্যমেও, প্রাকৃতিক সঙ্কোচকালে, উহা আসে।

চিত্তের একটি আলম্বন ও একটি প্রকৃতি বা আশ্রয়। আলম্বন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীন চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। জাগিয়া থাকিতে পারে না। জাগাইয়া রাখিতে হইলেই আলম্বন চাই। আলম্বনের উৎকর্ষ অনুসারে জ্ঞানের উৎকর্ষ। জ্ঞানের চরম শুদ্ধতার পর আলম্বন আর থাকে না—কারণ, আলম্বনও চরম (অস্মিতা) হইয়া গিয়াছে। ঐ নিরালম্ব জ্ঞানই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ।

পুরুষ বা চৈতন্য	০	
চিত্ত বা জ্ঞান	আলম্বন	প্রকৃতি বা আশ্রয়
”	”	”
”	”	”

আলম্বন থাকিলে চিত্ত=জ্ঞান। না থাকিলে চিত্ত প্রকৃতিলীন বা জড়। নিরালম্ব চিত্তের প্রকৃতির তারতম্য হয় কেন ? বৈরাগ্যভেদ-বশতঃ।

ভোগান্তে বৈরাগ্য ও অপরোক্ষজ্ঞানজন্য বৈরাগ্য ঠিক এক নহে। ভোগান্তে বৈরাগ্যও ও অপেক্ষাকৃত ভাল—কারণ অনেকের তাহাও হয় না। তাহারা আবার পূর্বস্থানে নামিয়া যায়। যাহাদের বৈরাগ্য হয়, তাহারা ঐ ভূমির কারণ বা প্রকৃতিতে লীন হয়, ঐ ভূমির ত্যাগ হইয়া যায়—অথচ উর্ধ্বতর ভূমির লাভ হয় না। উর্ধ্বতর ভূমিতে লয় হয়।

সকল চিত্তেরই আপন আপন প্রকৃতিতে লয় হয়। নিম্ন প্রকৃতির লয় উচ্চ প্রকৃতিতে হয়। অন্তে মূল প্রকৃতিমাত্রই থাকে। কিন্তু উন্মেষকালে তাহা হইতে কোন বিশিষ্টচিত্তের ব্যুত্থান হয় না। তবে সামান্যচিত্তের ব্যুত্থান হয় বটে। লয়ের সময় ঐ সামান্যচিত্তও লীন হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল প্রকৃতি

|

সামান্য চিত্ত (প্রকৃতি)

|

বিশেষ চিত্তপ্রকৃতি — বিশেষ চিত্তপ্রকৃতি — বিশেষ চিত্তপ্রকৃতি

| | |

বিশেষ চিত্তবিকৃতি — বিশেষ চিত্তবিকৃতি — বিশেষ চিত্তবিকৃতি।

১৭।২।৩৮

প্রকৃতিলয় ও নিরোধ ঠিক এক নহে। লয় হয় আপন কারণে, প্রকৃতিতে। লয়ের পর যাহা থাকে তাহা প্রকৃতি। চিত্তের লয় ও চিত্তের নিরোধ এক নহে। লয়ের মূলে অজ্ঞান, নিরোধের মূলে জ্ঞান।

নিরোধের ক্রমঃ—

(a) নিজ সুপ্ত জ্ঞানসত্তার (inborn) জাগরণ by external জাগ্রৎ জ্ঞানসত্ব।

(b) অভ্যাস with এক আলম্বন। চিত্ত নানামুখী—কিন্তু একমুখী করার অভ্যাস।

(c) একাগ্রতা of চিত্ত and প্রজ্ঞা = চিত্ত এখানে জ্ঞানাত্মক। এই জ্ঞান বৃত্তিরূপী। একমুখী বৃত্তি।

(d) প্রজ্ঞানিবৃত্তি বা নিরোধ। চিত্ত এখানে বৃত্তিহীন, সংস্কার-রূপী।

(e) কৈবল্য। চিত্ত এখানে বৃত্তিহীন ও সংস্কারহীন। সুতরাং নাই।

প্রকৃতিলয়ের অবস্থা :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(a) চিত্তের বহু আলম্বন, চিত্তবৃত্তি বিক্ষিপ্ত বা ক্ষিপ্ত বা মূঢ়।

(b) নিত্যসুপ্ত জ্ঞানসত্তার (inborn) জাগরণ by বাহ্য জাগ্রৎ জ্ঞান সত্তা হয় নাই।

পৃথিবীতত্ত্ব এক—পৃথিবী নানা। ঐ তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, উহাতে লীন হইয়া, বহু বিদেহ জীব বা দেবতা, আছেন। ঐ তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া সদেহ দেবতাও আছেন। সেটা লয় নহে—কারণ, ঐ তত্ত্বে ঐ দেবতার অহম্ অভিমান জাগিয়া থাকে। আবার ঐ তত্ত্বকে মম-ভাবে দেখে—এমন দেবতাও আছে। ঐ তত্ত্বে যাহারা লীন, তাহাদের অভিমান নাই—'অহম্' 'বা' 'মম' কোন অভিমানই নাই। যেমন god—ইহা প্রকৃতি (বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতি।) ইহা নিরন্তর god, god, godই প্রসব করিতেছে। ঐগুলি বিকার; ঐগুলি পরস্পর নানা-ভাবে যুক্ত হইয়া আরম্ভন করিতেছে।

[প্রকৃতির সদৃশ-পরিণাম, বিকৃতির বিসদৃশ পরিণাম]

এইপ্রকার মূল দেখ :—

(১) আদ্যা প্রকৃতি একই। ধর "ক"। ইহা নিরন্তর বিকিরণ করিতেছে ক, ক, ক, ক। সবই 'ক'—তবে এক হইয়াও আলাদা। তাই ক^{১}, ক^{২}, ক^{৩}, ক^{৪}, etc. এইগুলি বিকার। এইগুলি পরস্পর নানাভাবে মিলিতেছে। যথা—ক^{১} ক^{৩}। ক^{৩}, ক^{১} ক^{৪} ইত্যাদি।

(২) এখন ক^{১} ক^{৩} রূপী বিকারও যদি self radiate করে তবে প্রকৃতি। ইহা হইতে নিরন্তর ক^{১} ক^{৩}, ক^{১} ক^{৩}, ক^{১} ক^{৩} বিকীর্ণ হইতেছে। সবগুলি এক নহে। যথা (ক^{১} ক^{৩})^{১} (ক^{১} ক^{৩})^{২} ইত্যাদি।

এইপ্রকার ক্রমশঃ চলে। যেখানে যাইয়া আর স্ববিকিরণ হয় না—যাহার পরই অহঙ্কার, সেখানেই প্রসবের শেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন গোলাপ প্রকৃতি। আমরা যে গোলাপ দেখি, তাহা বিকৃতি। সুতরাং মিশ্র। গোলাপ প্রকৃতি হইতে নিরন্তর গোলাপ বাহির হইতেছে। কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাহা শুধু গোলাপ নহে। কারণ, বাহিরে পদ্ম; জবা প্রভৃতি অনন্ত সত্তা বিকীর্ণ হইয়া আছে। তাহার সঙ্গে বিকীর্ণ গোলাপ মিশিয়া যায়। গোলাপের বিকিরণ-মণ্ডলে তাহা স্থূল গোলাপ বটে,—কিন্তু আছে তাহাতে জগতের যাবতীয় সত্তা মিশ্র-ভাবে। গোলাপের মণ্ডলে বলিয়া উহাতে গোলাপের মাত্রা বেশী—তাই নামরূপ গোলাপ। নতুবা বস্তুতঃ সবই।

১৯।২।৩৮

(১) পুরুষকার ও কৃপা।

কাঠ জ্বলে কেন? নিজের ভিতরের আগুনে জ্বলে। তবে সে আগুন উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই। বাহিরের জ্বলন্ত আগুনই উদ্বোধক। এই বাহ্য আগুন তাহাকে স্পর্শ করিলেই সেই সুপ্ত অগ্নি জাগিয়া উঠে।

এই বাহ্য অগ্নি দুই প্রকার—

(a) যখন জ্বলন্ত অগ্নি স্বতঃই যাইয়া কাঠকে স্পর্শ করে, তখন সুপ্ত অগ্নি ক্ষুব্ধ হয়, চেতন হয়—কাঠ দাহ করে।

(b) যখন কাঠের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষ হয়—কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হয়, তখন বাহির হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নামিয়া আসে ও কাঠকে স্পর্শ করে—সুপ্ত অগ্নি ঐ স্পর্শে জাগিয়া উঠে। প্রাণ ব্যাকুল হইলে এই কারণেই গুরু আসেন। কর্ম করিতে করিতে এই কারণেই জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

উভয়ত্রই বাহ্য অগ্নি অপেক্ষিত। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ স্থলেও বাহ্য অগ্নির দরুণই আগুন জ্বলে। ঘর্ষণবশতঃ সুপ্ত অগ্নিতে ক্ষোভ হয়—তখন বাহ্য অগ্নি আকৃষ্ট হইয়া নামিয়া আসে। ক্ষোভটা ভিতরেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে—শুধু স্টোভে কাঠ জ্বলিবে না, যদি উপর হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নামিয়া না আসে।

অতি তীব্র আঘাত না হইলে ভিতরে সাড়া পড়ে না। ভিতর সাড়া দিলেই উপর হইতে সাড়া আসে।

(২) সব জিনিষে সব জিনিষ আছে। অন্ততঃ এক কণা। গোলাপকে পদ্ম করা যায়, সোনা করা যায়—সব করা যায়। কেন? কারণ, উহাতে পদ্ম, সোনা, অন্ততঃ কণামাত্র আছে। না থাকিলে করা যাইত না। সবই গোলাপে আছে—মাত্রার তারতম্য থাকুক, তবে আছে। কিন্তু গোলাপের মাত্রা সর্বাপেক্ষা অধিক। তাই উহা গোলাপের নাম ও রূপ লইয়া পরিচিত। উহাতে সোনা আছে বলিয়াই উহা সোনা হইতে পারে। ঐ সোনাকে বাড়াইলেই ক্রমশঃ সোনা প্রবল হইবে, গোলাপ ন্যূন হইবে। ঐ সোনাকে দেখা চাই। দেখিয়া উহার দিকে সকাম ঈক্ষণ করিলেই উহা স্পন্দিত হয়—উহা যে প্রকৃতি-ভাবাপন্ন তাহা কার্যে বুঝা যায়। কারণ ঐ স্পন্দনই সোনার সদৃশ-পরিণাম। অর্থাৎ ঐ সকাম দৃষ্টিবশতঃ সোনা সোনারূপে বহু হয়—multiply করে—সদৃশরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বুবর্ণ প্রকৃতির আপূরণ। বস্তুতঃ এইভাবে স্বুবর্ণ প্রবল হয়—গোলাপ চাপা পড়ে।

সুতরাং মূলে হইল—

(ক) ঐ সোনা কণাকে প্রত্যক্ষ দেখা।

(খ) ঐ দেখার মূলে সকাম ভাব (কারণ, নিষ্কাম দর্শনে সৃষ্টি হয় না।)

১৯।২।৩৮

দৃষ্টি দুই প্রকার—

সকাম ও নিষ্কাম; প্রার্থীর বা ভিক্ষুকের ও অপ্রার্থীর বা প্রেমিকের; বাহ্য ও আন্তর। সম ও বিষম, সরল ও বক্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি একটি গোলাপ দেখিতেছি। আন্তর দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বিকার না থাকিয়া প্রকৃতি হইবে। গোলাপ প্রকৃতি। প্রকৃতি =জ্যোতিঃস্বরূপ। বিকৃতি=সাকার, সৃষ্টি, বৈষম্য। ঐদৃষ্টি ক্রমশঃ পতিত হইলে অধঃপ্রকৃতি ক্রমশঃ উর্ধ্ব প্রকৃতিরূপে দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ গোলাপপ্রকৃতি পুষ্পপ্রকৃতি হয়—ইত্যাদি। অর্থাৎ গোলাপ-জ্যোতি পুষ্পজ্যোতিতে পরিণত হয়। সবই green room এর ব্যাপার। দৃষ্টির নিয়মিত পাতে মূল প্রকৃতির আবির্ভাব। মূল প্রকৃতিকে নিষ্কাম দৃষ্টি করিলে তাহাকে আত্মরূপে দেখা যায়—অনাত্মা নহে। মূলপ্রকৃতিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাই=দৃশ্য আত্মা। মূল প্রকৃতি স্বচ্ছ বলিয়া প্রকৃতি ও আত্মা একাকার ভান হয়—প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝা যায় না। ইহাই আত্মদর্শন। অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে নিষ্কামভাবে দেখাই শুদ্ধ আত্মদর্শন। এবং নিম্নপ্রকৃতিকে তদ্রূপ নিষ্কামভাবে দেখাই তত্তৎ আকারে আত্মদর্শন। অর্থাৎ গোলাপ প্রকৃতিকে যদি নিষ্কামভাবে দেখা যায়, তবে গোলাপকে আত্মা বলিয়া অর্থাৎ আমি গোলাপ এইরূপে দেখা যায়। অনাত্মা বলিয়া নহে।

মূলপ্রকৃতি বা নিম্নপ্রকৃতিকে সকামভাবে দেখিলে তাহার বিকার হয়—ক্ষোভ হয়—সৃষ্টির বিকাশ হয়। অনাত্মাভাবের বৃদ্ধি হয়।

গোলাপ-প্রকৃতি=শুদ্ধ গোলাপ, মিশ্র নহে। স্থূল নহে—সূক্ষ্ম। উহাই গোলাপের আত্মা বা idea. গোলাপপ্রকৃতিকে isolated ভাবে দেখা যাইতে পারে, উহাকে উহার স্বকীয় প্রকৃতির স্বগত ভেদ বা তরঙ্গরূপেও দেখা যাইতে পারে। isolated ভাবে দেখিলে উহা হইতে জাত্যন্তর পরিণাম হইতে পারে না। স্বপ্রকৃতির তরঙ্গ রূপে দেখিলে ঐ গোলাপ প্রকৃতির coordinate সোনা প্রকৃতিও দেখা যাইবে, যদি দেখিতে ইচ্ছা করা যায়। পরে ঐ সুবর্ণপ্রকৃতিতে সকাম ঈক্ষণ করিবামাত্রই উহার আপূরণ হইয়া সোনার আবির্ভাব হইবে। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাপের আবির্ভাব থাকিবে না। তবে গোলাপ প্রকৃতি অবশ্যই থাকিবে। কারণ, প্রকৃতির ধ্বংস নাই।

এইভাবে এক বিকার অন্য বিকারে পরিণত হয়, অবশ্য প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইয়া।

সব প্রকৃতির মূল = সত্ত্ব (আপেক্ষিক শুদ্ধ)। সুতরাং গোলাপ-প্রকৃতিও অর্থাৎ ঐ জ্যোতিও শুদ্ধসত্ত্বরূপে—উজ্জ্বল জ্যোতিরূপে—প্রকটিত হয়। ঐখানেই সোনাদির প্রকৃতি পাওয়া যাইবে। প্রাকৃত সত্ত্বই মূল প্রকৃতি—ইহাতে এই জগতের সব সত্ত্বই আছে। অপ্রাকৃত সত্ত্বে এই জগতের কোন উপাদান নাই।

সাম্য প্রকৃতিকে দেখিয়া দুই ব্যাপার হইতে পারে ঃ—

(ক) জ্ঞান গৌণ, ইচ্ছা মুখ্য।

(খ) জ্ঞান প্রধান, ইচ্ছা গৌণ।

প্রথমটি যোগ। ইহাতে প্রকৃতিদর্শনই জ্ঞানস্বরূপ। দর্শন করিয়া সোনার ইচ্ছা করিলে ঐ প্রকৃতি সোনা হইয়া দেখা দেয়।

দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান। ইহাতে ব্যাপক প্রকৃতিদর্শনের অঙ্গরূপে সোনাপ্রকৃতি দর্শন (through গৌণ ইচ্ছা) আবশ্যক। জলে যেমন তরঙ্গ, তদ্বৎ। সোনাপ্রকৃতি দেখিয়া—সকাম ঈক্ষণ করিলে সোনা-প্রকৃতি বিকৃতিসোনারূপে প্রকট হয়। যোগে জ্ঞানটি গৌণ। ইচ্ছাই প্রধান। এই ইচ্ছাই প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করে ও স্ববিষয়রূপে আবির্ভূত করায়।

বিজ্ঞানে অখিল প্রকৃতির মধ্যে ইচ্ছার সাহায্যে সোনার প্রকৃতি দেখিয়া লইতে হয়। ইহার পর সৃষ্টিটা দৃষ্টির প্রভাবে (সকাম দৃষ্টি)।

১৯।২।৩৮

সকল জ্ঞানী ও যোগী সকল জীবকে উদ্ধার করিতে পারে না। সকল জীবেই শুদ্ধসত্ত্বের কণা আছে—কোথাও না কোথাও অবশ্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। তবে কাহারও উপরে, কাহারও নীচে চাপাপড়া ভাবে। যে যোগী ঐ সত্বকে দেখিতে পাইবে, সে ঐ সত্বকে দৃষ্টির দ্বারা ফুটাইতে বা বাড়াইতে বা উহাতে বাহিরের সত্ব ঢালিতে পারিবে। না দেখিতে পাইলে—যোগ শক্তির ন্যূনতা বলিয়া ঐ সত্বের উদ্ধার করিতে পারিবে না। যে অধিকতর শক্তিশালী যোগী, সে উহা দেখিতে পাইবে—তাই ঐ জীবকে উদ্ধার করিতে পারিবে।

জীবে ঐ বিশুদ্ধ কণাটুকু না থাকিলে কাহারও ক্ষমতা নাই জীবকে উদ্ধার করে। তবে উহা আছেই। জীবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহা আসে। এইজন্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর (বা বুদ্ধ etc) সকল জীবকেই উদ্ধার করিতে পারেন—অন্যে সকলকে পারেন না। অনেককে করিতে পারেন। জগদ্‌গুরু মানে ইহাই।

ঐ শুদ্ধকণাটুকুর উপর গুরুর দৃষ্টি থাকে—তাই ঐ কণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। গুরু দৃষ্টি না দিলে উহা বাড়িতে পারে না। তবে ভিতরে আকুলতা ও চাঞ্চল্য অধিক হইলে গুরুর দৃষ্টি আপনিই আসে। তখন উহা বাড়িবেই।

২১।২।৩৮

১। আলোর রাজ্য	আঁধারের রাজ্য
সত্ব	তমঃ

প্রথমটি সত্ব—তাহার বিকাশের ক্রম আছে, চরমে পূর্ণসত্ব। অর্থাৎ কলাপূর্ণ। তাহাই বিশুদ্ধ সত্ব। সৃষ্টির পূর্বে যে মহা-ঐক্য ছিল তাহাতে সব জিনিষ একাকার ছিল। সৃষ্টিতে আলাদা হয়েছে। তাই সব জিনিষে সব জিনিষের অংশ রহিয়া গিয়াছে। সেইজন্য তমো মধ্যেও ১ কলা শুদ্ধ সত্ব আছে। আবার সত্বমধ্যে ১ কলা তমঃ আছে। সৃষ্টির পূর্বে যখন সব একাকার, তখন শুদ্ধাবস্থা। তখন সত্ব=শুদ্ধ, রজঃ=শুদ্ধ, তমঃ=শুদ্ধ। সাম্যাবস্থা—বিকার বা বৈষম্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী। ত্রিকোণ—। এই তিনটি মিশ্র হইয়াই সৃষ্টি হয়।

তখন, শুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়ে সত্ত্বরাজ্য (তাতে রজঃ তমঃ আছে।)

শুদ্ধ রজঃ আশ্রয়ে রজোরাজ্য (তাতে সত্ত্ব, তমঃ আছে।)

শুদ্ধ তমঃ পরে তমোরাজ্য (তাতে রজঃ সত্ত্ব আছে।)

সত্ত্বরাজ্যের নামান্তর = দিব্যধাম, জ্যোতির্ময় ধাম, স্বর্গ ঊর্দ্ধলোক।

তমোরাজ্যের নামান্তর = পৃথিবী, অন্ধকাররাজ্য, ভূত-পাতালাদি, অধোলোক।

রজোরাজ্যে নামান্তর = অন্তরীক্ষ, firmament, ভুবর্লোক, মধ্যলোক।

২। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ—এ সকলের জ্যোতিঃ ও আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্যোতিঃ সজাতীয়। উভয়েরই মূলে একই জ্যোতিঃ আছে। এই জ্যোতিঃ তমোরাজ্যের উপযোগী জ্যোতিঃ। এই জ্যোতির বাহিরে একটা অন্ধকার আছে। তাতে এই জ্যোতির লয় হয়। ঐ অন্ধকার ভেদ করিয়া এ জ্যোতিঃ যাইতে পারে না।

ইহার পর আর একটা জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতির ইন্দ্রিয়াদি আছে। তাহাই দিব্যচক্ষু। সে জ্যোতির দ্বারা আমাদের এখানকার দর্শন জ্ঞান হয় না। শুধু ওখানকার হয়।

ঐ দ্বিতীয় জ্যোতির বাহিরে অন্ধকার আছে। সেখানে দ্বিতীয় জ্যোতির লয় হয়।

তারপর তৃতীয় জ্যোতিঃ ও তদুপযোগী লোক ও করণ। তাহাই মস্তকের চক্ষু। সে জ্যোতিঃ দ্বারা দিব্যলোকের দর্শন হয় না। তারপর আবার অন্ধকার। সেখানে ঐ তৃতীয় জ্যোতির লয় হয়। তার পরে যাহা তাহাই পূর্ণব্রহ্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ লোক পৃথিবী & downwards	অন্ধকার ও শূন্য অন্তরীক্ষ	২য় লোক দেবলোক হইতে গোলোক পর্যন্ত	অন্ধকার ও মহাশূন্য	৩য় লোক ও শাক্ত-ধাম	অন্ধকার অতি-শূন্য	পূর্ণ ব্রহ্ম
প্রাকৃতিক সত্ত্বের আলোক	প্রাকৃতিক সত্ত্বের আলোর পূর্ণতা ও লয় এখানে	শুদ্ধ সত্ত্বের প্রাকৃতিক আলোক	শুদ্ধ সত্ত্বের আলোর পূর্ণতা ও লয় এখানে		এখানে শাক্ত-জ্যোতির পূর্ণতা ও লয় হয়	জ্যোতিঃ নাই নির্বাণ

৩। শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতিঃ ব্রহ্মা—এই জ্যোতিলয়ে ব্রহ্মা = ব্রহ্ম

শক্তিজ্যোতিঃ নারায়ণ— „ „ নারায়ণ = যোগনিদ্রিত

শিবজ্যোতিঃ শিব— „ „ শিব = শব

শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণিমা = ব্রহ্মা বা সগুণ ব্রহ্ম

„ অমাবস্যা = ব্রহ্ম

শক্তির পূর্ণিমা = নারায়ণ

„ অমাবস্যা = যোগনিদ্রা of নারায়ণ

শিবের পূর্ণিমা = মহাদেব

„ অমাবস্যা = শব

তাহার পরই infinite

পূর্ণ বা infinite যখন জড়কে প্রথম স্পর্শ করেন তাহার পূর্বে অর্থাৎ চিৎকলা সঞ্চারের পূর্বে, জড় S. Pole.

আবার পূর্ণ বা infinite জড়কে চেতন করিয়া চৈতন্যরূপে ফুটাইয়া, যখন ছাড়িয়া যায়, তখনকার জড় N. Pole.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমটি matter = নিষ্ক্রিয়, কেননা পুর্ণ স্পর্শ করে নাই।

দ্বিতীয়টি পুরুষ = নিষ্ক্রিয়, কেননা স্পর্শ করিয়া ছাড়িয়াছে।

৪। পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করে। তাই প্রকৃতির পরিণাম। সমদৃষ্টি বা নিষ্কামদৃষ্টির ফলে সদৃশ পরিণাম। শুধু সত্তার বহুত্ব-সম্পাদনী প্রকৃতি প্রসবের স্বরূপযোগ্য হয়। বিকার তখনও হয় না।

বিষমদৃষ্টি বা সকামদৃষ্টির ফলে বিসদৃশ পরিণাম বা সৃষ্টি বা বৈষম্য বা বিকার প্রসব করে।

পুরুষ যদি সমদৃষ্টিও না করে দ্বিতীয় ভাবিয়া, অর্থাৎ নিজেকে নিজে দৃষ্টি করে, তবে তাহাই আত্মজ্ঞান দর্শন। যদি পুরুষ নিজেকেও দৃষ্টি না করে—তবে আত্মা।

পুরুষ দৃষ্টি করে না (a)

পুরুষ নিজেকে দেখে। এখানে প্রকৃতি ও প্রতিবিম্ব দুইটা হয়। স্বচ্ছতাবশতঃ একই দেখা যায়। ইহাই নিজেকে দেখা। বস্তুতঃ প্রকৃতি দেখা বা প্রকৃতিতে আত্মবিম্ব দেখা। (b)

তারপর পুরুষ দ্বিতীয় ভাবিয়া প্রকৃতিকে দেখে—সমষ্টি। কাম এখানে নাই। ইহার ফল সদৃশপরিণাম। (c)

পুরুষ প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে—অর্থাৎ সকাম ভাবে দেখে। ফল—বিসদৃশ পরিণাম বা বিকার (d)

২৬।২।৩৮

যে পাপ করে অথচ নিজে তাহার দ্রষ্টা হইয়া দেখে, সে পাপে লিপ্ত হয় না। একটি প্রবল শক্তির প্রেরণায় সে দৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছাই মুল শক্তি, ইচ্ছা দুইপ্রকার হয়। একটা পাপের অনুকুল—একটা তার প্রতিকুল। অনুকুলটি তখন প্রবল হয়, প্রতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলটি দুর্বল। সে সাক্ষীর আশ্রয় গ্রহণ করে। সাক্ষীর আশ্রয়ফলে সে পাপের ফল হইতে মুক্ত হয়।

কে তাকে দিয়া করায়? সে চায় না—অথচ চায়ও বটে। তার পাপেচ্ছার মূলে কে? স্বভাব হইতেই ইচ্ছার উদয় হয়। স্বভাবই প্রবর্তক। স্বভাবই করাচ্ছে। ইহা দেখার নাম স্বভাবদর্শন। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান।

যে ভাল কাজ করে ও ভাল কাজের জন্য নিজে আনন্দিত হয়, সে স্বভাবদর্শন পায় না। সে অভিমানী, সে পুণ্যবান হলেও অজ্ঞানী। তার ভাল ইচ্ছার প্রবর্তকও স্বভাব। যখন সে তাহা বুঝে, তখন সে জ্ঞানী, সাক্ষীর আশ্রিত। তখন আর সে পুণ্যবান্ নহে।

পাপ-পুণ্য অজ্ঞানাবস্থায় হয়। সাক্ষীর আশ্রয় নিলে পাপ-পুণ্য থাকে না। তখন উভয়ে সাম্যদর্শন হয়—তাহাই জ্ঞান। তখন বুঝা যায় স্বভাবই প্রবর্তক—সেই করাইয়া নেয়। স্বভাবে পাপ-পুণ্য নাই—সে পাপপুণ্য বুঝে না। সে শুধু প্রবর্তক। যে আধারে যাহা আছে, সেখানে তাহাই চলিতে থাকে। কাজেই স্বভাব পাপ বা পুণ্য সবই জাগাইয়া দেয়।

সুতরাং যথার্থ জ্ঞানে এই স্বভাবের প্রবর্তকত্ব দর্শন হয়। জানা যায়—সর্বত্র স্বভাবই চালাচ্ছে, আধারভেদে চালনা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এই আধারভেদ সংস্কারভেদ বশতঃ। সংস্কারভেদ আবার কর্মভেদ বশতঃ। কর্মভেদের মূলে আবার সংস্কারভেদ। অতএব মূলে জড়ের দিক হইতে সংস্কারভেদই প্রকৃতিভেদের কারণ হয়। চৈতন্যের দিক্ হইতে দেখিলে স্বভাবের লীলাই প্রকৃতিভেদের কারণ।

অতএব যিনি সাক্ষী, তিনিই প্রবর্তক। তিনি সমদর্শী বলিয়া সমরূপে সকলের প্রবর্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষী ও শক্তি (একত্র)—সমদৃষ্টি সকলের উপর। ইহাই সাক্ষী। ফল—বিকাশ। শক্তির লীলাবশতঃ বিকাশের ভেদ হয়। ইহাই মূল। পরে সংস্কারভেদ বিকাশের ভেদক।

বিচারক—ভাল ফুটিলে, ফল সুখ, মন্দ ফুটিলে, ফল দুঃখ। বিচারক ভালমন্দ দেখে।

সাক্ষী ও শক্তিকে পৃথক্ দেখিলে শক্তির লীলা ধরা যায় না। তাই বিকাশের ভেদের মূলে সংস্কারভেদ মানা হয়। কারণ, সাক্ষী অভেদদ্রষ্টা ও সমরূপে বিকাশক। ঐ সংস্কারভেদেই সাক্ষী হইতে বিভিন্ন শক্তির আত্মপ্রকাশ। ঐ শক্তি=জড়।

শক্তি যদি সাক্ষী হইতে অভিন্ন জানা যায়, তা হইলে ঐ শক্তি =চৈতন্য। বিকাশের ভেদ তখন ঐ শক্তির লীলামাত্র, সংস্কারভেদ তখন কিছু থাকে না।

যে সাক্ষী হইতে শক্তিকে আলাদা জানে, সেই জীব অজ্ঞানী ও অভিমানী। তাই তার সুখদুঃখ ভোগ হয় ও পূর্বে পাপ-পুণ্য হয়। তার দায়িত্ব আছে। তাঁর পক্ষে সাক্ষী দ্রষ্টামাত্র এবং সমপ্রবর্তক। তাতে বৈষম্য নাই। বৈষম্যমূল তাহার (ঐ জীবের) অভিমান ও অজ্ঞান।

এই দৃষ্টিতে সাক্ষীর কাছে সাহায্য পাওয়া যায় না। এখানে সাক্ষীতে করুণা বা কৃপা নাই। শুধু সমদর্শিত্ব আছে। বস্তুতঃ সাক্ষী জীবের পাপ-পুণ্য বা সুখ-দুঃখ বুঝিতেই পারেন না—কারণ তিনি সমদর্শী।

কিন্তু সাক্ষী শক্তিময়, শক্তি চৈতন্যময়—দুই-ই এক। এই যুগল-ভাব যে দেখে তাহার পক্ষে ঐ যুগলরূপই সর্বকর্মের প্রবর্তক। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ-পুণ্য থাকে না। সে জ্ঞানী তাই সুখ-দুঃখের মূলস্থ আনন্দ লাভ করে।

তিনিই সব করান—এটা জানলে আনন্দই আনন্দ। অথচ ব্রহ্মদর্শী ভাব থাকেই। কারণ, সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ, পাপও যাহা, পুণ্যও তাহা। সকল প্রপঞ্চ লীলারূপেই দেখা যায়, দৃষ্টি বদ্‌লাইয়া যায়।

নিজের যদি সুখ-দুঃখ বোধ থাকে, তা হলে বুঝতে হবে,—তিনি সব করান—এটা পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় নাই। বস্তুতঃ তখনও নিজের কর্ম রহিয়াছে।

ঐ সাক্ষী ও শক্তিকে এক দেখা বা যুগল-মিলন মানে শিব-শক্তির মিলন। তখনই শক্তির জড়ত্ব সম্পূর্ণ দূর হয়। তখনই অজ্ঞান ও অভিমান কাটে। তাই শিব ও শক্তি এক হইয়া যায়। ইহার পূর্বে লীলারূপে দর্শন হয় না, কর্মত্যাগ হয় না।

(২)

দৃষ্টির উন্মেষমুখী ভাব—ত্রাটকাদি—শুক্লপক্ষ সাধন। ফল একাগ্রতা-পূর্ণিমা। প্রসারণ।

দৃষ্টির নিমেষভাব—নিরোধ-কৃষ্ণপক্ষ, সাধন-অমাবস্যা। সঙ্কোচ।

কাজেই একাগ্রতাসিদ্ধির জন্য কলাসঞ্চার আবশ্যক। তাই দীক্ষা চাই। যে কলা পায় নাই, সে শুক্লপক্ষে প্রবেশ করে নাই। তাহার কলাবৃদ্ধি ও পূর্ণতা—একাগ্রতা অসম্ভব। একাগ্রতার পরে নিরোধ।

শুক্লপ্রতিপদের পূর্বাবস্থা—কলাপ্রবৃত্তির পূর্বাবস্থা, অমাবস্যার পরাবস্থা—কলানিবৃত্তির পরাবস্থা।

এই দুইটি নিয়া এক একটি circuit-বৃত্ত। এইরূপ এক একটি বৃত্ত পূর্ণ করিয়া তিলে তিলে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই কালচক্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালচক্রে কলা সঞ্চার হয় ও চরমে কলার অবসান হয়। কালচক্রে একটু একটু কলা পড়ে, বাড়ে, কমে, সমাপ্ত হয়। এইরূপে কাল-চক্রের ভিতর দিয়া সব কলা শেষ হইয়া যায়। নিষ্কলাবস্থা পরে আসে।

এই কলার বৃদ্ধিই = ভোগ } দুইয়ের পূর্ণতায়
" " হ্রাসই = বৈরাগ্য } নিষ্কলতা।

অব্যক্ত জড় হ'তে পূর্ণ চৈতন্যে যেতে হলে এই কালচক্রই মার্গ—ভোগ ও ত্যাগ।

২৬।২।৩৮

শিব ও শক্তির মিলন,—মানে কি? চৈতন্যের একটা সাক্ষী ভাব আছে। একটা কর্তাভাব আছে।

Stages :—

(a) "চৈতন্য" = জড়। শক্তির জাগরণের পূর্বাবস্থা [এখানে শিব ও শক্তির মিলন নাই]

(b) "চৈতন্য" = শিব as জ্ঞানময়। ইহাই সাক্ষী শিব বা পুরুষ। শিব শুধু দ্রষ্টা মাত্র। কর্তৃত্ব নাই। যা কিছু হয় তাহা শিব হতে নহে—সকল কর্মের প্রবর্তক বাহ্য।

[শিবশক্তির আংশিক মিলন। শক্তির আংশিক জাগরণ] তাহা = মায়া। জীবমাত্র তার অধীন। ইহাই জীবে অজ্ঞান ও অহঙ্কাররূপে খেলছে। জীব অভিমানী, অজ্ঞানী।

(c) "চৈতন্য" = শিব as ক্রিয়াময়। ইহা জড় শিব বা প্রকৃতি। শুধু কর্তা মাত্র—জ্ঞান নাই।

[উভয়ের আংশিক মিলন। শক্তির আংশিক জাগরণ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(d) "চৈতন্য" = শিব as জ্ঞান-ক্রিয়াময়। ইহাই [উভয়ের পূর্ণ মিলন। শক্তির মুক্তচৈতন্য। ইহাই পরমেশ্বর। পূর্ণ জাগরণ। এই পূর্ণ মিলনের পরই লীলাব্রহ্ম। তখন শক্তি ও শিব এক ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত। এই ব্রহ্ম = লীলা-ব্রহ্ম। এই লীলাও বাড়িতে বাড়িতে পূর্ণ হইয়া পরে শূন্য হইয়া যায়। তাহাই শান্ত-ব্রহ্ম বা পূর্ণব্রহ্ম]

Infra = জড় (Transcendental)

জড় Pure শক্তি সুষুপ্ত

ভোক্তা ভোগ্য শক্তি স্বপ্নাবস্থ বিকার—ভোগশক্তি, অচেতন।

জ্ঞাতা জ্ঞেয়শক্তি —পুরুষ— জ্ঞানশক্তি, খণ্ড চেতন } [বিভূতি
(ঈষৎ জাগ্রত) * বা
কর্তা কার্য্যশক্তি —প্রকৃতি— ক্রিয়াশক্তি, খণ্ড চেতন } সিদ্ধি]
(ঈষৎ জাগ্রৎ) ব্যাপক
সত্ত্ব

জ্ঞাতা & জ্ঞেয় & শক্তি চৈতন্য—চৈতন্যশক্তি [সাংখ্য বা বেদান্ত (পূর্ণ
কর্তা কার্য্য পূর্ণজাগ্রৎ পথে এই স্তরে চৈতন্য)
শিব = শক্তি কৈবল্য বা মোক্ষ।
মিলন কিন্তু তাহা অপূর্ণ,
কারণ প্রকৃতি বা মায়া মিলিত নহে যোগ নাই— বিয়োগ।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম লীলা আনন্দ
(No শিব) (No শক্তি) (No চৈতন্য)
পূর্ণ ব্রহ্ম
(No লীলা) (No আনন্দ)
চৈতন্য Pure শক্তি (even as আনন্দ বা লীলা Nil)
ultra চৈতন্য Transcendental

---

* এখানে নানা ও একের দুইটি ধারা আছে। সাংখ্যে নানা, বেদান্তে এক। উপরেরটি সাংখ্যের, বেদান্তে জ্ঞানশক্তি = অখণ্ড চেতন; ক্রিয়াশক্তি = অখণ্ড চেতন। অথচ উভয়ে মিল নাই। তাই উভয়ত্র প্রকৃতি বা পুরুষ জড় রহিয়াছে।

(১)

২৭।২।৩৮

সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি—দুইই অংশতঃ জড়, অংশতঃ চেতন। পুরুষ জড়, কেননা তাতে স্বাতন্ত্র্য বা কর্তৃত্ব নাই। প্রকৃতি জড়, কেননা তাতে বোধ নাই। বোধ ও স্বাতন্ত্র্য (জ্ঞান + ক্রিয়া) একত্র হইলেই পূর্ণ চৈতন্য।

পুরুষ চেতন; কেননা, বোধ আছে। প্রকৃতি চেতন; কেননা স্বাতন্ত্র্য আছে। শুদ্ধজড়ের বোধ থাকে না, স্বাতন্ত্র্যও থাকে না।

(২)

শুদ্ধ জড় (Transcendental) Infra সুষুপ্তি
জড় প্রধান (চিতের উন্মেষ নাই)—বোধ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই, জ্ঞান নাই, ক্রিয়া নাই। সুষুপ্তি।
চিদাবিষ্ট জড় (চিতের উন্মেষ হইয়াছে) বা জীব (অশুদ্ধ)।

(a) Sub-humam—জ্ঞান ও ক্রিয়া অভিন্ন, instinct, স্বপ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(b) Humam—জ্ঞান ও ক্রিয়া ভিন্ন Reason স্বপ্নাভাস

জাগরাভাস

জড়াবিষ্ট চিৎ ঈশ্বর Human

celestial (দিব্য) জ্ঞান ও ক্রিয়া অভিন্ন Intuition

(চৈতন্য) জাগরণ

শুদ্ধ চৈতন্য বা Transcendental ultra জাগরণ

যেখানে জ্ঞান ও ক্রিয়া ভিন্ন, সেটাই কর্মরাজ্য ; সেখানেই অভিমান আছে। সেখানে ক্রিয়াংশ = কর্ম ; জ্ঞানাংশ = ভোগ বা কর্মফল। ক্রিয়া শুদ্ধ হ'লে (স্বাভাবিক, নিষ্কাম), জ্ঞান শুদ্ধ হ'লে (ভোগাত্মক না থাকলে), দুই এক হয়ে যায়। তখন অভিমান থাকে না। সংস্কার থাকে না, ফলদাতা ঈশ্বরও থাকে না।

(৩)

পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ—

(ক) বিয়োগ (খ) পরস্পর আভিমুখ্য (গ) যোগ

বিয়োগাবস্থায় পুরুষ = চিৎ ; কিন্তু দ্রষ্টা নহে।

প্রকৃতি = অচিৎ ; কিন্তু পরিণামশীল, স্বতন্ত্র নহে।

পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ বটে, কিন্তু ক্রিয়াভাস আছে বলিয়া দ্রষ্টা। তদ্রূপ প্রকৃতি ক্রিয়াস্বরূপ বটে, কিন্তু জ্ঞানাভাস আছে বলিয়া কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র। সুতরাং সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর বিযুক্ত নহে। আবার পরস্পর মিলিতও নহে। তাহা হইলে দুই মিলিয়া এক হইত—তাহাই চৈতন্য। তাহা জ্ঞান ও ক্রিয়ার—বোধ ও স্বাতন্ত্র্যের মিলিত রূপ। সুতরাং সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর অভিমুখ। পুরুষের আভিমুখ্য প্রকৃতির দিকে—তাই চিতের আভাস পাইয়া প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য ও সদৃশ পরিণাম। তদ্রূপ প্রকৃতির আভি-মুখ্য বশতঃ পুরুষ দ্রষ্টা। ইহাই স্ব-স্বামিভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪)

গ্রন্থিবন্ধন ও মোচন। আমি যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই ঃ—

	বিশুদ্ধ চৈতন্য		গ্রন্থিহীন মুক্ত।
রুদ্রগ্রন্থি	„ +১ম গ্রন্থি	কারণদেহময়।	শুদ্ধ সত্ত্বের গ্রন্থি।
বিষ্ণুগ্রন্থি	„ +২য় „	লিঙ্গদেহময়।	প্রাকৃত সত্ত্বের গ্রন্থি।
ব্রহ্মগ্রন্থি	„ +৩য় „	স্থূলদেহময়।	তামসগ্রন্থি বা ভৌতিক গ্রন্থি।

তৃতীয় গ্রন্থি হ'তেই স্থূলত্ব। ইহা ভাঙ্গিলে স্থূলের পাঁচ অবয়ব পৃথক্ পৃথক্ হয়। যেমন ধর—গোলাপফুল, ফুলটীর একটী রূপ আছে—রস গন্ধ ইত্যাদি আছে। ব্রহ্ম গ্রন্থি খুলিলে দ্রব্যরূপী ফুলটী পাঁচটী গুণ হইয়া যাইবে। তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকিবে না, মনোগ্রাহ্য হইবে। মনও ইন্দ্রিয়-বাসনা নিয়া তাহার এক একটী গুণ গ্রহণ করিবে। যখন ইন্দ্রিয়-বাসনা না থাকিবে, তখন মন = বুদ্ধি। বুদ্ধি দ্বারা ফুলের সত্তটী ধরা পড়িবে—তাহাই আন্তর ideal ফুল। তাহা ঐ রূপ, রস প্রভৃতি সারের মধ্যেই ছিল। ইহাই শুদ্ধলিঙ্গ।

ইহার পর বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইয়া গেলে ফুলের কারণভাবটী অধিগত হবে। ইহাই শুদ্ধ সত্ত্বরূপী ফুল = দিব্যফুল।

এখানেও গ্রন্থি আছে—রুদ্রগ্রন্থি। তাহা ভেদ হলে ফুলের কারণ-সত্তা থাকে না। তখন ফুলটীকে ব্রহ্মরূপে, চিন্ময়রূপে জানা যায়। ইহাই সাকার ব্রহ্ম। ইহা ফুলের শাক্তরূপ। ফুলটী = চিৎশক্তি। রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ = শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে সাকার ফুলরূপী চিৎ (শক্তি) কে বিবিক্ত করা। ইহার পর আর গ্রন্থি নাই। কারণ, শক্তি ও শিব একই বস্তু। তবে যুগল-মিলন। সাকার ও নিরাকার—এইমাত্র ভেদ। তবে এখানে প্রাধান্য-অপ্রাধান্য আছে। তাই শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষ আছে। কিন্তু শিবশক্তি সামরস্য হ'লে অদ্বৈত হয়। অদ্বৈত সাকারও বটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরাকারও বটে, যুগপৎ সবই। এখানে কালচক্র নাই। মহাকালের পর। তাই শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষ নাই।

১।৩।৩৮

সাংখ্যের পুরুষ = শুদ্ধসত্ত্ব, যাহাতে চিৎ-শক্তি সঞ্চারিত। প্রকৃতি = অশুদ্ধসত্ত্ব, যাহাতে অচিৎ শক্তি সঞ্চারিত।

(ক) শুদ্ধসত্ত্বে যেমন চিৎ থাকিবেই—তবে action দ্বারা সাম্যাবস্থা লাভ করা যায়। তখন শুদ্ধসত্ত্ব একেলা, চিৎ-শক্তি একেলা। দুই-ই সমান—আলাদা। উভয়ের মধ্যবর্তী শক্তিই সংযোজক। ইহাই চিৎ-শক্তি।

(খ) অশুদ্ধ সত্ত্বে তেমনি অচিৎ থাকিবেই—তবে সাম্য হয়। তখন সত্ত্ব আলাদা, অচিৎ-শক্তি বা রজঃ।

প্রথমটীর সাম্য = ত্রিকোণ, consisting of চিৎ (শিব), চিৎ-শক্তি (শক্তি) এবং (শুদ্ধ) সত্ত্ব।

দ্বিতীয়টীর সাম্য = ত্রিকোণ, consisting of অচিৎ (তমঃ), অচিৎ-শক্তি (রজঃ) এবং (অশুদ্ধ) সত্ত্ব।

লিঙ্গের দুইটী রূপ পাচ্ছি ঃ—

আন্তর রূপ—অস্মিতা। ইহা অণুমাত্র। ইহাই লিঙ্গশরীরের nucleus। ইহাতেই রূপ রস প্রভৃতি গুণ আশ্রিত হয়, যখন ইহা বহির্মুখ হইয়া অহঙ্কাররূপী হয়।

বাহ্যরূপ—অহঙ্কার। ইহার ৫ মুখ,—রূপ, রস, গন্ধ etc. তাই অহঙ্কার পঞ্চমুখী রুদ্র। তবে এই রূপাদি এক একটী লইয়া অহঙ্কার আত্মপ্রকাশ করে। পাঁচটি একত্র হয় না। হইলেই স্থূলত্ব আসিবে। বস্তুতঃ এই রূপ = রূপতন্মাত্র ; রস = রসতন্মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রূপ একটী unit, তাই তন্মাত্র। যেমন গোলাপ—ইহার রূপমাত্র (রস, গন্ধ ইত্যাদি নহে—অর্থাৎ স্থূল গোলাপ বা দ্রব্য গোলাপ নহে) = রূপতন্মাত্র। এই রূপের অণিমা বা মহিমা হতে—তাহা শুধু শক্তির সঙ্কোচ ও প্রসারের ফল। রূপ অণু হইয়াও তাই থাকে, মহৎ হইয়াও তাই থাকে। এই সঙ্কোচ-প্রসার রূপেরই হয় (বা রসেরই হয়—অর্থাৎ দ্রব্যের নহে, এক একটী গুণের)। রূপ সঙ্কোচ করিয়া ভৌতিক ক্ষেত্রে ফেলিলেই অণুদ্রব্য হইবে। দ্রব্য করিয়া অণু করিতে হয় না। এইরূপ রূপতন্মাত্র।

দ্রব্য গোলাপ হইতে এই রূপটীকে বা কেবল একটী গুণকে আকর্ষণ করিয়া নিলে দ্রব্যটী nucleus রূপী ভূতাদি বা তামস অহঙ্কার হবে—তাহাই অস্তিতা বা অস্তিত্ব। পরে অস্মিতা হইয়া যায়। তখন বাহ্য দৃষ্টিতে দ্রব্য নষ্ট হল।

এই রূপটী পৃথক্ হইয়া আপন রূপ-প্রকৃতিতে লীন হবে, যদি আমি আমার রূপে লীন না করি। আমি লীন করিলে আমার মধ্যে লীন হইয়াও আলাদা থাকিবে ও বোধ-শক্তির শৈথিল্যেই বাহির হইয়া যাইবে। সজাতীয় সত্তায় লীন হলে বিশ্রাম করে—বিজাতীয় সত্তায় লীন হলে চাপা থাকে মাত্র। কিন্তু ঐ রূপ রস প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধ আছে। তাই রূপকে বাহিরে ফেলিলে সে আপন সহচর রসাদিকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে, স্থূল হবে। রূপকে জোর করিয়া টানিলে সে যেমন প্রকৃতিতে লীন হয় না, তেমনই রসাদিও প্রকৃতিতে লীন হয় না। বিজাতীয় সত্তায় লীন হয়। ইহার কারণ এই ফুলটীর অপমৃত্যু হইয়াছে। তাহার evolution মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

২।৩।৩৮

সত্ত্ব = আধারশক্তি। ইহা জড়। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই চিৎ-শক্তি প্রকাশমান হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

{ শিব চিৎশক্তি	চিৎশক্তি শিবাশ্রয়ে নিত্যই খেলছেন—ইহাই চিদ্‌বিলাস, চৈতন্যের খেলা। ইহা অব্যক্ত। ইহাই ব্রজ (ব্‌+রজ) লীলা।
শুদ্ধসত্ত্ব অশুদ্ধসত্ত্ব ॥ প্রকৃতি বৈন্দব চক্র ॥	শুদ্ধ সত্ত্বে ঐ শক্তির সঞ্চারেই ব্যক্ত লীলা, শুদ্ধধামে। ইহা দিব্য লীলা। মহামায়ার লীলা। প্রকৃতিতে ঐ দিব্যতেজের সঞ্চারে মায়ার লীলা।

চিৎ শক্তি }	শব	—	শিব	সৃষ্টি
	সত্ত্ব (শুদ্ধ)	—	দেবতা	
	সত্ত্ব (অশুদ্ধ)—mixed	৩—মনুষ্যাদি		লীলা
	ভূত	৫		

৬।৩।৩৮

কালী ও সুন্দরী। মহাশক্তির চরমরূপ এই কালী। সুন্দরীতে—নীচে শবরূপী শিব, তার নীচে পঞ্চপ্রেত (সদাশিব, ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র)।

বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্বের পরে চিৎশক্তি। শিব শক্তি হতে অভিন্ন। সত্ত্বের পাঁচটী দ্বার বা মুখ বা ভেদ।

প্রাকৃতিক জগতে—

অস্মিতা—একমুখ,

অহম্—কেন্দ্র, surrounded by রূপ রস গন্ধ etc. পঞ্চক।

অপ্রাকৃত জগতে—

তদ্রূপই সব। এখানেও পাঁচটী মুখ আছে। শুদ্ধ বিন্দুর পাঁচটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারা। ইহা হইতেই সদাশিবাদি ৫টী হয়, পঞ্চ ভূতের আদি এখানে। এই পাঁচটি সত্ত্বভাগই পঞ্চভূত ও পঞ্চপ্রেত।

চিৎশক্তি সত্ত্ব হ'তে উঠিয়া গেলে এগুলি প্রেত বা ভূত-পদবাচ্য হয়। এগুলি প্রেত বা ভূত হলেই তদধিষ্ঠাতা=শিব বা রুদ্র। চিৎশক্তি তাহাকেও ছাড়াইলে মহাশক্তি হয়।

সুন্দরীতে সত্ত্ব নিষ্ক্রিয় হ'লেও শূন্য হয় না।

তাই শবরূপী শিবের নীচে ৫ প্রেত। ইহাই পঞ্চমুণ্ড আসন।

৪।৩।৩৮

প্রতিপৎ=জ্ঞান

শুক্ল—প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ—পক্ষান্তে পৌর্ণমাসী, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ ঐশ্বর্য—ভোগ।

কৃষ্ণ-প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ—পক্ষান্তে অমাবস্যা। কলাশূন্যতা, রিক্ততা, ত্যাগ।

প্রথমটি শ্রীকুল ; দ্বিতীয়টী কালীকুল।

মহাশক্তির দুই প্রান্ত, pole—

যে শুক্ল প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করে—সে কলার বিকাশ করিতে থাকে। পরে কলা ক্ষয় হয়, তবে পূর্ণ হয়। তখন পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এক হইয়া অকুলে। প্রাকৃতিক সত্ত্বের বিলোপ পূর্ণিমাতে হইয়া যায়। অমাতে অপ্রাকৃতেরও বিলোপ হয়। ইহার মাস অমান্ত।

[সদ্বারক দীক্ষা চিৎ-শক্তি acting through শুদ্ধসত্ত্ব]

যে কৃষ্ণ প্রতিপদে আরম্ভ করে, তাহার মাস পূর্ণিমান্ত (এই কথাটি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না)

[অদ্বারক দীক্ষা চিৎ-শক্তি acting direct]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীতে সত্ত্ব শূন্য। তাই পঞ্চপ্রেত নাই।

কালীর নীচে = শব, which is সদাশিব।

ইহাতে পঞ্চপ্রেত লীন হয়েছে।

সুন্দরীর নীচে = শব, which is পরমশিব।

ইহাকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চপ্রেত ব্যক্ত আছে।

শাক্তমতে চৈতন্য = appears as শক্তি। শিব তার অঙ্গ (অভিন্ন)। শিব = আধার।

শৈবমতে চৈতন্য = appears as শিব। শক্তি তার অঙ্গ (অভিন্ন), শক্তি = আধার।

চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশই সামরস্য (পূর্ণ ব্রহ্ম)। তখন শিব ও শক্তির পূর্ণ মিলন হইয়া সাম্য হইয়া গিয়াছে। এই মিলন-ক্ষেত্রই আনন্দ বা লীলা। ইহা সৃষ্টিমুখে আছে, সংহারমুখেও আছে।

মহামিলনের তিনটী ধারা ইহাই বিপরীত রতি	চেতন শিব × চেতন শক্তি = মৈথুন, আনন্দ, লীলা [নিত্য (প্রধান) (গৌণ) শিবাবস্থা ফলে নিত্য সংহার]
	" (গৌণ) × " (প্রধান) " " " [নিত্যশক্ত্যবস্থা। ফলে নিত্য সৃষ্টি]
	" (সম) × " (সম) = " " " [ইহা সামরস্য। নিত্য স্থিতি। ব্রহ্ম]

৪।৩।৩৮

[প্রাকৃতিক সত্ত্বের নীচে অন্ধকার আছে]

প্রাকৃতিক সত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্বের মাঝে শূন্য আছে। ইহাই প্রাকৃতিক সত্ত্বের অমাবস্যা।

তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বের পরও শূন্য আছে। তাহা শুদ্ধসত্ত্বে অমাবস্যা। এই মহাশূন্যে অব্যক্তপদ,—শিবশক্তির লীলা ও শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪।৩।৩৮

কারণসোম
× কারণবিন্দু
অগ্নি | সোম
অগ্নি | সোম
অগ্নি | সোম
অগ্নি | সোম
অগ্নি | সোম
× কার্যবিন্দু
কার্যসোম

কারণসোমই শুদ্ধসত্ত্ব। কার্য-সোম = মিশ্রসত্ত্ব। অগ্নিতে কার্য—সোমের আহুতি হয়—সত্ত্ব কিছু শুদ্ধ হয়, তমঃ সরিয়া যায়। ঐ শুদ্ধতর সত্ত্ব উপরের অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়—আরও তমঃ সরে, সত্ত্ব আরও শুদ্ধ হয়। এই প্রকার ঊর্ধ্বতম অগ্নি হতে যখন উঠে, তখন শুদ্ধতম সত্ত্ব বাহির হয়—তমঃ মোটেই থাকে না। তাহাই অমৃতবিন্দু। অমৃত সরোবরে সঞ্চিত হয়।

কারণসোম দেবভোগ্য; কার্যসোম মনুষ্যাদি ভোগ্য। মনুষ্য আপন ভোগ্য অগ্নিতে অর্পণ করিলে উহা শুদ্ধ হ'তে হ'তে দেবভোগ্য-রূপে উপরে উঠিয়া যায়। অমৃত হয়। তখন ঐ শুদ্ধ অমৃত, দেব-ভোগ্য, দেবতা অগ্নিতে অর্পণ করিলে নামিতে নামিতে কার্যসোমরূপে মনুষ্যের ভোগ উৎপন্ন হয়। ইহাই দেবতার আশীর্বাদ।

যে কার্যসোম অর্পিত হয়, তাহা শুদ্ধ ও বিবৃদ্ধ হইয়া ফেরে—তাহাও কার্যসোম, তবে বিশুদ্ধ। তাহাই প্রসাদ। এক পথ দিয়া উঠে, অপর পথ দিয়া নামে। পিঙ্গলা-পথে উঠে, ইড়াতে নামে।

অগ্নি-পথে শোষণ হয়, শোধন হয়, অমৃত তৈয়ার হয়। দ্বিতীয় পথে আপ্যায়ন হয়—আপ্যায়ন করিতে করিতে নামে। প্রতি স্তরকে আপ্যায়ন করিতে করিতে নামিয়া আসে।

কার্যসোম যতই উঠছে ততই রেখ সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, বাহ্য মন সরিয়া যাইতেছে। চরম ঊর্ধ্বে বিন্দু হইয়া যায়—অমৃতবিন্দু, তখন শুদ্ধতম-বাহ্য মিশ্রণ নাই। তাই আর তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখা নহে, চন্দ্রবিন্দু। ঐ শুদ্ধবিন্দু রেখা হইয়া নামে। এই রেখাই বর্ণ বা রশ্মি, হ্লাদক ও আপ্যায়ক। প্রতি চক্রেই এরূপ হয়।

প্রকৃতির গর্ভে এই কর্মও নিয়ত চলিতেছে—উর্দ্ধ গতি—ফলাবতরণও নিয়ত চলিতেছে—অধোগতি। তাই জগৎ চলিতেছে।

এই ক্রিয়া হতেই জগৎ যন্ত্র চলিতেছে।

৪।৩।৫৪
৯½ টা রাত্রি

পূর্ণব্রহ্ম

শিবশক্তি মহেশ্বরী	শিব শান্তশক্তি শক্তির খেলা—শিব শান্তশক্তি	মিলন শক্তিধাম মিলন	চিৎশক্তি চৈতন্য
নারায়ণ মহালক্ষ্মী	নারায়ণ শুদ্ধসত্ত্ব	শুদ্ধসত্ত্ব	দিব্যজ্ঞান
ব্রহ্মা সরস্বতী বা সাবিত্রী	মিশ্রসত্ত্বের খেলা ব্রহ্মাদি ত্রয় মিশ্রসত্ত্ব	প্রাকৃত সত্ত্ব	মর্ত্যলোক

নাভিতে ব্রহ্মাদি × সাবিত্রী (=প্রাকৃতসত্ত্ব)—শুক্ল পক্ষ (মহত্তত্ত্ব)
সরস্বতী —কৃষ্ণপক্ষ (প্রাকৃতিক
ত্রিপুরা সত্ত্বহীনত্রয়)

হৃদয়ে ও } নারায়ণ × মহালক্ষ্মী (=শুদ্ধসত্ত্ব)....শুক্লপক্ষ (শুদ্ধতত্ত্বের
ললাটে } শিব × শক্তি .... পূর্ণিমা)
....কৃষ্ণপক্ষ (শুদ্ধসত্ত্বের
শূন্যতা, অমাবস্যা)

মস্তকে শিব × মহেশ্বরী (=চিৎশক্তি)—শুক্লপক্ষ
বা দুর্গা —কৃষ্ণপক্ষ

প্রাকৃত সত্ত্ব যখনই শূন্য হয়, তখনই শুদ্ধতত্ত্বের প্রথম কলার সঞ্চার হয়। শূন্যেই বীজ পড়ে। ইহাই যোগসূত্র।

শুদ্ধসত্ত্ব যখন শূন্য, তখনই চিৎশক্তিমাত্রের প্রথম কলার সঞ্চার হয়। শূন্যে বীজবপন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিৎশক্তি যখন শূন্য হয়, তখন শিব।

৭।৩।৩৮

ব্রহ্মা—মিশ্রসত্ত্ব—ভেদ bet. শিব & শক্তি

নারায়ণ—শুদ্ধসত্ত্ব—ভেদাভেদ „ & „

শিব—চিৎশক্তি—অভেদ „ & „

মস্তকের চক্ষুর—বোধের—দেখাই—দর্শন। দিব্যচক্ষুর দেখা ঠিক দর্শন নহে।

সঙ্কল্প—ইচ্ছা—প্রতিজ্ঞা করা কি? তাহার পূর্ণতাই বা কি? বর্তমানে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—এক হইয়া আছে।

[অতীতটা ভূত ; অনাগত=শক্তি ; বর্তমান=প্রকাশ]

ইচ্ছা=কারণে—বর্তমানাবস্থ কারণে—অনাগতের স্ফুরণ, তাতে অহং লাগা ও অভাববোধ তদ্‌বিষয়ে।

এই স্ফুরণটা কারণে ভাসে—ভাসিলেই তাকে গ্রাস করিতে তার সঙ্গে মিলিতে চারিদিক্ হতে নানা জিনিষ আসে। ঐ স্ফুরণে যে যে পরমাণু সহচর থাকে, সেইগুলি প্রবল হইয়া উঠে। তাই স্ফুরণটি আর অনাবৃত হইতে পারে না, ঢাকা পড়ে। ইহাই বীজ-নির্মাণ—ইহাই অতৃপ্তির কারণ—ইহাই বাসনা।

স্ফুরণটী শুদ্ধ হলে তাতে মিশ্রণ থাকে না—তাই তাহা পূর্ণ হয়, মিথ্যা হয় না। তাহাই সত্যসঙ্কল্প—ভাব।

এইভাবে অনাগতকে আশ্রয় করিয়া সঙ্কল্প উঠে। অপূর্ণ থাকিলে তাহাই ভূত হইয়া বাসনা হয় ও অতীতে যায়। কাজেই সঙ্কল্প হতে বাসনা, আবার বাসনা হতে নূতন সঙ্কল্প। সঙ্কল্পটী যদি শুদ্ধ হয়, তবে তাহা বাসনাজন্য হয় না; তাহা পূর্ণ হয়। তাহা হইতে বাসনা হয় না, কারণ অতৃপ্ত থাকে না।

কারণে যে স্ফুরণটী উঠে, তাহা বর্তমান হইয়া (স্থূলের মধ্য দিয়া) অব্যক্ত হইতে পারে, না হইতেও পারে। অব্যক্তে যাওয়া= অতীত হওয়া। অনাগত হইতে অতীতে যাইবেই ; তবে বর্তমান হইয়া গেলে সে অব্যক্ত=অনাশ্রব সংস্কার মাত্র (case of স্মৃতি) ; আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্তমান হইয়া না যাইলে সে অব্যক্ত=সাশ্রব সংস্কার (কর্মাশয়)। বর্তমান হইয়া যাওয়া=বোধক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া অতীত হওয়া। ইহাই ভোগ। ইহাতে কর্মক্ষয় হইয়া যায়। কারণ এই ভোগই জ্ঞান। অবশ্য একটু ভেদ আছে। বর্তমান হইয়া না যাইলে তাহা সঞ্চিত থাকে। তাহা বন্ধনের হেতু হয়।

[অনাগতের দিকে দৃষ্টি —বর্তমানে স্থিতি ও ভিতরে প্রবেশ।]

সঙ্কল্প করা—ইহা যোগমার্গ। ইহাতে সিদ্ধি হয়। সত্ত্ব শুদ্ধ না হইলে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব গুণময় পথ। দেবতা।

সঙ্কল্প না করা—ইহা ভক্তিপথ। ইহা নিবৃত্তিপথ। নির্গুণ পথ। পূর্ণ ব্রহ্ম।

চিৎশক্তি=কোষাতীত

শুদ্ধসত্ত্ব মণ্ডল= { আনন্দময় কোষ
বিজ্ঞানময় কোষ

প্রাকৃতসত্ত্ব মণ্ডল=মনোময় কোষ পর্যন্ত।

৮।৩।৩৮

হরিদ্বার

মানুষ কোন বিষয়ে চেষ্টা করিতে থাকে—নিরন্তর সবলভাবে। ইহাই তপস্যা। চেষ্টা বন্ধ করিবে না। মাঝে সফল হউক বা না হউক তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ঐ সফলতার কোন মূল্য নাই।

যখন এই চেষ্টার উপর ভগবানের কৃপা পড়ে, তখনই সিদ্ধি। তখন চেষ্টা করিয়া যে ফললাভ হচ্ছিল না, তাহাই আপনা আপনি হইয়া যায়। যাহা চেষ্টাসাধ্য ছিল, তাহা হয় স্বাভাবিক। সেইজন্য স্বভাবের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চেষ্টা করিতে হয়।

ফল—সিদ্ধি।

শুধু শুধু কৃপা হয় না। চেষ্টাহীনের কৃপালাভ অসম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১)

৯।৩।৩৮ জোতির্দর্শন কখন হয় ?

ক্রিয়া হইতে বা উপরের **influence** হইতে মস্তকপথে শক্তি ভিতরে প্রবেশ করে। তাৎকালীন আধার পূর্ণ হইয়া অধিক হইলে বাহিরে **projected** হয়। তাই দেখা যায়। আধার পূর্ণ না থাকিলে দেখা যায় না। কিন্তু শক্তির অবতরণ বৃথা হয় না। কারণ, আধার ভরিতে থাকে। তবে দেখা যায় না। যার অন্তর্দৃষ্টি আছে; সে সব বুঝিতে পারে।

(২)

নির্মাণ, ইচ্ছাশক্তি—সব এইরূপ।

আধার সদা পূর্ণ থাকাই সিদ্ধি। তাহাই যোগ। তারপর যা কিছু আসে, তাহা বাহিরে যায়। ইচ্ছা থাকিলে উহা তদাকার ধারণ করে। ইহাই সৃষ্টি।

যোগ বা আনন্দ বা পূর্ণতা হ'তেই ত' সৃষ্টি হয়।
পূর্ণের সঙ্গে **Infinite**-এর যোগে সৃষ্টি হয়।

৯।৩।৩৮

হরিদ্বার

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ"॥

(গীতা ৭।১৬)

ভক্ত চার প্রকার হয়—

(ক) আর্ত (খ) জিজ্ঞাসু (গ) অর্থার্থী (ঘ) জ্ঞানী

ভক্ত

নানাভক্ত
= সামান্য ভক্ত
= অজ্ঞানী ভক্ত

একভক্তি ভক্ত
= বিশিষ্ট
= জ্ঞানীভক্ত

আর্ত ১ জিজ্ঞাসু ২ অর্থার্থী ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা হ'তে পাওয়া যায়—জ্ঞানের উদয় না হলেও ভগবানে ভক্তি হতে পারে, যদি সুকৃতি থাকে ; আর যদি সুকৃতি না থাকে তা' হ'লে জ্ঞানী হলেও ভক্তি জন্মে না।

এই সুকৃতিই ভক্তির বীজ। যদি ইহা থাকে, অথচ আর্ত হয়, তা হলে ভক্তি হয়—তাহা আর্ত ভক্তি। শুধু আর্তি হতে আর্তি-ভক্তি হয় না। হ'লে কষ্টগ্রস্ত জীবমাত্রই ভক্ত হইত। তদ্বৎ, শুধু জ্ঞানের ইচ্ছা হইলেই জিজ্ঞাসা-ভক্তি হয় না। সুকৃতি না থাকিলে জিজ্ঞাসু জ্ঞানের জন্য ভগবানের দিকে তাকায় না ; জগতের বা জ্ঞানীর দিকে তাকায়। সুকৃতি জিজ্ঞাসু ভগবানের দিকেই তাকায়। অর্থার্থীও সুকৃতি হ'লেই ভক্ত হয়, নতুবা জাগতিক ধনীর মুখাপেক্ষী হয়।

জাগতিক ইচ্ছা তিন প্রকার—

(ক) দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা (খ) ভোগেচ্ছা (গ) জ্ঞানের ইচ্ছা।

এই ইচ্ছা কিন্তু ভক্তিবীজ নহে। সেইজন্য এই ইচ্ছা ভগবৎ কৃপায় পূর্ণ হইয়া গেলেও ভক্তি থাকিয়া যায়।

দুঃখ যখন কাটিয়া যায়, তখনও ভক্তি থাকে ; ভোগ যখন পূর্ণ থাকে, তখনও ভক্তি থাকে ; জ্ঞান যখন প্রাপ্ত হয় তখনও ভক্তি থাকে।

সুতরাং ইহা মতলবী ভক্তি নহে, তাই ইহা স্থায়ী হয়। আর্তি প্রভৃতি নিমিত্ত নহে—উপরঞ্জক মাত্র। সুকৃতিই নিমিত্ত।

আর একস্থানে আছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

(গীতা ৭।১৫)

যে দুষ্কৃতী, সে ভগবানের শরণাগত হয় না—সে নরাধম, মোহগ্রস্ত মায়ায় তার জ্ঞান অপহরণ করিয়াছে। যে সুকৃতী, সে নরোত্তম—তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান অব্যাহত থাকে। তাই সে ভগবানের আশ্রিত হয়। এখানে কয়েকটী প্রশ্ন ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া দ্বারা যার জ্ঞান অপহৃত হয় নাই, যে জ্ঞানী—সে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে? সে ভক্ত হয়? না, যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে তার জ্ঞান মায়া দ্বারা অপহৃত হয় না?

ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ মনে হয়। বোধ হয়—এইও জ্ঞান নিত্য।

মায়ার উর্দ্ধে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে—তাই সে নিজেকে ভগবদাশ্রিত বলিয়া বোধ করে। এই বোধই ভক্তি। মায়ার উপরে স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানই ভক্তি। এই সকল জীব জ্ঞানীভক্ত। কোন লঘু অপরাধে তাদের পতন হ'লে—জ্ঞান সঙ্কুচিত হয়; দুঃখ জন্মে ও অভাব বোধ হয়, কিন্তু সুকৃতি লুপ্ত হয় না। তাই তাদের দৃষ্টি অ-জ্ঞান (with জ্ঞানেচ্ছা), দুঃখ ও অভাবের মধ্যেও ভগবানের দিকে নিবদ্ধ থাকে। ইহারা মায়াতে পতিত হয় না। তাই অজ্ঞান মধ্যেও ভগবান্‌কে বিস্মৃত হয় না। ভগবদাশ্রয় লক্ষ্যে সদাই থাকে। গুরু অপরাধে পতন হ'লে সুকৃতি থাকে না। ঐ অপরাধই দুষ্কৃতি। তখন মায়ার অধীন হয়। পূর্ব পতনে মায়া তাকে কষ্ট দেয় সত্য, জ্ঞান অপহরণ করে সত্য, কিন্তু অধীন করিতে পারে না বলিয়া জীব ভগবানকে ভুলে না, জ্ঞানের অভাব হলেও তাতে জ্ঞানের ইচ্ছাটুকু থাকে।

আর এক কথা—

জ্ঞানী ও ভক্ত—কে শ্রেষ্ঠ?

মনুষ্য চার প্রকার—

(ক) অ-জ্ঞানী ও অ-ভক্ত

(খ) অ-জ্ঞানী ও ভক্ত

(গ) জ্ঞানী ও অ-ভক্ত

(ঘ) জ্ঞানী ও ভক্ত

চতুর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম = নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—কে ভাল? অ-জ্ঞানী ভক্ত জ্ঞানী অ-ভক্ত অপেক্ষা ভাল। কারণ, অ-জ্ঞানী ভক্ত সুকৃতী, তাই ভগবদাশ্রিত। ভগবান্‌কে ভজন করে; তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া কাটিয়া যাইবে। জ্ঞানী অ-ভক্ত সুকৃতিহীন—তাই ভজন করে না। সেইজন্য জ্ঞানী হইয়াও নিকৃষ্ট। ভগবানের আশ্রিত নহে। তাই মায়াতীত নহে। কারণ ভগবদাশ্রয় ভিন্ন মায়া কাটে না। অতএব উৎকর্ষানুসারে ক্রম এই :—জ্ঞানী ভক্ত; অ-জ্ঞানী ভক্ত; জ্ঞানী অ-ভক্ত; অ-জ্ঞানী অ-ভক্ত।

উঠিবার দুই পথ—

অ-জ্ঞানী অ-ভক্ত

জ্ঞানের বিকাশ (অ-ভক্ত জ্ঞানী) ভক্তির বিকাশ (অ-জ্ঞানী ভক্ত)

ভক্তির বিকাশ (ভক্ত জ্ঞানী) জ্ঞানের বিকাশ (জ্ঞানী ভক্ত)

জ্ঞানী = ভক্ত (সমান)

পূর্ণ

অ-জ্ঞানী

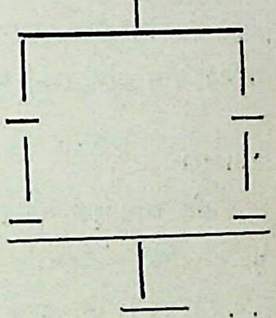

১২।৩।৩৮

[কুশাবর্তঘাট হরিদ্বার]

[দুই তিনদিন পূর্বেই ইহা পাইয়াছি] সেতু পার হওয়ার জন্য। মন্ত্রের সেতুও তাই। সেতু না থাকিলে মন্ত্রে আবদ্ধ থাকার আশঙ্কা আছে (মহাপ্রলয় পর্যন্ত ?)

মন্ত্র (বীজ) = জ্যোতিঃ হতে সত্তা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সত্তা = কেন্দ্র, তারপর শক্তি, তারপর রূপ, তারপর জ্যোতিঃ বা প্রভামণ্ডল—ইহাই পরিধি। ইহাই দেবরাজ্য।

সেতু না থাকিলে দুই মণ্ডল ভেদ করা যায় না। সত্তাতে সত্তা মিলাইয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া মণ্ডলেশ্বর বা আধিকারিক হওয়া চরম সিদ্ধি। বাহিরে যাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণবই সেতু। তাই ইহার দ্বারা বাহিরে যাওয়ার মার্গ পাওয়া যায়।

১২।৩।৩৮

(ঐ) একস্থানে বিতরণ, বিকিরণ হয়,—বিক্ষেপ হয়; অন্যস্থানে সংগ্রহ হয়।

একজন না দিলে আর একজন পাবে কোথায়? উপর হতে দান করে ছড়াইয়া দেয়—তবে নীচে হতে কুড়াইয়া পায়। যাকে লক্ষ্য করিয়া দান করে, সে-ই পায় যে কোন ভাবেই হউক্।

১৪।৩।৩৮

এক আর শূন্য লইয়াই জগৎ। সমষ্টি হউক্ বা ব্যষ্টি হউক্—সেটা দৃষ্টিসাপেক্ষ। গ্রহণ করার সময় একভাবই থাকে। কারণ, এক-বুদ্ধির বিষয়। ঐ বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া দৃষ্টি প্রসারণ করিলে চারিদিকে শূন্য দেখা যায়। এইপ্রকার সব জিনিষের চারিদিকেই শূন্য। পৃথগ্‌ভাবে প্রত্যেকটি জিনিষ শূন্যে ভাসিতেছে।

সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি অবয়ব ও তাই শূন্যে ভাসিতেছে। তবে শূন্যে শূন্যে স্তরগত প্রভেদ আছে। সংযোগ বলিয়া কিছু বস্তুতঃ নাই।

এই এক = বিন্দু; ইহাই অবয়বী।
উহার নানা = কলা, ইহাই অবয়ব।
চারিদিকে শূন্য— মধ্যেও শূন্য।

১৪।৩।৩৮

অহংএর জ্যোতিঃ বা বিকিরণ	৫ ভূত।	ভেদ
পুরুষের জ্যোতিঃ	৩ গুণ।	ভেদ
ব্রহ্মের জ্যোতিঃ	মায়া।	ভেদ
মহামায়ীর জ্যোতিঃ	মহামায়া	ভেদাভেদ
শিবের জ্যোতিঃ	শক্তি	অভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪।৩।৩৮

সব জিনিষ শূন্যে ভাসছে,—যেমন 'ক' 'খ' এসব জিনিষ। সব আলগা আলগা। 'ক'=একটি সমষ্টি, তার অবয়ব আছে। এক-রূপে গৃহীত হচ্ছে। শূন্যও একটা জ্যোতিঃ। যখন ঐ জ্যোতিঃ ভেদ করা যায়, তখন ঐ অবয়বগুলি প্রত্যক্ষ হয়। অখণ্ডকে সাবয়ব বলে বুঝা যায়। এই সমূহ বা সমষ্টিতে বহু অবয়ব আছে—তারা পরস্পর দূরে থাকিয়াও আবদ্ধ। কে আকর্ষণ করছে? কেন্দ্র nucleus তাহাই বিন্দু। তাহা দ্বিতীয় জ্যোতিঃ ভেদ হলে দেখা যায়।

'ক' (ফুল)—প্রথম জ্যোতিতে অখণ্ড, এক, ফুল। স্থূল।

" —দ্বিতীয় জ্যোতিতে সাবয়ব, এক হইয়াও সমষ্টিভূত, নানা অবয়ববিশিষ্ট। কেন্দ্র দৃশ্য হয় না। লিঙ্গ।

" —তৃতীয় জ্যোতিতে বিন্দুমাত্র কেন্দ্রভূত, nucleus,

এই প্রকার প্রত্যেকটি বস্তু তিনটি শূন্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় শূন্য ভেদ হইয়া গেলে আর কোন কোন জিনিষের কারণ বা বীজের সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন সবই শক্তিজ্যোতিতে চিদাকারে ভাসমান হয়। উহা ভেদাভেদ। আমিরূপে ভান, অথচ সাকার। তারপর নিরাকার চিৎ বা শিবভাব। অভেদ।

ভেদ {
১ম জ্যোতিঃ =ইন্দ্রিয় জ্যোতিঃ। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সামান্য জ্যোতিঃ Physical light.
২য় জ্যোতিঃ=লিঙ্গজ্যোতিঃ
৩য় জ্যোতিঃ =কারণজ্যোতিঃ

ভেদাভেদ { ৪র্থ জ্যোতিঃ=চিজ্জ্যোতিঃ

অভেদ { ৫ম জ্যোতিঃ =শিবজ্যোতিঃ বা শুদ্ধ প্রকাশ, নিরাকার।

১৪।৩।৩৮

উপর হতে ১ম জ্যোতিঃ – নিরাকার অখণ্ড প্রকাশমাত্র।

২য় জ্যোতিঃ—সাকার প্রকাশ। শক্তিস্তর। চিন্ময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ। চিৎ-শক্ত্যাকার সর্গ বা সর্গাকার চিৎ-শক্তি। ইহাই শাক্তসর্গ। আভাস।

৩য় জ্যোতিঃ—ইহাই কারণজ্যোতিঃ। এই জ্যোতিতে (ব্রহ্ম)
ঐ শাক্তসর্গ বিবর্তিত হয়। ইহাই মায়াসর্গ বা অনির্ব্বচনীয় সর্গ। মূল জড়সর্গ। ইহা শুদ্ধসত্ত্বময়।

৪র্থ জ্যোতিঃ—ইহা শিবজ্যোতিঃ। এই জ্যোতিতে (পুরুষ)
ঐ মায়াসর্গ বা শুদ্ধসত্ত্বময় সর্গ ত্রিগুণাত্মক বা প্রকৃতিরূপী হয়।

৫ম জ্যোতিঃ—ইহা ইন্দ্রিয়জ্যোতিঃ (স্থূল)। ইহাতে ভৌতিক হয়।

অভেদ

(শক্তি) চিৎ-সর্গ falls into মহামায়া & (মহামায়ি জ্যোতিঃ), comes out as বৈন্দবসর্গ (শুদ্ধজড়) (ভেদাভেদ)

[আভাসেন]

বৈন্দবসর্গ „ „ মায়া & (ব্রহ্মজ্যোতিঃ), comes out as মায়িকসর্গ (অনির্বচনীয় জড়) (ভেদ)

[বিবর্তেন]

মায়িকসর্গ „ „ প্রকৃতি (তিন গুণ) & পুরুষজ্যোতিঃ, comes out as লিঙ্গময় সর্গবৌদ্ধ) (জড়)

[পরিণামেন]

লিঙ্গ সর্গ „ „ পঞ্চভূত & অহংজ্যোতিঃ, comes out স্থূলসর্গ

[আরম্ভণেন]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১ = পূর্ণ, অব্যক্ত, ক্রমহীন। ত্রিপুটীহীন।

২ = অব্যক্ত, ক্রমযুক্ত—ঈশ্বরভাবের গুপ্ত বিকাশ।

৩ = তৃতীয়ভূমি পূর্ণ শুদ্ধ ঈশ্বরজ্যোতিঃ।

৪ = ঈশ্বরজ্যোতিঃ প্রধান। জীবজ্যোতিঃ তার সঙ্গে মিশিয়া আছে। ৭টী ভূমি আছে।

৫ = জীবজ্যোতিঃ প্রধান। ঈশ্বরজ্যোতিঃ তার সঙ্গে গৌণ। ৭টী ভূমি।

৬ = শুদ্ধ পূর্ণ জীবজ্যোতিঃ।

৭ = জীবজ্যোতিঃ প্রধান। জড়ের অন্ধকার তাতে ক্রমশঃ আছে। ঈশ-জ্যোতিঃ নাই। ৭টী ভূমি আছে।

৮ = জড়ের অধীন জীব-রাজ্য। ইহা অন্ধকার রাজ্য—তবে জীবজ্যোতিতে সে অন্ধকার হ্রাস হয়। জীবজ্যোতিঃ ক্রমশঃ ম্লান।

৯ = পূর্ণ জড়ত্ব—অন্ধকার।

১০ = অব্যক্ত, ক্রমযুক্ত, জড়ভাবে গুপ্ত হ্রাস।

১১ = পূর্ণ, অব্যক্ত; ক্রমহীন। ত্রিপুটীহীন।

(১)

১৭।৩।৩৮ হরিদ্বার (রাত্রি)

বিন্দু = মহামায়া বা শুদ্ধসত্ত্ব। এখান হ'তেই এককে পাওয়া যায়, তাই একাগ্রতা এখানেই হয়। ইহাই জ্ঞানস্থান। একাগ্রতার পূর্ণতাতেই জ্ঞান ফোটে। ইহাই জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যচক্ষুর স্থান। এই বিন্দুলাভের জন্যই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবশ্যকতা। অর্থাৎ প্রজ্ঞার জন্যই সমাধি। তবে ব্যক্তিবিশেষে সমাধি ব্যতিরেকেও প্রজ্ঞা ফুটিতে পারে। বস্তুতঃ প্রজ্ঞার সঞ্চার জাগ্রৎ বাহ্যপ্রজ্ঞা হ'তেই হয়। তাহাতে নিজের সুপ্ত প্রজ্ঞা-বীজ জাগিয়া উঠে। ব্যক্তিবিশেষে এই প্রজ্ঞা জাগিলেও জমিতে, একস্থানে সংহত হইতে, পারে না। প্রজ্ঞা জাগাই থাকে—কিন্তু বিক্ষিপ্ততাবশতঃ তা জমিতে পারে না। তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি—একাগ্রতা—অভ্যাস আবশ্যক। অন্যের পক্ষে তাহা আবশ্যক হয় না। সুতরাং সমাধি ভিন্ন যে কাহারও প্রজ্ঞা বিকশিত হবে না, —তাহা বলা যায় না।

বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন একাগ্রতাই হয় না। একাগ্রতা ভিন্ন যে জ্ঞান হয় না—তাহা নহে। একাগ্রতা শুধু জ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া প্রত্যক্ষ পাওয়ার জন্য। গুরুকৃপায় যদি জ্ঞান পূর্বে অধিগত না হয়, তা হ'লে একাগ্রতাই সিদ্ধ হবে না। সেইজন্যই জ্ঞানের পরে যোগ —আবার যোগের পরে ঐ জ্ঞানের পূর্ণতা।

বিন্দুর ক্ষোভ হতেই ভাবের বিকাশ। কাজেই ও সব একাগ্রতা ও জ্ঞানের পরে। ভাব = শুদ্ধসত্ত্বের তরঙ্গ।

গুণ = উহার স্বরূপ। তাহাই ভাবাতীত।

এই ভাবই প্রকৃতিগর্ভে বীজরূপে পতিত হয় এবং সৃষ্টির কারণ হয়।

ভাবের খেলা ষট্‌চক্রের উপরে। তাহাই আনন্দের বা লীলার রাজ্য। ভাবের সমষ্টি মহাভাব। তাহার শান্তি যেখানে তাহাই ব্রহ্ম-পদ। ভাবই শক্তি। ভাবই চেতন শব্দ, ওঁকার, মহানাদ, পরমজ্যোতিঃ, দিব্যধাম, দেবগণের প্রাণস্বরূপ।

বিন্দুর প্রতিবিম্ব = আজ্ঞাচক্র।

১৭।৩।৩৮ (১)

যে সহস্রবার রিপুর অত্যাচার সহ্য করে,—এমন কি রিপু যাকে কিয়ৎকালের জন্য অধীন করিয়া লয়, সেও ভক্তমধ্যে গণ্য—যদি সে তাঁকে না ভোলে। তাঁকে না ভোলা—ইহাই test. ইহা থাকিলে রিপু অধীন করিয়া রাখিতে পারে না। পারিলে তাঁকে ভুলিয়া যাইত। বরং এ ভক্ত আরও তাঁর প্রিয়। কারণ বাহিরের আকর্ষণ এত অধিক সহ্য করিয়াও তাঁকে ভোলে না। তাঁকে যে সদা মনে থাকে ইহা তাঁরই অনুগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

ধ্যান করার সময় যে রূপ ভাসে ভাসে- ভাসে ভাসে না, অস্পষ্টরূপে ভাসে—উহা কারণবারিতে ভাসে। নামে উপর হ'তে—শুদ্ধসত্ত্বধাম হ'তে। দ্রষ্টাকে উপর হ'তে স্পর্শ করিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টির সঙ্গে কারণবারিতে নামে। কারণবারিতে তাহা দৃশ্য হয়। স্পষ্টভাবে কারণ-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহা লিঙ্গরূপী বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়।

চক্ষুর বাহিরে দৃশ্য = স্থূল। চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার তাহাতে স্পষ্ট দৃশ্য = সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ। ইহাই বুদ্ধিস্থ।

চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার, তাহার ভিতরে আরও এক অন্ধকার, তাহাতে দৃশ্য = কারণ। ইহাও প্রথমে স্পষ্টভাবে হয় না। হয় আবার যায়—আবার হয়। ক্রমে স্থির হয়। তাহার বাহিরে দৃশ্য = শুদ্ধ = উপরে।

১৭।৩।৩৮ পূর্ণব্রহ্ম (ভাবাতীত)

মহাভাব (অখণ্ড ভাবরাশি তরঙ্গিত, লীলায়িত)

III আনন্দ লীলাময়

মিলন (আনন্দে প্রবেশ)

(মৈথুন)

|

শিব —— শক্তি

II চৈতন্য চেতন চেতন

|

I সত্ত্ব শক্তি সুপ্ত

তাতে সত্ত্বের বিকাশ

মিথ্যা—বাহ্য—জড়

১৯।৩।৩৮

পরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সর্বত্রই নারায়ণ আছেন—এই জ্ঞান;—ইহা জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ উভয়ত্রই সমান।

|

জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্রই নারায়ণ দর্শন-সুতরাং আমাতেও নারায়ণ দর্শন। আমি =নারায়ণ, এই দর্শন। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান।	সর্বত্রই নারায়ণ-শুধু আমাতে দর্শন না করা। 'আমি'টিকে বাঁচাইয়া রাখা। তাই ভক্তি সম্ভবে। ইহাই দ্বৈতভক্তি।
↓	↓
এই জ্ঞান হতে পরাভক্তি আসিতে পারে। তখন আমি দ্রষ্টা হইয়া আমিরূপী ভগবানকে দর্শন করি। ইহাই অদ্বৈতভক্তি।	ঐ ভক্তি হতে পূর্ণজ্ঞান আসিতে পারে। তখন আমিও নারায়ণ-রূপে সাক্ষাৎকৃত হয়।
	↓
	ইহার পর পরা বা অদ্বৈত ভক্তি আসিতে পারে।

১৯।৩।৩৮

সর্বত্র নারায়ণ আছেন—এই বোধ সকলেরই হওয়া আবশ্যক। অবশ্য ইহা পরোক্ষ। প্রতি জীবে তিনি আছেন—আমাতেও আছেন, প্রতি বস্তুতেই আছেন।

ইহার পরই মার্গভেদ।

প্রত্যক্ষ করার বা দর্শনের সময় অধিকারভেদ থাকে। একটি সামান্য বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হতে পারে—জগতের সকল জীব ও বস্তুতেও সমভাবে ব্রহ্মদর্শন হতে পারে—সকল জীব ও বস্তু এবং আমাতেও ব্রহ্মদর্শন হতে পারে।

২২।৩।৩৮ গুরু কে হতে পারে ?

জ্ঞানশক্তির বিকাশ প্রথমে হওয়া চাই। পুরুষ দ্রষ্টারূপে অবস্থিত হওয়া চাই। শুধু তাতে হয় না, যদি ক্রিয়া শক্তির বিকাশ না থাকে। তারপর ক্রিয়াশক্তির বিকাশও চাই। ইহাই প্রকৃতির জাগরণ। তখন দুই মিলিত হয়—এক হয়। ইহাই চৈতন্য। ইহার পর ইচ্ছাশক্তির উদয় চাই। ইহাই ঈশ্বরত্ব।

জ্ঞান জাগ্রৎ, ক্রিয়া অজাগ্রৎ—সে জ্ঞানে কোন কাজ হয় না। জ্ঞানের সঙ্গে ক্রিয়ার যোগ চাই—সে জন্য ক্রিয়ার জাগরণ চাই। শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান = বোধ। শুধু ক্রিয়া বা প্রকৃতি—কর্তৃত্ব। দুইয়ের মিলনে হয় সক্রিয় জ্ঞান বা চেতন-ক্রিয়া—ইহাই চৈতন্য। এ অবস্থায় জ্ঞান কাজ করিতে পারে। কিন্তু যদি ইচ্ছা না থাকে, তা' হ'লে জ্ঞান কাজ করিতে পারিলেও করিবে না। স্বরূপযোগ্যতা থাকিবে মাত্র। তাই ইচ্ছা চাই। এইজন্যই :—জ্ঞান—সর্বজ্ঞ; ক্রিয়া—সর্বকর্তা (সর্বশক্তিমান); ইচ্ছা—ইচ্ছাময়, করুণাময়। এই তিন ধর্ম যাঁর আছে তিনিই গুরু। Bibleএও তাই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও করুণাময়।

এই ইচ্ছা করুণারূপেই উদিত হয়। কারণ, জ্ঞান ও ক্রিয়া মিলিত হ'লে অন্য ইচ্ছা উদিত হইতে পারে না—কারণ ওটা আপ্তকাম অবস্থা। নিজের সম্বন্ধে কোন অভাব নাই। জগতের অভাবই অভাব। ইহা দূর করিতে ইচ্ছা জাগে। তাকেই 'করুণা' বলে। এই করুণা হ'তেই শব্দ ফোটে—তা হ'তে জগতের সৃষ্টি ও বেদের বিস্তার সমকালে। সকল উপদেশ এই শব্দান্তর্গত।

বাচস্পতিও বলেন (যোগসূত্র)—আপ্ত = যাতে তত্ত্বদর্শন, কারুণ্য ও করণপাটব আছে। তত্ত্বদর্শন—এটা জ্ঞানশুদ্ধির দিক্; করণপাটব—এটা ক্রিয়াসিদ্ধির দিক্; কারুণ্য—এটা ইচ্ছাশুদ্ধির দিক্। আপ্তই গুরু। তিনি ঈশ্বর। তাঁর বচনই শব্দপ্রমাণ।

বস্তুতঃ মনঃ বা সত্ত্বের তিনটা দিক্। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেই ঐ তিনটি দিক্ থাকে :—(ক) জ্ঞানের দিক্ (খ) ক্রিয়ার দিক্ (গ) ইচ্ছার দিক্।

এই যে জাগরণের কথা বলা হ'ল, ইহার বিভিন্ন ক্রমও হ'তে পারে—(১) জ্ঞান জাগে, পরে ক্রিয়া জাগে, পরে ইচ্ছা জাগে। (২) ক্রিয়া জাগে, জ্ঞান জাগে, ইচ্ছা জাগে। (৩) ইচ্ছা জাগে, জ্ঞান জাগে, ক্রিয়া জাগে। (৪) ইচ্ছা জাগে, ক্রিয়া জাগে, জ্ঞান জাগে (৫) জ্ঞান জাগে, ইচ্ছা জাগে, ক্রিয়া জাগে (৬) ক্রিয়া জাগে, ইচ্ছা জাগে, জ্ঞান জাগে।

(১)

২২।৩।৩৮

কুণ্ডলিনী জাগা তিন প্রকার। শুষ্ক ক্রিয়া শক্তির জাগরণ,—ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচেতন প্রকৃতি। হঠক্রিয়া--আসন, মুদ্রাদি দ্বারা যে জাগরণ হয়, তাহা এই জড় প্রকৃতির জাগরণ। সুতরাং এই জাগরণে পুরুষ জাগে না। সুতরাং এই জাগরণে শুধু বিভূতি মাত্র ফোটে—ছোট সিদ্ধি। জ্ঞান হয় না।

অপরপক্ষে এই জাগরণ—সক্রিয় জ্ঞানশক্তির জাগরণ। ইহার ফলে পুরুষ দ্রষ্টামাত্র হয়—প্রকৃতির স্বামিত্ব থাকে না। ইহা কৈবল্য।

পূর্বের জাগরণ কর্মমার্গ। এই জাগরণ—জ্ঞানমার্গ। ইহাও প্রকৃত জাগরণ নহে।

যথার্থ জাগরণ জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্মিলিতভাবের--চৈতন্যের জাগরণ। এই জাগরণে জ্ঞানপথের কৈবল্য ও ক্রিয়াপথের সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য একসঙ্গে ফোটে। ইহাই ঐশ্বরিক শক্তির জাগরণ। এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরভাব (জ্ঞান+ক্রিয়াভাব) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ এই জাগরণ একপ্রকার মিলনমূলক জাগরণ। তাই পূর্ণজাগরণ—মহামিলন।

প্রথম প্রথম জাগরণে এই মিলন প্রথমে হয় না। প্রথমে জ্ঞানকে জাগাইয়া পরে ক্রিয়াকে জাগাইতে হয়। পরে মধ্যশক্তির নিপাতে উভয়ে মিলন ঘটে। অথবা প্রথমে ক্রিয়াকে জাগাইয়া পরে জ্ঞানকে জাগাইতে হয়—পরে ঐ মধ্যশক্তি বা ঐশীশক্তির নিপাত আবশ্যক হয়—তখন মহামিলন ঘটে।

যথার্থ জাগরণ মন্ত্র বা দেবতা বা ভক্তিমধ্যে; শুদ্ধসত্ত্ব মধ্যে। শুধু চিৎশক্তি নহে। শুধু অচিৎ-শক্তি নহে। উভয়ের নিত্যমিলিত রূপমধ্যে। শুষ্কক্রিয়া বা শুষ্ক জ্ঞানের জাগরণ মধ্য পথে হয় না; বাম বা দক্ষিণ পথে হয়। চৈতন্যের জাগরণ মধ্যপথে হয়।

শুষ্কক্রিয়ার জাগরণে বিভূতি—চরমে অপরবৈরাগ্য ও প্রকৃতি-লয় হয়। শুষ্ক জ্ঞানের জাগরণে বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্য হয়—পরে কৈবল্য।

সম্মিলিত জ্ঞানক্রিয়ার জাগরণে ভোগ ও মোক্ষ যুগপৎ হয়—ইহাই ঐশ্বর্য। ইহার পূর্ণতা হইলেই ব্রহ্মপথে প্রবেশ হয়। তাহাই নির্গুণ পথ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবরোহ ক্রম

(১)

২৩।৩।৩৮

রাত্রি

প্রথমে ব্রহ্মভাব যাইয়া ঈশ্বর-ভাব আসে। ব্রহ্মভাবে আনন্দের অতীত অবস্থা ছিল—ঈশ্বর-ভাব আনন্দময় অবস্থা। তারপর আনন্দ ভাঙ্গিয়া যায়—তখন বিরহ হয়, পুরুষ ও প্রকৃতি আলাদা হইয়া যায়।

পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্য। তারপর পুরুষ কর্তা ও ভোক্তা হয়—ওদিকে প্রকৃতি সুখদুঃখময় ভোগ্য হইয়া যায়। ইহাই সংসার। ইহার পর মহামোহ।

(২)

(ক) ব্রহ্মভাব যাইয়া ঈশ্বরভাব আসে। ইহার কারণ পাইতেছি না। একমাত্র স্বাতন্ত্র্য বলিতে হইবে। ব্রহ্ম=ভাবাতীত; ঈশ্বর=মহাভাব।

(খ) ঈশ্বর-ভাব আনন্দময়। ভালবাসার অবস্থা। কি জানি ভালবাসাটা থাকে না। বৈমুখ্য হয়। অমনি আর ভগবান্ পাওয়া যায় না।

ভালবাসা হারাইলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। তাই তখন আত্মদর্শন আর থাকে না। অর্থাৎ তখন জ্ঞান ঢাকা হইল। অজ্ঞান প্রবল হইল।

অজ্ঞান প্রবল হইলেই পুণ্যকর্ম্ম (জ্ঞানযুক্ত কর্ম) আর হয় না। তখন পাপ (লৌকিক হিসাবে পুণ্য ও পাপ) গ্রাস করে। ইহারই ফল দুঃখ (সাংসারিক সুখ ও দুঃখ) জ্ঞান তাহাই, যাহা অ-জ্ঞানকে দেখিতে পায়। ভালবাসা বা আনন্দ তাহা যাহা অ-ভালবাসা বা বৈমুখ্য বা দুঃখ দেখিতে পায়। পুণ্য তাহা, যাহা পাপ দেখিতে পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন হয়ত পাপ করিতেছে, অথচ পাপ করিতেছে বলিয়া তাহার বোধ হইতেছে। এই স্থলে বুঝিতে হইবে—সে পুণ্যবান্। বিশেষ কারণে যা খারাপ বলিয়া বুঝিতেছে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এটা অজ্ঞানের অবস্থা নয়—কারণ, তা' হ'লে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিত না, আর সেজন্য অনুশোচনাও হইত না। ইহা পুণ্যের অবস্থা। জ্ঞানের অবস্থায় অ-জ্ঞান দেখা যায়।

যখন অ-জ্ঞান দেখা যাইতেছে—নিজের অ-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতেছে—তখন জ্ঞানের অবস্থা বুঝিতে হইবে। এটা ভক্তির অবস্থা নয়। কারণ ভক্তির অবস্থায় অ-জ্ঞান দেখা যায় না, জ্ঞানও দেখা যায় না। ভক্তির দৃষ্টিতে জ্ঞান ও অ-জ্ঞানে বিশেষ নাই।

তারপর পূর্ণদৃষ্টি। তাতে ভক্তি ও অ-ভক্তিতে কোন বিশেষ নাই। (ক) পূর্ণ দৃষ্টিতে সংসার from স্বাতন্ত্র্য (খ) ভক্তের সংসার for বৈমুখ্য (গ) জ্ঞানীর সংসার for অ-জ্ঞান (ঘ) কর্মীর সংসার for পাপ। কাজেই কর্মী হইয়া যে সংসার হতে মুক্তি পায়, সে পুণ্য ও তৎফল স্থায়ীভাবে পায়। কিন্তু জ্ঞানীর চোখে তাহাও সংসার। জ্ঞানী হইয়া যে মুক্তি পায়, সে জ্ঞান ও তৎফল কৈবল্য স্থায়ীভাবে পায়; কিন্তু ভক্তের চোখে তাহাও সংসার। ভক্ত হইয়া যে মুক্তি পায়, সে ভক্তি ও তৎফল ভগবৎ আভিমুখ্য স্থায়িভাবে পায়। কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে তাহাও সংসার। পূর্ণের মোক্ষেও এক পূর্ণই থাকে।

সত্যপথের ক্রম

২৫।৩।৩৮ প্রাতঃকাল

প্রথমে পুণ্য (কৃপা = জ্ঞানমূলক কর্ম) কর্ম। তাহার ফল—পাপ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইয়া স্থায়ী সুখ প্রাপ্তি। (পাপ ও দুঃখ লৌকিক ধর্মাধর্ম ও সুখ-দুঃখ i.e. সংসার চক্র।) কর্ম হইতেই উপাদান তৈয়ার হয়। এই স্থায়ী সুখ সিদ্ধাবস্থা, সিদ্ধ-লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার ও সিদ্ধলোকেয় মধ্যে একটি শূন্য আছে। সেটা লয়স্থান। ইহা অ-জ্ঞান শূন্য—অন্ধকারময়। সেখানে গেলে দুঃখ (সাংসারিক সুখ-দুঃখ) থাকে না বটে—কিন্তু আবার ব্যুত্থান হয় ; উপরে উঠা যায় না।

কোন সময়ে এই সিদ্ধলোকেও অতৃপ্তি আসে। এটা ঐশ্বর্য-প্রধান লোক। ঐশ্বর্যের অভাব হয়, তাহা নহে, কিন্তু বুঝা যায় ইহাও অজ্ঞানের মধ্যে। তখন বুঝা যায়, যখন জ্ঞান কিছু এসেছে। সংসার যেমন অ-জ্ঞানের মধ্যে, এই সিদ্ধলোকও তেমনই অ-জ্ঞানের মধ্যে। ইহার পর এই রাজ্য কাটিয়া যায়—জ্ঞানীর রাজ্য আসে। তাহা মুক্ত বা জ্ঞানিলোক। মধ্যে (between সিদ্ধলোক ও মুক্ত-লোক) একটি শূন্য আছে—তাহা জ্ঞানময় শূন্য—জ্যোতির্ময় শূন্য।

জ্ঞানশূন্যেও পাপপুণ্য নাই, জ্ঞানলোকেও নাই। জ্ঞানশূন্যে গেলে অজ্ঞান (= সিদ্ধলোকের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই) থাকে না বটে, কিন্তু ব্যুত্থান হয়—উপরে উঠা যায় না।

কোন সময়ে এই মুক্তলোকেও অতৃপ্তি আসে। এটা জ্ঞানময় লোক। এ জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান, যেখানে সিদ্ধলোকের জ্ঞানও অজ্ঞানবৎ। ইহা লুপ্ত হয়—তাহা নহে। কিন্তু বুঝা যায়, ইহাও অভাবের মধ্যে। তখন ভাব কিছু এসেছে, ভালবাসা ভক্তি কিছু এসেছে। এই মুক্তলোকেও অভাবেরই মধ্যে। ইহার পর এই রাজ্য কাটিয়া যায়, ভক্তিধাম আসে। মুক্তলোক ও ভক্তলোকের মাঝে একটি শূন্য আছে। তাহা ছড়ান আনন্দস্বরূপ। তাহাতে লহর নাই। এই ভক্তলোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানে কোন ভেদ নাই। ক্রমে ইহাতেও অতৃপ্তি আসে। কারণ, ইহাও অপূর্ণ। পরে ইহাও ভেদ হয়। ইহার পরইপূর্ণত্ব। পূর্ণত্ব ও ভক্তধামের মধ্যে মহাশূন্য, যে মহাশূন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে পূর্ণত্ব প্রতিবিম্বিত। ইহা ভেদ করা বড় কঠিন। না করিলেও পূর্ণত্ব আসে না।

পূর্ণ

|

	মহাশূন্য
শুদ্ধভাব	ভাবময় ভালবাসাময় ভক্তলোক
	ভাবপ্রধান monad
	(শূন্য of মহাভাবানন্দ)
শুদ্ধজ্ঞান	জ্ঞানময় মুক্তলোক। জ্ঞানপ্রধান monad
	(শূন্য of জ্ঞান) বিজ্ঞানার্পণ, কৈবল্য।
শুদ্ধকর্ম (পুণ্য)	সুখময় সিদ্ধলোক
	ক্রিয়াপ্রধান, monad
	(শূন্য of অজ্ঞান। প্রলয়াকল, প্রকৃতিলয়)
পাপ	দুঃখ

সত্যপথ

২৪।৩।৩৮

পূর্ণ=তৃপ্তি। নীচে সর্বত্রই অতৃপ্তি থাকে। এই অতৃপ্তিই blessing—উপরে নিয়া যায়।

প্রবৃত্তি বা সংস্কার

(১)

প্রথমে সংসার। যতদিন সংসারের সুখে বিরক্তি বা ঔদাসীন্য না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে, ততদিন প্রবৃত্তি পথ। বস্তুতঃ ইহা পথ নহে—চক্রভ্রমণ মাত্র। সত্যপথ নিবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়।

সংসারে সুখ-দুঃখ আছে, তাই পাপ-পুণ্য আছে। এই পাপ-পুণ্যের ফলে যতদূর গতি হয়, ততটাই সংসার। ইহাতে অসংখ্য পথ আছে, নরকাদিও আছে। সমস্তটাই অজ্ঞানের মধ্যে। এখানকার জ্ঞানও অজ্ঞান। তাই তন্মূলক কর্ম=অজ্ঞানকর্ম; পাপ বা পুণ্য যাই হোক, তাই চক্রগতি।

নিবৃত্তি বা সত্যপথ

(২)

সংসারের সুখে বিরক্তি আসিলে বুঝিতে হইবে নিবৃত্তি সুরু হইয়াছে, জ্ঞানের আভাস আসিতেছে। তখন ঐ সুখও দুঃখ বলিয়া মনে হয়। তাই সংসারের পুণ্যপাপ দুইই=পাপ। সংসারের স্বর্গও দুঃখময় বলিয়া জানা যায়। তাই বৈরাগ্য হয়, মূলে জ্ঞান আছে।

প্রথমে জ্ঞানমূলক কর্ম, ইহাই শুদ্ধ কর্ম, ইহাই পুণ্য।

২৪।৩।৩৮ মধ্যাহ্নে

সংসার = { স্বর্গ
মর্ত্য ত্রিলোকী
পাতাল

দিব্য

সিদ্ধলোক—O due to কর্ম (with জ্ঞান)—অভ্যাস

ও

সিদ্ধজ্যোতি—O due to বৈরাগ্য only

মুক্তলোক—O due to জ্ঞান (with কর্ম)—অভ্যাস

ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্যজ্যোতি—O due to শুদ্ধজ্ঞান
ভক্তলোক—O due to ভক্তি
ও
ভাবজ্যোতি—O due to ভক্তি
পূর্ণ—O
মহাশূন্য—O

সংসারে—স্বর্গে—সিদ্ধ, মুক্ত এবং ভক্তধামও আছে, তবে সেগুলি প্রতিবিম্ব মাত্র। মর্তেও আছে—তাহা প্রতিবিম্বের আভাস মাত্র। এগুলি না থাকিলে জীবোদ্ধার কি করিয়া হয়? কারণ, জীব ত বিভিন্ন যোগ্যতাবিশিষ্ট। তদ্রূপ সিদ্ধধামেও মুক্ত ও ভক্ত ধামের প্রতিবিম্ব আছে। মুক্তধামে ভক্তধামের প্রতিবিম্ব আছে।

সংসারের পাপ-পুণ্য দুইই পাপ। ইহার ফল { প্রথম / দীক্ষা }

নিত্যধাম—সিদ্ধলোক। আর শুধু বৈরাগ্য শূন্য বা প্রকৃতিলয়।
সিদ্ধলোক = দিব্যলোক।

সাংসারিক স্বর্গ ও এই দিব্যলোক একপ্রকার নহে। এখান হ'তে পতন হয় না।

২৬।৩।৩৮

প্রাতঃকাল

কর্ম ও ভোগ একই। কারণ, কর্মই (= পাপপুণ্য) দুঃখ-সুখ হয়।
কর্ম কি প্রকারে কাটে? ভোগের দ্বারা।
অজ্ঞানকৃত কর্ম—
(ক) অজ্ঞান থাকিলে প্রারব্ধ ভোগের দ্বারা কাটে। সঞ্চিত থাকিয়া যায়। আল্‌গা হয় না। এদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	আবার নূতন কর্ম জন্মে। তাই ফুরায় না।
(খ) জ্ঞান হইলে	(১) সঞ্চিত আল্‌গা হয়। নূতন কর্ম হয় না। (যোগ বা ক্রিয়াহীন) কারণ, অভিমান থাকে না। প্রারব্ধ ভোগের দ্বারা কাটে।
	(২) সঞ্চিত আল্‌গা হয়। নূতন কর্ম হয় না। (যোগী বা কর্মী।) প্রারব্ধ ক্রিয়ার দ্বারা কাটে।

কৃপাতত্ত্ব

২৭।৩।৩৮

কৃপা দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ। যথার্থ কৃপা নিরপেক্ষ—আবার প্রকারান্তরে দেখিলে তাহাও কৃপা নহে। তদ্রূপ সাপেক্ষ কৃপা প্রকৃত কৃপা নহে। ধর—জীব ও ঈশ্বর।

জীবকে ঈশ্বর কৃপা করেন; করিয়া শক্তি সঞ্চার বা দান করেন। কিন্তু জীবে যদি ঐ শক্তি ধারণের আধার না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপা কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। কাঠ জ্বলে। কেন? জ্বলন্ত অগ্নির সংঘর্ষ হয় বলিয়া। কিন্তু আরও কারণ আছে। কাঠের ভিতরেও অগ্নি আছে। সেই অগ্নি না থাকিলে বাহিরের আগুন কাঠকে জ্বালাইতে পারে না। বাহিরের আগুন না থাকিলেও শুধু ভিতরের আগুন প্রদীপ্ত হইতে পারে। যেমন কাঠে কাঠে সংঘর্ষ। যদিও সাধারণতঃ দুই-ই আবশ্যক, তথাপি ভিতরের অগ্নিসত্তাই প্রধান। কয়েকটী অবস্থা বিচারণীয়—

(ক) কাঠের ভিতর অগ্নি নাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) কাঠের ভিতরে অগ্নি আছে

(ক) প্রথম অবস্থায় বাহ্য অগ্নি কাঠকে জ্বালাইতে পারে না। কারণ কাঠ বাহ্য অগ্নি গ্রহণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ এটী কল্পিত অবস্থা। কারণ, যদি ভিতরে অগ্নি থাকিত, তাহা হইলে কাষ্ঠের সত্তাই থাকিত না। সুতরাং এমন কোন কাঠ হইতে পারে না যাহার ভিতরে অগ্নি নাই। তবে অগ্নির থাকা নানাপ্রকার হইতে পারে না।

(খ) এই অবস্থায় কাঠ জ্বলিতে পারে। এই জ্বলন কাঠে কাঠে সংঘর্ষ হইতেও হইতে পারে অথবা বাহ্য অগ্নির সংস্পর্শেও হইতে পারে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে কাঠে-কাঠে সংঘর্ষ হইলেও বাহ্য অগ্নি আসিয়া যোগ দেয়। কাঠে-কাঠে তীব্র আঘাত লাগিলে সুপ্ত অগ্নি উদ্দীপ্ত হইবার জন্য উন্মুখ হয়। ঠিক উদ্দীপনের শেষ বিন্দুতে বাহ্য নিত্য অগ্নিস্তর হইতে আকর্ষণ হয়—অগ্নি নামিয়া উহাকে স্পর্শ করে। তখন কাঠ জ্বলে। বাহ্য অগ্নি নামিতে বাধ্য। বাহ্য জ্বলন্ত অগ্নিস্পর্শেও কাঠ জ্বলিতে পারে।

অনিত্য জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গে নিত্য ব্যাপক জ্বলন্ত অগ্নিমণ্ডলের যোগ থাকে। কাঠে-কাঠে ঘর্ষণে যখন কাঠ জ্বলে, তখন যদিও বাহ্য অনিত্য অগ্নির স্পর্শ হয় না, তথাপি নিত্য অগ্নির স্পর্শ হয়। তীব্র ঘর্ষণে তাহা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ তীব্র ঘর্ষণ না হইলে ঐ নিত্য অগ্নি আকৃষ্ট হইত না।

অনিত্য অগ্নি কাঠকে স্পর্শ করিলে কাঠ জ্বলে—এই স্থলে কাঠের ঘর্ষণ আবশ্যক হয় না। কিন্তু এখানে ইহাই বিবেচ্য :—

কাঠের দাহযোগ্যতা তাহার অন্তরস্থিত অগ্নির সত্তার উপর নির্ভর করে। মনে কর—ঐ সুপ্ত অগ্নিকণার বাহিরে ১০ আনা আবরণ আছে। অনিত্য বাহ্য অগ্নি যদি এই ১০ আনা আবরণ ভেদ করিতে পারে, তবে সুপ্ত অগ্নিকে স্পর্শ করিতে পারিবে—তখন কাঠ জ্বলিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বাহ্য অগ্নির এতটা ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে ঐ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। এই জন্যই অগ্নি এক হইলেও তাহার মাত্রার তারতম্য আছে এবং তদনুসারে সব অগ্নি সব বস্তুকে পোড়াইতে পারে না।

ভিতরে আগুন কতটা আছে, এখানে তাহা আলোচ্য নহে। তবে থাকা চাই এবং বাহ্য আগুনের ততটা বল থাকা চাই—যাহাতে আবরণ স্তর ভেদ করিয়া উহাকে স্পর্শ করিতে পারে।

এবার আমরা গণিতের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ষোল আনা আগুন যেখানে, সেখানে আগুন পূর্ণ হইয়া অব্যক্ত। সেখানে দাহ্য অগ্নিতে সমাহিত, লীন, ভস্মাবশেষ।

সুপ্ত অগ্নি ১৫ আনা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে—কম যতই থাকুক। সুতরাং সুপ্ত অগ্নির তারতম্য আছে। ইহা অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কারণ স্থূল দৃষ্টিতে জাগ্রতের মাপ হয়, সুপ্তের কোন পরিমাণ নাই তাহা নহে। যাহার সুপ্ত অগ্নি চারি আনা, সে বাহ্য অগ্নি ১২ আনা না পাইলে দগ্ধ হইবে না। যাহার সুপ্ত অগ্নি ১৫ আনা, সে ১ আনা অগ্নিতেই দগ্ধ হইবে। সুপ্ত অগ্নি কম বেশী থাকে বলিয়াই বাহ্য অগ্নির তারতম্য হয়। বস্তুতঃ উভয় অগ্নি একই। তাই সুপ্ত কম থাকিলে বাহ্য অধিক চাই। সুপ্ত অধিক থাকিলে বাহ্য কম চাই। দুইটি দুই order এর। তাহার একীকরণ হইলে দুইয়ের মাত্রা যুক্ত হইয়া এক হয়। তখন কার্য হয়। শুধু আন্তর বা শুধু বাহ্য কার্য করিতে পারে না।

সুপ্ত অগ্নি কম—আবরণ মাত্রা বেশী

সুপ্ত অগ্নি অধিক—আবরণ মাত্রা কম

সুপ্ত অগ্নি যতই অধিক হউক, ১৫ আনার অধিক হয় না। যে প্রক্রিয়াতে সুপ্ত অগ্নি বৃদ্ধি পায়, তাহাতেই ১৫ আনার পর নিত্য বাহ্য জাগ্রৎ অগ্নির আবাহন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঠ যতই শুষ্ক হইবে, ততই বাহ্য অগ্নির মাত্রা কম আবশ্যক হয়; যত আর্দ্র হবে তত বেশী আবশ্যক হয়। ১৬ আনা ব্যক্ত অগ্নি জগতে নাই; ১৬ আনা অব্যক্ত বা সুপ্ত অগ্নিও জগতে নাই। ১৬ আনা ব্যক্ত অগ্নি জগতে থাকিলে জগৎ থাকিত না। শুধু অগ্নিই থাকিত। তাহা শান্ত বা অব্যক্ত অগ্নি। তদ্রূপ ১৬ আনা অব্যক্ত অগ্নি থাকিলে আবরণ কিছু থাকিত না; কাজেই জগৎ থাকিত না।

অনিত্য ব্যক্ত অগ্নির ব্যঞ্জক আছে। (সত্ত্ব)

অনিত্য অব্যক্ত অগ্নির আবরণ আছে। (তমঃ)

কাঠে ৪ আনা সুপ্ত অগ্নি অর্থাৎ ১২ আনা আবরণ। বাহ্য অগ্নি ১২ আনা—অর্থাৎ ১২ আনা ব্যঞ্জক ও ৪ আনা আবরণ। সুতরাং এই বাহ্য অগ্নিতে ঐ সুপ্ত অগ্নি জাগ্রৎ হইবে।

পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সুপ্ত অগ্নি কম বেশী আছেই—থাকিতে বাধ্য। কোথাও অধিক নিগূঢ়, কোথাও কম।

সাধনা দ্বারা হয় কি? নিত্য অগ্নিমণ্ডল হতে অগ্নি আকৃষ্ট হয় ও এই সুপ্ত অগ্নির সঙ্গে যোজনা হয়। সমষ্টি অগ্নি সুপ্তই বটে—তবে ক্রমশঃ জাগরণের জন্য উন্মুখ। যখন ১৬ আনা হয়, তখন সিদ্ধি। তখন জ্বলিয়া উঠে।

সাধনাতে নিত্য অগ্নিমণ্ডল হতে অগ্নির আকর্ষণ হয় কি প্রকারে? দীক্ষাকালে নিত্য অগ্নিমণ্ডলের সঙ্গে সুপ্ত অগ্নির connection করান হইয়াছিল। সাধনা শুধু pumping।

এই যে উপর হতে অগ্নি আকৃষ্ট হইয়া নামিয়া আসে, ইহা ত সাধনার ফল। ইহাকে প্রকৃত কৃপা বলা যায় না।

যিনি ঐ অগ্নিমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, তিনি যদি ঐ অগ্নি আপন বলে সাধকে তাহার সুপ্ত অগ্নিতে ঢুকাইয়া দেন, তাহা হইলে উহা কৃপা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনাতে যে নিত্য অগ্নিমণ্ডল হতে অগ্নি আকৃষ্ট হয়, ইহা অনিত্য দীপ্ত অগ্নির মধ্য দিয়াই হয়। যেখানে অনিত্য দীপ্ত অগ্নি মধ্যে না থাকে, সেখানে সাক্ষাদ ভাবে হয়। ঐ যে যোজনা হইয়াছিল উহা মধ্যস্থ দ্বারে হইয়াছিল। তাই মধ্যস্থের ভিতর দিয়া শক্তি নামিতে থাকে। মধ্যস্থ অবশ্যই চাই। শক্তি কোনও centre-এ পুঞ্জীভূত হইয়া তবে সেখান হইতে নামিয়া পড়ে। মনুষ্য বা সিদ্ধ বা দেবতা—সবই মধ্যস্থ।

শুদ্ধভাবে দেখিলে—সুপ্ত অগ্নি সকলের মধ্যে একই আছে, তাহা কণামাত্র। সর্বত্রই তাহাই। তবে এক হইলেও তাহার আধার—সত্ত্ব সকলের মধ্যে সমান নহে। কোথাও বেশী কোথাও কম। তদনুসারে ঐ অগ্নিকণা কোথাও গভীর চাপা, কোথাও কাছে কাছে।

অবস্থাগুলি এইরূপ—

সুপ্ত অগ্নি কম বেশী সর্বত্র আছে।

(ক) জাগ্রৎ অনিত্য অগ্নির স্পর্শ। এই অগ্নির সঙ্গে নিত্য জ্বলন্ত অগ্নি যুক্ত॥ কাষ্ঠের ও অগ্নির ক্রিয়া॥ কাষ্ঠের ক্রমিক দাহ।

কাষ্ঠ = ০ ; অগ্নি = শান্ত

একবার এই স্পর্শ হইয়া গেলে জাগ্রৎ অগ্নির সঙ্গে কাষ্ঠের সম্বন্ধ থাকিয়া যায়—অগ্নিখণ্ড সরাইয়া নিলেও। চরম ফল—সব কাষ্ঠ জাগ্রৎ অগ্নি হওয়া বা শূন্য হওয়া। এই স্পর্শই দীক্ষা। ইহা দুইভাবে হয়। কাঠকে আগুনের মধ্যে ফেলা বা আগুনকে কাঠে ছোঁয়ান, এই অগ্নি স্পর্শের পরে সাধনা হয়।

(খ) কাঠে কাঠে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে সুপ্ত অগ্নির মাত্রা বাড়ে। সংঘর্ষ অত্যন্ত অধিক হইলে নিত্য জ্বলন্ত আগুন নামিয়া আসে। ইহার পর আর সাধনার আবশ্যকতা হয় না। আগুন নিজের কাজ করিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার উদ্দেশ্য কি? অহংকে বাড়ান চরমে, পরে কমান চরমে। সংঘর্ষে অহং পূর্ণ হয় বলিয়াই আগুন আসে ও অহংকে পূর্ণ করে। কিন্তু জাগ্রত অনিত্য অগ্নির স্পর্শস্থলে অহং পূর্ণ বা রিক্ত থাকে না, মধ্যমভাবে থাকে। তাই সাধনা আবশ্যক হয়—রিক্ত করিয়া পূর্ণ করার জন্য বা পূর্ণ করিয়া রিক্ত করিবার জন্য। সাধনা যদি অহংকে বাড়াবার দিকে হয়, তাহা হইলে অগ্নি তাহাকে কমাবার কাজ করে। সাধনা যদি অহংকে কমাবার দিকে হয়, তবে অগ্নি তাহাকে বাড়াইয়া দেয়। মোটের উপর শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই পক্ষই সমাপ্ত হওয়া চাই। একটা সাধনা দ্বারা—বাকিটা অগ্নি দ্বারা।

প্রতি জীবে (মনুষ্যে) একটী কণা অন্ততঃ সত্ত্বের আছে—বেশীও থাকিতে পারে। ঈশ্বর তাহাই আশ্রয় করিয়া চৈতন্য বা কৃপা সঞ্চার করেন। যিনি দাতা, তিনি আমার আধার বুঝিয়াই দেন। না দিতেও পারেন। দিলেও আধারের বেশী দেন না; দিলেও আমাতে তাহা থাকিবে না। সুতরাং আমার অভাব নিবৃত্তি তাঁহার দ্বারা সবসময়ে হওয়া সম্ভব হয় না। ঈশ্বর কৃপালু বটে—কৃপা তাঁহা হইতে স্বভাবতঃ বিকীর্ণ হয়। কিন্তু সকলে তাহা পায় না। তাঁহার কৃপার মূলেও সাম্যভাব। সেইজন্য জীবের আধারসাপেক্ষ।

ঈশ্বর হয়তো দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি দেখছেন—কেউ নেবার নেই। তাঁর দান তাঁতে ফিরে যাচ্ছে। এদিকে জীব হাত পাতিয়া আছে—সে দেখতে পাচ্ছে কেউ তাকে দেবার নেই। সুতরাং ঈশ্বরের কৃপাতে জীবের দুঃখ দূর হইতেছে না। দান তখনই সার্থক, যখন গ্রহীতা তাহা প্রাপ্ত হয়; প্রার্থনা তখনই সার্থক, যখন দাতা কিছু দান করে। কাজেই জীবের প্রার্থনাও নিষ্ফল হচ্ছে, ঈশ্বরের দানও নিষ্ফল হচ্ছে। জীব অসমর্থ বলে দানেচ্ছু ঈশ্বরকে এমনভাবে দেওয়াতে পারছে না যাতে সে পেতে পারে। ঈশ্বরও অসমর্থ বলিয়া প্রার্থী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবগ্রস্ত জীবকে এমনভাবে নেওয়াতে পারছেন না যাতে তাঁর দান সার্থক হয়। উভয়েই নিয়তির অধীন। ইহারই নাম বিধির বিধান।

বস্তুতঃ এরূপ হয় কেন? ইহার কারণ আছে। পূর্ণ হতে যখন জীবভাব ও ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হয়, তখন উভয়ই অপূর্ণ হয়। জীব ছোট, ঈশ্বর বড়—ইহা সত্য; কিন্তু জীবকে বাদ দিয়া ঈশ্বর যেমন অপূর্ণ, তেমনি ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জীবও অপূর্ণ। তাই ঈশ্বরও শুধু নিজের ইচ্ছায় জীবকে সুখী করিতে পারেন না, যদি জীবের ভাগ্য বা আধার উপযুক্ত না থাকে। যদি পারিতেন তাহা হইলে জগৎ সুখময় হইয়া যাইত। কারণ ঈশ্বর দয়াময় ও তাঁহার দয়া সদাই জীবের দিকে বিকীর্ণ হচ্ছে। জীবের সুখপ্রাপ্তি শুধু ঐ ঐশী শক্তিতে হয় না—সঙ্গে জীবের আপন শক্তিও চাই—যাহা আধার বা সত্ত্বরূপী। সেইপ্রকার জীবও শুধু নিজের ইচ্ছায়, সাধনবলে সুখী বা তৃপ্ত হ'তে পারে না, যদি ঈশ্বরের কৃপা তাকে সাহায্য না করে। এইপ্রকার জীবের পূর্ণতার জন্য জীব ও ঈশ্বর দুই-ই চাই। আধারবৃদ্ধির সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ভাল করিয়া আলোচনা করিতেছি—এই আধার জিনিষটি কি? সর্বমূলে ভগবৎ-শক্তি—চৈতন্যকণা—তাহার পুট শুদ্ধসত্ত্ব। লৌকিক জগতে তাহার পুট স্বকীয়প্রকৃতি বা কারণসত্ত্বা; অর্থাৎ আপন স্বরূপ, পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি।

মনুষ্য মাত্রেই শুদ্ধ সত্ত্ব + চিৎশক্তি কণামাত্র আছে; তবে সুপ্ত। ইহাই দিব্যাদি চক্ষুর ও ভাবের বীজ—ইহাই বিশুদ্ধ মনঃ। প্রকৃতির আচরণের তারতম্যে এই বীজের তারতম্য। এই দিব্য প্রকৃতিকে জাগাইতে হইলে জাগ্রত দিব্যশক্তি আবশ্যক। জাগিলে এই প্রকৃতি কাজ করিতে থাকিবে—সঙ্গে সঙ্গে জড়প্রকৃতি অভিভূত হইবে ও দিব্য প্রকৃতির আপূরণ হইবে। তখন পুরুষাকারের বিশেষ স্থান নাই—তবে উহা প্রতিবন্ধক সরাইবার জন্য, যাতে প্রকৃতি অবাধে কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে। পুরুষকার বা সাধনার মূল্য negative মাত্র। এই সুপ্ত দিব্য প্রকৃতিকে জাগাইবার জন্য পুরুষকার আবশ্যক। দিব্য-প্রকৃতি জাগিলে তাহার কাজের জন্য পুরুষকার চাই—তাহা আপনিই আসে। তাহা অকৃত্রিম। আগুন জ্বালিলে যেমন বায়ু আপনিই বহিতে থাকে, এও তেমনি। বায়ু না থাকিলে অগ্নি জ্বলে না, অগ্নি জ্বলিলে বায়ু থাকিবেই। তেমনি প্রকৃতি জাগিলে তাহার ক্রিয়ার জন্য পুরুষকার আপনিই ফুটিয়া উঠে। ইহা কৃত্রিম পুরুষকার নহে—তাহার স্থান negative মাত্র।

শুদ্ধসত্ত্বই এই দিব্যপ্রকৃতি। কিন্তু সকলের শুদ্ধসত্ত্ব সমান নহে—মাত্রার তারতম্য আছে, আকারের—সন্নিবেশের—তারতম্য আছে, আভা ও ভাবের তারতম্য আছে, শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুতঃ এক হইয়াও অনন্ত—আবার অনন্ত হইলেও তাহার প্রত্যেকটি অখণ্ড নিরবয়ব। বস্তুতঃ চিৎ-শক্তিই নিরবয়ব, মিশ্রসত্ত্ব সাবয়ব, শুদ্ধসত্ত্ব গুণ ও পরিণামী বলিয়া সাবয়ব, আবার চিৎশক্তির সহিত অভিন্নরূপে ভাসমান হয় বলিয়া নিরবয়ব। নিরবয়ব হইলেও ব্যঞ্জক সত্ত্ব সাবয়ব। এই অবয়ব=কলা। অতএব পৃথক্ পৃথক্ আধারে কলার তারতম্য আছে। প্রত্যেকটি দিব্যপ্রকৃতির একটি unity আছে—যেমন প্রত্যেকটি মর্ত্যপ্রকৃতির আছে। শুদ্ধসত্ত্বে কলাগুলি অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধে সংসক্ত হইয়া বিন্দুরূপ ধারণ করে, এই বিন্দুই প্রকৃতি। দিব্য ও মর্ত্য উভয়ই সদৃশ। কাজেই দিব্যপ্রকৃতির কলাগত quantity ও quality-র ভেদবশতঃ এই প্রকৃতি নানাপ্রকার। প্রকৃতি তাই ভাঙ্গা বড় কঠিন। স্বরূপ প্রকৃতি চিন্ময়—তাহা কিছুতেই ভাঙ্গে না। দিব্যপ্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্বময়—জ্ঞান-ভক্তি-কর্মময়; তাহা প্রায় নিত্যই—ভাঙ্গা বড় কঠিন। তবে ভাঙ্গিতে পারা যায়। মর্ত্য প্রকৃতি অবিদ্যাদিময়, জড় তমোময়; তাহাও ভাঙ্গা কঠিন। মর্ত্যপ্রকৃতিই কারণসত্ত্ব। দিব্যপ্রকৃতি দ্বারা মর্ত্যপ্রকৃতিকে জয় করিতে হয়। দিব্যপ্রকৃতি দ্বারাই মর্ত্যপ্রকৃতিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাঙ্গিতে হয়। আমাদের ভিতরেও দিব্যপ্রকৃতি সুপ্ত আছে। যে জাতীয় আমার সুপ্ত দিব্যপ্রকৃতি, বাহির হইতে সেই জাতীয় দিব্যপ্রকৃতি (জাগ্রৎ) দ্বারাই উহার জাগরণ হয়।

৩০।৩।৩৮

কৃপা স্বতন্ত্র—নিরপেক্ষ, ইহাতে condition নাই, excuse নাই। ইহা পূর্ণেরই একমাত্র prerogative। ঈশ্বর কৃপা করিতে পারেন না। লোক ভুল করিয়া কর্মফলকে কৃপা মনে করে।

পূর্ণ	shows	কৃপা	in	স্ব-সাম্যদান	unconditionally no past or future consideration
পূর্ণসম	”	”	”	তাটস্থ্যদান	”
আনন্দময়	”	”	”	আনন্দদান	”
চৈতন্যময় গুরু		”	”	বোধদান	”
ঈশ্বর, ঐশ্বর্যময়		”	”	ফলদান, সিদ্ধিদান ঐশ্বর্যদান	”

ঈশ্বর কিছু দান করেন। ইহা কর্মসাপেক্ষ হলে কৃপা নহে—কর্মফলমাত্র। সুতরাং তাহা সুখদুঃখময় হয়। কর্মনিরপেক্ষ হইলে ইহাই সিদ্ধি। তখন ইহা কৃপা। সিদ্ধি = সুখদুঃখের মিলনাত্মক সুখময় শক্তি। তাহাই ঐশ্বর্য বা বিভূতি।

গুরু কিছু দান করেন। ইহা বিশ্বের জ্ঞানবীজ বা যোগ্যতা সাপেক্ষ হলে কৃপা নহে। তাহা জ্ঞান বা অজ্ঞান দুই-ই হয়। যোগ্যতা নিরপেক্ষ হলে তাহাই মুক্তি। তখন ইহা কৃপা। মুক্তি = জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিলনাত্মক জ্ঞানময় শক্তি।

আনন্দময় কিছু দান করেন। ইহা শিষ্যের যোগ্যতাধীন হলে কৃপা নহে। তাহা আনন্দ হয়, দুঃখও হয়। যোগ্যতানিরপেক্ষ হলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই কৃপা। পরমানন্দ=আনন্দ ও নিরানন্দের মিলিত রূপ। পূর্ণসম তাটস্থ্য দান করেন।

কেহই পূর্ণত্ব দিতে পারেন না। তাহা এক পূর্ণই পারেন। পূর্ণ যে এই পূর্ণত্ব দেন, তাহা ক্রমশঃ। ইহাই শুদ্ধকৃপা। ইহা যাহার উপর পতিত হয়, তাহাকে পর পর উঠাইয়া পূর্ণসম করিয়া পরে পূর্ণ করিয়া লয়। যাহা পূর্ণত্বে নিয়া না যায় তাহা পূর্ণের কৃপা নহে। বস্তুতঃ তাহা কৃপাই নহে।

পূর্ণের ইচ্ছা হ'তেই জগতের বিকাশ। তাই জগতের সর্বত্রই পূর্ণের আভাস রহিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই পুরুষ কর্ম করিতে পারে, ঈশ্বর ফল দিতে পারেন, দ্রষ্টা দর্শন করে, ভোক্তা ভোগ করে, গুরু জ্ঞান দেন, ভক্ত আনন্দ ভোগ করে, ভগবান আনন্দ দেন। ঈশ্বরভাবকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণই কৃপা করেন, আশ্রয় না করিয়াও পূর্ণই কৃপা করেন। ঈশ্বর ঈশ্বরত্ব দ্বারা কৃতকর্মের সুখদুঃখরূপ ফল-দাতা মাত্র। পূর্ণ ঈশ্বররূপে কৃতকর্ম না থাকিলেও সিদ্ধিসুখ দিতে পারেন। দুঃখ দেন না। পূর্ণ দুঃখ দেন না। দুঃখ সব সময়েই কর্মফল। সুখ কর্মফল হতে পারে—বিনা কর্মে পূর্ণের ঈশ্বররূপে কৃপার ফল হতে পারে। পূর্ণ দেখিতে পান। সকলেরই পুণ্যকর্ম মূলে অবশ্যই আছে। ঈশ্বর দেখিতে পান না।

গুরুভাবকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণই কৃপা করেন। পূর্ণবিযুক্ত গুরু শিষ্যের যোগ্যতা বা কুশলমূল বা জ্ঞানবীজ দেখিয়া তাকে জ্ঞান দান করেন। না দেখিয়া দিতে পারেন না। সকলকে দিতে পারেন না। সকলকে একমাত্র পূর্ণই জ্ঞান দিতে পারেন অর্থাৎ পূর্ণ দেখিতে পান—সকলেরই জ্ঞানবীজ আছে।

ভগবৎভাবকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণই কৃপা করেন। যাতে আনন্দের বীজ নাই, তাকে ভগবান্ কৃপা করিয়া আনন্দ দিতে পারেন না, ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিবীজ। ভগবান্ সকলের মধ্যে ভক্তিবীজ দেখিতে পান না। কৈবল্যে যত আত্মা কেবলী থাকে, তাহাদের উদ্ধারের কাজ ভগবান্ করেন। ভক্তিবীজ যাতে যাতে দেখেন, তাকে আনন্দ সঞ্চার করেন—ফুটাইয়া তোলেন। যাকে পারেন না, সে শুষ্ক কেবলী। পূর্ণ তাকেও আনন্দ দিতে পারেন—তাতেও ভক্তিবীজ পূর্ণ দেখিতে পান। ইহা ভগবানের অতীত। সম বা শান্তভাব (সাম্য) আশ্রয় করিয়া পূর্ণই কৃপা করেন। সাম্যবীজ থাকিলে পরমেশ্বর কৃপা করেন। কিন্তু পূর্ণ দেখেন সর্বত্রই সাম্যবীজ আছে—তাই সকলকে পূর্ণই কৃপা করিতে পারেন। ফল—সাম্যদান, পূর্ণ সাম্যভাবের দান।

ইহারই পর পূর্ণের আত্মদান—বা পূর্ণ করিয়া লওয়া। ইহা আর কেউ পারে না—কারণ আর কেউ ত' পূর্ণ নহে। ইহাই চরম কৃপা। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে—পূর্ণের কৃপাই কৃপা, তাহা স্বতন্ত্র। যে কোন স্থানে তাহা কাজ করুক্ তাহা স্বতন্ত্র—নিরপেক্ষ। অপূর্ণমধ্যে সর্বত্র কার্যকারণ ভাব বা নিয়তি। অপূর্ণ নিয়তির অধীন, পূর্ণ স্বাধীন।

অপূর্ণের দান ও পূর্ণের দান একপ্রকার নহে। অপূর্ণ দান করিলে একদিকে ক্ষীণ হয়, অপরদিকে বর্দ্ধিত হয়। যে ১০ টাকা দান করে তার ১০ টাকা লোকে কমিয়া যায়, পক্ষান্তরে লোকান্তরে পুণ্যবশতঃ সহস্র টাকা তার বাড়িয়া যায়।

পূর্ণ যাহা দিবে, তাহা দিয়াও সে পূর্ববৎ পূর্ণই থাকে, বাড়েও না—কমেও না। পূর্ণে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—হতে পারে না। পূর্ণ হতে যাহা আসে, তাহাও পূর্ণ—তবে আভাসমাত্র। তাই এই জগতে সর্বত্রই পূর্ণের আভাস রহিয়াছে। বস্তুত অপূর্ণের মধ্যে সর্বত্রই পূর্ণের আভাস রহিয়াছে। সেইজন্য অপূর্ণ অতৃপ্ত থাকে—এই অতৃপ্তিই তাকে পূর্ণের দিকে আকর্ষণ করে—পূর্ণতাই তৃপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজনের পাপ অন্যের শুভকার্যের দ্বারা খণ্ডিত হতে পারে, যদি কেহ মধ্যস্থ হন। "God's grace operates freeely by the law of vicarious redemption and atonement" cf. Rom V 19 (Bills)

"For as by the disobedience of one man many sinned, so by the obedience of one, many were justified." cf: Also Ibid V 15-19 of Genesis XVIII 23-32.

"I beseech thee, saith he (Abraham), be not angry Lord, if I speak yet once more: What of ten should be found there? And he (lord) said: I will not destroy it for the sake of ten (good men)"

ভগবৎকৃপা তিন প্রকার অজ্ঞান বা ভ্রম নষ্ট করে—

ভ্রম

জ্ঞানানুদয়	অন্যথাজ্ঞান	বিপরীতজ্ঞান
=ইহা দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা	=ভগবানের দাস্য না স্বীকার করিয়া অন্য দেবতার দাস্য স্বীকার করা	=জীবকে স্বতন্ত্র মনে করা। বস্তুতঃ জীব ঈশ্বরাধীন।

উপাসনা-তত্ত্ব

৩০।৩।৩৮

ইন্দ্রিয়ের গতি স্বভাবতঃ বাহিরের দিকে, অর্থাৎ আপন আপন বিষয়ের দিকে। মনের গতি ইন্দ্রিয়ের দিকে। আত্মার দৃষ্টি মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে। পরমাত্মার দৃষ্টি আত্মার দিকে। ইহা হইতে মনে হয়—পরমাত্মা হ'তে একটি শক্তিস্রোত বাহিরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। বিষয়ের মধ্যেও সেই প্রবণতা বর্ত্তমান। তাই আলো ও শব্দ চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। প্রদীপ জ্বালিলে সমস্ত ঘর আলোকিত হয় কেন? ইহারই জন্য।

আত্মা একপ্রান্তে, বিষয় বা অনাত্মা অপর প্রান্তে। শক্তি আত্মা হইতে অনাত্মার দিকে যাইতেছে, অনাত্মা হইতে আত্মার দিকে যাইতেছে। পরমাত্মার একপ্রান্তে আত্মা, অন্য প্রান্তে অনাত্মা। যে স্রোত আত্মা হইতে যাইতেছে, তাহা যাইয়া বিষয় হইতে নির্গমশীল স্রোতকে স্পর্শ করিতেছে। তারপর দুই মিলিত হইয়া আত্মাতে ফিরিয়া আসে, তখন বিষয়জ্ঞান হয়, আত্মশক্তি মনে পড়ে। মনের শক্তি সুপ্ত ছিল—আত্মশক্তিস্পর্শে তাহা জাগ্রৎ হয়। এই জাগ্রৎ (=চিদাভাসময়) মনঃশক্তিইন্দ্রিয়ে যায়—সুপ্ত ইন্দ্রিয়শক্তিকে জাগায়। জাগ্রৎ ইন্দ্রিয়-শক্তি বিষয়ে যায়। এদিকে বিষয় হতে যে আভা বিকীর্ণ হয়, তাহা ঐ ইন্দ্রিয়রশ্মি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়। বিষয়ের প্রান্তে নিবৃত্তি খেলে—তাই ঐখান হইতে বিষয় প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রতিবিম্বে বিষয়ের আকার থাকে, কিছু সত্ত্ব থাকে। ইন্দ্রিয়ে আসিয়া ঐ আকার মনে লাগে, সঙ্গে কিছু বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের কণা থাকে। ঐ মানসাকার (বিষয় ও ইন্দ্রিয় সহ) আত্মাকে স্পর্শ করে—তখন বোধাকার ধারণ করে—তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই আকারে

মন থাকে	∵	বোধময়তা ;
ইন্দ্রিয় থাকে	∵	চাক্ষুষতা ,
বিষয় থাকে	∵	সালম্বনত্ব, সাকারত্ব।

তাছাড়া বিষয় প্রকাশক থাকে ∵ স্ফুরত্তা।

[এইগুলিই বৌদ্ধদের চারিপ্রকার প্রত্যয়]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে ব্যাপারটি হয়, ইহাতে একটি গভীর রহস্য আছে। আত্মা হ'তে যে স্রোতটি যায়, সেটি আত্মাতে ফিরিয়া আসিলে চক্র পূর্ণ হয়। ইহার ফলে আত্মাতে আত্মদৃষ্টির সম্মুখে একটি আকারের প্রতিভাস হয়। ইহা মনোময় জগতে থাকিয়া যায়—সংস্কাররূপে। থাকিলেও এই আকারটি ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে থাকে। কারণ আত্মশক্তির প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিষয়াদির কণা লইয়া আসিবার সময় বিষয়, ইন্দ্রিয় ও মন হইতেও একটা স্রোত ঐ সকল কণার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসে। ঐ শক্তি স্বভাবতঃই আপন আপন কেন্দ্রে ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করে। ফলতঃ ক্রমে ঐ সব আকারের disruption হইতে থাকে।

বস্তুতঃ চিৎশক্তিরূপী চিদাকাশে সকল আকারই চিন্ময়, সুতরাং বিশুদ্ধ ও নিত্য। তবে উহা অব্যক্ত। শুদ্ধসত্ত্বে উহার অভিব্যক্তি হয়। তাহা এক হিসাবে অনিত্য, এক হিসাবে নিত্য। প্রকৃতিতে উহার অভিব্যক্তি অনিত্য। আমরা আত্মার দৃষ্টির সম্মুখে যে আকারের কথা বলিলাম, তাহা প্রাকৃতিক আকার, কাজেই অনিত্য। উহা প্রাকৃতিক আকার, কারণ আত্মার দৃষ্টি অবিদ্যাচ্ছন্ন।

এই যে ক্রমিক disruption-এর কথা বলিলাম, ইহা প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময় হইবেই। ততদিন থাকিতে পারে। এইভাবে অনবরতঃ সংস্কার সঞ্চিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল সংস্কার সুখ-দুঃখের হেতু হয় না—যদি মৌলিক অনুভবের সময় ভাল লাগা, মন্দ লাগা ভাবটা না থাকে। ভাল লাগা, মন্দ লাগা থাকিলেই কর্মাকার হয়—সুখ-দুঃখ জন্মে, নতুবা শুধু স্মরণের হেতু হয়। অবিদ্যা ও অস্মিতা মূলে রহিয়াছে বলিয়া ভাল লাগা, মন্দ লাগা অবশ্যই হয়।

অতএব ঐ সকল সংস্কার দুই প্রকারের। যেগুলি ভোগমূলক, রঙ্গীন—সেগুলি যদি প্রবল ক্রিয়মান কর্মের অভাবে জমাট হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিণ্ডীভূত হয় ও ভোগোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ভোগদ্বারা তাহাদের disruption হয়। কারণ, ঐ সংস্কার পরিপক্ক হইলেই তাহা ভোগ-যোগ্য ফলরূপ ধারণ করে। তখন ভোক্তার অগ্নিদৃষ্টিতে তাহা ভস্ম হইয়া যায়। যেসব সংস্কার ঘনীভূত হয় নাই বলিয়া জ্ঞানের দৃষ্টিগোচর হয় নাই—কারণ একাগ্রতা তীব্র হইলে তাহাতে একদিকে সংস্কার জমাট হয় ও অপরদিকে জ্ঞানজ্যোতি উৎপন্ন হইয়া ঐ জমাট সংস্কারে পতিত হইলেই তাহা পাকিতে আরম্ভ করে—তাহারা ভিতরে ভিতরে জমা থাকে। প্রাকৃতিক প্রলয়ে সেগুলির disruption হয়। অবশ্য তার মধ্য হ'তে কতকগুলি ক্রমে ক্রমে বিপক্ক হইয়া পূর্বক্রমে ভোগদ্বারা নষ্ট হইতে পারে। তবে সেরূপ আবার নূতন সংস্কারও কত জন্মায়। তবে যদি ইতিমধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তবে ওগুলি মনুষ্যকে আর স্পর্শ করে না। প্রকৃতিতে পড়িয়া থাকে প্রলয় পর্যন্ত।

জ্ঞানজ্যোতিঃ দুইপ্রকার। কোন বিষয়ে তীব্রভাবে চিন্তা করিলেই ঐকাগ্র্যবশতঃ জ্যোতি ফোটে—তাহাতে ঐ ধ্যেয় বিষয় প্রকাশিত হয় ও আয়ত্ত হয়। ভোগের ফলে ক্রমে উহা লীন হয়। সকাম চিত্তের একাগ্রতা হ'তে এই জ্ঞান হয়। নিষ্কাম চিত্তের একাগ্রতা হ'তে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান জন্মে—তাহাতে আত্মার প্রকাশ হয়। সকাম চিত্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভোগ্য বিষয়ের প্রকাশ হয়।

সৃষ্টিরহস্য

১।৬।৩৮

রাত্রি

মূলে যাহা তাহাই পূর্ণব্রহ্ম, ইহা নিষ্কল ও অনন্তকলাময়। যুগপৎ দুই-ই; সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। ইহা স্বাতন্ত্র্যময়, উল্লাসময়, মহাশক্তিময় ইত্যাদি। এক—অদ্বয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাতন্ত্র্যের খেলা। তাহার ফল এক ব্রহ্ম একদিকে দুই হ'ল, অপর দিকে দুই তৃতীয় হল—সব ঠিক সমান সমান।

(i)⊙কোন ভেদ নাই—সংখ্যা ব্যতীত—তবু নানা

(ii)△এক = চিন্ময় পরমশিব

দ্বিতীয় = চিন্ময়ী পরমাশক্তি

(ক) = অনন্তশক্তি সাম্যময়ী

(খ) = ইচ্ছা + জ্ঞান + ক্রিয়াসাম্যময়ী

তৃতীয় = চিন্ময় জীব।

এই অবস্থায় শিব ও শক্তি সমরস, তৎসহ জীবও সমরস। কাহারও প্রাধান্য নাই। শিব শান্ত, শক্তিও শান্ত। শিব নিত্যশান্ত। শক্তি অশান্ত হন, আবার ক্রমশঃ শান্ত হন।

ইহার পর দুইটি ধারা দেখা যায়। ইহার মূল পরাশক্তির খেলা। ইহাই যোগমায়ার খেলা। এখান হইতেই বৈষম্যের সূত্রপাত। ফলে শিব ও শক্তির বৈষম্য হয়। একদিকে শিব প্রধান, শক্তি গৌণ, অপরদিকে শক্তি প্রধান, শিব অপ্রধান। জীব সঙ্গে সঙ্গে, মধ্যে সামরস্য। তিনটিই যুগপৎ, ইহাই পূর্ববর্ণিত শিব, শক্তি ও জীবের সামরস্য।

শিবপ্রধান দিক্ নিত্যসংহার-দিক্।

শক্তিপ্রধান দিক্ নিত্যসৃষ্টি-দিক্।

সমরসপ্রধান দিক্ নিত্যস্থিতি দিক্।

আমরা সৃষ্টির দিকেই এখন দেখিব। এটি শক্তিপ্রধান দিক্। বৈষম্যে একদিকে যেমন শিব-শক্তির বৈষম্য, অপরদিকে তেমনি শক্তির বৈষম্য। পরাশক্তির বৈষম্য হ'তে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—তিনটির পৃথক সত্তা হয়, যদিও সবটিতেই সব শক্তি থাকে। সুতরাং বিষম অবস্থা তিনটি—

[অভেদ]   ইচ্ছাশক্তিপ্রধান (including জ্ঞান + ক্রিয়া)

(ভাব)   শিব অপ্রধান।   নাম শিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ভেদাভেদ] জ্ঞানশক্তিপ্রধান (including ইচ্ছা + ক্রিয়া)
শিব অপ্রধান। নাম সদাশিব।

[ভেদ] ক্রিয়াশক্তিপ্রধান (including জ্ঞান + ইচ্ছা) শিব অপ্রধান। নাম ঈশ্বর।

ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বস্তুতঃ একই চৈতন্যশক্তির তিনটি অবস্থা। সুতরাং ইহা স্বরূপশক্তিই, তবে বিষমা।

ইহার পর মহামায়ার খেলা।

মহামায়া বৈষম্যরূপা ইচ্ছাদিত্রয়ের সমষ্টি। বস্তুতঃ এই মহামায়া হ'তেই সঙ্কোচভাব আরব্ধ হয়। প্রথম সঙ্কোচই আণব মল। শিবাশ্রিত বিষমা চিৎশক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া অণুর সৃষ্টি করে। অর্থাৎ—

শিব × ইচ্ছা = অণু (ভাবপ্রধান)
শিব × জ্ঞান = অণু (জ্ঞানপ্রধান)
শিব × ক্রিয়া = অণু (ক্রিয়াপ্রধান)

তিন প্রকারের অনন্ত অণু এই মহামায়াস্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। ইচ্ছাদি চিৎশক্তিরই ত' বিভিন্ন অবস্থা—তাই এইসব অণুই এক হিসেবে চিদণু বা চিৎ-কলা। ইহাই বিজ্ঞানাকল পশু, ইহাই জীবকণা। ইহারা মহামায়ার অধীন বটে, কিন্তু মায়ার অতীত। এই অণুগুলির কেহ ভাবপ্রধান, কেহ জ্ঞানপ্রধান, কেহ ক্রিয়াপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট।

২।৪।৩৮

মহামায়াস্তরে জীব পাইলাম। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন জীব মহামায়ার উপরে যোগমায়ার রাজ্যেও আছে। ব্রহ্ম যখন শিব ও শক্তি হইলেন, তখন জীবও হইলেন। শিব ও শক্তি তখন সমান সমান; তাই জীবও সমান সমান। শক্তি স্বরূপভূত, জীবও তখন স্বরূপভূত। এই সামরস্যমধ্যে জীবও সমরস হইয়া আছে। শিব ও শক্তি যখন একেবারে সমান না থাকিয়া এক হইয়া যাইবে, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবও এক হইয়া যাইবে। তাহা সামরস্য নহে—একত্ব, সাম্য নহে।

যোগমায়া (পরাশক্তি) তাঁহার স্বরূপশক্তি—জীবও সেখানে তাঁহার স্বরূপভূত। মহামায়া তাঁহার তটস্থা শক্তি—ইনি চিৎশক্তি নহেন, ইনি বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপা বৈন্দবী শক্তি; তাই জীবও সেখানে তটস্থ বিন্দু-মাত্র। ভগবান্ সেখানে মহাবিন্দুভূত।

যোগমায়া-প্রতিবিম্ব মহামায়ারূপ ধারণ করিলেই পূর্ণমণ্ডলস্থ স্বরূপভূত জীব জীবাণু হইয়া মহামায়া রাজ্যে প্রকটিত হয়।

মহামায়া-প্রতিবিম্ব মায়ারূপ ধারণ করিলেই ঐ অণুজীব সকলের একটা আভাস মায়াগর্ভে পতিত হয়। মায়া = প্রকৃতি।

জীবে শিবভাব ও শক্তিভাব যুগপৎ আছে। তার আত্মা = শিবভাব; তার দেহ = শক্তিভাব। শক্তি যে স্তরের, তাহার দেহও সেই স্তরের। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাও সেই স্তরের। ভাব-বিকাশ এই প্রকার হয়—

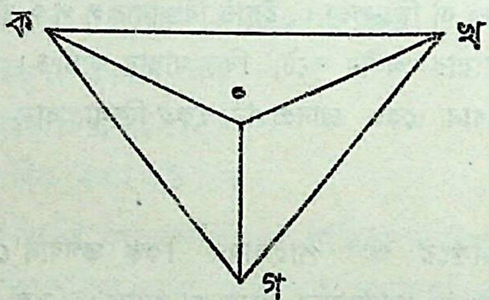

'০' টি = এক। স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যখন তাহার ক্ষোভ হয়, তখন এক ধারা 'ক' হয়, একটি 'খ' হয়, একটি [বাসনা] 'গ' হয়। 'ক' ও 'খ' = শিব ও শক্তি। 'গ' = জীব। সব সমান সমান। এক হিসাবে 'ক' ও 'খ'র মিলনে যে 'গ' হয়, তাহা বলা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। মূল বস্তুটি একদিকে সর্বাতীত, আর একদিকে সচ্চিদানন্দ বা সর্বাত্মক পূর্ণ। সৃষ্টি-বিচার দুই দিক হতে হয়—

শূন্য দিক হতে—

প্রথমে সদ্‌ভাবের স্ফুর্ত্তি, পরে তাতে চিদ্‌ভাব, পরে, আনন্দ। ইহাই সচ্চিদানন্দ পূর্ণ [side of দেহ]

পূর্ণব্রহ্ম
|
আনন্দ (শিব + শক্তি)
|
চৈতন্য
|
সত্ত্ব
(মায়া)
|
(দেহময়)

পূর্ণ দিক হতে—

প্রথমে আনন্দের হ্রাস বা লোপ, পরে চৈতন্যের লোপ, পরে সত্তার লোপ। ইহাই শূন্য [side of আত্মা]

পূর্ণব্রহ্ম
|
আনন্দ (আনন্দময়)
|
চৈতন্য (বিজ্ঞানময়)
|
সত্ত্ব (অন্ন-প্রাণ-মনোময়)

৬।৪।৩৮

উপাসনা হইতে ভূমিলাভ হয়। ইহা কলাপুষ্টির তারতম্যবশতঃ। মূলে সত্ত্বোদ্রেক, আত্মবোধ।

কর্ম . সত্ত্বের উন্মেষ হইতে ৫ কলা পর্যন্ত বিকাশ = সদ্‌ব্রহ্ম, ১ পাদ।
জ্ঞান ৬ কলা হইতে ১০ কলা পর্যন্ত = সচ্চিদব্রহ্ম ; ২ পাদ।
ভক্তি ১১ কলা হ'তে ১৫ কলা পর্যন্ত = সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ; ৩ পাদ।
১৬ কলা = অক্ষর ব্রহ্ম ; ৪ পাদ বা পূর্ণব্রহ্ম i. e. সর্বাত্মক ও সর্বাতীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১—৫ কলাবিকাশ — [5×4 = 20 varieties]	4 types of প্রকৃতির বিকাশ under শক্তিপাত of (i) সৎ or (ii) সচ্চিৎ or (iii) সচ্চিদানন্দ or (iv) পূর্ণ।
৬—১০ কলাবিকাশ [15 varieties]	3 types of আত্মার বিকাশ under শক্তিপাত of (i) সচ্চিৎ or (ii) সচ্চিদানন্দ or (iii) পূর্ণ।
১১—১৫ কলাবিকাশ [10 varieties]	2 types of ঈশ্বরের বিকাশ under শক্তিপাত of (i) সচ্চিদানন্দ or (ii) পূর্ণ।
১৬ কলাবিকাশ [1 variety]	1 type of পূর্ণস্ফূর্ত্তি under শক্তিপাত of পূর্ণ

প্রকৃতি বিকাশ under সদব্রহ্ম I
„ „ „ চিদব্রহ্ম II
„ „ „ আনন্দব্রহ্ম III
প্রকৃতিবিকাশ under পূর্ণব্রহ্ম
আত্মার বিকাশ under চিদ্‌ব্রহ্ম IV
„ „ „ আনন্দ V
„ „ „ পূর্ণব্রহ্ম Transcendental
ঈশ্বরবিকাশ under আনন্দব্রহ্ম VI
„ „ „ পূর্ণব্রহ্ম
পূর্ণের বিকাশ under পূর্ণব্রহ্ম VII

কুণ্ডলিনী-জাগরণ I শুদ্ধ জাগ্রৎ শক্তি—সর্বত্র সত্তা।
„ „ II তাতে আত্মভাবের আভাস, চিতের আভাস সত্তাতে।
„ „ III তাতে আনন্দের আভাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার শিবত্ব বা জাগরণ	IV	আত্মা = শুদ্ধ দ্রষ্টা।
[বিষমের সমীকরণ] মিলন	V	শিব-শক্তির মিলন, ঈশ্বরাভাস।
[সম] মিল-মিশ্রণ	VI	মিলন পূর্ণ, ঈশ্বরত্ব পূর্ণ, পূর্ণের আভাস।
[এক] পূর্ণত্ব	VII	পূর্ণ-পূর্ণ

১৩।৪।৩৮

উপাসনা-তত্ত্ব

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে জন্মনিরোধ হয়। তখন হইতেই কুণ্ডলিনীর বিকাশের কার্য আরম্ভ হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণের ফলে আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শন হইলে আর জন্মান্তর হয় না। তার পূর্বে হইতে পারে, তবে সাধারণ মনুষ্যের মত নহে। অর্থাৎ দীক্ষার পর কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা মন্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হয়। ইহা উপাসনার বিকাশ। ধর যেন—শিব-মন্ত্রের সাধনা। মরণান্তে সাধক শিবলোক যাইবে—অন্ততঃ। আরও ভাল সাধনা থাকিলে শিবরূপ লাভ করিবে, তৎসন্নিধানে পরিকর হইবে (সামীপ্য), শিবের সমান শক্তি লাভ করিবে—চরমে শিবের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করিবে। শিব = কার্যব্রহ্ম। শিব-তাদাত্ম্য বস্তুতঃ কার্যব্রহ্মাত্মকতা। ইহা শিবাঙ্গে লয়। এই শিবলোকে অবস্থানকালে তাঁহার জন্ম হয় —বেশী পক্ষে তিনবার। অবশ্য যদি স্থূলদেহের ত্যাগের পূর্বে আত্মজ্ঞান লাভ না হয়। সাধকের পরিপাক অধিক থাকিলে তদনুসারে তিনবার না হইয়া দুইবার বা একবারও জন্ম হইতে পারে। কিন্তু তিনবারের অধিক হয় না। ইহা গুরু-দত্ত শক্তির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অবশ্য জন্ম নাও হইতে পারে—যদি শিবলোকে সে সাধনে উন্নতি লাভ করে। শিবলোক হইতেও পরব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব। তবে শিবের সাযুজ্য পাইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে ব্রহ্মরূপতা হয় না। তাহা মহাপ্রলয়ে হয়। যতদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্মৃতি থাকিবে, ততদিন সাধক শিবাত্মক হইয়া থাকে—ইহা কার্য-ব্রহ্মরূপ (শিবভাবে); তবে মর্ত্যলোকে যদি জন্ম হয়, তাহা হইলে সদ্‌গুরু পাইলে এই দেহেই পরব্রহ্ম-জ্ঞান ও পরব্রহ্মরূপতা হইতে পারে। হইলে তাহাকে আর দেহান্তে শিবলোকে যাইতে হইবে না।

এই যে শিবলোকের কথা বলিলাম, ইহা দেবলোকের উপলক্ষণ। নির্মল সত্ত্বের তারতম্যানুসারে লোকের উর্দ্ধাধোভেদ আছে। এই লোকসকল দুইপ্রকার—নির্মল বা শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষ ও বিকাশের ক্রম অনুসারে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বোচ্চে যে লোক তাহা নির্মলতম সত্ত্বের বিকাশ। এই চরম লোক সাধকের ভাব অনুসারে নানাপ্রকার হইতে পারে। ভাবানুসারে ইহাকে কৈলাস, গোলোক, বৈকুণ্ঠ, দেবীলোক ইত্যাদি বলা যায়। ইহা এক বস্তুরই ভাবানুসারে দর্শন। কিন্তু পৃথক্‌ভাবে লোকসকলের উপর-নীচ ভাব আছে। সে হিসাবে শিবলোক ও বিষ্ণুলোক বা অন্যলোক এক স্তরের নহে।

অতএব দেবতা উপাসনার দুইটি দিক্ আছে। সব দেবতা এক স্তরের নহে। আবার ব্রহ্মদৃষ্টিতে সব দেবতাই একই কার্যব্রহ্মের ভাবভেদানুসারে বিভিন্ন প্রকাশ। প্রথম সাধনার সময়ে ব্রহ্মদৃষ্টি ত' থাকে না। তাই ভেদ মানিয়াই সাধন করিতে হয়। তবে কেহ কল্পনা বা ভাবনাবলে ব্রহ্মদৃষ্টি করেন—তাহা স্বাভাবিক নহে। অকল্পিত ব্রহ্মদৃষ্টির কথা পরে বলিব।

কথাটি আরও পরিষ্কার করিতেছি।

সব দেবতাই ভাববিশেষ। এই ভাব যে কোন উপায়েই হউক্ শূন্যময় হইলে তবে সেখানে ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ব্রহ্ম হইতেই শূন্যের (self-negation) মধ্য দিয়া তত্তৎ ভাবের আবির্ভাব। সুতরাং কিছু না করিলেও বিপরীত মুখে ঐ সকল ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে ধীরে উপক্ষীণ হইয়া শূন্য হয় ও ব্রহ্ম-ভাবের পুনরুদয় আপনিই হয়। সাধনবলে উহা শীঘ্র শীঘ্র হইতে পারে। ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা মানে—এই ভাবও ব্রহ্মেরই ভাব ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত ধর—শিবের সাধনা। এই সাধনা দুইপ্রকার হইতে পারে। ইহা সাকার ব্রহ্মের উপাসনা—দেবতার মধ্য দিয়া হইতে পারে ; অথব শুধু দেবতার উপাসনা হইতে পারে

(ক) শিবকে শুধু একটি দেবতা বলিয়া উপাসনা করিলে শিব-লোকে যাইয়া সারূপ্যাদিক্রমে শিব-সাযুজ্য লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের আশা নাই। শিবের সঙ্গে সাযুজ্য হইলেও একটু পর্দ্দা থাকিয়া যায়। তাঁকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে না। শিবের ব্রহ্মরূপতা হওয়ার সময় ইহারাও ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। অথবা ঐ শিবলোকেই ইহারা যোগ্যতা অনুসারে শিবের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তারপরে শিবের সঙ্গে ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। অথবা কেহ কেহ পূর্বেও ব্রহ্মরূপতা লাভ করিতে পারে।

(খ) শিবকে কার্যব্রহ্ম বলিয়াও উপাসনা করা চলে। ইহা দীক্ষাকালে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজসহ শিবোপাসনা। ইহার ফলে এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। নতুবা দেহান্তে শিবলোকে গতি হয়। সেখান হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়া ভাবাতীত অবস্থা-লাভ ঘটিতে পারে। সেখানে ব্রহ্মদীক্ষার আর আবশ্যকতা হয় না।

এই যে দুইটি দিকের কথা বলিলাম, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানী দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে। অজ্ঞানরাজ্যেও দেবতা আছেন। তাঁহাদের উপাসনা ক্ষুদ্র উপাসনা।

পূর্বে যাহা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই ঃ—
দেবতা দুইপ্রকার আছেন,—কেহ ব্রহ্মবিৎ, কেহ ব্রহ্মবিৎ নহেন। ব্রহ্মবিৎ দেবতাকেও দুইভাবে উপাসনা করা যায়—ব্রহ্মরূপে অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতামাত্ররূপে। তদ্রূপ, অব্রহ্মবিৎ দেবতাকেও ঐরূপ দুইভাবে উপাসনা করা যায়।

এখন কথা এই—সাধকের দৃষ্টি অনুসারে ফল হয়, না উপাস্যের শক্তি অনুসারে ফল হয়? সাধক ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে না পারিলেও ব্রহ্মজ্ঞদেবতা হইতে সাধক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হ'তে পারে কি? না, পারে না? পক্ষান্তরে, সাধক ব্রহ্মদৃষ্টি করিলেও অব্রহ্মজ্ঞ দেবতা ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে কি? সিদ্ধান্ত এই:—উভয়েরই মূলে একই পূর্ণব্রহ্ম আছেন; তাই দুইই হইতে পারে। অব্রহ্মজ্ঞ দেবতাও ব্রহ্মদৃষ্টির ফলে দ্রষ্টার নিকট ব্রহ্মজ্ঞরূপে প্রকাশিত হন ও তদ্রূপ কার্য করেন। আবার, ব্রহ্মজ্ঞ দেবতাও ব্রহ্মদৃষ্টির অভাবে সাধককে ব্রহ্মজ্ঞান দেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য—স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা কৃপা করিলে ব্রহ্মজ্ঞ দেবতা সাধকের ব্রহ্মদৃষ্টি না থাকিলেও তাহা খুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু অব্রহ্মজ্ঞ দেবতা স্বইচ্ছাবশে তাহা পারেন না। আসল কথা এই—

সাধারণ সাধকে ব্রহ্মদৃষ্টি থাকা সম্ভব নহে। যদি ব্রহ্মই লক্ষ্য হয়, অথচ ভাবের ভিতর দিয়া যাইতে হয়—তাহা হইলে এই উপায়—

(ক) সংস্কারানুরূপ দেবতার উপাসনা। ইহা ব্রহ্মজ্ঞদেবতা। উদ্দেশ্য—ঐশ্বর্যসিদ্ধি, সুখভোগ।

(খ) প্রথমে না হইলেও পরে সাধক বুঝিতে পারে—ঐ দেবতা ব্রহ্মেরই রূপ। ইহা সাযুজ্য বা সমাধি হইতে হইয়া থাকে। তখন সবই ব্রহ্মরূপ বলিয়া বুঝা যায়। তখনকার উপাসনা—ব্রহ্মরূপে উপাসনা। যদিও সবই তখন ব্রহ্মরূপে দেখা যায়, তথাপি নিষ্ঠা ও স্থিতির জন্য একটা ধরিয়া চলে। কেহ নানা ধরিয়াই চলে। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্রহ্মদৃষ্টি, ইহা কল্পিত নহে। ব্রহ্মদর্শনের পূর্বে জাগ্রৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন অসম্ভব ; পরে সম্ভব।

এক লোক হইতে বাহির হইয়া অন্য লোকে যাইতে হয় অথবা এক লোক ভেদ করিয়া অন্য লোকে যাইতে হয়। ১ম লোক, ২য় লোক, ৩য় লোক—ইত্যাদি ক্রমবদ্ধ। এই অবস্থায় ১ম লোকস্থ সাধক ঐ লোকের কেন্দ্রে যাইয়া দেবতার সাযুজ্য বা সমাধি লাভ করিলে তাহা ভেদ করিতে পারে—তখন ২য় লোকে প্রবেশ করিতে পারে। আর ১ম হইতে যদি ৩য় লোকে যাইতে হয়, তাহা হইলে—কারণ সাধকের সংস্কার যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে ১ম লোক হইতে বাহিরে আসিয়া পুনঃ দীক্ষার দ্বারা ৩য় লোকে প্রবেশ করা নিয়ম। ইহা দুই অবস্থাতে হইতে পারে।

দেবতা-তত্ত্ব

১৬।৪।৩৮

(revealed)

দেবতা দুই প্রকার—স্বাভাবিক (আজান) এবং কর্মজন্য (কর্ম)। স্বাভাবিক দেবতার কথা পরে বলিব। কর্মদেবতা তাঁহারা, যাঁহারা পূর্বে মনুষ্য ছিলেন এবং পরে পুণ্যকর্মের আতিশয্যবশতঃ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

সাধারণতঃ মৃত্যুর পরই দেবত্ব লাভ হয়। প্রথমে পিতৃলোকে যায়, তারপর দেবতা হয়। অবশ্য যাহার যোগ্যতা আছে, সে। এইসব কর্মদেবতার বিবিধ স্বর্গ আছে—সেখানে থাকে, সুখ-সম্পৎ ভোগ করে। এগুলি সবই কামধাতুর অন্তর্গত। ভোগক্ষয়ে এই সকল দেবতা আপন আপন লোক হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে জন্ম-গ্রহণ করে। এই সকল দেবতার ভোগকাল যখন প্রায় শেষ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে, তখন তাদের মালা শুষ্ক হয়, দেহে স্বেদ দেখা দেয়,— ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। *

আর এক জাতীয় দেবতা আছে—তাহারা আজান ও কর্মদেবতার সম্মিলিত লক্ষণাক্রান্ত। তাহাদের পতন হয় না। অবশ্য অবতরণ হইতে পারে—তাহাও বাসনাবশে, পরে ফিরিয়া আপন স্থানে চলিয়া যায় বা আরও উন্নত স্থানে যায়। যে সকল মনুষ্য সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা লাভ করে, যাহাদের কর্ম জ্ঞানমূলক (জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়), তাহারা মহর্লোকাদি উর্ধ্বলোকে গমন করে—অবশ্য কর্মানুসারে ও জ্ঞানের বিকাশ অনুসারে। উপর উপর লোকসকলে জ্ঞানের বিকাশ অধিক।

এই সমস্ত উর্ধ্বলোকে আজান দেবতাসকল আছেন—ক্রমবদ্ধ। তাঁহাদিগের উপাসনার ফলে মনুষ্য তাঁহাদিগের লোক, রূপ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। গোলোক-বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ব্রহ্মলোক—এইগুলি এই শুদ্ধ সত্ত্বলোকের (?) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বের মাত্রানুসারে তারতম্য হয়। এই সকল দিব্যধাম ভূমি অনুসারে বিন্যস্ত। ভূমিভেদের মূল শুদ্ধসত্ত্বের মাত্রার অভিব্যক্তি। পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য জন্ম-গ্রহণ করে—তাহারা নানা প্রকার। কেহ চুরাশি লক্ষ যোনি অতি-ক্রম করিয়া এইমাত্র মনুষ্যস্তরে পৌঁছিয়াছে, কেহ বহুদিন পূর্বে আসিয়াছে—সম্প্রতি কর্মফলে নানাস্থানে ভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিয়া আবার মনুষ্য দেহ পাইয়াছে। কেহ হয়ত পূর্বজন্মে কর্মফলে পশু-পক্ষী আদি হইয়া এখন মানুষ হইয়াছে—অবশ্য পূর্বেও মনুষ্য ছিল। কেহ হয়ত স্বর্গ বা নরকভোগ সমাপ্ত করিয়া মনুষ্য হইয়াছে। ইহারাও পূর্বে মনুষ্য ছিল। কেহ হয়ত স্বর্গ, নরক বা তির্যগদেহ ধারণ না করিয়া মনুষ্যজন্মের পরেই আবার মনুষ্যদেহ লাভ হয়।

---

* যুক্তিদীপিকা (পৃঃ ১৬৭)

রজোবিষক্তিরঙ্গেষু বৈবর্ণ্যং ম্লানপুষ্পতা।
পতিষ্যতাং দেবলোকাৎ প্রাণিনামুপজায়তে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এমন মানুষও আছে, যে প্রারব্ধ কর্মের ফলে জন্ম নেয় না, অথচ অবতারও নহে। অবশ্য সে কর্মসংস্কারেই জন্ম নেয়, তাহা সত্য। ঊর্ধ্ব আজান দেবতার লোকে যে সকল সাধক গমন করে, তাহারা সালোক্য, সারূপ্যাদি যে কোন অবস্থা লাভ করুক্‌, জন্ম নিতে পারে, নিয়েও থাকে। ইহাদের দেবাংশে জন্ম বলে। অবশ্য সাযুজ্য মুক্তি হইলে আত্মদর্শন হইয়া যায় * বলিয়া জন্মরোধ হইয়া যায়। তাহার

* সাযুজ্য মুক্তি হইলে লোকাধিষ্ঠাতার সঙ্গে অভেদ স্থাপিত হয়। ঐ লোকনাথ আত্মদর্শী হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাধকেরও আত্মদর্শন হয়। কিন্তু আত্মদর্শন হইলেও তাহার পরামুক্তি হয় না; কারণ লোকাধিষ্ঠাতার বিদেহ মুক্তি বা প্রারব্ধ নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ লোকাধিষ্ঠাতার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত সাধকের পরব্রহ্মপ্রবেশ সম্ভবপর হয় না, বিলম্ব হয়। তবে ঐ তাদাত্ম্য অবস্থা হইলে তাহার আর মর্ত্যলোকে জন্ম হয় না, তাহা সত্য। তবে একটি কথা আছে—ঐ লোকাধিষ্ঠাতা দেবতা যদি পূর্ণ আত্মদর্শী না হন, তাহা হইলে ঐ দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার পরে উহাকে ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বতর দেবলোকে আবির্ভাব হয়। ইহা অবশ্য দীক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ অনুসারে।

দুইজন সাধকের মধ্যে একজনের দেবতার তাদাত্ম্যলাভ হইয়া ঐখানেই স্থিতি—এমনকি লয়ও হইতে পারে। পরে কোন সময়ে কাহারও কৃপাদৃষ্টি পড়িলে নবীন দীক্ষার প্রভাবে আবার উদ্ধার হইবে। ইহা প্রকৃতিলয়ের ন্যায় অবস্থা, ঐ দেবতাই ওখানে প্রকৃতি। দ্বিতীয় সাধকও যদিও ঐ দেবতারই উপাসক, তথাপি তাহার প্রাপ্ত জ্ঞানের উৎকর্ষানুসারে সে ঐ দেবতার তাদাত্ম্যলাভ করিয়া ঐখানে আবদ্ধ থাকিবে না—ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বতর স্তরে চলিয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে তিন বা নির্দিষ্টসংখ্যক জন্ম মর্ত্ত্যলোকে হইতে পারে—হতেই হবে এমন কোন কথা নাই। যদি মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আপনা আপনি ঐ দেবলোকে স্বস্থানে গমন করে। যদি মর্ত্ত্যলোকে সদ্‌গুরুর লাভ ঘটে, তাহা হইলে মনুষ্যদেহেই পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারে অথবা ততটা না হইলেও অনেকটা ভূমি উঠিতে পারে। এমন স্থলে আর ঐ দেবলোকে ফিরিয়া যায় না। হয় পূর্ণব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়, নতুবা সাধনজন্য ভূমি অনুসারে উর্ধ্বতর লোকে গতি হয়। পূর্বের লোকে যাইতে হয় না। যে কোন স্থলেই অধোলোকে ফেরে না।

১৭।৪।৩৮

দেবতাদের জরা-মৃত্যু নাই, ইহা আপেক্ষিক। দেবতাদের জন্ম-মৃত্যু মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় নহে। উহা আবির্ভাব—তিরোভাব মাত্র। দিব্যদেহ ক্ষণমধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়—তাই জন্মদুঃখ * দেবতাদের নাই। তবে জরা (ক্ষয়) দেবভূমিতেও আছে, কিন্তু অতি ধীর বলিয়া তাহা বুঝা যায় না। তবে স্বর্গে নানা কারণে দেহক্ষয় হয়—উর্ধ্ব শুদ্ধসত্ত্বলোকে তাহা হয় না। ইন্দ্রের ব্যাধি, প্রজাপতির বায়ুজন্য ক্ষয়, দক্ষশাপে সোমের ক্ষয় প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি আপন কন্যা নক্ষত্রগণের রাজা সোমকে দান করেন। কিন্তু সোম রোহিণীতে আসক্ত হন। এই অনৃত ব্যবহারে যক্ষ্মা তাঁকে আক্রমণ করে। সোম = রাজা। তাই যক্ষ্মা = রাজযক্ষ্মা। তখন সোম শুষ্ক হন—পরে প্রজাপতির আদেশে সর্ব নক্ষত্রে সমান আসক্তি হইলে মুক্ত হন। লিঙ্গশরীর নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত দুঃখ থাকিবেই। তাই দেবলোকেও নানাপ্রকার দুঃখ আছে (যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১৬৭)। প্রজাপতির অক্ষিরোগ, ইন্দ্রের কামো-

---

* ইহাই সাধকের ব্যাপার। কিন্তু ঐ সকল দেবতা ভগবদংশরূপী—তাহারা চিরবদ্ধ, তাহাদের উর্ধ্ব বা অধোগতি হয় না, ঐগুলি পদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতাপ, গৌতমকৃত পরিভব ও রম্ভাশাপে পাষাণভাব, নাগগণের সর্পসত্রজন্য ভয়, বৈশ্রবণের দক্ষশাপে হস্তিভাব (*), জরৎকারুর পিতৃগণের গর্তে অবলম্বন, পিশাচগণের মন্ত্র-ওষধি মঙ্গলপ্রয়োগবশতঃ উদ্বাসন। (যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১৬৮)।

দেবযোনি আট প্রকার বলিয়া সাংখ্যাচার্যগণ বলেন—

ব্রহ্মা = ১
প্রজাপতয়ঃ
ইন্দ্র i. e. ত্রিদশগণ
পিতৃগণ
গন্ধর্বগণ
নাগগণ
রক্ষোগণ
পিশাচগণ

তাই দেবস্থানও আট।

অসুরগণ ইন্দ্রস্থানে অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইহারা পর্যায়ক্রমে ইন্দ্রত্ব লাভ করে (ধন্বী প্রভৃতি)। যক্ষ = রক্ষের অন্তর্গত ; কিন্নর ও বিদ্যাধর = গন্ধর্বের অন্তর্গত ; প্রেতগণ = পিতৃর অন্তর্গত। সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতিও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। (যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১৬৫)

চার প্রকার স্রোত আছে—

ঊর্দ্ধ° (সত্ত্ববহুল)	দৈবসর্গ (৮) ব্রহ্মা প্রভৃতি।
অর্বাক্° (রজোবহুল)	মনুষ্যসর্গ (১)
তির্য্যক্° (তমোবহুল)	তির্যক্সর্গ (৪) পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ।
মুখ্য° ”	(১) স্থাবর

* মানুষতিরশ্চাং জন্মকৃতং দুঃখং ভবতি, ন দেবানাম্। কথম্? তড়িদ্বিলসিতবৎ ক্ষণমাত্রেণ শরীরপ্রাদুর্ভাবাৎ। (যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১৬৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান হইতে প্রবৃত্ত অষ্টসিদ্ধিস্রোতঃ সকল প্রাণিগণ প্রাপ্ত হয় না, কারণ প্রতিবন্ধক আছে। দেবগণে তুষ্টিরূপ প্রতিবন্ধক আছে, তির্যগ্‌গণে অশক্তি প্রতিবন্ধ, স্থাবরগণে বিপর্যয় প্রতিবন্ধ। একমাত্র এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধ নাই বলিয়া মানুষই তারকাদি আটপ্রকার সিদ্ধিতে প্রবৃত্ত হয়। তবে গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাববশতঃ বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টির প্রতিঘাত হয় বলিয়া সকল মনুষ্যও সব সময়ে সিদ্ধি পায় না। বিপর্যয়াদি যেমন সিদ্ধির বাধক, তেমনি সিদ্ধিও এদের বাধক। সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়া ইহাদিগকে নষ্ট করে।

তুষ্টি মোট নয়প্রকার—

তুষ্টি = সন্নিহিত বিষয়ে সন্তোষবশতঃ চিকীর্ষিত অর্থ হইতে উন ভাবেই নিবৃত্তি।

তুষ্টি

- আধ্যাত্মিক (৪) [This is রাগ-দ্বেষ-নিবৃত্তি]
  - প্রকৃতি (অন্তঃ) ৮ প্রকৃতি upto তন্মাত্র
  - উপাদান (সলিল) ৫ মহাভুত
  - কাল (ওঘ)
  - ভাগ্য (বৃষ্টি)
- বাহ্য (৫) [This is সঙ্গ-দোষ নিবৃত্তি। পঞ্চবিষয়ের উপরম। The 5 are: সঙ্গ, দোষ, রক্ষা, ক্ষয়, প্রসঙ্গ এবং হিংসা-দোষাদি of বিষয়]

যে সকল যোগী প্রধাননামক ভূমি জয় করিয়া তাহার প্রভাবে তাহাকে অশূন্য দেখিয়া তদ্ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ নাই মনে করিয়া ঐ ভূমিকেই কৈবল্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেহান্তে প্রকৃতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীন হন ও পরে পুনরাবর্তিত হন। এই তুষ্টিতে মহদাদি কারণী ৭ জন অবরুদ্ধ থাকে। প্রাধানিকের যেমন পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হয় না, তদ্বৎ নীচের জ্ঞানীর উপরের তত্ত্বের জ্ঞান হয় না। মহৎকারণীর প্রধান জ্ঞান হয় না, অস্মিতাকারণীর মহতের জ্ঞান হয় না, তন্মাত্রকারণীর অস্মিতার বা অহঙ্কারের জ্ঞান হয় না।

প্রধানকারণী	১
মহৎকারণী	১
অস্মিতাকারণী	১
তন্মাত্রকারণী	৫
	৮

১৭।৪।৩৮

পিতৃলোক

World of Spirits

মনুষ্য মরিয়াই এই স্থানে আসে—ইহা স্বর্গ বা নরক নহে। এখান হইতেই কর্মানুসারে তাহার উপরে বা নীচে গতি হয়।

মনুষ্যে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে। সত্য হইতে জ্ঞানের বিকাশ; তাই জ্ঞান সত্যগ্রাহক। মঙ্গল (good) হইতে ক্রিয়ার (will) বিকাশ; তাই ক্রিয়া শুভগ্রাহী। তাই মনুষ্যের জ্ঞানের ও চিন্তার বিষয়কে সত্য বলে; এবং ক্রিয়া (will) ও চিন্তার বিষয়কে মঙ্গল বলে। মানুষ think করিতে পারে, কিন্তু তার thought-এর মূল will হইতে পারে, না হইতেও পারে। যখন মনুষ্য কাজ করিতে চায় ও করে তখন তার thought এর মূল will; অন্য সময় নহে। তবে সে জ্ঞানবলে চিন্তা করিতে পারে এবং সত্য ও মঙ্গল বুঝিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Understanding	Will
|	|
Thought	Thought
(যখন মানুষ কাজ করিতে চায় না, তখনকার thought. এই অবস্থায় সত্য ও মঙ্গলের বোধ থাকে।)	(যখন মানুষ কাজ করিতে চায় ও করে, তখন তাহার thought এইরূপ।)

যখন মনুষ্য প্রথমে will করে, পরে কাজ করে, তখন সত্য জ্ঞানে ও will-এ উভয়ত্র অর্থাৎ মনুষ্যে।

শুধু জ্ঞান বা শুধু will লইয়া মানুষ নহে—উভয় লইয়া।

যাহা শুধু জ্ঞানে আছে, তাহা মনুষ্যের মধ্যে থাকিলেও তাহার আত্মভূত নহে—তাহা স্মৃতিতে থাকে এবং মনুষ্য সমাহিত না থাকিলে তৎসম্বন্ধে সে চিন্তা করিতে পারে। ইহা তার প্রকৃতি হয় না—তা নিয়া সে কথা বলে, যুক্তি করে—তার অভিনয় চলে।

মনুষ্যের will জন্ম হইতে evil-এ আকৃষ্ট; তাই মানুষ স্বভাবতঃ নিজের ছাড়া অন্য কাহারও শুভ চায় না। ফলে অন্যের দুঃখে সুখ পায়, যদি তাতে নিজের সুবিধা হয়। স্বার্থভাব, এই will এর সংশোধন আবশ্যক। তবে সত্যজ্ঞান হইতে পারে ও তৎফলে ইচ্ছাজন্য কুবৃত্তির দমন হইতে পারে।

তাই মনুষ্য জ্ঞানবলে সত্যের চিন্তা, বর্ণনা ও অনুসরণ করিতে পারে। তথাপি সে will হতে সত্য চিন্তা প্রথম প্রথম পারে না। তবে ধীরে ধীরে এমন ভাব জন্মায়, যাতে সে সত্যমূলে ইচ্ছা ও কাজ করিতে পারে, নিজে হইতে, নিজের হৃদয় হইতে। এই অবস্থায় তার জ্ঞান-চিন্তা faithএ পরিণত হয়, তার will-চিন্তা তার love-এ পরিণত হয়। তখন জ্ঞান (understanding) ও ক্রিয়ার ন্যায় faith ও love সম্মিলিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের সত্য এবং will-এর ভাল ভাব (good affections) মিলিত হইলে অর্থাৎ মনুষ্য ঐ সকল সত্যানুসারে কাজ করিতে চাহিলে ও করিলে মনুষ্যের স্বরূপে স্বর্গের বিকাশ হয়। কারণ, স্বর্গ = সত্য ও মঙ্গলের মিলন। আর জ্ঞানের মিথ্যা এবং will-এর evil মিলিত হইলে মনুষ্য নরকস্থ।

যতদিন জ্ঞানের সত্য এবং will-এর সুভাব মিলিত না হয়, ততদিন মানুষ মধ্যাবস্থায়—পিতৃলোকে।

স্বর্গে একাগ্রতা, নরকেও একাগ্রতা। ঐ স্থানে কাহারও divided mind নাই। অর্থাৎ ওখানে যে থাকে, সে যেমন বুঝে তেমনি করে, জ্ঞান ও ক্রিয়া মিলিত। সে যাহা বুঝে, তাহা করে; যাহা করে, তাহা বুঝে। Understanding ও will-এর বিষয় পৃথক নহে। স্বর্গে যে মঙ্গল will করে সে সত্য think করে। নরকে যে evil will করে, সে মিথ্যা think করে।

মধ্যাবস্থাতে ভাল spirit হইতে মিথ্যা সরাইয়া নেওয়া হয়, তাদের সত্য দেওয়া হয়—যাহাতে তাদের মঙ্গলের সঙ্গে সামঞ্জস্য হইতে পারে। তেমনি মন্দ spirit হইতে সত্য সরান হয় ও মিথ্যা তাদের দেওয়া হয় যাহাতে তাদের will এর সঙ্গে সমন্বয় হয়।

আজকাল জগতে কেহই প্রায় মর্ত্যলোক হইতে সোজা স্বর্গে বা নরকে যায় না, কারণ মনুষ্যপ্রকৃতি মিশ্র। মনুষ্য প্রথমে পিতৃলোকে থাকে—সেখানে যাদের স্বর্গে নিতে হবে তাদের মধ্যে সত্য ও মঙ্গলের যোজনা হয়। নরকে যারা যাবে তাদেরও মিথ্যা ও অমঙ্গলের যোজনা হয়।

আজকাল সত্যের কিছু জ্ঞান সকলেরই আছে—এই জ্ঞান থাকাতে অনেকেই সত্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে—তবে তাহার অনুসরণ কেহ কম করে, কেহ বেশী করে, কেহ করে না। কেহ তার বিরুদ্ধাচরণও করে। ইহার কারণ—will এর প্রীতি ও তজ্জন্য মিথ্যাবিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃলোকে অসংখ্য জীব—কারণ সকলকেই সেখানে যেতে হয়। সেখানে সকলের পরীক্ষা হয়, তৈয়ারী হয়। স্থিতিকাল নানা প্রকার। কেহ যাইয়াই স্বর্গে বা নরকে যায়, কেহ কয়েক সপ্তাহ মাত্র থাকে—কয়েক বৎসরও থাকে। তবে ত্রিশ বৎসরের বেশী থাকিতে হয় না—ইহা Swedenborg-এর মত। আন্তর ও বাহ্য মনের সামঞ্জস্যের তারতম্যবশতঃ এরূপ হয়।

আত্মদর্শন

১৭।৪।৩৮

প্রথমে যখন আত্মদর্শন হয় তাহা এই নিজের স্থূলদেহের অনুরূপ-ভাবেই হইয়া থাকে। স্থূলদেহে অভিনিবেশ বা তাদাত্ম্য-বোধ না কমিলে আত্মদর্শন হয় না। বস্তুতঃ ঐ প্রাথমিক আত্মদর্শন লিঙ্গরূপী আত্মার দর্শন। লিঙ্গ = জ্যোতিঃস্বরূপ। আত্মা = কারণ, লিঙ্গের আবির্ভাব স্থূল। কারণরূপী আত্মার জ্যোতিকে—যাহা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়—লিঙ্গ বলে। দেহে থাকিয়াও এই জ্যোতিঃ কখন কখন দেখা যাইতে পারে। দেহ বিস্মৃত হইলে এই জ্যোতিতে প্রবেশ হয়—তখন দেহস্মৃতি না থাকিলেও দৈহিক সংস্কার প্রবল থাকে, দীর্ঘকালের পর আত্মার নিজ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রষ্টা তখনও লিঙ্গ জ্যোতিতে, সন্দেহ নাই, তবে অন্তর্মুখ। বহির্মুখ থাকা পর্যন্ত স্থূলের প্রতিবিম্ব লিঙ্গে প্রকাশিত হয়।

ঐ লিঙ্গজ্যোতিই এই স্থূলদেহের জ্ঞান ও ক্রিয়ার যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদন করে। ঐ জ্যোতির আভাস দেহে না থাকিলে অথবা থাকিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকিলে এ দেহ শব অথবা শববৎ হইয়া পড়ে। ঐ জ্যোতিঃ কারণ হইতে আসে—তাহাই আত্মা। অবশ্য ইহা পূর্ণ বা পরম আত্মা নহে, তাহা মহাকারণ। স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণাদি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন প্রভৃতি—সব ঐ জ্যোতিঃ। তাই করণবর্গের একাগ্রতার ফলে ঐ জ্যোতিঃ পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ যে আত্মার বা কারণতত্ত্বের রূপদর্শন, তাহা বস্তুতঃ আত্মার সালোক্য অবস্থায় হয়—আত্মজ্যোতিতে থাকিয়া হয়। দেহে থাকিয়া আত্মার রূপ দেখা যায় না, শুধু জ্যোতিঃ। চক্ষু বুজিলে আলোয় সব উজ্জ্বল, অন্ধকার চিরদিনের জন্য অপসৃত। ঐ আলো জ্ঞানেরই আলো, ঐ আলো আত্মজ্যোতিঃ—উহা আত্মার লিঙ্গ। উহাতে সমস্ত জগৎ বিলীন আছে। সবই উহাতে দেখা যায়। বিশ্বরূপ ইচ্ছানুরূপ দর্শন হয়। ইহাই কার্য্যব্রহ্ম—আদি জীব, জন্য ঈশ্বর। ঐ জ্যোতিতে যাইয়া রূপ দর্শন হয়। তাহাই বৈশ্বানর। ব্রহ্মলোক হতে অধোলোক পর্যন্ত সব ঐ রূপে ভাসছে। উহাই আত্মার রূপ।

১৮।৪।৩৮

ইহার পর ঐ রূপে আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু উহাই। ইহাই পরাশক্তির অবস্থা অর্থাৎ শিব ও শক্তি।

ইহার পর উভয়ে মিলন হয়, তখন আর উহা দেখা যায় না। তখন সবই 'আমি' বলিয়া বোধ আসে। সবই আত্মা বলিয়া অপরোক্ষ বোধ উদিত হয়। ঐ যে শিব ও শক্তির অবস্থা বলিলাম—উহা সমান সমান, উহা সাম্য। ঐ অবস্থাতে পূর্ণ কৃপার উদয় হয়, যাহার ফলে একত্বলাভ বা পূর্ণত্বপ্রাপ্তি হয়।

দেবতার উপাসনাতেও এই ভাবেই যায়। ঐ যে কারণাত্মা বলিয়াছি, উহাই দেবতা। ঐ যে লিঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়াছি—উহাই দেবলোক। সুতরাং দেবলোকে গমন ও স্থূলদেহ পরিষ্কার করিয়া লিঙ্গমধ্যে অবস্থান, কার্য্যতঃ একই কথা। অথচ ঠিক এক নয়। কারণ আত্মলিঙ্গের বিস্তার অনন্ত—তাহারই একদেশ লইয়া দেবলিঙ্গ। তদ্রূপ আত্মস্বরূপ বা কারণরূপী আত্মার এক একটি ভাব এক একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা। সুতরাং কোন দেবতার সহিত সাযুজ্য হইলেও আত্মার একটি ভাববিশেষ মাত্র অধিগত হয়। পৃথকভাবে দেখিতে গেলে আত্মার অনন্ত ভাব। সুতরাং মহাভাবের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কারণ তাহা না হইলে ভাব হইতে ভাবাতীতে যাওয়ার উপায় নাই। ঐ ভাবেই থাকিতে হয়। এই মহাভাবে যাওয়ার ক্রম আছে, তদনুসারে ক্রমোন্নতি হয়। গোলোকে মহাভাব পাওয়া যায়। তারপর ভাবাতীত।

দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য হইলে যতদূর দেবতার অধিকার,—যতদূর তার লিঙ্গ জ্যোতিঃ বা লোক—ততদূর পর্যন্ত সব কিছু 'আমি' বলিয়া বোধ আসে। ইহাও অপরোক্ষ দর্শন, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন। ইহার ফল যে আত্মস্থিতি, তাহাও পরিমিত। এই শরীরকে যেমন এখন 'আমি' বলিয়া বোধ হয়, তাহার চেয়েও অধিক স্পষ্টভাবে তখন সমগ্র দেব-লোককে 'আমি' বলিয়া বোধ হয়। তখন দ্বৈতবোধ থাকে না—ঐ লোকে। এখন যেমন পৃথক দর্শন করিতেছি, তখন সেরূপ হয় না—অভিন্নরূপে দর্শন হয়। অভেদ দর্শনই আত্মদর্শন।

ইহার পর মহাভাবের অবস্থায় কোন বিশিষ্ট লোককে নহে—সমগ্র বিশ্বকে—'আমি' বলিয়া বোধ হয়। তখন বিশ্বই 'আমি' হইয়া যায়—আমিই বিশ্বরূপে প্রতিভাসমান হয়। ইহাও অদ্বৈতদর্শন।

ইহাই কার্যব্রহ্মরূপী আত্মার দর্শন। ফল—তাহাতে স্থিতি। ইহাই আত্মার বিরাট রূপ।

[ঠিক ঠিক প্রকাশ হচ্ছে না]

১৮।৪।২৮

বিকাশের একটা ক্রম আছে। নীচে যে ক্রম দিলাম, ইহা প্রথমে আভাস-জগতে—পরে ব্রহ্মপথে। প্রথমে বাহ্যজগতে, পরে আন্তর জগতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* অসৎ

(ক) অসৎ-সৎ

(i) অসৎ-সৎ

(ii) অসৎ-সৎ

(iii) অসৎ-সৎ

(খ) সৎ

(গ) সচ্চিৎ

(i) সৎ-চিৎ

(ii) সৎ-চিৎ

(iii) সৎ-চিৎ

(ঘ) চিৎ (সৎ involved)

(ঙ) চিদানন্দ

(i) চিৎ-আনন্দ

(ii) চিৎ-আনন্দ

(iii) চিৎ-আনন্দ

(চ) আনন্দ (সৎ-চিৎ involved)

* পূর্ণ

বহির্জগতে প্রথম দেখি—

অসৎ = শূন্য, তমঃ, মহাপ্রলয়।

(ক) অসৎ-সৎ এর তিনটি অবস্থা। ইহা তমঃ হ'তে সত্বে যাওয়ার মধ্যস্থ ক্রম। বস্তুত: রজোভূমি, জড় জগতের বিকাশ।

(খ) সৎ ঃ—এখানে সত্ত্ব ফুটিয়াছে—পূর্ণাবয়ব। অসৎ বা তমঃ ও অংশ সৎ বা রজঃ ইহার সঙ্গে আছে। ইহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

(গ) সৎ-চিৎ ঃ—তিনটা আছে। জীবভাবের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই চুরাশি লক্ষ যোনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ) চিৎ ঃ—এখানে বিজ্ঞান-কোশের স্ফুরণ হইয়াছে,—তাই আনন্দধারণের যোগ্যতা আসিয়াছে। ইহাই মনুষ্য। ইহার পূর্ণতা বিজ্ঞানের পূর্ণতা ও পুরুষভাবে বা কৈবল্যে।

(ঙ) চিৎ-আনন্দ ঃ—তিনটি অবস্থা। এখান হতে দিব্যভাবের আরম্ভ—ক্রমশঃ বেশী। যত উপরে, তত আনন্দ।

(চ) আনন্দ ঃ—ইহাই স্বর্গলোক, পুনরাবর্ত্তী লোক। এইটি আভাসের ধারা। সদ্গুরুর দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে ঐ ধারায় গতি হয় না। তখন এই সমগ্র ধারাটি যাহা মিথ্যার ধারা, তাহাই তখন অসৎ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

১৮।৪.৩৮

পূর্বোক্ত দ্বাদশভূমি—

(i) অসৎ-সৎ ঃ—শুদ্ধসত্ত্ব উন্মেষপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃপার প্রথম স্ফুরণ। গুরুকৃপাতেই বল, আন্তর প্রযত্নেই বল, অন্তঃস্থ সুপ্ত সত্ত্বের জাগরণেই বল,—একই কথা। কুণ্ডলিনীর জাগরণের ক্ষণিক আভাস। এ অবস্থাতে যদিও নিত্যবস্তুর আভাস এসেছে, তথাপি বাহ্যজগৎ ও পূর্বসংস্কার প্রবল থাকে।

(ii) অসৎ-সৎ ঃ—এই স্থানে সত্ত্বের প্রকাশ আরও বেশী—সেই পরিমাণে অসত্য বা মিথ্যাজগৎ ম্লান। দুইয়ের বল সমান সমান।

বৈরাগ্য আসে, স্থায়ী হয় না। ভাব হয়, থাকে না। কখনও ভাল, কখনও অসার।

(iii) অসৎ-সৎ ঃ—এই অবস্থায় তীব্র বৈরাগ্য হয়, মিথ্যাজগতের প্রভাব মন্দীভূত হয়, ভাব প্রবল হয়। মিথ্যা তখনও একটু একটু থাকে। তবে বল হ্রাস হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(iv) সৎ ঃ—ইহাই মিথ্যাবর্জিত শুদ্ধসত্ত্ব। ইহাই আত্মশক্তি কুণ্ডলিনীর জাগ্রৎ দশা। এখানে প্রপঞ্চ [চিৎ-শক্তি] শূন্য হইয়াছে। মিথ্যা প্রপঞ্চ এই শক্তি গর্ভে ঢুকিয়া গিয়াছে। তাই ত শক্তি জাগিয়াছে। হৃদয় শ্মশান হইয়াছে। ভাব, বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(v) সৎ-চিৎ ঃ—এখান হতে আত্মার জাগরণ আরম্ভ। শক্তির জাগরণ পূর্ণ না হইলে আত্মার স্পষ্ট জাগরণ হয় না। যদিও জাগ্রৎ শক্তিই আত্মাকে দেখায়, তথাপি আত্মাকে দেখাইয়া নিজে আত্মাতে অন্তর্হিত হয়। দুইটি এক সঙ্গে বাইরে থাকে না। এই ভূমিতে শক্তি প্রবল—আত্মা দুর্বল। তথাপি আত্মা সুপ্ত নহে—জাগ্রৎ; ক্রমে আত্মার জাগরণ বাড়িতে থাকে। শক্তি জাগিয়া আত্মাতে একটু একটু ঢুকিতে থাকে। যে পরিমাণে জাগ্রৎ শক্তি আত্মাতে প্রবেশ করে, সেই পরিমাণে আত্মা জাগেন বা শিবত্ব লাভ করেন। এখানে শিব শক্তির অধীন।

(vi) সৎ-চিৎ ঃ—এখানে শক্তি অর্দ্ধেকটা লীন—তাই আত্মা অর্দ্ধ-জাগ্রৎ। শিব ও শক্তি সমান [অর্দ্ধনারীশ্বর] সমান। অর্থাৎ শক্তির একার্দ্ধ আত্মায় লীন হইয়া আত্মাকে অর্দ্ধাংশ শিব করিয়াছে। অপরার্দ্ধ শক্তিরূপে বাহিরে আছে।

(vii) সৎ-চিৎ ঃ—এখানে শক্তির অধিকাংশই আত্মাতে লীন। শিবরূপী আত্মা এখানে প্রধান—শক্তি অপ্রধান। শক্তি শিবের অধীন। শক্তি শিবকে জাগাইয়া তাঁর অধীন হয়ে যাচ্ছেন। চরমে তাঁতেই পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করছেন।

(viii) চিৎ ঃ—এখানে আত্মার পূর্ণ জাগরণ। [শিবত্ব] ইহাই পূর্ণ শিবত্ব। শক্তি সবটাই এখানে আত্মাতে ঢুকিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ix) চিৎ-আনন্দ ঃ—শক্তি জাগিয়া যেমন শিবভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন—ফলে শিবভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ শিবভাবও যতক্ষণ আনন্দভাবে প্রবেশ না করিবে ততক্ষণ শিবত্ব থাকিবেই।

এই আনন্দের সঞ্চার ও বিকাশই কামবীজের খেলা। ভগবানের কৃপাতে যখন তাহা হয়, তখন শিবভাব শক্তির ন্যায় একটু একটু গুপ্ত হইতে থাকে। যেটুকু শিবভাব গুপ্ত হয়, সেই পরিমাণে গুপ্ত শক্তির সহিত তাহার গোপনে মিলন হয়। এই মিলনের ফলে শিব ও শক্তি দুই থাকে না, অদ্বয় ভাব প্রাপ্ত হন। এই ক্রম-মিলনই মিলমিশ্রণ।

এখানে একটি অদ্ভুত রহস্যের সাক্ষাৎকার হইতেছে। শক্তির পূর্ণ আত্মসমর্পণে শিবভাব পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফলে বাহ্যতঃ শক্তি রিক্ত হইলেও অন্তরে উহা আনন্দরূপ ধারণ করে। শিবভাব ক্রমশঃ এই আনন্দকে অদ্বয়রূপে আত্মবিসর্জন দ্বারা ফুটাইয়া তোলে। অর্থাৎ শিব রিক্ত হইয়া রিক্ত শক্তির সহিত মিলিয়া এক হন—ক্রমশঃ ইহা বাড়িতে থাকে, ইহাই আনন্দের বিকাশ। এখানে চিৎ প্রবল, আনন্দ কম।

(x) ক্রমশঃ ঐ মিলন সমান সমানে হয়। চিৎ = আনন্দ।

(xi) চরমে আনন্দই প্রবল হয়, চিদ্‌ভাব কমিয়া আসে।

(xii) তারপর পূর্ণ আনন্দ। চিদ্‌ভাব মোটেই [ব্রহ্ম] নাই। এখানে শিবত্বের বিসর্জন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণত্ব ঃ—পূর্ণত্বে ও পূর্ণানন্দে এ-পিঠ ও-পিঠ ভেদ।

কারণ, আনন্দ পূর্ণ হইলে উহা আর আস্বাদ্য [পূর্ণ] হয় না; উহাই পূর্ণত্ব। উহা সচ্চিদানন্দ ও সর্বাতীত।

কামতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব

April '38

সৃষ্টির মূলে এক বস্তু—অদ্বয়, তাহাতে কাম উৎপন্ন হইল। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই হইলেন—একটি পুরুষ, একটি প্রকৃতি। পুরুষেও প্রকতি আছে, প্রকৃতিতেও পুরুষ আছে। ঐ কামের প্রভাবে পুরুষ দুই হইলেন—পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতিও দুই হইলেন—পুরুষ (পু) ও প্রকৃতি (প্র)। পক্ষান্তরে ১ম পুরুষ ও ১ম প্রকৃতি মিলিয়া এক হইলেন—ইনি সন্তান বা জীব।

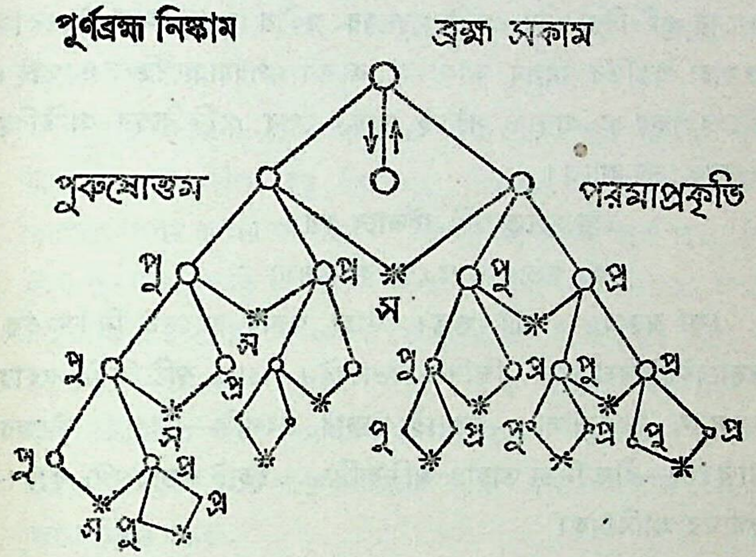

পরম পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি হইতে দুই প্রকারে সৃষ্টি বিস্তার হইতে লাগিল। প্রথমতঃ পুরুষ হইতে পূর্ববৎ পুরুষ ও প্রকৃতির বিকাশ হইল। প্রতি পুরুষ হইতেও তাই হয়। প্রতি স্তরেই এইরূপ হয়।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষ ও প্রকৃতির মৈথুনে জীব সৃষ্টি হয়। চিত্রে ইহাকে 'সন্তান' (স= *) বলা হইয়াছে। এই জীবে পুরুষাংশের প্রাধান্য থাকিতে পারে, প্রকৃত্যংশেরও পারে।

পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি ব্রহ্মনিষ্ঠ কাম হইতে হয়। সেই মূল কামের বেগে এই সৃষ্টির ক্রমিক বিস্তার হইতেছে। ইহা অদ্বৈত কাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা এককে দুই করে। জীবের সৃষ্টি ব্রহ্মনিষ্ঠ কাম হইতে হয় না। ইহা পুরুষ-প্রকৃতির কাম হইতে হয়। ইহা দ্বৈত কাম, যাহা দুইয়ে থাকে ও দুইকে এক করে।

এই উভয় কামই বহির্মুখ। অন্তর্মুখের বিষয় পরে বলিব। সুতরাং পুরুষোত্তমে দুই কাম আছে (বহির্মুখ)—একটি ব্রহ্মনিষ্ঠ কামের প্রতিবিম্ব, আর একটি পুরুষের স্বকীয় কাম, যাহা দ্বৈতকাম ও যাহা প্রকৃতির মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। পরমাপ্রকৃতিতেও তাই। নীচের পুরুষ ও প্রকৃতি সর্বত্রই তাই। শুধু প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব ইত্যাদি ভেদ আছে।

ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি দুইভাবে হয়ঃ—

(ক) স্বভাববশতঃ (খ) কামবশতঃ

(ক) স্বভাবজাত সৃষ্টি শুদ্ধ। তাহা স্বভাব হইতেই নির্গত হয়, স্বভাবেই ফিরিয়া যায়—স্থিতিও স্বভাবেই। তাহা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার একসঙ্গে, নিত্যলীলা। তাহাই ইচ্ছার উৎপত্তি—তাহাই বীজের আবির্ভাব—বীজ নিত্য তাহার অভিব্যক্তি। ইহাই স্বভাবসৃষ্টি, কারণ-জগতের আবির্ভাব।

ব্রহ্ম = শিব ও শক্তি সম।

ইহাই বহু, এক, উভয় তদতীত—নানাপ্রকার।

সর্বত্রই শিব-শক্তি সমান। সাকারে নানা, নিরাকারে এক। সাকার হতে নিরাকার বা নিরাকার হতে সাকার। ক্রম আছে, নাইও। ইহা হইতে কাম জন্মে, স্বাতন্ত্র্যবশতঃ, ইহাই শুদ্ধ সৃষ্টি। কারণ, কাম হতে কাম জন্মে না—স্বভাব হতে জন্মে। এই কামস্তরকে কামেশ্বর-কামেশ্বরী বলে, ইহা পরমপুরুষ ও পরম প্রকৃতি।

পরমপুরুষে শিবশক্তি বিষম—শিব প্রধান। পরাপ্রকৃতিতেও তাই, শক্তিপ্রধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কামেশ্বরের প্রকারভেদ আছে। মনে কর—ব্রহ্মে শিবকলা ও শক্তিকলা সমান, অথচ অনন্ত।

বৈষম্য নানাপ্রকার হইতে পারে। ব্রহ্ম অনন্তকল বিন্দু (তাহাই পূর্ণ) ও মিতকল বিন্দু (তাহাই ব্রহ্ম)। মিতকল বিন্দু হিসাবে শতকল হইতে পারে, ৫০ কলও হইতে পারে ইত্যাদি।

পূর্ণে অনন্ত কলা আছে, নাই-ও বটে, যা বল তাই। ব্রহ্মে সাম্য আছে। এই সাম্যই মধ্যবিন্দু।

পূর্ণের tension-এ শিবকলা ও শক্তিকলা পৃথক আলাদা হ'তে থাকে। Positive হয় শিবকলা, Negative হয় শক্তিকলা। তারপর কলায় কলায় ঘর্ষণ হয়। বিরুদ্ধ কলা সমান হলে ব্রহ্ম, বিষম হলে পুরুষ বা প্রকৃতি। পূর্ণের ভিতরে এই সংঘর্ষণ নিরন্তর চলছে। এই সংঘর্ষণ দুই ভাবের—এক হ'তে দুই হচ্ছে, আবার দুই হতে এক হচ্ছে। শিবকলা শক্তিকলা তৈয়ার হচ্ছে অর্থাৎ একই neutral কলা tension বশতঃ শিব বা শক্তিকলা হচ্ছে। তারপর শিবে শিবে মিলন হচ্ছে, শক্তিতে শক্তিতে মিলন হচ্ছে এবং শিব-শক্তিতেও প্রতি স্তরে মিলন হচ্ছে।

৭।৫।৩৮

কমল=চক্র। কর্ণিকাটি কেন্দ্র, দল হচ্ছে radiation, বিকিরণ।

কেন্দ্র বা বিন্দু হতে হাল্কাভাবে বিকিরণ হয়। বাহ্যসীমা=পরিধি। বিন্দুতে প্রবেশ করিয়া দেখা যায়—উহাও একটি চক্র। তখন প্রথম চক্র দৃশ্য হয় না। ঐ চক্রেরও একটি বিন্দু আছে। সেই বিন্দুতে গেলে বাহ্য চক্রটি অব্যক্ত হয়। তখন ঐ বিন্দুকেও চক্ররূপে দেখা যায়।

যথার্থ বিন্দু=ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অণু দেখিলে তখন সর্বত্রই তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যায়—অবশ্য বাহিরে এসে। বাহিরে না এলে ঐ ব্রহ্মাণুই থাকে। উহা অখণ্ড ব্রহ্ম।

১৩।৫।৩৮

১, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা।

'সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'
(গীতা, ১৮।৬৬)

ইহাতে বহু জিনিষ পাওয়া যায়।

(ক) জীব বড় দুঃখী—ভগবান্ তাহা বোঝেন এবং চান যে, জীবের দুঃখ না থাকে।

(খ) তার দুঃখের কারণ এই—সে নানা পাপে জড়িত, পাপ হতে মুক্ত হ'তে পারছে না।

(গ) কেন? কারণ, সে নানা পাপ কাটাবার জন্য নানা ধর্ম আশ্রয় করছে। ইহাতে আত্মচেষ্টাই প্রধান।

(ঘ) জীবের দুঃখনিবৃত্তির ভগবদুদ্দিষ্ট ক্রম :—

By জীব { (i) কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বিত বিভিন্ন ধর্মের পরিহার ;
(ii) একমাত্র ভগবানের শরণ লওয়া ;

By ভগবান্ { (i) ভগবান শরণাপন্ন ও অনন্য ভক্তের সব পাপ নাশ করার ভার গ্রহণ করেন।

নিরাশ্রয় হইয়া ভগবানের আশ্রয় না নিলে ভগবান্ জীবের সকল পাপ নাশ করার ভার গ্রহণ করেন না।

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে তিনটি তত্ত্ব দেখান হইয়াছে—

(১) চরাচর জগৎ ঃ—জগৎ স্থির ও চলের সমষ্টি। ইহা দেখিতে অখণ্ড মণ্ডলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট।

(২) আত্মা ঃ—ইহা উপর্যুক্ত জগতের ব্যাপক। সুতরাং চরে আত্মা আছে, অ-চরে আত্মা আছে এবং ব্যাপক বলিয়া তাহার বাহিরেও ঐ একই আত্মা রহিয়াছেন। সুতরাং আত্মা সর্বাত্মক ও সর্বাতীত—ইহা পাওয়া গেল।

যিনি ব্যাপিয়া আছেন, তিনি শুদ্ধ আত্মা। তিনিই জগদ্রূপে ব্যাপ্ত—শবল আত্মা।

শুদ্ধ আত্মার পদই তৎপদ।

(৩) গুরু ঃ—যিনি ঐ শুদ্ধ আত্মপদ প্রদর্শন করেন, তিনিই গুরু।

শ্রীগুরু=শক্তি সহিত গুরু। শক্তি না থাকিলে তিনি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না।

ইহা হইতে বুঝা যায়—গুরু না দেখালে তাহা দেখা যায় না।

২০।৫।৩৮

কলিকাতা

সাধারণ লোক স্থূলদেহাবিষ্ট—তাহার দৃষ্টি ভৌতিক আকাশে নিবিষ্ট। সে ভৌতিক রূপ দেখে ইন্দ্রিয় দ্বারা, চোখ বুজিলে তার অন্ধকার দর্শন হয়।

স্থূলদেহাভিমানহীন হইলে তাহার দৃষ্টি বৌদ্ধ আকাশে—চিত্তাকাশে —নিবিষ্ট হয়। সে বৌদ্ধরূপ বা প্রতিবিম্বরূপ দেখিতে পায়। তখন তাহার বুদ্ধিতে অহংপ্রতীতি থাকে। চক্ষু বুজিলে আলো দর্শন হয়। দেখে বুদ্ধি দ্বারা।

এই বুদ্ধিরূপী পর্দ্দা সরিয়া গেলে তাহার দৃষ্টি নিবিষ্ট হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিদাকাশে। সে স্বরূপ দর্শন করে। তখন তাহার অহংপ্রতীতি থাকে আত্মাতে। দেখেও আত্মাকে। দেখে চিৎশক্তি দ্বারা।

এই তিনটি অবস্থা—

প্রথম অবস্থায় আত্মদর্শন—স্থূল দেহের দর্শন।
দ্বিতীয় " " —বুদ্ধির বা বৌদ্ধ দেহের দর্শন।
তৃতীয় " " —বুদ্ধির অতীত আত্মার দর্শন।

প্রথম অবস্থার জ্ঞান=লৌকিক ইন্দ্রিয়জ্ঞান।
দ্বিতীয় " " =ধ্যানজ প্রজ্ঞা। ইহা দিব্যচক্ষু।
তৃতীয় " " =চৈতন্য শক্তি, ইহা জ্ঞানচক্ষু।

দ্বিতীয় অবস্থায় ধ্যানে দর্শন হয়—প্রতিবিম্ব দর্শন। নিজেকেও তাই দেখা যায়, অন্যকেও তাই। এই দর্শন চিত্তাকাশে হয়। তৃতীয় অবস্থায় ধ্যান সমাধি কাটিয়া যায়। বিম্বদর্শন হয়। নিজের ও অপরের—সকলেরই। এই দর্শন চিদাকাশে হয়।

বুদ্ধির অতীত আত্মা=কারণ।

স্থূল, ভূত=কার্য; সূক্ষ্ম, বুদ্ধি=লিঙ্গ; আত্মা=কারণ। এই তিনটিকে এক করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত :—

রাম—

ইহার স্থূল বা ভৌতিক দেহ যদি জাগ্রৎ হয়।	স্থূল জাগিলে সমগ্র স্থূলজগৎ দৃশ্য হয়।
ইহার যদি বুদ্ধি জাগ্রৎ হয়।	তদ্বৎ বুদ্ধি জাগিলে বিশ্ববুদ্ধি দৃশ্য হয়—ইচ্ছা দ্বারা বাছিয়া লইতে হয়।
ইহার যদি আত্মা জাগ্রৎ হয়।	তদ্বৎ আত্মা জাগিলে বিশ্বাত্মা দৃশ্য হয়—ইচ্ছা দ্বারা বাছিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা সমর্পণ করিলে নিজের ইচ্ছা থাকে না। পূর্ণের ইচ্ছাতে দর্শন হয়, অথবা তত্তৎ স্তরের ইচ্ছা হ'তেও দর্শন হ'তে পারে।

তিনটিই জাগিলে তিনটি এক বোধরূপে জাগিয়া উঠে। কোনটি না জাগিলে তিনটি পরস্পর পৃথক্ থাকে। কেহ কাহারও খবর রাখে না।

তবে একটি কথা আছে :—কারণকে অনুসরণ করে বুদ্ধি, যদিও কিছু বৈরূপ্য সে অনুকরণে থাকে। বুদ্ধিকে অনুসরণ করে স্থূল—তাতেও কিছু বৈষম্য থাকিয়া যায়।

যেমন 'ক'র আত্মা 'খ'র আত্মার কথাবার্ত্তা বলে, সঙ্গে ব্যবহার করে—অথচ স্থূলতঃ 'ক' বা 'খ' কেহই তাহা জানে না। ইহার কারণ উভয়েরই আত্মা অ-জাগ্রৎ ; অর্থাৎ আত্মবোধ কারণমাত্র নিবদ্ধ, বুদ্ধি বা স্থূলে অবতীর্ণ নহে।

এমনও হ'তে পারে—'ক'র বুদ্ধি বা লিঙ্গশরীর 'খ'র বুদ্ধির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। অথচ উভয়ে টের পায় না। কারণ, উভয়ের বুদ্ধি শুধু বুদ্ধিক্ষেত্রে নিবদ্ধ, স্থূলে অবতীর্ণ নহে।

তিনটি জাগিলে তিন আকাশে যুগপৎ স্থিতি হয়। উঠানামা থাকে না। ত্যাগ—গ্রহণ থাকে না। ইহাকেই 'সিদ্ধাবস্থা' বলে। মনে কর 'ক' তাহাই। অর্থাৎ ইহার তিন অহম্ এক অহম্ হইয়াছে।

'খ'র লিঙ্গগত ব্যাপার দুই প্রকার হতে পারে না। তাহার conscious চিন্তাতে তাহার লিঙ্গদেহ বা duplicate সঞ্চরণ করে চিত্তাকাশে। আবার unconscious চিন্তা বা অন্য কোন কারণেও উহা হইতে পারে।

'খ'র আত্মগত ব্যাপার দুই প্রকার হইবে। তার অজ্ঞাতসারে তার আত্মা সঞ্চরণ করে। সাধারণতঃ জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপ্রভাবে করে না। তবে যদি 'খ'র deeper ভাব বা আবেগ আকুলতা কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, তাহা হইলেও তার আত্মা সঞ্চরণ করে। সাধারণ চিন্তার ফলে তাহা হয় না।

১৪।১২।৩।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
(গীতা ৪।৭)

ধর্মের গ্লানি এবং এবং অধর্মের অভ্যুত্থান—এই দুইটি এক সঙ্গেই হয়। কখনও কখনও সেই অবস্থা হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে এই শ্লোক নিরর্থক হ'ত। অথচ এই অবস্থা হ'লেই ভগবান্ "আত্মসৃজন" করেন—করিয়া ধর্মের গ্লানি নিবৃত্ত করেন, অধর্মের উত্থানও নিবৃত্ত করেন। ইহা হইতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ ধর্মের রক্ষক। বস্তুতঃ তিনি কি চান? (a) ধর্ম মাত্র থাকুক, অধর্ম না থাকুক? (b) ধর্ম ও অধর্ম উভয়ই থাকুক, তবে ধর্ম প্রবল থাকুক্—অধর্ম দুর্বল থাকুক্? (c) ধর্ম ও অধর্ম উভয়ই সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক—গুণপ্রধান ভাব কোন প্রকার না থাকুক?

যাহাই তিনি চান না কেন, তাহা স্থায়ী হয় না। যদি হ'ত তা হ'লে এ শ্লোক বল্‌তে হ'ত না। তা হ'লে তাঁকে প্রকট হ'তে হ'ত না। সুতরাং বুঝতে হবে—একটি প্রতিকূল শক্তি জগতে কাজ করছে; তাহা ভগবানের বিরোধী। তাহা মাঝে মাঝে প্রবলও হয়। যখন প্রবল হয়—যাহার ফলে ধর্মগ্লানি ও অধর্মোত্থান হয়—তখন ভগবানের আত্মসৃষ্টি আবশ্যক হয়।

সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা যায়—জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য ধর্ম ভগবানের প্রিয় ও অধর্ম অপ্রিয় হইলেও মাঝে মাঝে অধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, ধর্ম অভিভূত হয়। ভগবানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা ঘটিয়া থাকে। নতুবা ভগবান্‌কে passive রূপ পরিহার করিয়া এই বিষয়ে active হতে হ'ত না।

এই হিসাবে মূলে একটা eternal dualism এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একদিকে ধর্ম, অপরদিকে অধর্ম। এই দুইটি চিরদিনই জগতে আছে, চিরদিনই থাক্‌বে। এই উভয় শক্তি জীবকে আশ্রয় করিয়া কার্য করিতেছে। কখনও ধর্ম প্রবল হয়, কখনও অধর্ম প্রবল হয়—আবার কখনও দুই-ই সমান। প্রথম দুইটি অবস্থা দ্বন্দ্বের, তৃতীয়টি দ্বন্দ্বাতীতের। দ্বন্দ্বের অবস্থা বৈষম্যের। জগৎ এই বৈষম্যময়। এই বৈষম্য থাকিবে। তবে শুদ্ধজগতে ধর্মের প্রবলতা স্বভাবসিদ্ধ। মলিন জগতে অধর্মের প্রবলতা তদ্রূপ। জগতের বাহিরে সাম্য। শুদ্ধ জগতে ধর্মের গ্লানি না থাকার দরুণ ভগবানের আত্মসৃষ্টি আবশ্যক হয় না। অধর্ম অবশ্য সেখানেও আছে—ততটুকু না থাকিলে ধর্মের মাধুর্য বুঝা যাইত না। সেটুকু না থাকিলে বস্তুতঃ ধর্মও থাকিতে পারিত না।

সুতরাং ভগবানের আত্মসৃষ্টি অশুদ্ধ জগতের জন্য। ইহা একেবারে সত্য। কিন্তু ভগবান্ করেন কি? অশুদ্ধ জগতে আসিয়া সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ, ধর্ম স্থাপন করিয়া থাকেন। ধর্মের স্থিতি ভঙ্গ হইয়াছিল বলিয়াই ত' সাধু বিপন্ন হইয়াছিল, দুষ্কৃত প্রবল হইয়াছিল। ধর্ম বা law যদি ঠিকভাবে কাজ করিত, তাহা হইলে সাধু বিপন্ন হইত না, দুষ্কৃত সম্পন্ন হ'ত না। এই law কে adjust করাই ধর্ম সংস্থাপন—ইহারই জন্য ভগবানের আত্মসৃষ্টি।

কাজেই law বা ধর্ম inviolable নহে। ভঙ্গ হয়, অবশ্য তার দণ্ডও আছে। তবে violation হ'তে পারে। এই অবস্থায় জীবের স্বাতন্ত্র্য মানিতে হয়, free action মানিতে হয়, free will মানিতে হয়, নতুবা দণ্ডবিধানের কোন অর্থ থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব অধর্ম করিতে পারে—পরে দণ্ড হউক, সে আলাদা কথা। যে ধর্ম্মের রক্ষক ভগবান্, তাহারও স্থিতি—মর্য্যাদা—ভগ্ন হইতে পারে—তবেই ত' ধর্মসংস্থাপনের আবশ্যকতা বোধগম্য হয়। পরে ধর্মের জয় অবশ্য হয়। কিন্তু অস্থায়িভাবেও অধর্মের প্রাধান্য সম্ভবপর।

প্রশ্ন এই ঃ—অস্থায়িভাবেও অধর্মের প্রবলতা হ'তে পারে কেন? ক্ষণকালের জন্যও ধর্মের গ্লানি ভগবান্ সহেন কেন? ক্ষণকাল যদি সহিতে পারেন, তবে দীর্ঘকাল না সহিবেন কেন? চিরকালই বা সহিবেন না কেন? ইহার মীমাংসা এই ঃ—

পূর্ণ — মহাশক্তি

ভগবান — ইচ্ছা—ইহার বিষয়কে মঙ্গল, সত্য জ্ঞান বলে।

জীব — ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার অনুকূল হতে পারে, প্রতিকূল হতে পারে।

স্বাতন্ত্র্য আছে; তাই লীলা সম্ভব। অনুকূল হলে ঐ জীব=দৈবী-প্রকৃতিযুক্ত। প্রতিকূল হলে ঐ জীব=আসুরী-প্রকৃতিযুক্ত।

অতএব এই দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির সংঘর্ষ নিয়তই চল্‌ছে। দৈবী প্রকৃতির পিছনে ভগবদিচ্ছা আছে বলিয়া চরমে ইহারই জয় হয়। কিন্তু সাময়িক আসুরী প্রকৃতির প্রবলতা হতে পারে।

ভগবৎ-শক্তি অনন্ত; জীবশক্তি সান্ত। তবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাহাও অনন্ত। আসুরী প্রকৃতি যুক্ত হয় না বলিয়াই সান্তই থাকে। তপস্যা, সাধনা করিতে করিতে শক্তি যার পর নাই বাড়িতে পারে। কিন্তু স্রোত প্রতিকূল বলিয়া ঐশী শক্তির স্রোতের সঙ্গে লড়াই করিতে হয় ও সান্ত বলিয়া কোন সময়ে অবসন্ন হইতে বাধ্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ সময়ে অবসন্ন হয়? যখন আর চলিতে পারে না। পূর্ণিমাতে কলার পূর্ণতা হলে ক্রমে ক্ষয় হয়। অমাবস্যার কলা শূন্য হ'লে ক্রমে বাড়ে। তদ্রূপ ধর্মের গ্লানি মানে lowest level, অধর্মের উত্থান—মানে highest level—ইহার পর course বদলায় অর্থাৎ অধর্ম কমে, ধর্ম বাড়ে। যে moment হতে ইহা হয়, তাহাই ভগবানের অবতরণ। ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। Divine intervention নহে।

কাল, দেশ ও সমাজের limit অনুসারে ইহার ভেদ হয়। ব্যক্তিগতভাবেও ইহা হ'তে পারে।

"আত্মানং সৃজাম্যহম্"—ইহার কর্ত্তা আমি (আত্মা), কর্মও আত্মা (আমি)। এই 'কর্ম আমি' 'কর্ত্তা আমি'র প্রতিবিম্ব বা projection মাত্র।

"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—এস্থলে সম্ভূতি যাহা, পূর্বের আত্মসৃষ্টিও তাহাই। কিন্তু কিছু ভেদ আছে। সম্ভূতির কর্ত্তার স্থিতি নাই, সৃজনের কর্ত্তার স্থিতি আছে। স্থিতি আছে বলিয়াই তিনি স্থিত থাকিয়াও projection নিক্ষেপ করেন। তিনি স্থিত, তিনি সৃষ্ট হন না, তিনি সম্ভূত হন না। সম্ভূতি objective আত্মার—স্থিতি subjective আত্মার। ক্রম:—

আত্মা
Split

Subjective আত্মা = দ্রষ্টা এতে স্থিতির বোধ থাকে, সৃষ্টি করার বোধ থাকে, সৃষ্ট হওয়ার থাকে না। এখানে সম্ভূতি নাই।	Objective আত্মা = সৃষ্ট বা projected. এতে সৃষ্ট হচ্ছি বলে বোধ থাকে। ইহাই সম্ভূতি-ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভূতি দুই প্রকার—

(১) স্বপ্রকৃতির অধিষ্ঠান (২) আত্মমায়া দ্বারা সম্ভব। ইহা হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম অবস্থা — স্বপ্রকৃতি আছে, ঈশ্বর

আত্মা ○ স্বপ্রকৃতি

পরপ্রকৃতি আছে ○ আত্মমায়া

তাতে অধিষ্ঠান নাই আত্মার।

দ্বিতীয় অবস্থা — আছে উভয় প্রকৃতি, তবে স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান আছে। অধিষ্ঠান থাকিলেও সম্ভূতি নাই। কারণ, আত্মমায়ার ক্রিয়া নাই।

⊙ এই স্থানে আত্মমায়ার ক্রিয়া নাই।

তৃতীয় অবস্থা — আত্মমায়ার ক্রিয়া হয়, ফলে—স্বপ্রকৃতি-অধিষ্ঠিত আত্মা সম্ভূত হয়।

ইহা আত্মমায়ার ক্রিয়াধীন। স্বপ্রকৃত্যধিষ্ঠিত আত্মা। ইহারই সম্ভূতিত্রয়। ইহা অনাত্মমায়া—গুণময়ী মায়া—নহে ভগবানের সম্ভূতিতে গুণময়ী মায়ার ক্রিয়া হয় না।

যিনি জন্মব্যয়হীন ও ভূতগণের ঈশ্বর—তাঁর সম্ভূতি হয় না। সাদি সান্ত ও ভূতাধীন যাহা, তাহারই সম্ভূতি হয়। কিন্তু অনাদি অনন্ত ও ভূতেশ্বরেরও সম্ভূতি হয়—কখন?

ধর্মস্থিতি রক্ষার জন্য স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়ার ক্রিয়াতে। স্বপ্রকৃতি অধিষ্ঠিত না হইলে আত্মমায়া ক্রিয়া করিতে পারে না। করাবে কে? শুধু আত্মা করান না, শুধু প্রকৃতিও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬।১২।৩৭

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
(গীতা ৭।২৫)

এখানে পাওয়া যাচ্ছে—'অহং'-এর বাহিরে যোগমায়ার ঘের—সমাবরণ—তাই সকলের কাছে 'অহং' এর প্রকাশ নাই। তবে কাহারও কাহারও কাছে আছে। যোগমায়াও একটি "আবরণ"—ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে আর তাহার প্রভাবে অহংএর প্রকাশ রুদ্ধ হয়—ইহাতেও বুঝা যায়। তবে কাহারও কাহারও কাছে অহং প্রকাশমান।

প্রশ্ন এই :—যোগমায়া কাহার পক্ষে আবরণ, কাহার পক্ষে নহে? এই 'মূঢ়লোক' অহংকে অভিজ্ঞান করিতে পারে না—চিনিতে পারে না। এই লোক=ইহলোক, ইন্দ্রিয়াধীন জগৎ। অসৌ লোকঃ =পরলোক, অতীন্দ্রিয় জগৎ।

সুতরাং যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন নহেন, তিনিই ইহলোকের নহেন, তিনি 'অহং'কে চিনিতে পারেন—যোগমায়া তাঁর আবরণ করে না। আর, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন, দেহাত্মবোধযুক্ত, তিনি অহংকে চিনেন না; যোগমায়া তাঁর পক্ষে আবরণ স্বরূপ।

ইহা হইতে বুঝা যায়—যিনি মোহগ্রস্ত বা ইন্দ্রিয়াধীন, যোগমায়া তাঁর কাছে 'অহং'এর পরিচয় ঢাকিয়া রাখেন। কিন্তু যে মোহের অতীত, যোগমায়া তাঁকে 'অহং' চিনিতে বাধা দেয় না। এই মোহই মায়া। যে মূঢ়, সে কি আত্মাকে চিনে না? চিনে বই কি। মূঢ়ও তাঁকে চিনে—তবে অজ ও অব্যয়রূপে নহে, কিন্তু জন্মমৃত্যুর অধীনরূপে। যে মূঢ়, তারকাছে আত্মা জন্মমৃত্যুর অধীন—সংসারী অ-সংসারী আত্মাকে সে চিনে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধ আত্মা যেমন নিত্য তাঁর আবরণরূপা যোগমায়াও নিত্য। কিন্তু মায়া নিত্য নহে—কারণ, সর্বত্র ও সর্বদা মায়া থাকে না। যেখানে মায়ামোহ নাই, সেখানে যোগমায়ার আবরণ নাই, আত্মা বা ভগবানের অপ্রকাশ ভাব নাই। যোগমায়ার আবরণ নাই. কিন্তু যোগমায়া আছে—তবে তাহা স্বচ্ছ। যোগমায়া নিত্য।

গীতায় জীবনের লক্ষ্য

১৫।১২।৩৭

গীতায় আছে (৬।১)—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যংকর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

জগতে দুই শ্রেণীর সাধক দেখা যায়—সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসী কর্মত্যাগী ও ফলত্যাগী; যোগী কর্মী ও ফলাগ্রহী। অর্থাৎ কর্ম ও ফল কার্য-কারণভাবে বদ্ধ। যে ফল চায় তাকে করিতে হইবেই। এই ফলই সিদ্ধি—ঐশ্বর্য—ইত্যাদি। যোগী এই সিদ্ধি চায় বলিয়া কর্ম করে, ফলও পায়।

যে ফল চায় না, সে কর্ম ত্যাগ করে। কারণ, সে ভাবে—ফল যখন চাই না, তখন পরিশ্রম করিয়া মরি কেন? সে নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করে। এ সন্ন্যাসী। যোগী কর্মমার্গী—সকাম, তাই ফল কামনা করিয়া কর্ম করে। ফলের আশায় কর্ম করে। ফলও পায়। তবে এ ফল অনিত্য। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য হইলেও তাহা অনিত্য।

তাই এতটা জ্ঞান যার আছে বা যে জ্ঞানমার্গী, সে নিষ্কাম হয়—ফল চায় না। সে জানে—ফলমাত্রই অনিত্য। তাহা চাহিলেই খালি ভোগের জন্য ঘোরাফেরা করিতে হয়। অশান্তি। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলে কর্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না। শুধু প্রয়োজন থাকে না, তাহা নহে—কর্ম করিলেই ফল নিতে বাধ্য হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ বলেন—এই দুই আদর্শই ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত যোগী অপূর্ণ যোগী—পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী অপূর্ণ সন্ন্যাসী। পূর্ণ যোগী ও পূর্ণ সন্ন্যাসী অভিন্ন। তাহাতে কর্ম ও অকর্ম একাকার; অর্থাৎ যে ফল চায় না অথচ কর্ম করে, অথবা যে কর্ম ত্যাগ করে না অথচ ফল ত্যাগ করে। ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

পায়—

ঐশ্বর্য (১) যে কর্ম করে ও ফল চায়—ক্ষর পুরুষ (সর্বভূত)

[অপরা প্রকৃতি]

কৈবল্য (২) যে কর্ম করে না, ফলও চায় না—অক্ষর পুরুষ

[পরা প্রকৃতি]

পরম (৩) যে কর্ম করে, ফল চায় না—পুরুষোত্তম

(৪) যে কর্ম করে না, ফল চায়— সে কোন পুরুষকেই পায় না। ক্ষর পুরুষ পায় না, কারণ কর্ম করে না, অক্ষর পুরুষ পায় না, কারণ সে সকাম। পুরুষোত্তমকে পায় না—ঐ দুইটি কারণে অর্থাৎ কর্ম করে না বলিয়া ও সকাম বলিয়া। এই প্রকার লোক failure হইয়া সংসারে দুঃখ পায়। সিদ্ধি পায় না কিছুতে, স্থিতিও পায় না—পূর্ণতা ত দূরের কথা। আশা কেবল নিষ্ফল হয়।

গীতার আদর্শ—পূর্ণ যোগ বা পূর্ণ সংন্যাস, যাহাতে ক্ষর ও অক্ষর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়ই লাভ হয়, অথচ উভয়েরই সঙ্গে নির্লেপ থাকে। পুরুষোত্তম লাভ হয়। ইহাতে নিজেরও লাভ, অন্যেরও লাভ।

নিজের লাভ ∴ সে নিষ্কাম ;
অন্যের লাভ ∴ সে কর্মী।

তাহার কর্মের ফল জগতের আপন হইয়া যায়। কারণ, সে উহার দাবী করে না। সকাম কর্মদ্বারা জগতের উপকার হয় না, নিজেরও হয় না।

গীতার আদর্শমতে আপন ও পর এক হওয়া চাই। ইহাতে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় আছে। জ্ঞানের নিষ্কাম দিক্‌টা লইয়া কর্মের মলিনতা নষ্ট করিয়া দিলে বা কর্মের বেগে জ্ঞানের শুদ্ধস্থিতিকে dynamise করিলে উভয়ই পূর্ণ হয়। পুরুষোত্তম idealটিও তাই। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয়।

কর্ম ত' করবে—কোন্ কর্ম করবে? যে সকাম বা ফলার্থী, তাহার কর্ম নিজের ইচ্ছার দ্বারা নিয়মিত হয়। অর্থাৎ ইষ্টফল ভবিষ্যৎ—তাহাকে বর্ত্তমান করিবার জন্য যে কর্ম, অর্থাৎ যে কর্মের relationএ ঐ ফল effect, সেই কর্ম করিবে।

আদর্শ যোগী ও সন্ন্যাসী কার্য কর্ম করিবে। তার ত' ফলস্পৃহা নাই—তাই তার কর্মে উহার নিয়ন্ত্রণ নাই। কার্য কর্ম কি? স্বভাবজ কর্ম = স্বকর্ম = স্বধর্ম = প্রকৃতি = হৃদয়স্থ ঈশ্বর প্রেরণা।

উহা করা মানে "ঈশ্বরাদেশ পালন করা" বা "স্বপ্রকৃতির নিয়োগে চলা"। ইহাই স্বধর্ম পালন। উহাই গুরুবাক্য পালন। উহাই Voice of God মানা। উহাই স্বকর্ম সম্পাদন। উহাই শাস্ত্র মানা। কারণ, "শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ"। কার্যকর্ম কি? শাস্ত্র যা বলে। শাস্ত্র = শাস্তা বা গুরুর বা ঈশ্বরের নির্দেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতেই নিজের কল্যাণ ও জগতেরও।

(১)

১।৬।৩৮

৺পুরীধাম

ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে আত্মজ্ঞান হয় না। আবার আত্মজ্ঞান না হইলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জীবাত্মা ব্রহ্মের আশ্রিত ব্রহ্মেরই অংশ—আশ্রিতকে জানিতে হইলেই আশ্রয়কে জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে, যদিও সে জানা পূর্ণজ্ঞান না হউক।

ব্রহ্মজ্ঞান—আত্মজ্ঞান—ইচ্ছার বিকাশ বা যোগ (ঐশ্বর্য)—ইচ্ছার সমর্পণ বা ভক্তি (পরা) (মাধুর্য)—পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান—ব্রাহ্মী-স্থিতি।

মূলে সব জীবই ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্মাণু। প্রথমে তা পাওয়া যায় না। ধর—কোন জীব দেবীলোকে আছে। সে দেবীর অংশরূপেই বর্তমান—এবং সেইভাবেই প্রতীয়মান হয়। দেবীর জ্ঞান হইলে তখন সে জীব নিজেকে দেবীর অংশরূপে দেখিতে পাইবে। ইহা সালোক্য। কারণ, দেবীর লোকের বা কিরণের প্রত্যেকটি কণই দেবীর অংশভূত জীব। ক্রমশঃ এই জীব দেবীর রূপ, শক্তি প্রাপ্ত হয়।— এই ভাবে প্রাথমিক দেবীজ্ঞান বাড়িতে থাকে। অন্তে ঐ জীব নিজেকে দেবীর সহিত অবিভক্ত—অভিন্ন—দেখিতে পায়। তখন সে নিজেকে দেবী বলিয়া বুঝে। পূর্বে দেবীর আশ্রিত বা দাস বলিয়া বুঝিত। যখন দেবী বলিয়া বুঝে, সেটা ঐশ্বর্যাবস্থা।

মূলে সেখানেও দাস্য আছে।

৪।৬।৩৮

স্বপ্নের রহস্য কি? যখন স্বপ্ন দেখি, তখন সবই একটি স্বাভাবিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারার মধ্যেই দেখি বলিয়া মনে হয়—কিন্তু জাগিলে তাহা মনে হয় না। জেগে স্বপ্নকে স্মরণ করা চলে—স্বপ্নে জাগরণকে মনে করা যায় না।

আসল কথা—জাগ্রৎ জ্ঞান একটি বিশাল জ্ঞানরাজ্য, তার কিছু কিছু অংশ লইয়া স্বপ্ন রচিত। এই জাগ্রৎ রাজ্য ত্রিকালে এক। সর্বদেশে এক। ইহা একপ্রকার অনুভব। এই বিরাট্ স্তর হইতেই স্বপ্নরাজ্য গঠিত হয়—বাসনানুসারে; আমাদের অজ্ঞাতসারে; প্রকৃতির নিয়মে। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে জাগ্রৎই সত্য মনে হয়। তাই স্বপ্ন মিথ্যা।

কিন্তু এই জাগ্রৎও একপ্রকার স্বপ্ন।

৮।৬।৩৮

বাহ্য-জ্যোতি-রূপ-শক্তি-ভাব বা সত্ত্ব—ভাবাতীত ব্রহ্ম। বাহির হ'তে শুধু জ্যোতির্দর্শন হয়-রূপাদি দর্শন হয় না। যেমন একজনের শিবমন্ত্রে দীক্ষা হয়েছে। সে প্রথমে (অবশ্য প্রবল পূর্বসুকৃতি না থাকিলে) শিবের জ্যোতিঃমাত্র দর্শন করিবে। এই জ্যোতিই শিবলোক। সুতরাং জ্যোতির্দর্শন মানে—বাহির হ'তে শিবলোকের দর্শন হচ্ছে। যদিও বাহির হতে হচ্ছে—তথাপি দ্রষ্টাতে ঐ জ্যোতির কিঞ্চিৎ আছে, নতুবা দর্শন হ'ত না। [অবশ্য প্রতিবন্ধক থাকিলে দেহে জ্যোতির্দর্শনও না হইতে পারে।]

ঐ জ্যোতিঃ বা লোকে স্থান পাইলে আর জ্যোতির্দর্শন হয় না; কারণ তখন নিজেও ঐ জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। সমান সমান—তাই দেখা যায় না। তখন জ্যোতির্ময় বলিয়া রূপদর্শন হয়। শিবসালোক্য যার হয়েছে, সে শিবজ্যোতির্ময়। তার রূপ তখনও মর্ত্যলোকের অন্তিম রূপ। যেমন সে গোপাল ছিল—সেখানেও সেই আকার (দীক্ষার সময়কার আকার)। ঐ আকারটা ততদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, যতদিন তার শিবাকার না হয়। ঐ জ্যোতিতে শিবরূপের প্রতিবিম্ব প্রথম হতেই পড়ে বলিয়া শিবাকার প্রথম হ'তেই থাকে বটে, তবে প্রাচীন আকার প্রবল থাকে বলিয়া তা' প্রকট হয় না। ক্রমে প্রাচীন আকার জ্যোতিতে লীন হয়, তখন শিবাকারেই প্রকট হয়। তখন নিজেকে শিবাকার দেখে। নিজেকে শিবাকার দেখিলে আর সম্মুখে শিবাকার দেখা যায় না। তখন সম্মুখে একটি শক্তি প্রত্যক্ষ হয়—উহা শৈবী শক্তি। ঐ শক্তিরই বাহ্য উন্মেষ শিবরূপ। প্রত্যেক দেবতার শক্তি পৃথক্, যেমন রূপ পৃথক্। শিবরূপী সাধক শৈবী শক্তির দর্শন করিতে করিতে নিজের শিবরূপ অভিভূত হয়—নিজের মধ্যে ঐ শক্তি আপুরিত হয়। তখন নিজেকেই ঐ শক্তিরূপে দেখিতে পায়। ঐ সময় সম্মুখে আর শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন, অর্থাৎ স্বয়ং শিবশক্তি হইয়া দেখে শিবের সত্ত্ব বা ভাবকে বা শিবের আত্মাকে। এই শক্তিই শিবাত্মাকে দেখিতে পায়—বাহিরে কেহ পায় না। দেখিতে দেখিতে শক্তি (অর্থাৎ সাধক) স্বয়ং শিব হইয়া যায়। ইহাই শিবসাযুজ্য। তখন আর শিবাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহাই শিবভাবে স্থিতি। যদি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর দীক্ষাতে এই শিবভাবে স্থিতি হয়, তবে স্বয়ং শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া অর্থাৎ শিব হইয়া পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করে।

অ-ব্রহ্মজ্ঞ অথচ শিবভাবে প্রবিষ্টমাত্র গুরুর দীক্ষাতে শিবসালোক্য হ'তে সাযুজ্য পর্য্যন্ত হতে পারে। তবে সাযুজ্য হলেও একটা ব্যবধান শিবের সঙ্গে থাকিয়া যায়। সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সময়ে সাযুজ্য পূর্ণ হ'লে শিব হ'তেই ব্রহ্মদীক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাই দ্বিতীয়বার দীক্ষার আবশ্যকতা আছে।

দেবতা দুই প্রকার—কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞ, কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। প্রথম দেবতাতে দীক্ষা হলে ভোগ ও মোক্ষ দুইই সিদ্ধ হয়; দ্বিতীয় দেবতাতে দীক্ষা হ'লে শুধু ভোগ ও ঐশ্বর্য সিদ্ধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় প্রকার দীক্ষাতে ঐ ক্ষুদ্র দেবলোকে আবার দীক্ষা নিতে পারে। তাহাতে উপরে উঠিতে পারে। সেখান হ'তে আবার উপরে—এইপ্রকারে ব্রহ্মজ্ঞ দেবতার লোকে গেলে ব্রহ্মদীক্ষার সুযোগ পায়, নিম্ন দেবলোকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নাই। তাই সেখান হ'তে ব্রহ্মদীক্ষার উপায় নাই।

তবে যদি জন্ম নেয় ও মর্ত্যলোকে আসে তবে ব্রহ্মজ্ঞানের দীক্ষা হতে পারে। হবেই, তা বলা যায় না। তবে সম্ভাবনা আছে। কারণ, মর্ত্যলোকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বদাই থাকে।

৯।৬।৩৮

আজ্ঞা হ'তে সহস্রার—এইটি যোগপথ। ১ম দ্বিদল হ'তে শেষ দ্বিদল।

আজ্ঞা—সবিকল্প সমাধি—জ্ঞানচক্ষু—জ্ঞানের উদয়।

সহস্রার পরে—নির্বিকল্পক সমাধি—পূর্ণ জ্ঞান। মধ্যে যোগ। ইচ্ছা।

(১)

১০।৬।৩৮

অপূর্ণ { ব্রহ্মজ্ঞান—সামান্যাকার—যোগ। এই অবস্থায় ইচ্ছা থাকে। তাহাই ইচ্ছাশক্তি। তাহাই বিশেষাধারক।

ব্রহ্মজ্ঞান—বিশেষাকার (পূর্ণ)
ব্রহ্মস্থিতি।

ইচ্ছার নিবৃত্তি দুইপ্রকার—

(১) পূর্ণতা—এই নিবৃত্তির পর আর ইচ্ছা উঠে না।

(২) বলপূর্বক নিরোধ (repression, supression)—ইহা সাময়িক। পরে ইচ্ছা ফুটিয়া উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান আসিলেই যে ইচ্ছার পূর্ণতা হইবে—এমন কোন কথা নাই। যদি হইত, তা হ'লে সামান্য জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান হ'ত। বিশেষ জ্ঞানের স্থান থাকিত না। সামান্য জ্ঞানের পর বিশেষ জ্ঞান হয়—বিশেষ জ্ঞান হ'লে আর ইচ্ছা উঠে না।

বিশেষ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছা উঠিবে; বস্তুতঃ বিশেষের জন্যই ইচ্ছা।

সামান্য জ্ঞানের পূর্বে যে সামান্যবিষয়ক ইচ্ছা থাকে, তাহা সামান্য জ্ঞানে পূর্ণ হয়। তাই তখন আর সামান্য জিজ্ঞাসা থাকে না। কিন্তু বিশেষ অধিগত হয় নাই বলিয়া তাহার ইচ্ছাটা থাকিয়া যায়। সামান্য অধিগত হ'লে সে জ্ঞানটা আর আচ্ছন্ন হয় না—তাহা সব সময়েই থাকে; তবে তখনও অভাব-বোধ জাগে—কিন্তু সামান্য প্রাপ্ত বলিয়া উহা তখনই বিশেষাকারে প্রকট হইয়া অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়,—আনন্দ আসে। অভাবনিবৃত্তি হ'তেই তৃপ্তি বা আনন্দ আসে। সামান্য জ্ঞানে সামান্য অভাব নিবৃত্ত হয়;—ফলে,—সামান্যানন্দ। এটা ব্যাপক আনন্দ। সামান্য জ্ঞান হ'লে এটা হবেই। কিন্তু এ ব্যাপক আনন্দ—যাহা একবার হ'লে আর যায় না—জন্মিলেও বিশেষবিষয়ক অভাব-বোধ থাকে। তাই তদ্বিষয়ে ইচ্ছার উদয় হয়—পরে তাহার নিবৃত্তি হয় ও তৎফলে বিশেষানন্দ লাভ হয়। তবে অশেষ বিশেষের আনন্দ হয় না—কারণ, অশেষ বিশেষের জ্ঞান নাই—তাহারও কারণ অশেষ বিশেষের ইচ্ছা নাই। যুগপৎ অশেষ বিশেষের ইচ্ছা হ'তেও পারে না। তাই শুধু যোগে বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পূর্ণতম তৃপ্তি হওয়ার উপায় নাই। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক। সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে বিশেষ বা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ—

এই পথ = ইচ্ছার উপসংহার। ইহাই ত্যাগ। সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই প্রকৃত ভোগের অবস্থা—তখন সব ভোগ হইয়া গেলেই আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা উঠে না। তখন পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হয়। অশেষ বিশেষের জ্ঞান হয়।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের বাধক। কিন্তু তাহা সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক নহে।

পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হইলেও ব্রহ্মরূপত্ব হয় না। বাধক কে? সংস্কার। দেহ থাকিতে তাহা সাধারণতঃ যায় না। তবে কাহারও কাহারও যেতে দেখা যায়।

(পরা) ভক্তি ব্যতিরেকে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান আসে না।

(২)

তাই মনে হচ্ছে—সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান = নির্বিকল্পক জ্ঞান। ইহাতে ব্যাপক আনন্দের উপলব্ধি হয়।

এটা একবার হ'লে সব সময়ই থাকে।

ইহার পর ইচ্ছাশক্তির অবস্থা

প্রয়োগ করার অবস্থা	প্রয়োগ না করার অবস্থা
	ইহাই পরাভক্তির স্তর
	পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান।
	ব্রহ্মরূপতা।

(৩)

অজ্ঞান রাজ্য

দ্বৈতভক্তি	ভেদ। 'ক' উপাস্য রামকে পৃথক্ বলিয়া জানে ও ভজন করে।
	ভেদাভেদ। উপাসক ও উপাস্য মাখামাখি।
	অভেদ। উপাস্য রামই আছে—'ক' তাতে মগ্ন। 'ক' তখন সাক্ষী হইয়া অভেদের দর্শন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্ঞান

সামান্য। ব্যাপক ব্রহ্ম দেখে। নামরূপ থাকে না। একটা চৈতন্য ও আনন্দ মাত্র থাকে।

পরাভক্তি। ত্রিগুণাতীত ভক্তি।

ব্রহ্মজ্ঞান—বিশেষ বা পূর্ণ।

ব্রহ্মরূপতা।

(১)

১১।৬।৩৮

বাহিরে না আসিলে অনুভূতি হয় না।

বাহিরে আসা = মনে অবতীর্ণ হওয়া। অথবা বাহিরে আসিলেও মন যদি গ্রহণ না করিতে পারে, তবে অনুভূতি হয় না।

বলা ও করা—আরও বাহ্য।

আমাদের মন দেহজড়িত। দেহের বাধাবশতঃ মনে অনুভূতি হয়। দেহাত্মবোধ থাকা পর্যন্ত তাই টের পাওয়া যায় না।

(২)

অজ্ঞান

জড়সমাধি বাহ্য ত্রিলোকী

গুরু সবিকল্পক জ্ঞান { গণেশ — মূলাধার — মহর্লোক } ৪ লোক—অধঃ ব্রহ্মলোক
{ সূর্য — আজ্ঞা — সত্যলোক }
শক্তি দেবীলোক — প্রকৃতি

নির্বিকল্পক | জ্ঞান ------------ উর্ধ্ব ব্রহ্মলোক

সদ্‌গুরু | শিব — কৈলাস
| বিষ্ণু — বৈকুণ্ঠ, গোলোক
| পূর্ণব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।৬।৩৮
রাত্রি
৮ পুরীধাম

দীক্ষা—ইহা একপ্রকারে engraffing.

বীজ=ভাব (=সত্তা)—শক্তি—রূপ—জ্যোতি—নাদের সমষ্টি। ইহাই দেবতা। ক্ষেত্র=চিত্ত বা মন, যাহা দর্পণবৎ। চিত্তদর্পণে সদা নানা চিত্র উঠিতেছে ও লয় হইতেছে—ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ফলে। চিত্ত একাগ্র নহে বলিয়া চিত্র এক থাকিতেছে না। এই দর্পণই সূক্ষ্ম দেহ।

সূক্ষ্মদেহ—একটা জ্যোতিঃ, যাহা স্থূলদেহ নিঙড়াইয়া পাওয়া যায়। এই জ্যোতিঃ তৃতীয় নেত্র দ্বারা বাহিরে সম্মুখে আসে। পরে স্থূলের ছায়া তাতে পড়ে। তখন সে স্থূলের মত দেখায়। এই দেহে সর্বদা নানা রং, চিত্র ভাসছে। কিন্তু কোনটাই থাকে না। যখন চিন্তা করা যায়, তখন থাকে ; পরে আর থাকে না।

মনে কর—রামরূপ। ইহার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে উদিত হয়। আবার যায়। দীক্ষার ব্যাপারে গুরু রামবীজ যখন চিত্তে বপন করেন, তখন চিত্তের সঙ্গে তার একটা যোজনা বা মাখামাখি করাইয়া দেন। উহা চিত্ত হ'তে আর আলাদা হ'তে পারে না। একটা রাসায়নিক ক্রিয়া হ'তে থাকে। চিত্তকে গলাইয়া তাতে ঢেলে দিতে হয়। তখন চিত্তে ঐ বীজ থাকিয়া যায়। চিত্ত জীবন্ত—তাই ধীরে ধীরে ঐ বীজ বাড়িতে থাকে। অন্ততঃ জীবিত থাকে। প্রথমে একটা জ্যোতির বিকাশ হতে থাকে। দীক্ষিতের সূক্ষ্ম শরীরে এই জ্যোতিঃ দেখা যায়। যদিও নানা চিন্তা উঠুক—ঐ জ্যোতিঃ যায় না। ক্রমে একটা রূপ ফুটিয়া উঠে—অস্পষ্ট, পরে স্পষ্ট। মনে কর—রামরূপ। ঐ রামরূপ যতই অস্পষ্ট থাকুক, থাকেই। অন্য চিন্তাজনিত রূপ আলগা —আসে আর যায়। রাম-রূপ তদ্রূপ নহে। চিত্তের যেটা নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ অর্থাৎ স্থূলের প্রতিবিম্ব-রূপ, তাহা ক্রমে ক্রমেই ঐ রাম-রূপে বদলাইয়া যাইতে থাকে। ইহাই উপাদান পরিবর্ত্তন। ক্রমে এমন সময় আসে, যখন চিত্তটি অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহটি স্থূলের অনুরূপ আকার বিশিষ্ট না থাকিয়া রামাকার হইয়া যায়। দ্রষ্টা চিত্তকে রামরূপী দেখে।

১২।৬।৩৮

এই দীক্ষার মধ্যে আরও একটু রহস্য আছে। যেমন যদু গোপাল-কে রাম-মন্ত্রে দীক্ষা দিল। ইহার ফলে গোপালের চিত্ত বা সূক্ষ্মদেহ রামাকার—রামময় হইতে লাগিল। পরিণামে ঐ চিত্ত একেবারে রাম-ভাব প্রাপ্ত হইবে। যদু কে ও কি ? যদু নিজে রামমন্ত্রে সিদ্ধ। তাই সে ঐ মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারে। অর্থাৎ যদু স্বয়ং রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত, কাজেই তাঁতে রামজ্যোতিঃ আছে। কিন্তু স্বয়ং জ্যোতিমাত্র থাকিয়া জ্যোতিঃ দান করা যায় না। যদু রামরূপ প্রাপ্ত হইলে দীক্ষা দান করিতে পারে। ঐ দীক্ষা=জ্যোতির্দান। যদু রাম-শক্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁর দীক্ষার ফলে রামরূপ লাভ হ'তে পারে। যদু রাম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হ'লে ঐ দীক্ষার ফলে রামশক্তি লাভ হ'তে পারে।

অবশ্য সর্ব্বত্রই চরমে গুরুর সমান সমান উঠাও সম্ভবপর। তবে একটু বাধা আছে।

যদু রাম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া দ্রষ্টা হ'তে পারিলেই যথার্থ গুরু-পদ-বাচ্য হয়। সাযুজ্য অবস্থা=রামের সত্তার সঙ্গে অভেদ বা বীজভাব। দ্রষ্টা হ'লেই ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। সুতরাং রাম তখন ব্রহ্মজ্ঞ—তাই যথার্থ গুরু। সেই অবস্থায় বীজ বা সত্ত্ব হ'তে জ্যোতিঃ পর্যন্ত সমস্ত দেবতা-স্বরূপই বা মন্ত্রই তাহার অধীন। ইহাই মন্ত্রেশ্বর অবস্থা।

মন্ত্র=দেবতা। মন্ত্রেশ্বর=গুরু (ব্রহ্মজ্ঞ) (সিদ্ধ, দেবতা-তত্ত্বজ্ঞ)। মন্ত্রমহেশ্বর=সদ্‌গুরু (পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রেশ্বর সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা বা অধিষ্ঠাতা। মন্ত্রমহেশ্বর সর্বমন্ত্রের দ্রষ্টা বা অধিষ্ঠাতা। ইহাই গুরুরূপী পূর্ণব্রহ্ম বা সদাশিবের স্ফুরণ। ইহাই জগদ্‌গুরুর আদর্শ।

মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রেশ্বরের সম্বন্ধ কি? মন্ত্র মন্ত্রেশ্বরের বীজ, বীর্য, idea (শুদ্ধ)।

সদাশিব = অনন্ত শুদ্ধ বীজসম্পন্ন অবস্থা। ইহাই গুরুতত্ত্ব। শিব = বীজহীন অবস্থা। ইহা গুরু নহে। মন্ত্র = বিদ্যা = শুদ্ধ বিদ্যা। ইহাই সদাশিবের শক্তি।

১৩।৬।৩৮

সূক্ষ্ম দর্শন এত কঠিন কেন? আমাদের বাহ্যজ্ঞান হচ্ছে—দেহে চেতন আছি বলিয়া। মূল দেহাত্মবোধ। এই বাহ্যজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান।

এই বাহ্যজ্ঞান হ'তে জ্ঞান বা বোধটি রেখে বাহ্যটি বাদ দিতে পারিলেই ভিতরের জগৎ দেখা যায়। তখন ভিতর বাহির এক জ্ঞানেরই বিষয় হয়।

নতুবা বাহ্যজ্ঞান লোপে জ্ঞানও লুপ্ত হয়, বাহ্যও লুপ্ত হয়। তারপর নূতন জ্ঞান আসে—তাতে জগৎ দেখা যায়। এই উভয় জ্ঞানের মূলে সাক্ষী থাকে বলিয়া স্মরণ হয়। সাক্ষীভাব প্রবল না থাকিলে স্মরণ হয় না।

জ্ঞানকে ধরিয়া রাখিয়া বাহ্যকে বাদ দিতে পারিলে বাহ্য নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি স্তরের উদয় হয়। কারণ, জ্ঞান নিরালম্ব থাকিবে না।

১৬।৬।৩৮

নির্বিকল্পক সমাধি। এইটি আত্মদর্শনের অবস্থা। আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখা যায়। ইহাই ব্রহ্মদর্শন বটে—তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ণ। কারণ, আত্মা ব্রহ্মের অংশ—তার সাক্ষাৎকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, সন্দেহ নাই। তবে আংশিক। ইহাই অভেদ-জ্ঞান। এই অবস্থায় মন থাকে না—বৃত্তিজ্ঞানও থাকে না। সুতরাং ইহা বৃত্তিজ্ঞানের উর্ধ্বে। তাই সবিকল্পক সমাধির পর। সবিকল্পক সমাধি হ'তে শুদ্ধ আত্মদর্শন হয় না—মনোমিশ্র আত্মদর্শন। ইহাই দেবতা দর্শন। ইহা ইদন্তয়া দেখা যায়।

নির্বিকল্পকের পর আর মন থাকে না। কাজেই বৃত্তিজ্ঞান আর থাকে না।

নির্বিকল্পক সমাধিজাত আত্মদর্শন হ'লেই সাধক দ্রষ্টা হইয়া যায়। অসঙ্গ হয়।

তখন সমাধিতে—দৃশ্য নিজেই অর্থাৎ চিদানন্দ। ব্যুত্থানে—দৃশ্য জীব ও জগৎ, অথচ চিদানন্দও back-ground-এ থাকে। নতুবা দ্রষ্টাস্বরূপ সিদ্ধ হ'ত না। কাজেই জীব ও জগৎ ঐ চিদানন্দ-সাগরের তরঙ্গরূপে দেখা যায়। ঐ চিদানন্দরূপী স্বাত্মাই তখন সত্য বলিয়া, জীব ও জগৎ মিথ্যারূপে প্রতীত হয়। সমাধিতে অবশ্য ইহার ভান থাকে না। ঐ সমাধির পূর্ণতায় কৈবল্য। তখন জীব ও জগতের ভান থাকে না। দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থিত থাকে। বৃত্তিহীন অবস্থা। এই অভেদদর্শন ব্রহ্মের নির্বিশেষ বা সামান্যরূপের দর্শন। কিন্তু ব্রহ্মের বিশেষ রূপও ত' আছে—জীব ও জগৎ। তাহা এই অবস্থায় সমাধিতে দৃষ্ট হয় না, ব্যুত্থানে মিথ্যা প্রতীত হয়। মনে হয়—তাহা সংস্কারোত্থ।

কিন্তু পূর্ণব্রহ্মদর্শনে বিশেষ দর্শনও যুগপৎ থাকে। তখন জানা যায়—জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ। তাঁরই অংশ। তিনিই। সুতরাং সত্য। অতএব পূর্ণব্রহ্মই পূর্ণ সত্য। এই পূর্ণদর্শন পরাভক্তি ভিন্ন হয় না। পরাভক্তিজনিত জগৎ ও জীবদর্শন = শুদ্ধসত্ত্বরূপে দর্শন। এই দর্শন পূর্ণ হলে মিথ্যাভাব নিবৃত্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্য হ'তে বিশেষদর্শন হয় না। গোলোকাদি হ'তে সামান্য দর্শন হয় না। কিন্তু কৈবল্যের স্বাভাবিক অবধি পর্যন্ত গেলে বিশেষ দর্শনও পাওয়া যায়। পূর্ণ মধ্যে। তেমনি গোলোকস্থিতির অবসানে সামান্যদর্শনও পাওয়া যায়। যেমন এক radius দিয়া চলার সময় অন্য radius দেখা যায় না—কিন্তু centre-এ গেলে সব radius দেখা যায়, তদ্বৎ।

নির্বিকল্পকে যে সামান্যদর্শনটী পাওয়া যায়, পরাভক্তির মধ্যে আর সেটি পাওয়া যায় না—বিশেষেরই ভান হয়। তবে সবিকল্পক ভূমিতে বিশেষদর্শন মনোজন্য—তখন মন ছিল। এখন মন নাই—আত্মাই তত্তৎ আকারে প্রতিভাত হয়—তাতে পরব্রহ্মের আভা পড়ে।

নির্বিকল্পকের অবস্থা—রূপ নাই।

নির্বিকল্পকের পূর্ব অবস্থা—রূপ আছে। তাহা মনোময়।
আত্মার আভাস আছে।

নির্বিকল্পকের পর অবস্থা—রূপ আছে। তাহা আত্মময়।
পরমাত্মার আভাসযুক্ত।

শিব — শক্তি

নির্বিকল্পক অবস্থায় শিবত্ব লাভ হয়।

[সিদ্ধি] শক্তির জাগরণ — সবিকল্পক ক্রম।

[কৈবল্য] | শিবের জাগরণ : no
মিলন with শক্তি। ইহাই — নির্বিকল্পক। আত্মা
তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞান চক্ষু খোলা দ্রষ্টামাত্র। ক্রিয়া নাই
কারণ শক্তি আলাদা
অথচ চেতন।

[এখান হতে ব্রহ্মভাব আরম্ভ। পরাভক্তির বিকাশ ও পরিণতি] | শিবের মিলন with — আত্মা দ্রষ্টা ও কর্তা-ইহাই
শক্তি — চৈতন্য —
জ্ঞান + ক্রিয়া মিলিত – ক্রিয়ার
অবস্থা। Dর অবস্থা – যাহাকে
ভাষায় 'করা' বলে।
দুই যুগল — মহামিলন। লীলা।
এক — ব্রহ্মভাব—পূর্ণত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং নির্বিকল্পক সমাধির পর যারা কৈবল্যে যায় তাদের আর শক্তির সঙ্গে মিলন হয় না। যতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ দ্বৈতনিবৃত্তি হবে না, ব্রহ্মত্ব আসিবে না। শুদ্ধ দ্রষ্টাভাব থাকে।

দৃশ্য দৃশ্যস্বরূপ

[কর্ম] ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন — বিষয় — মনোজন্য বিকার।

[জ্ঞান] মনদ্বারা দর্শন — দেবতা — আত্মজন্য বিকার।

[ভক্তি] আত্মাদ্বারা দর্শন — লীলা — পরমাত্মাজন্য বিকার।

[পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা] পরমাত্মাদ্বারা দর্শন — পরমাত্মা — পরমাত্মা-No বিকার

কুলকুণ্ডলিনী

১৭।৬।৩৮

(৮–৯ প্রাতঃকাল)

(১) জীব-শক্তির জাগরণ ; (জীব না জাগিলে এই জাগ্রৎ শক্তিকে দেখিতে পায় না)। (২) [ক] জীবের জাগরণ ও জাগ্রৎ জীব-শক্তির দর্শন। [খ] পরে জীবের আত্মদর্শন।

অ-কুলকুণ্ডলিনী

(৩) ঐশীশক্তির জাগরণ = জীব ও জীবশক্তির মিলন।

(৪) [ক] শিবের জাগরণ ও জাগ্রৎ ঐশী শক্তির দর্শন [খ] পরে শিবের আত্মদর্শন। (৫) ব্রহ্মশক্তির জাগরণ বা ব্রহ্মবিদ্যার উদয় = শিব ও ঐশী শক্তির মিলন। (৬) [ক] ব্রহ্মের জাগরণ ও জাগ্রৎ ব্রহ্ম-শক্তির দর্শন। [খ] ব্রহ্মের আত্মদর্শন। (৭) পূর্ণত্ব উদয় (ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির মিলন) (৮) পূর্ণত্ব।

(১) শক্তি জেগেছে, অথচ জীব জাগে নাই। ইহা কুণ্ডলিনী জাগরণের পর থেকে জীবশক্তি দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত। এই অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক কিছুই দেখিতে পায় না। অথচ শক্তি জেগেছে। ইহার কারণ সাধক নিজে জাগে নাই।

(২) [ক] জীব বা সাধক জেগেছে। জেগে নিজশক্তি দেখ্ছে। ইহাই সিদ্ধি। বিভূতি।

[খ] ইহার পর সাধক নিজেকেই দেখ্ছে—ইহাই সিদ্ধির পর আত্মদর্শন। ইহাই দ্রষ্টাভাব।

(৩) ইহাই ভক্তির উদয়। যাহার নাম ঐশীশক্তি। কামবীজ। তখন বস্তুতঃ জাগ্রৎ জীব ও জাগ্রৎ জীবশক্তি আলিঙ্গনে বদ্ধ। এই ঐশীশক্তি—মাতা—জগদম্বা। এই মাতৃদর্শন ততদিন চলিবে, যতদিন শিব না জাগিবে। এই মাতাকে আত্মশক্তিরূপে দর্শন হয় না।

(৪) [ক] শিব জেগেছে অর্থাৎ জীব তখন শিবত্ব লাভ করেছেন ও ঐশীশক্তিকে আত্মশক্তিরূপে দেখছেন। ইহাই ঐশ্বরিক সিদ্ধি।

(খ) তারপর শিব নিজেকেই দেখছেন—শিবের আত্মদর্শন। ইহাই পরম দ্রষ্টাভাব।

(৫) ইহার পর শিব-শক্তির মিলন আরম্ভ হয়। তাহাই ব্রহ্ম-বিদ্যার উদয়। তখন ব্রহ্মভাব ফোটে না। তাই ব্রহ্মবিদ্যার উপলব্ধি হয় না।

(৬) [ক] ব্রহ্মভাব জাগিতেই ব্রহ্মবিদ্যার সাক্ষাৎকার হয়।

[খ] তারপর ব্রহ্মের আত্মদর্শন। ইহাই "অহং ব্রহ্মাস্মি"।

(৭) তারপর ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যার মিলন আরম্ভ হয়। তখন আর 'ব্রহ্মাহং' ভাবও থাকে না—ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। এই মিলনই পূর্ণত্ব।

(৮) মিলনান্তে যাহা, তাহা পূর্ণ। ব্রহ্মত্ব। স্থিতি।

এই জাগরণের মধ্যেও রহস্য আছে। আমরা জীব ও জীবশক্তি ধরিলাম।

প্রথমে শক্তি জাগে—ক্রমে ক্রমে। শক্তির জাগরণ পূর্ণতম হ'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবের নিয়মে জীব আপনিই জাগে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে কারণবিশেষে—গুরু বা দেবতার ইচ্ছায়—শক্তি কিছু জাগিলেও জীব জাগিতে পারে এবং জীবের জাগরণও ক্রমিক। সুতরাং কম বা বেশী জাগিতে পারে।

কাজেই, যদি কিছু কিছু শক্তি জাগে ও কিছু কিছু জীব জাগে তাহ'লে সে জীব নিজ শক্তি দেখ্‌তে পায় ও প্রয়োগ করতে পারে। সদ্‌গুরু সাধারণতঃ শক্তি পূর্ণভাবে জাগার পূর্বে জীবকে জাগান না। কারণ, তাতে জীবের বদ্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে। জীব জাগলেও শক্তি পুর্ণতয়া না জাগা পর্যন্ত আত্মদর্শন হয় না।

শক্তি না জাগলে যে জীব জাগতে পারে না, তাহা নহে। তবে তাহা স্বাভাবিক নিয়ম নহে। গুরু জাগাতে পারেন। কিন্তু জীব জাগলেও শক্তি না জাগা পর্যন্ত সে সিদ্ধিও পায় না, আত্মদর্শনও পায় না। প্রকারান্তরে শক্তি জাগলেও, জীব না জাগলে সিদ্ধি নাই, আত্ম-জ্ঞানও নাই তবে শক্তি পূর্ণভাবে জাগলে জীব আপনিই জাগে বলিয়া সিদ্ধি আছে। সিদ্ধির পূর্ণতায় আত্মদর্শন আসে।

আরও একটি কথা। শক্তি জেগেছে, জীবও জেগেছে—যদি শক্তির জাগরণ পূর্ণ হয়, জীবের জাগরণ অপূর্ণ হয়, তা হ'লে সিদ্ধি আংশিক। তেমনি, জীবের জাগরণ পূর্ণ ও শক্তির জাগরণ অপূর্ণ হ'লে—সিদ্ধি আংশিক। উভয়ে পার্থক্য আছে।

এমন অবস্থাও আছে—জীব জেগে জাগ্রৎ শক্তি দেখছে, আত্ম-দর্শন হচ্ছে না। একটি বৈচিত্র্য আছে। যখনই উভয়ের জাগরণ পূর্ণ হয়, তখনই জীবের আত্মদর্শন হয়। ইহা যে ক্রমেই হউক—তাতে কিছু ক্ষতি নাই। অর্থাৎ প্রথমে জীব জেগে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করতে পারে, পরে শক্তির জাগরণ ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে পারে—বা প্রথমে শক্তি জেগে পূর্ণ হন, পরে জীব জেগে পূর্ণ হন, বা দুই-ই কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু-জেগে ধীরে পূর্ণ হন। কখন জাগ্রৎ জীব জাগ্রৎ শক্তিকে দেখিলেই যদি ভোগ করিতে চায়, তা হ'লে পূর্ণতা আসে না—উভয়ত্র হ্রাস হয়। পূর্ণতা আসে না বলিয়া আত্মদর্শন হয় না। শক্তির প্রয়োগ করা মানেই শক্তিকে ভোগ করা। দ্বৈতভাবেই ভোগ হয়। আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত দ্বৈতদর্শন থাকিবেই। আত্মদর্শনের পরে যে শক্তির সঙ্গে মিলন হয়, তাহা ভোগ নহে। কারণ, তখন শক্তি=স্বরূপশক্তি। আত্ম-দর্শনের পূর্বে শক্তি=বাহ্যশক্তি। আত্মদর্শনের দ্বারা শক্তির বাহ্যত্ব বা জড়ত্ব নিবৃত্ত হয় —উহা চিৎ-শক্তি বা স্বরূপশক্তিরূপে পরিণত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তি হয়। তাই তখন জীব ও তার শক্তি জড়িত হইয়া পড়ে—আলাদা থাকে না।

তাহাই ভক্তির অবস্থা। আনন্দের বিকাশ। তাই শক্তি দর্শন করিয়া তার নিকট কিছু প্রার্থনা করে নাই। করিলে তাকে আত্মরূপে দেখিবার বাধা জন্মে। কারণ, পূর্ণতা পেতে বিলম্ব হয়।

শক্তি জেগেছে, আত্মাও জেগেছে—অংশতঃ। তখন কি করিতে হইবে? দ্রষ্টা হয়ে শুধু শক্তিকে দেখিতে হইবে। তাহাই উপাসনা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে উভয়ের পূর্ণতা আসিবে। ফলে আত্মদর্শন হবে। পূর্ণ হ'লে দ্রষ্টা নিজে নিজেকেই দেখে। অথবা দৃশ্য নিজেই নিজের দ্রষ্টা হয়ে যায়। তাহাই আত্মদর্শন। তাহাই চৈতন্য।

(১)

১৮।৬।৩৮

কমলটি=জ্যোতিঃ। দলগুলি=রশ্মি।

এই জ্যোতিতে বা কমলে প্রথমে চরণ আবির্ভূত হয়। তাহাই পদ। তারপর মূর্তি ফোটে।

(২)

"মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং ধ্যানমূলং গুরোঃ পদম্।
পূজামূলং গুরোর্মূর্ত্তি র্মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রজপ - গুরুবাক্য। ধ্যান—গুরুচরণ। পূজা—গুরুমূর্তি।

মোক্ষ—গুরুকৃপা। কাজেই প্রথমে গুরুবাক্য জপ করিতে হয়। পরে জ্যোতিঃ ও তাতে চরণ প্রকাশ পায়। তখন ধ্যান চলে। ধ্যান করিতে করিতে গুরুর রূপ ফুটিয়া উঠে। তখন পূজা করিতে হয়। পূজা করিতে করিতে সাধক ঐ মূর্তিতে প্রবেশ করে—মুক্ত হইয়া যায়।

(৩)

পুরুষের জাগরণ		প্রকৃতির জাগরণ	
= প্রকাশ		= বিকাশ	
অক্রম	চিৎ	সক্রম	সত্ত্ব
১ কলা,	অমৃত	১৫ কলা,	নশ্বর
অবয়বী		অবয়ব	
দ্রব্য		গুণ	
অখণ্ড		সখণ্ড	
Contiuum		Discrete	
দ্রষ্টা		দৃশ্য	

প্রকাশে ক্রম নাই। বিকাশ না হ'লেও প্রকাশ খুলিতে পারে। তখন সে প্রকাশ = স্বয়ংপ্রকাশ হয় না। নিজেকে জানিতে পারে না। নিজেকে জানিতে পারে না—বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

তাই 'ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিণী'।

শক্তি বাদে শিব জড় শববৎ। তারপর বিকাশ আরম্ভ হয়—

ক্রমে ক্রমে বাড়ে। প্রকাশ দেখিতে থাকে। প্রকাশ দ্রষ্টা।

বিকাশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই দর্শন থাকে। ইহাই জগতের খেলা দর্শন—খেলার পশ্চাতের শক্তির দর্শন। বিকাশ পূর্ণ হলে প্রকাশের সঙ্গে সমরস হয়—তাই আত্মদর্শন।

বস্তুতঃ পুরুষকে জাগাইয়া দিলে সে দ্রষ্টা হয়। চিৎ। প্রকৃতি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিলে সে কি দেখে? শুদ্ধ সত্ত্ব তাকে ঘিরিয়া থাকে—তাকেই দেখে। এই শুদ্ধ সত্ত্ব স্থির নিস্তরঙ্গ। তার বাহিরেই প্রকৃতি—কিন্তু প্রকৃতির ছায়া শুদ্ধ সত্ত্বে পড়ে না। কারণ, শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল—প্রকৃতির মল তাতে নাই। সেইজন্য পুরুষ শুধু চারিদিকে শুদ্ধসত্ত্বের আবরণ দেখে। ইহা ক্ষোভহীন।

প্রকৃতি জাগিলে যেটুকু জাগে, তাহা চেতন হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে প্রবিষ্ট হয়—পুরুষ তাহা দেখে। তাহা পুরুষের স্ব-সত্ত্ব হয়। এইভাবে প্রকৃতির পূর্ণ জাগরণ শুদ্ধসত্ত্ব তাহারা স্ব-সত্ত্ব—মম—হইয়া যায়। তাহাই তার আপন শক্তি। পূর্ণত্বের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ নিজেকেই দেখে।

প্রথম—নিজ শক্তির দর্শন। দ্বিতীয়—নিজ শক্তিতে নিজেকে দর্শন। তৃতীয়—নিজেকে দর্শন। চতুর্থ—নিজে নিজ হইয়া যাওয়া।

(৪)

১৭।৬।৩৮

জীবশক্তি = প্রাকৃত সত্ত্ব। ঐশী শক্তি = শুদ্ধ সত্ত্ব।

প্রাকৃত সত্ত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত হ'লে জীবে শিবত্ব আসে।

শুদ্ধসত্ত্ব শিবশক্তি।

শুদ্ধসত্ত্বে যুগল-রূপে প্রকট চিতের সঙ্গে—অন্তরঙ্গা। প্রাকৃত সত্ত্ব ভিন্ন ও দ্বিতীয়ভাবে প্রকট হয়—তাই তাতে কাম বা মোহ আসে। উহাই মোহিনী মায়া—যাহা পুরুষকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আত্মদর্শনের পূর্ব পর্য্যন্ত ঐ মোহিনী থাকে। তাই ভয় থাকে।

১৯।৬।৩৮

(i) গুরুশক্তি—এই শক্তির প্রভাবে কুণ্ডলিনী জাগে। আজ্ঞা-চক্র পর্য্যন্ত এই শক্তি কার্য করে। তাহাই সত্যলোক।

তৃতীয় ভূমি। [দেবীলোক পর্য্যন্ত নয় কি ?]

সদ্‌গুরুকৃপা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তব্যজ্ঞান আছে, অথচ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি নাই; অকর্তব্য জ্ঞান আছে, অথচ ক্রিয়াতে নিবৃত্তি নাই। এমন কেন হয়?

(A) ইচ্ছা নাই বলিয়া। জ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছা না থাকিলে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না। ইচ্ছা থাকে না কেন?

এই কাজ করা উচিত—এমন বোধ যদি থাকে, তবে কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না কেন? ঔচিত্য-বোধের সঙ্গে ইচ্ছার সম্বন্ধ কি?

প্রশ্নটি জটিল। ঔচিত্য-বোধের মূল কি? কর্তব্য বলিয়া কেন মনে করি? ইষ্টসাধনতা বিশ্বাসবশতঃ।

ইচ্ছামাত্রই শক্তি—তাহা কার্যে পরিণত হইবেই। তবে ইচ্ছা মৃদু হ'লে সুদীর্ঘকালের আবশ্যকতা। তবে অন্য ইচ্ছা প্রবল হইয়া তাহাকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারে। প্রবল ইচ্ছা হ'লে তাকে দমন করা যায় না। তাহা তখনই কার্যরূপে পরিণত হয়। তাহাই ইচ্ছাশক্তি। নতুবা সব ইচ্ছাই শক্তি। শুদ্ধজ্ঞান মূলে থাকিলে ইচ্ছা প্রবল হয়—তাহা ইচ্ছাশক্তি।

দেবতার দয়াও তাহাই। দয়াও ত ইচ্ছা। তিনি দয়া করিলেন, অথচ জীব তাহা পাইল না—এমনটি হয় না।

তবে প্রাপ্তি বিলম্বে হ'তে পারে, মৃদু হ'তে পারে।

দেবতার ইচ্ছা ও জীবের ইচ্ছা বিরুদ্ধ হ'লে—যেটা প্রবল তাহাই ফলে। কিন্তু বিরুদ্ধ হয় কি? হ'তে পারে। দেবতার ইচ্ছার মূলে জ্ঞান, জীবের ইচ্ছার মূলে অজ্ঞান—তাই বিরোধ হ'তে পারে।

১৯।৬।৩৮

জড় সমাধি=অ-জ্ঞানে লয়। জ্ঞান নাই বলিয়া স্থিরতা হইলেও আনন্দের উপলব্ধি হয় না। এ অবস্থায় মন থাকে না—তবে ব্যুত্থিত হ'লে মন উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা সুষুপ্তি নহে। সুষুপ্তিতে অ-জ্ঞান থাকে। জড়সমাধিতেও অ-জ্ঞান থাকে সত্য—তথাপি ভেদ আছে।

সুষুপ্তিতে চিত্ত একাগ্র হয় না—অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় মাত্র। জড়-সমাধিতে চিত্ত একাগ্র হয়—কিন্তু অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়। জড়সমাধি ভেদ করিলেই প্রজ্ঞা পাওয়া যায়। জড়সমাধির স্তরভেদ আছে। কারণ, জড়ের স্তরভেদ আছে। কিন্তু কোন স্তরেই জ্ঞান থাকে না।

জড়সমাধি ভেদ হইলে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ থাকে না। ভেদ না হইলে সমাধিকালে থাকে না বটে—কিন্তু ব্যুত্থানে থাকে। বস্তুতঃ থাকে বলিয়াই ব্যুত্থান হয়।

ইন্দ্রিয়গুলি একস্থানে যাইয়া মনে লীন হয়—মন কোন জড়বস্তুতে বা প্রকৃতিতে লীন হয়। শুদ্ধ চিজ্জ্যোতিঃ মনে না পড়ার দরুণ জড়ে লয় হয়। ঐ শুদ্ধ চিজ্জ্যোতিঃ জড়ে নাই বলিয়াও জড়ে লয় হয়, বলা চলে। (চিজ্জ্যোতিঃ = চিৎ + শুদ্ধসত্ত্ব)। ঐ চিজ্জ্যোতিঃ না পাওয়া পর্য্যন্ত জড়সমাধি ভেদ হয় না।

তবে একটা কথা আছে। পুনঃ পুনঃ সুষুপ্তি হ'লেও চিজ্জ্যোতিঃ পাওয়ার সাহায্য হয় না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জড়সমাধি হ'লে দীর্ঘকাল পরে সে সাহায্য হ'তে পারে।

স্বর্গ ও মহর্লোকের মধ্যস্থ অন্ধকারই জড়সমাধির রাজ্য। এই পর্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব নাই। তারপর হ'তে একটু একটু বাড়ে সত্য।

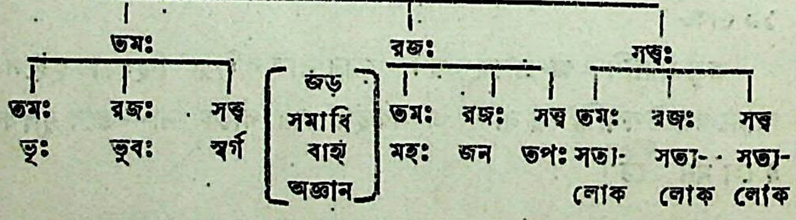

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ভেদ	কার্য্য কারণ	নিম্নস্থ ব্রহ্মলোক Source of ভেদ [স্থূল অ-জ্ঞান]	দেবী মায়াও reflection of real	গোলোকাদি অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্ব বা গোলোক
	সবিকল্পক সমাধি			

নির্বিকল্পক সমাধি	গুণ বোধহীন ব্রহ্মলোক	ঊর্দ্ধস্থ জ্ঞানপ্রধান আত্মদর্শন অভেদবোধ	সূক্ষ্ম অজ্ঞান	তমঃ কৈলাস ঐশ্বর্য্য তীব্র	রজঃ বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্য কোমল	সত্ত্ব গোলোক মাধুর্য্য	কারণ অ-জ্ঞান

ভক্তি প্রধান
পরাভক্তি [চৈতন্য
ভগবদ্দর্শন সমাধি]
অভেদে ভেদ

কৃপা

কৃপা

সাধারণ	বিশেষ
[ইহাতে সব কর্ম কাটে না। প্রারব্ধ কর্ম ভোগের দ্বারা কাটে—তবে নূতন কর্ম হতে পারে না। সঞ্চিত কর্ম কেটে যায়। কর্ম শেষ হ'লে ইহার উপলব্ধি হয়।]	[ইহাতে কর্ম কাটে। সঞ্চিত কর্ম থাকে না ও নূতন কর্ম ত' হয়ই না—প্রাক্তন কর্মও সব ভুগতে হয় না। অতি তীব্র হ'লে প্রায় সব প্রারব্ধ কাটতে পারে।]

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য আলো দেয়—ইহা কৃপা। কিন্তু অন্ধ সে আলো পায় না। তাতে সূর্যের দোষ নাই বটে, কিন্তু সে কৃপা নিষ্ফল হয়। সাধারণ কৃপা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া হয় না। তাই ইহা একপ্রকার স্বভাব। সাধারণ কৃপা হ'তেই গুরুত্ব আরম্ভ। যে আশ্রয় গ্রহণ করে সে-ই কৃপা প্রাপ্ত হয়। কৃপার কৃপণতা নাই—নিতে পারিলে কেহ বঞ্চিত হয় না। কিন্তু নিতে ত' সকলে পারে না। কারণ কর্ম্ম বাধা দেয়। যোগ্যতা বা receptivity সকলের সমান নহে। সাধারণ কৃপা কারও যোগ্যতা বাড়ায় না। যোগ্যতা কর্ম দ্বারা বাড়াতে হয়। বাড়ালে তবে কৃপা পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ কৃপা এত প্রবল যে, তাহা যোগ্যতার অপেক্ষা করে না—যোগ্যতা তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। তারপর কৃপার উপলব্ধি হয়।

পূর্ণব্রহ্ম ব্যতিরেকে কেহ বিশেষ কৃপা করিতে পারে না। কারণ, তিনি অদ্বৈত। যোগ্যতার মূলেও তিনি, কৃপা করার মূলেও তিনি। যিনি দ্বৈতে আছেন, দ্বৈতদৃষ্টি-তিনি সাধারণ কৃপা করিতে পারেন—গ্রহীতার যোগ্যতার উপর তাহার সফলতা নির্ভর করে। বিশেষ কৃপা তিনি করিতে পারেন না। পূর্ণব্রহ্ম যদি কৃপা করেন তবে প্রথমে জীবে উপযুক্ত যোগ্যতা আসে, অনন্তর ঈশ্বরের কৃপা ফোটে—এক ব্যাপারেই দুই হইয়া যায়। ইহাতে অযোগ্যে কৃপা করা হয় না—অথচ হয়; কারণ অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া তবে কৃপা করা হয়। বস্তুতঃ বিশেষ কৃপাই কৃপা। সাধারণ কৃপা কর্মফল দান না হইলেও কর্মজনিত চিত্তশুদ্ধি বা যোগ্যতালাভ সাপেক্ষ।

দুই কৃপাই অহেতুক বটে! কিন্তু সাধারণ কৃপার সফলতা সহেতুক। কারণ, কৃপা থাকিলেও হেতুবিশেষের অভাবে তাহার উপলব্ধি হয় না। বিশেষ কৃপা তাহা নহে – তাহা সর্বথা অহেতুক।

পূর্ণব্রহ্ম বা ভগবান্—বিশেষ কৃপাময়। পরমাত্মা—সাধারণ কৃপা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়। ব্রহ্ম—No কৃপা। ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ including দেবতা ইত্যাদি—ফলদাতা মাত্র।

১৭৷৬৷৩৮

১	২	৩	৪	৫
ইন্দ্রিয়শক্তি	মনঃ শক্তি	জীব আত্মশক্তি	ঐশীশক্তি	ব্রহ্মশক্তি
	[কর্ম]	[জ্ঞান]	[ভক্তি]	[ব্রহ্মবিদ্যা]

এখন ১ম শক্তি কাজ করছে। তাই স্থূলাভিমান।

২য় শক্তি জাগলে ১ম শক্তি তদনুপাতে স্তম্ভিত হয়। ১ম শক্তি স্তম্ভিত হ'লে ২য় শক্তি জাগতেও পারে, না পারে। ২য় শক্তি জাগলে স্বর্গ পর্যন্ত দর্শন হয়। পরে অ-জ্ঞানে—জড়সমাধিতে—স্থিতি হয়। সব অ-জ্ঞান রাজ্য।

৩য় শক্তি জাগলে ২য় শক্তি স্তম্ভিত হয়। ২য় শক্তি স্তম্ভিত হ'লে ৩য় শক্তি জাগতেও পারে, না-ও পারে। ৩য় শক্তি জাগলে সত্যলোক বা দেবীলোক পর্যন্ত দর্শন হয়। পরে আত্মস্বরূপে নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি হয়। কৈবল্য।

৪র্থ শক্তি জাগলে ৩য় শক্তি স্তম্ভিত হয়। ৩য় শক্তি স্তম্ভিত হলে ৪র্থ শক্তি জাগতে পারে, না-ও পারে। ৪র্থ শক্তি জাগলে গোলোক পর্যন্ত দর্শন হয়।

৫ম শক্তি জাগলে ৪র্থ শক্তি স্তম্ভিত হয়। ৪র্থ শক্তি স্তম্ভিত হ'লে ৫ম শক্তি জাগতে পারে না-ও পারে। ইহাতে পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ হয়।

(১)

০৷৬৷৩৮

পূর্ণ (including অক্ষর, ঈশ্বর)

মুক্ত জীব	বদ্ধজীব
সিদ্ধজীব	বদ্ধজীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথার্থ কৃপা পূর্ণই করতে পারে—কারণ, পূর্ণই স্বতন্ত্র ও অদ্বৈত। তাহার ইচ্ছাই মূল। ওখানে কর্ম নাই।

মুক্তজীব কৃপা করতে পারে, তবে কর্মাধীন হইয়া। সিদ্ধজীব (দেবাদি) কৃপা করতে পারে না, কর্মফল দান করে।

দুঃখের বাহিরে লইয়া যাওয়াই কৃপার উদ্দেশ্য। ইহাই জ্ঞানদান। যিনি স্বয়ং জ্ঞান পাইয়া দুঃখের বাহিরে যান নাই—তিনি কি কৃপা করিবেন ?

মুক্তজীব সাধারণ কৃপা করিতে পারেন। কারণ তিনিও দ্বৈত। বিশেষ কৃপা পারেন না। পূর্ণের নীচে ইচ্ছা পৃথক্ পৃথক্। সুতরাং মুক্তের ইচ্ছা-বশতঃ জীব কর্ম করে না, তাই জীবের ইচ্ছার উপর মুক্তের ইচ্ছা ক্রিয়া করে না। মুক্তের ইচ্ছা সাধারণ কৃপারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু জীব যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা দ্বারা তাহাকে গ্রহণ না করে. বা করিতে না পারে, —ততক্ষণ মুক্তের ইচ্ছারূপী কৃপা সার্থক হয় না ; অর্থাৎ জীবের দুঃখ দূর হয় না। ইহাই ব্রহ্মের সামান্য কৃপা। কারণ, মুক্ত বা অ-পরমুক্ত ব্রহ্মের সামান্যভাব পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এই কৃপাতে জীবের সঞ্চিত কর্ম কাটিয়া যায়—নূতন কর্ম আর হয় না। কিন্তু নিয়তি থাকে—প্রারব্ধ থাকে। পরমুক্ত পুরুষ বা পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন ঐ প্রারব্ধ কাটাতে পারে না। কারণ, পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছাই প্রারব্ধ—সুতরাং অ-পরব্রহ্ম বা অ-পরমুক্ত পুরুষের ইচ্ছায় তাহা কাটে না। ঐ প্রারব্ধ ভোগে কাটে। দুঃখ-ভোগে পাপ কাটে, সুখভোগে পুণ্য কাটে। বস্তুতঃ প্রারব্ধরূপী পাপ ও পুণ্য পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছার বিকাশমাত্র।

মুক্ত হইয়া যদি ভক্ত হয়, তবে কিছু কিছু ঈশ্বরত্ব আসে বলিয়া কিছু কিছু প্রারব্ধ খণ্ডন করিতে পারে ; পূর্ণভাবে পারে না। অন্ততঃ একটু ভোগ জীবকে করিতেই হয়—অধিকাংশ ভোগ কাটান যায়। ইহার কারণ এই যে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ হইয়া পূর্ণব্রহ্মজ্ঞরূপতা সম্যক্ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মসাম্য হয় না—ব্রহ্মত্ব বা একত্ব ত' দূরের কথা। ব্রহ্মসাম্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লেও—যাহা স্থূলদেহ থাকিতেও হ'তে পারে, being its highest perfection—পূর্ণভোগ কাটান যায় না—একটু আভাস থাকিবেই। ঠিক ঠিক ব্রহ্মত্ব দেহান্তেই সম্ভব। নিজে পূর্ণব্রহ্মসম হ'লেও দেহে থাকিয়া অন্যের দেহধর্ম একেবারে মিটাইতে পারে না।

সিদ্ধজীব বা দেবতা কৃপা করিতে পারেন না। তবে তিনি যদি মুক্ত হন ও ভক্ত হন তবে সামান্য ও অংশতঃ বিশেষ কৃপা পূর্বনিয়মে অবশ্যই করিতে পারেন।

সিদ্ধজীব বা দেবতা কর্মফল দিতে পারেন। তাঁহারাই জীবের কর্মানুসারে ফলদাতা। তবে তাঁহারা কর্মকে adjust করিয়া দিতে পারেন—এতটা ক্ষমতা তাঁদের আছে। দুঃখটাকে চাপা দিয়া সেখানে দূর হ'তে ঐ জীবেরই পুণ্যকে আকর্ষণ করিয়া সুখবিধান করিতে পারেন, —ইত্যাদি। এইপ্রকার উপকার তাঁরা পারেন। সুখ সম্বন্ধেও তাই। অসুরগণ বিপরীতভাববিশিষ্ট। উভয়েই জীবকৃত কর্ম নষ্ট করিতে পারেন না।

অতএব অনুগ্রহ তিনপ্রকার—

অনুগ্রহ

পূর্ণব্রহ্ম বা ভগবানের	মুক্তপুরুষের		সিদ্ধপুরুষ বা দেবতার
through বিশেষকৃপা। fully আভাসও ভুগতে হয় না। ইনিই সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বস্বদান	পরমুক্ত বা ভক্তের through আংশিক বিশেষ কৃপা, ঐ কিছু,	অ-পরমুক্ত বা জ্ঞানীর through সামান্য কৃপা। অনেক কর্ম	through কর্ম। বস্তুতঃ এই অনুগ্রহ কৃপা নহে। জীব নিজ কর্মফলই পায়, তবে adjust করিয়া দেন। কর্ম কাটে না। একমাত্র ভোগ কাটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম ও অনেকটা কাটিয়া যায়। ফল বা সিদ্ধিদান।
কাটিয়া যায়। কিছু কর্ম
আভাস মাত্র থাকে।
ভুগতে হয়। জ্ঞানদান
ভক্তিদান

(২)

আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের সাধারণ নজরেও পড়ে না। পরাভক্তির উদয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিপাত হয়। তবে কুণ্ডলিনীর চেতনভাবের বা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শক্তির নজরে পড়ে। প্রথমে দেবতার নজরে পড়ে—পরে কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণে মহামায়ার নজরে পড়ে। যাহার দীক্ষা হয় নাই, সে দেবতার দৃষ্টির বহির্ভূত। সে কালের দৃষ্টিতে রহিয়াছে।

(৩)

যাহা চিন্তা করা যায়, মন সেখানে যায়। সদ্‌ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। মনে কর—আমি জগন্নাথদেবের মন্দির চিন্তা করিতেছি। এই অবস্থায় আমার মন হইতে একটি ধারা ঐ মন্দিরে যাইতেছে। শুদ্ধ-স্তরে উহা সরল রেখায় যায়। আরও উপরে যাওয়া-আসা নাই। চিন্তনীয় বিষয় আবির্ভাব হয় মাত্র। নীচে যাহা দৈশিক ব্যবধান, ওখানে তাহা মায়িক আবরণ মাত্র। যাহা হউক্, আমি জগন্নাথের মন্দির চিন্তা করিতেছি—মন ওখানে যাচ্ছে। যতক্ষণ চিন্তা থাকে ততক্ষণ এই ধারাটি থাকে। চিন্তা না থাকিলে এই ধারাটি থাকে না। অন্য চিন্তায় অন্য ধারা থাকে। চিন্তাহীন হ'লে কোন ধারা থাকে না।

শুদ্ধস্তরে সোজা এই ধারাটি চলে। নিম্নস্তরে মনের সঙ্গে মলিনতা (ভৌতিকাংশ) থাকে বলিয়া ধারা বক্র হইয়া যায়। যে চিন্তা করে তাহার সে বিষয়ে চিন্তার আবশ্যকতা হয় না। এই যে বক্ররেখা হয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার প্রাকৃতিক কারণ আছে। ইহা আপনা আপনি হয়। সরল-রেখায় যে ধারা যায়, তাহাতে মাঝে আবরণ থাকে না। বক্রধারায় নানাপ্রকার আবরণ থাকে—তাই বক্রতা জন্মে। সরলরেখায় যে মন যায়, তাহা শুদ্ধ দেহ। বক্র পথে যে যায়, তাহা প্রাকৃত দেহ,—যদিও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। শুদ্ধদেহের গতিতে বাধ নাই—তাহার সম্মুখে ধ্যেয় ভিন্ন অন্য কোন পড়েও না; কিন্তু অশুদ্ধধারার সম্মুখে নানা জিনিষই পড়ে—বাধাও আসে; কাটাইয়া যাইতে হয়। তেমন তীব্র বাধা হ'লে যাওয়া ঘটে না। ফিরিয়া আসে। বিলম্ব হয়।

এই অশুদ্ধ মনের সঙ্গে নানা জিনিষের দেখা হয়। যেমন মন যাচ্ছে জগন্নাথের মন্দিরে—রাস্তায় কোন দৃশ্য, কোন লোক, কোন জিনিষ তাহার দৃষ্টিগোচর হ'তে পারে। ইহাই চঞ্চলতা ও অশুদ্ধতার পরিচয়। ইহাই বিকল্প। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহাই ঘোরা-ফেরা। যাহার সঙ্গে মনের দেখা হয় সেও মনকে দেখতে পায়—অবশ্য ঐ স্তরে। যেমন আমি জগন্নাথ-মন্দির চিন্তা করিতে করিতে গোপালকে দেখিলাম (মনে মনে), তখন গোপালও আমাকে দেখ্ছে। অবশ্য সে যদি অভিমুখ না থাকে তা'হলে আমাকে না-ও দেখ্তে পারে। তবে তার সাক্ষী দেখছে নিশ্চয়ই। তার অভিমুখ থাকলে সেই অভিমুখ হ'তে সেও দেখ্ছে। তবে নিম্নস্তর না জাগা থাকলে নিম্নভূমিতে স্মরণ না হ'তে পারে। জাগা থাকলে স্মরণ হ'বে—এমন কি, অনুভবও হবে।

গোপাল জীবিত না থাকলেও গোপালকে ঐ সময়ে দেখা সম্ভবপর। কারণ গোপালের প্রতিবিম্ব বা ছায়া আছে। সব জিনিষেরই একটা ছায়া থাকিয়া যায়। তাহা মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকে। তাহা না থাকিলে তাহার কথা কেহ স্মরণ করিতে পারিত না।

এইপ্রকারে আত্মদর্শনের পথে বিকল্পরূপ সমস্ত জগৎ দর্শন হইয়া যায়। তবে চিত্ত শুদ্ধতম হ'লে অন্য কিছু দর্শন হয় না। যাহা দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চায়, তাহাই দেখে। তখন গতির বক্রতা থাকে না। বায়ু সরল হইয়া যায়।

(৪)

দ্রষ্টা = আত্মসাক্ষাৎকার। নির্বিকল্প সমাধি। তখন দ্রষ্টা কিছুই দেখে না—নিজেকেই দেখে। নিজেকেই ঘেরিয়া নিজের প্রভা আকাশরূপে রহিয়াছে তাহাই দেখে। জাগতিক বস্তুর প্রতিবিম্ব সে প্রভায় পড়ে না। পড়িলে আত্মদর্শন হয় নাই বুঝিতে হইবে। ইহাই জ্ঞান।

এই আত্মাকাশে ভগবান্ ফুটিয়া উঠেন—ভক্তির মাহাত্ম্যে। অথবা তিনি উদিত হ'লে তবে ভক্তি জন্মে। তখন তাঁকেই দেখা যায়।

এই আত্মাকাশ = হৃদয়; যাহা শুদ্ধ হইয়াছে, যাহাতে জগতের ছায়া নাই। এই হৃদয়ের শোধন কুণ্ডলিনীর জাগরণ হ'তে হয়, তখন সব স্বচ্ছ হইয়া যায়। কুণ্ডলিনী না জাগলে হৃদয় অন্ধকার। দৃশ্য বাহিরে দেখা যায়। অন্তরে কিছু দেখিবার নাই। যাহা স্বপ্নাদিতে দেখা যায়, তাহা ছায়া-জগতের। তাহা শুদ্ধ করা চাই।

২১৷৬৷'৩৮

পূর্ণ (জীবসত্তা আছে—কিন্তু তার পূর্ণত্ব বোধ নাই ও তজ্জন্য পূর্ণানন্দ নাই) জীব মহাসুষুপ্ত।

জাগরণ of জীব

২১৷৬৷৩৮

শুদ্ধমনঃ চিদাকাশে সঞ্চরণ করে। ইহা সরলগতি।

অশুদ্ধমনঃ চিত্তাকাশে সঞ্চরণ করে। ইহা বক্রসূক্ষ্মগতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ভৌতিক মনঃ বা ইন্দ্রিয়াকার মনঃ	ভূতাকাশে সঞ্চরণ করে। ইহা বক্রস্থূলগতি।

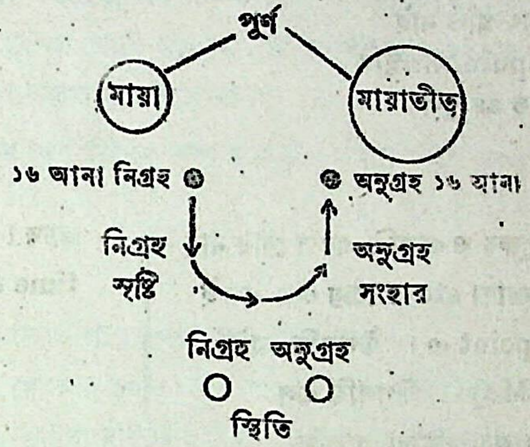

Descent		Ascent
জীব—ভগবৎ-স্মৃতি নাই। Pure আত্মস্মৃতি নাই।	Merged in মায়া মুক্ত	জীব—ভগবৎ-স্মৃতি আছে in আশ্রয় আত্মস্মৃতি আছে as ভগবৎ পার্ষদ বা অংশ।
জীব—ভগবৎ-স্মৃতি নাই। Impure আত্মস্মৃতি আছে as ব্রহ্ম।	ব্রহ্মাহং ভাব	
জীব—ভগবৎ-স্মৃতি নাই Impure আত্মস্মৃতি আছে as মহাকারণ।		
জীব—ভগবৎ-স্মৃতি নাই। Impure আত্মস্মৃতি আছে as কারণ।		

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব—ভগবৎ-স্মৃতি নাই
Impure আত্মস্মৃতি
আছে as সূক্ষ্ম।

জীব—ভগবৎ-স্মৃতি নাই
Impure আত্মস্মৃতি
আছে as স্থূল।

২২।৬।৩৮

(১) পুরুষ ও প্রকৃতি একত্র বোধ নাই
জ্ঞাতা etc ও জ্ঞেয় etc একই
point এ। উপলব্ধি নাই। | জড়ত্ব। No time & space.
Maya. উপলব্ধি এল
পুরুষ আলাদা, প্রকৃতি
আলাদা।

(২) প্রকাণ্ড ব্যবধান—দেশগত
ও কালগত } Time & space আরম্ভ

কর্তা—কর্ম
জ্ঞাতা—জ্ঞেয়
ভোক্তা—ভোগ্য | উভয়ে বিরাট ব্যবধান

(৩) ক্রমে ব্যবধান কমছে। ফলে—
কার্ত ও কর্ম একত্র = ক্রিয়াশক্তি
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একত্র = জ্ঞানশক্তি | চিৎশক্তি স্ফুরণ
ভোক্তাও ভোগ্য একত্র = ইচ্ছাশক্তি
সত্য জ্ঞান ও আনন্দের উপলব্ধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩।৬।৩৮

কখনও কখনও পাপও পুণ্যাপেক্ষা উৎকর্ষজ্ঞাপক হয়। 'ক' কোন কর্ম করেছে,—করিয়া অনুতাপ করিতেছে—কাজটা করা ঠিক হয় নাই বলিয়া। খুব আত্মগ্লানি হচ্ছে। 'খ' ও সেই কাজ করেছে—কিন্তু সে তাহা খারাপ বলিয়া মনে করে না।

এক্ষেত্রে 'খ'র বিশেষ পাপ হবে না—সামান্য পাপ হতে পারে।

(১)

২৬।৬।৩৮

প্রথমে দেখা, পরে হওয়া, পরে ভেদ করা।

প্রথমে দেবতার দর্শন চাই, দর্শনের পর দেবতা হ'তে হবে, পরে দেবতাকে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। দেবতাকে অঙ্গীভূত করতে হবে—দেবতা শক্তিরূপে পরিণত হবেন।

দেবতার দর্শন পাইতেছি না কেন? আবরণ আছে বলিয়া। ইহা ভাঙ্গাই প্রথম সাধনা। দেবতা দেখিয়াও নিজে দেবতা হতে পারি না কেন? আবরণ আছে বলিয়া। এই আবরণ ভাঙ্গাই দ্বিতীয় সাধনা। দেবতা হইয়াও দেবতার অতীত হইতে পারি না—আবরণ আছে বলিয়া। ইহা ভাঙ্গাই তৃতীয় সাধনা।

১ম আবরণ ভাঙ্গে কর্ম দ্বারা।

২য় আবরণ ভাঙ্গে উপাসনা দ্বারা।

৩য় আবরণ ভাঙ্গে ভক্তি দ্বারা।

উপাসনার পর্যবসানই জ্ঞান—যাহাতে দেবতার সঙ্গে অভেদ হয়। ইহার পর কৃপা-ফলে ভক্তি আপনিই আসে।

দেবতা ভূতে ঢাকা, আত্মা দেবতায় ঢাকা। প্রথমে ভূত হ'তে extract করিয়া দেবতাকে বাহির করিতে হয়—ইহাই কর্ম। দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হইলে, প্রকট হইলে, উপাসনা আরম্ভ হয়, যাহার ফল—তাদাত্ম্য লাভ। ইহার পর জ্ঞান দ্বারা দেবতা হ'তে extract করিয়া আত্মাকে বাহির করে। আত্মা পূর্ণভাবে বাহির হইয়া আসিলে জ্ঞান শেষ হয়। তখন একমাত্র আত্মাই থাকেন—তখন আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। তারপর ভক্তির দ্বারা আত্মা হ'তে পরমাত্মা পৃথক্ হইয়া বাহির হন। পরমাত্মার পূর্ণতাই ভক্তির চরম। তখন পরমাত্মা ও পূর্ণব্রহ্ম অভিন্ন। তারপর পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞানে পরমাত্মা হইতে পূর্ণব্রহ্ম পৃথক্ হন। এই পার্থক্য পূর্ণ হ'লেই আর ব্রহ্মজ্ঞান থাকে না।

এক পূর্ণব্রহ্মই থাকেন।

প্রথম অবস্থা—ভূত identical with দেবতা। ভূতরূপেই প্রকাশ। কর্ম না করা পর্যন্ত। কর্ম করিলে দেবতা আলাদা হয়। তখন ভূত তারই অন্তর্গত ও শক্তিস্বরূপ হয়। ভূতের পৃথক্ সত্তা থাকে না। ইহাই ভূত-জয়। কর্মের শেষ=ভূতকে দেবতারূপে দর্শন হয়, কর্মের আরম্ভ=দেবতাকে ভূতরূপে দর্শন হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা—দেবতা identical with আত্মা। দেবতারূপেই আত্মার প্রকাশ। উপাসনা দ্বারা আত্মা আলাদা হয়। তখন দেবতা তারই অন্তর্গত ও শক্তিস্বরূপ হয়। দেবতার পৃথক সত্তা থাকে না। ইহাই দেবতা-জয়। উপাসনার শেষ=দেবতাকে আত্মরূপে দর্শন, উপাসনার আরম্ভ=আত্মাকে দেবতারূপে দর্শন।

তৃতীয় অবস্থা—আত্মা identical with পরমাত্মা। আত্মারূপে পরমাত্মার প্রকাশ। জ্ঞানবলে পরমাত্মা আলাদা হয়। তখন আত্মা তাঁরই অন্তর্গত ও শক্তিস্বরূপ হয়। আত্মার পৃথক্ সত্তা থাকে না। ইহাই আত্মজয়। জ্ঞানের শেষ=আত্মাকে পরমাত্মরূপে দর্শন; জ্ঞানের আরম্ভ=পরমাত্মাকে আত্মরূপে দর্শন।

চতুর্থ অবস্থা—পরমাত্মা identical with পূর্ণব্রহ্ম। পরমাত্মা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে ভান হয়। ভক্তিবলে পূর্ণব্রহ্ম আলাদা হয়। তখন পরমাত্মা তারই অন্তর্গত ও শক্তিস্বরূপ। পরমাত্মার পৃথক্ সত্তা থাকে না। ইহাই পরমাত্মা-জয়। ভক্তির শেষ = পরমাত্মাকে পূর্ণরূপে দর্শন বা ব্রহ্মবিদ্যা। ভক্তির আরম্ভ = পূর্ণকে পরমাত্মারূপে দর্শন।

পঞ্চম অবস্থা—পূর্ণে স্থিতি তখন ব্রহ্মবিদ্যা বা পূর্ণজ্ঞান তাহারই অন্তর্গত।

বাহ্যভাব = ভূতদর্শন।

বাহ্য অন্ত = ভূতে স্থিতি।

কর্মারম্ভ ও কর্মের বিকাশ = ভূত—দেবতা।

কর্মান্ত বা জ্ঞান no. 1 i. e. উপাসনা = দেবতা দর্শন

(ভূত subject) leading to দেবতায় স্থিতি।

উপাসনা বিকাশ = দেবতা—আত্মা।

উপাসনান্ত বা জ্ঞান no. 2 i.e. জ্ঞান proper } = আত্মদর্শন (দেবতা subject) ও আত্মস্থিতি = পুরুষকৈবল্য

জ্ঞানের বিকাশ = আত্মা পরমাত্মা।

জ্ঞানান্ত বা ভক্তি = পরমাত্মদর্শন (আত্মা subject) ও পরমাত্মস্থিতি।

ভক্তির বিকাশ = পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্ম

ভক্তির আত্মা বা ব্রহ্মবিদ্যা = পূর্ণব্রহ্ম-দর্শন

ব্রহ্মবিদ্যার অন্ত = পূর্ণে স্থিতি।

২৮।৬।৩৮

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসৎ (তমঃ, মৃত্যু)

সৎ-তমঃ, (মৃত্যু) = সৎ। ১ম দীক্ষা, সত্ত্ব-উদয় (শুদ্ধসত্ত্ব-শুদ্ধা-প্রকৃতি—কুণ্ডলিনী জাগরণ)।

সৎ-জ্যোতিঃ (মৃত্যু) = সচ্চিৎ ২য় দীক্ষা, তাতে চৈতন্য (পুরুষের জাগরণ)

সৎ-জ্যোতিঃ (অমৃত) = সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ৩য় দীক্ষা, তাতে আনন্দ (মহামিলন)

সৎ-জ্যোতিঃ (অমৃত) = সচ্চিদ্ ব্রহ্ম।

সৎ (জ্যোতিঃ, অমৃত) = সদ্‌ব্রহ্ম।

২।৭।৩৮

[আজ একটী গভীর তত্ত্ব অনুভব করলাম]

চক্ষু বস্তুতঃ একটী। তাহা বাহ্য দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে ভিতরের দিকে আছে। তাহাই শুদ্ধমনঃ। সেখানেই দ্রষ্টার স্থিতি। ওখানে একটি point আছে—তাই উহা বিন্দুস্থান। ঐ একটি চক্ষু যখন ঐ point এ মিলিত থাকে, অর্থাৎ যখন উহা বাহিরে আসে না, তখন দৃশ্যের বা জগতের ভান হয় না—তখন জগৎ থাকে না। কারণ এখান হইতে আলো আসিয়াই ত' জগৎকে প্রকাশিত করে। জগৎটি ঐ মনের বিজৃম্ভণ মাত্র। জগৎ হতে গুটাইয়া মনটিকে ঐ স্থানে স্থাপন করিলেই মনঃ শুদ্ধ হয়—জগৎ অব্যক্ত হইয়া যায়। নির্বিকল্প সমাধি বা মনো-নিরোধ ঐখানেই হয়। উহাই দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতি বা আত্মসাক্ষাৎকার। ওখানে গুণের ক্রিয়া নাই, তাই ওখানে জ্যোতিও নাই। শুধু স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য। নীচে বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত জ্যোতিঃ আছে—কারণ, গুণ আছে। জ্যোতিঃ সত্ত্বগুণ হ'তেই বিকাশ পায়। সত্ত্ব বা মনঃ শুদ্ধ আত্মসম-আত্মার সহিত অভিন্ন, আত্মা সত্ত্বক্রিয়া নাই বলিয়া (সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ভিন্নভাবে পরমাত্মার দর্শন তখন হয় না। তাহার জন্য গুণ চাই—বিক্ষুব্ধ শুদ্ধসত্ত্ব চাই]

এই অবস্থা মনের দিক্ দিয়া নির্বিকল্পক সমাধি, আত্মার দিক্ দিয়া আত্মসাক্ষাৎকারজ স্বরূপস্থিতি বা পুরুষকৈবল্য, পরমাত্মার দিক্ দিয়া কার্যব্রহ্মস্থিতি।

মনের নিরোধ আত্মাতেও হইতে পারে, অনাত্মাতেও হইতে পারে। জড় বা অনাত্মাতে হইলে তাহা জড় সমাধি। মিশ্রে বা চেতনে হলে তাহা সবিকল্পক সমাধি। শুদ্ধ আত্মায় বা চৈতন্যে হইলে তাহা নির্বিকল্পক সমাধি। সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক উভয়ত্র চৈতন্য আছে বলিয়া উভয়ত্র আনন্দ আছে। তবে সবিকল্পক আনন্দ রূপাশ্রিত। নির্বিকল্পকে অরূপ—ইহাই ভেদ।
জড়-সমাধিতে আনন্দ নাই।

ইহার উপরেই একটি পর্দা আছে—Veil. সেইটি না সরাইলে ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ হয় না, জীবত্ব কাটে না।

অধোদৃষ্টিতে জগদ্দর্শন (ব্রহ্মাণ্ড)— কর্ম।

সমদৃষ্টিতে আত্মদর্শন (কৈবল্য) জ্ঞান।

উর্ধ্বদৃষ্টিতে ভগবদ্দর্শন (ভগবদ্ ধাম)— ভক্তি।

নিজের চেষ্টায় জীব ঐ পর্দাটি সরাতে পারে না।

কৈবল্যাবস্থাতেও ঐ পর্দাটি থাকিয়া যায়, দীক্ষার দ্বারা উহা নষ্ট হয়। পরমেশ্বর বা গুরু দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারা ঐ পর্দাটিকে (তিরোধায়ক দ্রব্য বা মল) ছিঁড়িয়া ফেলেন।

[দ্বৈত শৈবাগমে এই মূল পর্দাটি=মল। ইহা পরাবাক্—যাহা না কাটিলে পশুত্ব ঘুচে না,—শিবত্ব সঞ্চার হয় না। পশ্যন্তীতে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়—পরাতে কৈবল্য। পুরুষ-স্বরূপে এই পরাবাক্‌টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বচ্ছতমভাবে জড়াইয়া আছে—তাই পুরুষ শিবত্ব হ'তে বঞ্চিত। বিজ্ঞানাকল অবস্থাতে এই পর্দাটির অনুভব হয়।]

এই পরাবাক্-রূপ শব্দব্রহ্ম ভেদ করাই পূর্ণজ্ঞান বা বোধলাভ। বোধরূপী অসি দ্বারাই ইহা হয়।

বৌদ্ধদের দুইটি আবরণ—ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ। প্রথমটি কাটিলেই কৈবল্য পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্হৎভাব; কিন্তু জ্ঞেয়াবরণ থাকে অর্থাৎ তখন দ্রষ্টাভাব মাত্র সিদ্ধ হয়। দৃশ্য বা জ্ঞেয় পৃথক্ থাকিয়া যায়। তারপর unification-এ দুইটি ক্রমশঃ মিলিতে থাকে। চরমে জ্ঞেয়াবরণ থাকে না। ইহাই অদ্বৈত স্থিতি।

শিবত্ব লাভ হ'লে শক্তিমত্তা হয়। ক্রমশঃ শক্তির বিকাশ হয়, চরমে শক্তি ও শিব সমান হইয়া সমরস হয়। মিলনের পূর্ণতায় তাহা হয়।

ঐ সমান শিব ও সমান শক্তি = আনন্দের পূর্ণতা; এখন শিব = কৃষ্ণ, শক্তি = রাধা। দুই সর্বদাই সমরস—অথচ মিলন-বিরহ আছে। অদ্বৈতের মধ্যে এই নিত্যলীলা চল্‌ছে। পূর্ণব্রহ্মে সর্বসমন্বয়।

কৈবল্য হইতে জীবকে উদ্ধার করাই সদ্‌গুরুর দীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃতি-লয় অথবা কর্মচক্র হ'তে উদ্ধারের জন্য সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা হয় না। অবশ্য সাময়িক। স্থায়ী উদ্ধার সদ্‌গুরুর হাতে।

৪।৭।৩৮

মর্কটকিশোর ন্যায় = বাচ্চায় মাকে ধরে।

মার্জ্জারকিশোর ন্যায় = মা বাচ্চাকে ধরে।

জীব যখন ঠাকুরকে ধরে, তখনও জীবের পড়িবার ভয় থাকে। ঠাকুর যখন জীবকে ধরেন, তখন আর ভয় থাকে না। ইহাই সত্যকার আশ্রয়দান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুলাই (?) ৩৮

অনুগ্রহ

৮পুরীধাম

জীবের নিগ্রহ অনাদি, অনুগ্রহ অনন্ত। নিগ্রহের অন্ত ও অনুগ্রহের আদি সমকালীন। বস্তুতঃ অনুগ্রহের সূত্রপাত হইলেই নিগ্রহ কমিতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে জীব বিশুদ্ধ স্বরূপে পূর্ণ-চৈতন্যের অংশরূপে অবস্থিত ছিল। পূর্ণ চৈতন্যের একাংশে নিত্যই গুণময়ী মায়া থাকেন—মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অনন্ত অংশ আছে। এক একটি অংশ অণুস্বরূপ এক একটি জীব। এই অণুগুলি চিন্মাত্র, দুঃখহীন ও গুণাতীত। মায়ার মধ্যে এই জীব সকল অনাদিকাল হইতে মহানিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে। নিদ্রিত থাকিবার দরুণ তাঁহার মায়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাই তিনি বিজ্বর ও নির্গুণ বলিয়া কথিত হন। যদিও তিনি পূর্ণের মধ্যেই আছেন, তথাপি সুষুপ্তভাবে আছেন বলিয়া পূর্ণের সঙ্গে মিশিতে পারেন না ও পূর্ণানন্দ আস্বাদন করিতে পারেন না।

[অনাদি নিগৃহীত জীব স্বরূপ : আদি সৃষ্টির পূর্বকালীন মহাসুষুপ্তি]

ভগবান্ পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার তিনভাগে মায়া নাই, এক ভাগে মায়া আছে। মায়াহীন অংশ অবিকৃত। যে অংশে মায়া আছে, তাহাও অবিকৃত, তবে মায়ার দরুণ বিকৃত মনে হয়। উহাকে আশ্রয় করিয়া মায়া বিকৃত জগৎ ও জীব সৃষ্টি করে।

জীব ভগবদংশ। ইহা সৃষ্টির পূর্বে এই মায়ার ভিতরে প্রসুপ্ত ছিল। তখন স্ব বা পর—এই বোধ তার ছিল না। তথাপি সে তখনও বিশুদ্ধই ছিল—কারণ, বিশুদ্ধের অংশ। মায়ার আবরণ ছিল মাত্র।

শুদ্ধজীবের প্রসুপ্তি = শুদ্ধজীব মায়াবৃত হইয়াও মায়ার ক্রিয়াহীন—ইহাই তার সুপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ চৈতন্যের মায়াধিকৃত অংশেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ চল্‌ছে।

ভগবান্ = অবিকৃত মায়াহীন নিত্যচৈতন্য। তিনি সুপ্ত জীবের অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার করিলে সে জাগে। জীব জাগিয়া পূর্ণ বা মূল চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য দিতে পারে, আবার মায়ার দিকেও লক্ষ্য দিতে পারে।

প্রথমে—মায়ামুক্তিই ফল।
দ্বিতীয়ে—মায়াবন্ধন ফল।

জীব জাগিয়া সন্ধিতে অবস্থান করে—একদিকে পূর্ব প্রসুপ্তি, অপরদিকে জাগরণ। এই সন্ধিস্থলই তার মুক্তি ও বন্ধনের কেন্দ্র। এখানে স্থিতিই সান্ধ্যস্থিতি। এই স্থিতি হইতে (ক) জীব তার প্রভুর দিকে উর্ধ্বে লক্ষ্য করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া মুক্তি পায়। তখন সন্ধিস্থিতি অমৃততুল্য হয়; লক্ষ্যভেদে ঔষধ হয়। (খ) আর অধোদিকে লক্ষ্য করিলে মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারী হয়। এই স্থলে ঐ স্থিতি বিষতুল্য হয়, ব্যাধির কাজ করে।

পূর্ণচৈতন্য স্বভাবতঃ করুণাপরায়ণ। তিনি সুপ্ত জীবকে নাদের দ্বারা জাগাইয়া চেতন করিয়া দেন—যেন জীব জাগিয়া তাঁহার দিকে অভিমুখী হয়, তাঁহাতে মিশিতে পারে, মুক্ত হয় ও সুখী হয়। জীব জাগে বটে—কিন্তু জাগিয়া নিজের ধারণা করিতে পারে না, পূর্ণ চৈতন্যেরও ধারণা করিতে পারে না। জাগা মানে চেতন হওয়া। প্রসুপ্ত অবস্থায় চিন্মাত্র ছিল—চেতন ছিল না। চেতন হইয়াও ধারণা করিতে পারে না কেন ? কারণ, জীব অণু; তাই সে স্বরূপানুভূতিহীন —সেইজন্য ধারণা আসে না।

পক্ষান্তরে প্রবুদ্ধ জীব পূর্ণ চৈতন্যকেই স্বকীয় স্বরূপ মনে করে— ঐ জ্যোতিকে বৃহৎ বা ব্রহ্ম মনে করে। অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ তাহার জন্মে। এই সর্বপ্রথম অহংভাবের আশ্রয়—ইহা অশুদ্ধ জীবভাব। শুদ্ধদৃষ্টি স্বপ্রতিবিম্বে পতিত হইয়া মলিন প্রতি-বিম্বদৃষ্টি হয়—নিজেকে মলিন মনে করে। "একোঽহং" ভাবটাই এই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই প্রমাদ।

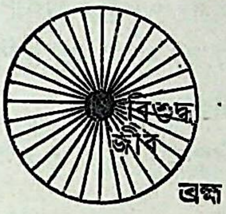

বিশুদ্ধ জীব = দীপকলিকা (ঘন জ্যোতিঃ) (বা বিম্ব)।

ব্রহ্ম = দীপপ্রভা বা প্রকাশ (প্রতিবিম্ব) বা ছায়া।

সুতরাং, ব্রহ্ম = বিশুদ্ধ জীবের ছড়ান অবস্থা।

বিশুদ্ধ জীব ভগবদংশ বলিয়া বিশুদ্ধ।

বিশুদ্ধ জীব ধীর বা স্থির চৈতন্যরূপ—সে রসরূপ ও অস্তি-রূপ। রসরূপে তার অস্তিত্ব আছে। ইহা [শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ] সর্বাবস্থাতে (আস্বাদিত ও অনাস্বাদিত) অনির্বচনীয় বলিয়া রস-রূপে বর্ণিত হয়। স্ব-স্বরূপে তাহা অস্তিত্বরূপে বোধগম্য। তাহা একও নয়, অনেকও নয়। তাহার সত্তায় ব্রহ্মের সত্তা, ব্রহ্মের সত্তায় জীবের সত্তা।

বস্তুতঃ দীপকলিকা ও তাহার প্রকাশ বা প্রভা দুই নহে, ভিন্ন নহে—কিন্তু দীপকলিকা (= শুদ্ধ জীব) চেতন হইয়া নিজের প্রকাশকে অন্য মনে করে ও তদ্‌গত হয়—ফলে স্বরূপচ্যুত হইয়া বহুস্থান অধিকার করে। তাই বহুরূপ হয়।

বিশুদ্ধ জীবের স্বরূপ মনুষ্যরূপ, নররূপ। পূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপও তাহাই। প্রথমটি অংশ, দ্বিতীয়টি অংশী। ইহাই ভেদ। এই মনুষ্যরূপ স্থিরতাসম্পন্ন—মুক্তাবস্থায় এই [বিশুদ্ধ জীবও পূর্ণের স্বরূপ] স্থিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায়। আমরা যে মানুষ দেখি তাহা স্থায়ী নহে—জন্মগ্রহণে আবার বদলায়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইলে (মুক্তিতে) আর তা বদলায় না। আদি মনুষ্যরূপী জীব ব্রহ্মরূপ ভাস প্রাপ্ত হইয়া নানা বাণী প্রকাশ করে—তাহা অসার।

মূল মনুষ্য = আদিপুরুষ = গুরু (প্রকাশবিশিষ্ট) = হংস
= রাম (সকল জীবের মধ্যে রমণ করিয়া আছেন।)
= চৈতন্য = শুদ্ধজীব = আত্মা।

মনুষ্যের ভুলেই সব কিছু হয়—ব্রহ্ম ও জগৎ।

বিশ্বাস

৭।৭।৩৮

আমি যদি আগুনকে আগুন বলিয়া না জানি ও না বিশ্বাস করি অথচ আগুনে হাত দিই, তথাপি হাত পুড়িবে। দ্রব্যশক্তি অবিচারে আপন কার্য করিবে। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারিবে না। কিন্তু এমন অবস্থাও আছে,—হাত পুড়ে না। তখন দ্রব্যশক্তি কাজ করে না। কেন? প্রতিবন্ধকবশতঃ। কি প্রতিবন্ধক? যাহাই হউক্, মূলে প্রবল বিশ্বাস। বিরুদ্ধ দ্রব্য হউক্, মন্ত্র হউক্, ইচ্ছাশক্তি হউক্—সার কথা উহাই। অতএব আসল কথা এই :—

দ্রব্যশক্তিও কাহারও বিশ্বাস-জাত। আমার চেয়ে প্রবল কেহ যদি কোন দ্রব্যে কোন শক্তি স্বীকার করেন, ইচ্ছা করেন, মানেন,—তাহা হইলে তদপেক্ষা দুর্বল জীবের পক্ষে উহা নিয়ত—তাহার বিশ্বাস থাকুক্ বা না থাকুক্। ধর—'ক' ও 'খ'। 'ক' = বড় যোগী। সে ইচ্ছা করিল—অগ্নি দগ্ধ যেন করে। ফলে অগ্নি দগ্ধ করিবে। 'খ' যদি 'ক' অপেক্ষা দুর্বল হয়, তবে সে যতই বিশ্বাস করুক্ অগ্নি পোড়াবে না, তথাপি অগ্নি পোড়াবে। প্রবলের ইচ্ছায় যে অগ্নি, দুর্বলের ইচ্ছায় তাহার সত্তা ও ক্রিয়া নষ্ট বা অভিভূত হইতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কাজেই 'খ' বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যা-ই হউক অগ্নি তাকে পোড়াবে। কিন্তু 'গ' যদি 'ক'র সমান বা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাকে অগ্নি পোড়াবে না, যদি তার ইচ্ছা না পোড়াবার হয়।

আর এক কথা ঃ—'খ' যদি 'ক'র বা 'ক' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগীর ভক্ত হয়, তবে ভক্তিপ্রভাবে 'ক'র বা ঐ যোগীর ইচ্ছাবশে অগ্নি না পোড়াতে পারে—'খ' দুর্বল হইলেও।

অতএব দ্রব্যশক্তি মূলতঃ ইচ্ছার ফল। দুর্বল জগতের মঙ্গলের জন্য বড় বড় ইচ্ছাশক্তিমান্ যোগিগণ এইপ্রকার প্রয়োজনানুসারে বস্তুতে শক্তি আধান করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ইহা ভেদদৃষ্টিতে। নতুবা ঈশ্বরের ইচ্ছা মানিলে আর কাহারও ইচ্ছা মানিবার দরকার হয় না। তবে প্রথমেই ঈশ্বরেচ্ছা মানা বিধেয় নহে। তাহা সকলের পক্ষে ধরা সহজ নহে। 'ক'র ইচ্ছায় যদি A সাদা হয়, 'খ'র ইচ্ছায় তাহা লাল হইতে পারে—'খ' শ্রেষ্ঠতর হইলে। 'গ' যদি আরও বড় হয়, তবে সে উহাকে আবার সাদা করিতে পারে বা অন্য রং। ইত্যাদি। সর্বত্রই ঈশ্বরেচ্ছা মূল বটে—তবে উপাধি আছে। তাই প্রথমে নানা ইচ্ছা মানাই ভাল।

তবে অন্তে ঈশ্বরেচ্ছা মানিতেই হইবে। ঈশ্বরেচ্ছা রূপে দেখা গেলে অন্য ইচ্ছার দ্বারা তার বদল হয় না। কারণ, সব ইচ্ছাই তাঁর নীচে—প্রতিবিম্ব মাত্র।

ঈশ্বরেচ্ছা সাধারণতঃ গুপ্ত—তাই বস্তুর যথার্থরূপ গুপ্ত। অন্য ইচ্ছা যেমন যেমন প্রবল হয়, তেমন তেমন বস্তু প্রতীয়মান হয়। অথচ অন্তরালে ঈশ্বরেচ্ছাজ বস্তুরূপ অপ্রতিহতই থাকে। রূপান্তর যতই হউক্, মূলরূপ নষ্ট হয় না।

কিন্তু তাও হইতে পারে—যদি ঈশ্বরেচ্ছা বদলায়। ঈশ্বর স্বতন্ত্র—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদলাবে কিনা বলার উপায় নাই। বদলাতেও পারে। আর যদি পূর্ণের স্বাতন্ত্র্য ধরা যায় ত' ঈশ্বরেচ্ছাও থাকে না। কারণ, উহাও ঐ স্বাতন্ত্র্যেরই বিলাস।

অতএব বস্তুশক্তি তিন প্রকার ঃ—

(১) পূর্ণের ইচ্ছা-জাত।	সহজ শক্তি ও আধেয় শক্তির ভেদ এই আলোচনা হইতে বুঝা যাবে।
(২) ঈশ্বরের ইচ্ছা-জাত।	
(৩) যোগী জীবের ইচ্ছা-জাত।	

সহজ শক্তি বস্তুসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। উহাই ঐ বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি। ইহাই ঈশ্বরেচ্ছাজ শক্তি। বস্তুর ও তচ্ছক্তির আবির্ভাব সমকালীন—তিরোভাবও তাই। সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্যন্ত যতদিন বস্তুসত্তা আছে, ততদিন ঐ শক্তি থাকে।

আধেয় শক্তি জীব-কৃত। ইহা পরবর্তী—অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী। ইহাতেও লোকের উপকার হয়—বড়র সঙ্কল্পে ছোট শক্তি পায়। তবে ছোট যদি আধানকর্তা বড়র সমান সমান হয়, তখন ঐ শক্তি আর কাজ করে না।

তখন সহজ শক্তির আশ্রয় নিতে হয়। জীব যখন ঈশ্বরভাবাপন্ন হয়, তখন সহজশক্তি তাঁর আপন শক্তি বা ইচ্ছার বিকাশরূপেই হইয়া যায়।

তথাপি নিত্য-ঈশ্বর ও কার্য-ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ভেদ থাকেই। তাই সহজ শক্তি কার্য-ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ স্তম্ভিত হইলেও নষ্ট হইতে পারে না। স্তম্ভনও সর্বদেশ ও সর্বকালগত হইতে পারে না।

বিশ্বাস হইতেই শক্তির আধান হয়। সহজ শক্তি ও আধেয় শক্তি না থাকিলেও বিশ্বাসের বলে বস্তুতে তখন তখন অভীষ্ট শক্তির আধান হয়। তবে দুর্বল লোকের বিশ্বাসবল থাকে না। তাই তার পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ শক্তি (সহজ বা আধেয়) আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতই প্রত্যক্ষ করা যাক্, বিশ্বাসের আবশ্যকতা থাকিয়াই যায়। কাহারও শক্তিমত্তা দেখিলাম—তাহাতে কি ? আমাকে উদ্ধারের শক্তি আছে কি না—কি করিয়া জানিব ? যে দুইসের উঠাইতে পারে, সে যে দশসের উঠাইতে পারিবে—তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আর পূর্ণশক্তি কি না তার ত' কোন পরীক্ষা চলে না।

দয়া দেখিলাম। তাহাতে কি ? আমাকে দয়া করিবেন কিনা, কেমনে বুঝিব ? দশজনকে হয়ত করিয়াছেন—তবুও সন্দেহ থাকেই। সর্বজীবে দয়া আছে কিনা জানার উপায় নাই।

সর্বজ্ঞত্বও তাই। কাজেই, যত বিভূতি দেখ না কেন, বিশ্বাসের scope থাকিবেই।

জীবভাবের পরীক্ষা আছে, ভগবদ্‌ভাবের পরীক্ষা নাই—হইতে পারে না। যাহাকে আমি পরীক্ষা বা বিচার দ্বারা বুঝিতে পারি—তিনি ভগবান্ নন্। তিনি যত বড়ই হউন্, জীব মাত্র। তাঁকে ধরিবার প্রধান সাধনই বিশ্বাস।

৮।৭।৩৮

সব স্থানেই সব শক্তি আছে। অটল বিশ্বাস অনুসারে তাহার স্ফুরণ হয়। সংশয় থাকিলে হয় না। সংশয় negative, বিশ্বাস positive.

প্রশ্ন হইতে পারে—আগুনে দাহিকাশক্তির সংশয়ে কি অগ্নি দগ্ধ করিবে না ? করিবে—কারণ, দাহিকাশক্তি ত' বিশ্বাসেরই ফল। স্রষ্টার সঙ্কল্পজাত শক্তি। আমি সাধারণ জীব সংশয় করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না। তবে আমি যদি সত্যসঙ্কল্প অবস্থায় উঠি, তখন আমি যদি বিশ্বাস করি 'দাহিকাশক্তি নাই', তবে শক্তি কার্য করিবে না। যদিও পূর্বসিদ্ধের বিশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপক বলিয়া আমার বিশ্বাস exhausted হইলে উহা আবার কার্য করিবে। তাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু
তর্কে বহুদূর।'

তর্ক সংশয়প্রধান।

(১)

৮।৭।৩৮
প্রাতঃকাল (পুরী)

নিজের আদর্শটা কারণে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মে অনেকটা কম—তবে কতকটা পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম স্থূলের সন্নিহিত বলিয়া স্থূলের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হয়। মনে কর—গোপালের খুব সেবক-ভাব; সে ভগবান্‌কে সেবা করিতে ভালবাসে। অথচ স্থূলে সে হয়ত একজন সাধারণ বিষয়ী। হয়ত সে সূক্ষ্মে মনে মনে ইচ্ছানুরূপ সেবা করে। কিন্তু সবসময়ে তাহার সে খেয়াল জাগে না বা মনে থাকে না। হয়ত সে হৃদয়ে বস্তুতঃ সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যপ্রিয়। যে সত্যই সংযমী, তাকে সে ভালবাসে। অথচ স্থূল জীবনে হয়ত সে অসংযত। এমত অবস্থায় গোপালের কারণকে দেখিলেই Ideal গোপালকে দেখা যাবে। সেখানে দেখিব—সে সংযত, ব্রহ্মচারী, ভগবানের অনন্য ও ঐকান্তিক সেবাপরায়ণ। তাহার প্রাণের যাহা গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা, তাহা সেখানে পূর্ণ হয়—কোন বাধা পায় না। স্থূলেই সব বাধা। কারণেই নির্মলসত্ত্বের সত্তা ও লীলটি পাওয়া যায়।

মানুষের জীবনে কত struggle আছে—হচ্ছে। তাহা এই কারণে অস্ফুট স্মৃতি ও স্থূলের সংঘর্ষ হ'তে উৎপন্ন। এই সংঘর্ষের মূলে কর্ম। কারণ কর্মের অতীত।

আমি চাই শুদ্ধ হ'তে অথচ পাপ করি—কেন? কর্মসংস্কার আমাকে জড়াইয়া কর্মজালে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাতে অনুতাপ হয় কেন? ঐ শুদ্ধাবস্থার বা inner ideal-এর স্মৃতি একটু একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিতেছে বলিয়া। সকলের অনুতাপ হয় না—তাদের ঐ স্মৃতিটা ভাল করিয়া জাগে না। ঘোর একটা আবরণ রহিয়াছে। সময়ে হৃদয়াকাশ স্বচ্ছ হ'লে নিজের আদর্শ জীবনটা হৃদয়ে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা আমি চাই, সেখানে ঠিক তাহাই হইতেছে। কিন্তু বাহ্যজীবন তদনুরূপ নহে।

এই বাহ্যকে তদনুরূপ করিতে পারিলেই আদর্শপ্রাপ্তি হইল। স্থূলে সম্পূর্ণ হয় না বটে, তবে অনেকটা হইতে পারে।

(২)

৮।৭।৩৮

প্রাতঃ

দর্শনের মাহাত্ম্য আছে।

(৩)

৮।৭।৩৮

নিত্যকর্ম না করিয়া অন্য কর্ম করিতে নাই। হৃদয়কে পরিষ্কার করিবার জন্যই, নিত্যকর্মের অধিকারের জন্যই উপনয়ন বা দীক্ষা। দীক্ষা না লইয়া ঠিক ঠিক নিত্যকর্ম চলে না। এই কর্মফলে একটা আলো তৈয়ার হয় ও হৃদয়কে আলোকিত করে। দীক্ষা না হইলে সহজে সে আলো কর্ম দ্বারা তৈয়ার হয় না। তবে তীব্র কর্ম হইলে যে না হইতে পারে, তাহা নহে। প্রত্যহ কিছু কিছু আলো জন্মাতে হয়—ফলে, প্রত্যহ একটু একটু করিয়া হৃদয় শুদ্ধ হয়, ধীরে ধীরে হয়। মনে কর—হৃদয় শুদ্ধ হইয়া দশ আনা শুদ্ধিতে স্থিত আছে। কিন্তু প্রতিদিন যে নানাপ্রকার পাপ চিন্তা ও আচরণ হয়, তাহাতে আবার আবরণ আসে। নিত্যকর্ম দ্বারা ঐ আবরণ সরিয়া যায়। দৈনিক পাপক্ষয় হইয়া চিত্তের standard—শুদ্ধি বজায় থাকে।

ঐ কর্ম তীব্রতর ভাবে হইলে আগন্তুক মল সরাইয়া চিত্তকে আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

higher standard-এর শুদ্ধি প্রাপ্ত করাইবে। যেমন এগার আনা।

এই ভাবে ষোল আনার কাছাকাছি শুদ্ধি হইলেই জ্ঞানের উদয় হইবে। তখন পূর্ণশুদ্ধি। পূর্ণশুদ্ধি জ্ঞান ভিন্ন হয় না।

কর্ম দ্বারা পৌণে ষোলআনা পবিত্রতা পাইলে জ্ঞান আসিবেই। বিলম্বের কারণ নাই। তবে পূর্বেও আসিতে পারে—কৃপার বশে। তখন জ্ঞানই শোধন করে। যাহা কর্ম করিত, তাহা জ্ঞানই করে—পরে শেষ মুহূর্তে জ্ঞান নিজমূর্তি ধারণ করে।

(৪)

৮।৭।৩৮

প্রাতঃ

প্রকৃতির আবরণটা সরে গেলেই কর্ম আরম্ভ হয়। তাহাই স্বাভাবিক কর্ম—স্বভাবজ কর্ম। আপনা-আপনি হয়। শেখাতে হয় না।

আত্মার আবরণ সরিলে জ্ঞান জাগে। তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

ভগবানের আবরণ সরিলে ভক্তি জাগে। তাহাই প্রকৃত ভক্তি। পরাভক্তি।

স্বাভাবিক কর্ম হইতে হইতে আত্মার আবরণ কাটিয়া যায়। জ্ঞানের উদয় হইলে তার সাধনা দ্বারা ভগবানের আবরণ সরিয়া যায় কিন্তু ভক্তির উদয় হইলে তাহার সাধনা দ্বারা পূর্ণব্রহ্মের আবরণ কাটিয়া যায় না।

প্রথম আবরণ কাটান নিজের হাতে নাই—শেষ আবরণ (পরব্রহ্মের) কাটাও তাই।

প্রথম আবরণ কাটিলেই মুক্তি হয়। ইহা অপরামুক্তি। ইহার তিন স্তর :—(ক) সিদ্ধ স্তর (খ) জ্ঞানী স্তর (গ) ভক্ত স্তর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তিন অবস্থাতেই জীব অপূর্ণ থাকে। শেষ আবরণ কাটিলে পরামুক্তি। ইহা পূর্ণব্রহ্ম ভাবাপন্নতা। এখানে জীবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়।

অপূর্ণ জীব মুক্ত হইয়াও তিন স্তরে যুগপৎ থাকে না। সিদ্ধিতে জ্ঞান ও ভক্তি নাই, জ্ঞানে সিদ্ধি ও ভক্তি নাই, ভক্তিতে সিদ্ধি ও জ্ঞান নাই।

পূর্ণজীব পরামুক্তিতে যুগপৎ সিদ্ধ, জ্ঞানী ও ভক্ত।

(৫)

৮।৭।৩৮

অপরাহ্ন

আমরা বিকারমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। ইহার লয়াবস্থা চক্ষু বুজিলে দেখা যায়। বিক্ষেপ অবস্থা খুলিলে দেখা যায়। ইহাই অধোদৃষ্টি ও বাহ্যদৃষ্টির দর্শন।

অধোদৃষ্টিতে প্রকৃতির আবরণ দৃষ্টিগোচর হয়—অন্ধকাররূপে। বাহ্যদৃষ্টিতে যে জগৎ দেখা যায়, তাহা ঐ অন্ধকার হইতে জাত, অন্ধকারেই স্থিত ও অন্ধকারেই লীন হইয়া থাকে।

ইহাই সংসার। গুরুকৃপাতে ইহা হইতে উদ্ধার হইয়া থাকে।

সর্বপ্রথম প্রকৃতির জাগরণ চাই। বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে যাওয়া চাই। ঐ অন্ধকারটাই আমাদের প্রকৃতি হইয়া আছে—উহাই প্রলয়ের অন্ধকার। ঐ অন্ধকারের বাহিরে যেতে হবে। 'তমসঃ পরস্তাৎ'। যথার্থ প্রকৃতি জ্যোতির্ময়।

কুণ্ডলিনী নিদ্রিত হওয়ার দরুণ ঐ অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উহাই জড়ত্ব, বাসনা, ক্লেশ ইত্যাদি।

গুরু-কটাক্ষে হৃদয়াকাশ আলোকে ভরিয়া যায়। ভিতরে একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপক স্বচ্ছ আকাশ প্রকাশিত হয়। তখন চিত্ত স্থূলদেহ হইতে অনেকটা নির্মুক্ত হয়—দেহাত্মবোধ প্রায় থাকে না। দেহ হইতে বাহির হইলেই চারিদিকে একটা অনন্ত ব্যাপী আলোর সমুদ্রে নিজে ভাসিতে থাকে। নিজে দ্রষ্টা হয়। দ্রষ্টা হইয়া স্বচ্ছ আকাশ দেখে। যাকে পূর্বে স্থূল জগৎ বলিয়া মনে করিত, সেটা তখন ঐ আলোক-সমুদ্রের তরঙ্গবৎ মনে হয়। ঐ তরঙ্গ যে প্রাক্তন ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। ইচ্ছা উদিত হইলেই তদনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব দৃশ্য লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু এলোপ তাহার নিজের দৃষ্টি হইতে জগতের দৃষ্টি নহে। এ দৃষ্টিও তাই subjective.

[ক্রমে সমষ্টি জীবদৃষ্টি লইয়া দেখিলে ঐ সৃষ্টি বা লোপ practically objective হয়—কিন্তু তথাপি বস্তুতঃ subjectiveই থাকে। ঐশ্বরিক দৃষ্টি পাইলে তখন objective হয়।]

জ্যোতির বিকাশ বা বিস্তার হইলেই স্থূলের একটি প্রতিবিম্ব ঐ জ্যোতিতে পতিত হয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই দ্রষ্টা কার্য্য করে। দ্রষ্টার চিন্তাই ক্রিয়া।

প্রকৃতির বিকাশ সম্যক্ হইলে ঐ প্রতিবিম্ব—যাহা স্থূলের আকার ছিল—তাহার আপন আকার প্রকট হয়। প্রথমে চিন্ত্য আকার তাতে দেখা যায়—দেব-দেবী ইত্যাদি। তন্ময়তা গভীর হইলে ঐ সমগ্র আকারটিই ঐ সূক্ষ্মটি ধারণ করে এবং তাহা নিজেকে নিজে দেখে। ইহাতে একটা ক্রম আছে, যেমন গণেশ দর্শন। প্রথমে নিজের বিরাট্ আকারে (প্রতিবিম্ব) গণেশদর্শন (in হৃদয়)। পরে ঐ প্রতিবিম্বাকার সমস্তটা গণেশ হইয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য আকারও হয়। এই সকলের পরে প্রকৃতি আবির্ভূতা হন। এই প্রকৃতিই জগজ্জননী—দেবতাদিগেরও প্রসূতি।

ক্রমে এক সময় আসে—তখন বুঝা যায়—আমি স্বয়ংই প্রকৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব তখন প্রকৃতির স্বরূপে আত্মদর্শন করে—নিজেকে জগতের প্রভব বলিয়া জানে। তারপর আর প্রকৃতির দর্শন হয় না। নিজেকে জাগ্রৎ পুরুষরূপে দেখিতে পায়। কিন্তু একেলা।

১০।৭।৩৮

নির্বিকল্পক অবস্থা

বিকাশ নাই।
সঙ্কল্প আছে।

বিকল্প নাই। সঙ্কল্পও নাই।
ইহাই যথার্থ নির্বিকল্পক।

নির্বিকল্পকে সত্ত্ব ও পুরুষ আলাদা হয়—তাই উভয়ই শুদ্ধ। সমান। যতক্ষণ একেবারে আলাদা না হয়, ততক্ষণ অস্মিতা থাকে—অভিমান থাকে। তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। অস্মি-রূপে যে পূর্ব-নির্বিকল্পক, তাহাই আত্মজ্ঞান। তারপর আত্মস্থিতি বা কৈবল্য। তখন সত্ত্বে পুরুষজ্যোতিঃ পড়ে না। তাই জ্ঞান থাকে না। পুরুষ হইতে যে চিৎশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, তাহাই পুরুষজ্যোতিঃ। আত্মস্থিতিতে ঐ চিৎ-শক্তি বিকীর্ণ হয় না, সত্ত্বেরও বিসদৃশ পরিণাম হয় না। তখন ঐ সৎ অসৎকল্প এবং ঐ চিৎ অচিৎকল্প। ভগবৎ-কৃপায় উভয়ই জাগে—হলাদিনী পড়ে বলিয়া। তখন দুই মিলিতে আরম্ভ করে। তাই পরাভক্তি। জীবের তখন নিজের ইচ্ছাদি থাকে না। লীলা-রাজ্য—যোগমায়া রাজ্য। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ধামই কারণ জগৎ। শুদ্ধ-ধাম। যোগমায়ার রাজ্য। আনন্দময় কোষ।

জপতত্ত্ব

১২।৭।৩৮

বাচিক জপ—অধম। কারণ, তেজঃ বাহ্যবায়ু দ্বারা বাহিরে ছড়াইয়া যায়। বেশী সঞ্চিত হতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাংশু জপ, কণ্ঠ জপ—

মানস জপ

হৃদয় জপ

অসংখ্য জপ

সব জপেই বায়ুর ক্রিয়া আছে। সূক্ষ্মজপে বায়ুর ক্রিয়াও সূক্ষ্ম। মানস জপ বা চিন্তাও বায়ুর ক্রিয়া ভিন্ন হয় না। যেখানে ক্রম, সেখানেই বায়ু। আকাশে যে জপ তাহাতে ক্রম নাই অর্থাৎ ক্রম একত্বানুবিদ্ধ। তাহা নিরন্তর। স্থূলাভিমান বা বাহ্যবোধ থাকাকালীন জপ স্থূল; সূক্ষ্মভিমান থাকাকালীন জপ সূক্ষ্ম। এই স্থূল জপেরও সূক্ষ্মত্ব আছে আবার সূক্ষ্মজপেরও স্থূল দিক্ আছে।

মানস জপের পরাবস্থাই ধ্যান। মানস জপ মনঃ পর্যন্ত। ধ্যান বুদ্ধিতে হয়। সমাধি পর্যন্ত বুদ্ধি। তারপর জ্ঞান।

জপ করিতে করিতে তেজঃ জন্মে। তাহা অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে দেখা যায়।

(১)

১৩।৭।৩৮

বিন্দু বা বীর্যের অধোগতিই মৃত্যু, উহার ঊর্ধ্বগতিই অমৃত।

বিন্দুর গতি হইতেই সৃষ্টি। অধোগতি হইতে প্রপঞ্চ সৃষ্টি—ঊর্ধ্বগতি হইতে দিব্যধাম সৃষ্টি। বিন্দু যেখানে স্থির, সেখানে সৃষ্টি নাই। যাহা অমৃত, তাহাই আনন্দ।

পুরুষ ও প্রকৃতি অশুদ্ধাবস্থায় মিলিত হইলে বিন্দুর অধোগতি হয়—তাহাই সংসার। পুরুষ ও প্রকৃতি শুদ্ধ বা চেতন হইয়া মিলিত হইলে বিন্দুর ঊর্দ্ধগতি হয়—তখন হইতেই আনন্দের আবির্ভাব। তাহাই ভক্তিরসাস্বাদন। অমৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

ঊর্দ্ধ ও অধঃ—উভয়ের মধ্যে স্থিতি।

জীব কৈবল্য পর্যন্ত উঠিলে (জ্ঞানবলে) তাহার অধোগতি থাকে না। কিন্তু তাহা পূর্ণত্ব নহে। জীব শিব হইয়া (ভক্তিবলে) যদি কৈবল্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ঊর্দ্ধগতিও থাকে না। তাহার পরে পূর্ণত্ব।

জীবভাব শোধন না করিয়া কৈবল্যে গেলে—কখন না কখনও শিবভাব প্রাপ্তির জন্য দীক্ষা নিতেই হবে। তখন ভক্তিপথে চলিয়া ঊর্দ্ধগতি শেষ করিয়া শিবভাবের পূর্ণতাতে কৈবল্য পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে। তারপর পূর্ণত্ব।

জীবভাবের পূর্ণতায় আত্মদর্শন হয়—আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়—তারপর শিবভাবের উদয়। তারপর শিবভাবের পূর্ণতায় পরমাত্ম-দর্শন হয়—পরে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি। পরে পূর্ণত্ব।

অপরোক্ষ আত্মদর্শনের একটা অবস্থা আছে। সে অবস্থায় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে নিজেকে বিবিক্ত পাওয়া যায়। পরে তাহাতে স্থিতিও হয়।

যারা ভগবদ্‌ধামে উঠে, তাদের অপরোক্ষ ভগবদ্‌-দর্শনেরও একটা অবস্থা আছে। সে অবস্থায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি হইতে নিজেকে বিবিক্তরূপে পাওয়া যায়। পরে তাতে স্থিতিও হয়।

ইহার পর পূর্ণত্ব। তখন নিজেকে আত্মরূপে, পরমাত্মরূপে ত' দর্শন হয়ই, তাহা ছাড়া বিবিক্ত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রকৃতিরূপেও দর্শন হয়। তাহাও যে নিজের বাহিরে নহে, তাহা বুঝা যায়।
এইজন্য আত্মদর্শন অপূর্ণ—পরমাত্মদর্শন ব্যাপকতর হইলেও অপূর্ণ।

আত্মদর্শন প্রথমে পরোক্ষভাবে হয়—পরে অপরোক্ষভাবে হয়।

২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাত্মদর্শন দ্বৈতদৃষ্টি, পরোক্ষ আত্মদর্শনও তাই। তবে উচ্চতর। উভয়ত্র প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে।

১৩৷৭৷৩৮

এখানে বসিয়া বসিয়া মুদিত নেত্রে সব তীর্থস্থ সব দেবদেবীকে পূজা করা যায় বা দূরস্থ সব জিনিষও দেখা যায়।

মনে কর—আমি চক্ষু বুজিয়া বিশ্বনাথ পূজা করিতেছি। এস্থলে ভিতরের পর্দাটি চরাচর জগৎ। বিশ্বনাথের মন্দির ও কুণ্ডাদি স্মরণ করিবামাত্রই ঐ স্থানের অভিব্যক্তি হয়। তখন মন ওখানে যাইয়া স্বেচ্ছামত পূজাদি করে। এই বিশ্বনাথ ও বাহ্য বিশ্বনাথ একই। বাহ্য বিশ্বনাথের কাছে যদি কোন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভক্ত থাকেন, তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমার মনোময় দেহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে। এমন কি, আমি যখন বিশ্বনাথকে মনে মনে পূজা করিতেছি, তখন অন্য ভক্ত যদি স্বস্থানে বসিয়াও মনে মনে বিশ্বনাথকে পূজা করেন, তবে তিনি বিশ্বনাথের কাছে আমাকে দেখিতে পাইবেন এবং আমি বিশ্বনাথের কাছে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। সুতরাং এই সব ব্যাপার objective, subjective মোটেই নহে।

আমি যদি বিশ্বনাথকে পূজাকালে মনে মনে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মনোময় মূর্তি সেখানে স্পষ্টভাবে আবির্ভাব হইবে, নতুবা অস্পষ্টভাবে। চিন্তা করিবামাত্রই মূর্তির আবির্ভাব অবশ্যই হইবে।

পক্ষান্তরে ঐ বিশ্বনাথকে আমার হৃদয়ে—মধ্যবিন্দুতে আকর্ষণ করিয়াও আনা যায়। অবশ্য বিশ্বনাথের প্রতিবিম্বই আসিবে। তারপর তাঁর পূজা করা যায়। কিন্তু এ পূজা অন্যপ্রকার। ইহা অভেদে পূজা। ইহা বিশ্বনাথরূপে আত্মারই পূজা। ইহা উৎকৃষ্ট। ইহা একপ্রকার সাকার আত্মোপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে সমগ্র জগৎ ঐ মধ্যবিন্দুতে আসিলেই নিরাকার আত্মদর্শন হয়। চারিদিকে বিশাল জ্যোতিঃ দেখা যায়।

১৩।৭।৩৮

অন্তঃসংহারে ক্রম—

(১) অন্ধকারে জগতের লয়। এই অন্ধকার চক্ষু মুদিলে দেখা যায়।

যোগাচার

(২) তারপর জ্যোতির উদয় ও বিকাশ। ভিতরটি জ্যোতির্ময়। এই জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ মনোময়রূপে ভাসে। ইচ্ছা দ্বারা দেখা যায়।

(৩) তারপর জ্যোতির শোধন। ভিতর জ্যোতির্ময়। এই জ্যোতিতে সমগ্র মনোময় জগৎ আত্মারূপে ভাসে। ইহা আত্মদর্শন।

মাধ্যমিক

(৪) পরে এই আত্মদর্শন থাকে না। আত্মা থাকে —শূন্য থাকে।

(৫) পরে ভাগবত জ্যোতির বিকাশ। ভগবদ্ ধাম।

১৪।৭।৩৮

সৎ শিষ্য হইলে সদ্‌গুরু আপনিই আসিবে। সৎ শিষ্য=যাহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, যাহার সংশয় নাই, যে যথার্থ শ্রদ্ধালু—স্বভাবতঃ শ্রদ্ধালু, বাহ্যগুণ বা বিভূতির জন্য শ্রদ্ধালু নহে।

সদ্‌গুরু হইলে সৎ শিষ্য আপনিই হইবে। শিষ্যের সব দোষ কাটিবেই—এমন কি, অবিশ্বাস পর্যন্ত। সদ্‌গুরু=পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি সামান্য ও বিশেষ জ্ঞানবান্, যাঁহার সামান্য দয়া ও বিশেষ দয়া দুই-ই আছে, যিনি সর্বশক্তিমান্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরু ও সৎ শিষ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

গুরুভাবের ক্রমোৎকর্ষ ঃ—

গুরুত্ব	১-৪ কলা।	সামান্য রূপ।	Supplemented by	শিষ্যের	কর্ম	—	বিশেষ।
„	৫-৮ „ ।	„ „	„	„	„	„	„ ।
„	৯-১২ „ ।	বিশেষ „	„	„	„	„	-সামান্য।
„	১৩-১৬ „ ।	„ „	„	„	„	„	„ ।

„ ১৬ কলা = সদ্‌গুরু। শিষ্যের কর্ম = O

সদ্‌গুরু ভাবের স্ফুরণে অপেক্ষিত = শিষ্যের আত্মসমর্পণ। শিষ্যের কিছু করিবার থাকে না।

গুরু যখন সত্যসত্যই গুরু হন—সদ্‌গুরু হন—তখন শিষ্য সৎ শিষ্য হয়। তখন শিষ্যের আর কিছু করিবার থাকে না—সে আত্মনিবেদন করে। সেটা পূর্ণ নির্ভরের ভাব। গুরু তখন শিষ্যকে অঙ্গীকার—আত্মসাৎ—করেন।

পক্ষান্তরে যখন শিষ্য প্রকৃত শিষ্য হয়—passive হয়, শাসনযোগ্য হয়—তখন তার কর্মত্যাগ হইয়া যায়, সর্বধর্ম পরিত্যাগ হয় ও শরণাগতি হয়, তখন সদ্‌গুরু আবির্ভূত হন।

শিষ্যের শিষ্যত্বোৎকর্ষ ক্রম ঃ—

শিষ্যত্ব	১-৪ কলা।	শিষ্যের	পুরুষকার থাকে	বিশেষ।
„	৪-৮ ।	„	„	„
„	৯-১২ ।	„	„	সামান্য-কর্ম
„	১৩-১৬ ।	„	„	„ „

„ ১৬ কলা = সৎশিষ্য। পূর্ণ নির্ভর ও আত্মনিবেদনের অবস্থা। এখানে শিষ্যের পুরুষকার = O। সে যন্ত্রবৎ গুরুদ্বারা চালিত হয়।

অতএব গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শিষ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষকার যখন পূর্ণতম, তখন গুরুর সামান্য কৃপা। কৃপাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকার কমিয়া আসে বা পুরুষকার কমার সঙ্গে সঙ্গে কৃপা বাড়ে।

কথাটা এই :—গুরু দীক্ষার সময়ে এমন কিছু দেন, যাহার ফলে শিষ্যের দেহাত্মবোধ ও কর্তৃত্বাভিমান কাটিয়া যায়। কর্ম করিতে করিতে একটা আল্‌গা ভাব আসিতে থাকে। তখন বুঝা যায় আমি কর্তা নহি, দ্রষ্টা মাত্র, কেউ করাচ্ছে, তাই ক্রিয়া হচ্ছে। এই ভাবটা ক্রমে বাড়ে। তাই পুরুষকার কমে। অর্থাৎ কৃপা বাড়ে। শিষ্য যখন সৎ-শিষ্য, তখন তাহার কর্তৃত্বাভিমান কিছু মাত্র নাই=0 ; তাই গুরুকৃপাই তখন একমাত্র বল। তখন গুরু=সদ্‌গুরু। তখন শিষ্য=অকর্তা। শিষ্য তখন যন্ত্রবৎ। শিষ্য তখন=সাক্ষী, দ্রষ্টা। সুতরাং যে নিরভিমান হইয়া গুরুশক্তির খেলা দেখে, সেই সৎ শিষ্য, দ্রষ্টা।

এই দ্রষ্টা-ভাব আসিলে, কর্ম সমাপ্ত হইলে, পূর্ণ কৃপারাজ্যে প্রবেশ হয়। ইহাকেই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ বলে। তখন আর নিজের অভিমান, ইচ্ছা প্রভৃতি কিছু থাকে না। ঈশ্বরেচ্ছাই মূল।

১৪।৭।৩৮

কেউ বলে—প্রত্যক্ষ দেখালে তাঁকে বিশ্বাস করব। তিনি বলেন—বিশ্বাস করলে তবে প্রত্যক্ষ দেখাব। হয় তিনি yield করবেন, নতুবা আমি yield করিব। যাহার গরজ সেই yield করিবে। সাধারণ অবস্থায় মানুষেরই yield করা উচিত। কেননা গরজ তার। আর ভগবানের মর্যাদা রাখা উচিত। একবার তাঁকে বড় করিলে—অহেতুক তাঁকে বিশ্বাস করিলে—তারপর দেখা যাবে যে, বিশ্বাস unjustified নহে। তবে, যখন ভগবানের গরজ (জীবের প্রাক্তন কর্মবশতঃ অথবা জগতের কাজের জন্য) তখন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে প্রত্যক্ষ দেখান। আগে বিশ্বাসের দাবী করেন না।

১৪।৭।৩৮

শক্তি জাগে—তা দিয়া তাঁর উপাসনা। আবার শক্তি রোধ করিয়া—তাঁকে সমর্পণ-রূপ উপাসনা। এই সময়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়।

এই জ্ঞান দিয়া তাঁর উপাসনা চলে। পরে জ্ঞান রোধ করিয়া—তাঁকে সমর্পণরূপ উপাসনা। তখন ভক্তির বিকাশ হয়।

ভক্তি দ্বারা উপাসনা চলে। পরে ভক্তির রোধ দ্বারা—তাঁকে ভক্তির অর্পণ দ্বারা উপাসনা। তখন ভক্তি থাকে না। এই সময়ে পূর্ণ মহাশক্তির বিকাশ হয়।

এই উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসনা। ইহা কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিহীন অথচ তিনের সারাংশময় ও তদতীত।

১৪।৭।৩৮
৯৷৷টা রাত্রি

পূর্ণবিশ্বাস (অর্থাৎ বিশ্বাস ১৬ কলা) থাকিলে গুরু সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁকে খুজতে হয় না। বাহিরে যে কোন জিনিষে তাঁকে ফুটাইয়া তোলা যায়। যাঁকে নিজের মধ্যে দেখা যায়, তাঁকেই অন্যের মধ্যেও দেখা যায়—যদিও অন্যে তাহা নিজে টের পায় না।

তেমনি গুরু যখন পূর্ণব্রহ্মরূপে ১৬ কলা কৃপা করিবেন, তখন শিষ্যের যোগ্যতা দেখিবেন না। শিষ্য যাহাই হউক—গুরু কৃপাতেই সে সিদ্ধ হয়। দ্রষ্টা হইয়া যায়। কর্তৃত্ব কাটিয়া যায়। তার কিছুই করিবার থাকে না।

পূর্ণ বিশ্বাস অহেতুক; গুরুমাহাত্ম্যনিরপেক্ষ। পূর্ণ কৃপাও অহেতুক; শিষ্যযোগ্যতা-নিরপেক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪।৭।৩৮

৯।টা রাত্রি

পর্দা কয়টি ? আপাততঃ তিনটি ঃ—

(ক) কালো পর্দা। এপারে বাহ্যজগৎ। কালো পর্দার উপরে সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নি জ্যোতিতে প্রকাশমান দৃশ্য প্রকাশ।

(খ) [কালো পর্দার পরে] সাদা পর্দা। এইটি দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত হয়। তার উপর দৃশ্য ফোটে। দিব্য দৃশ্য। সাদা পর্দা আলোতে ঢাকিয়া গেলে কোন দৃশ্য দেখা যায় না। এই সাদা পর্দাতেই জগৎ প্রকাশমান হয়। ইহার তুইটি স্তর ঃ—

একটি মনোময়—দৃশ্য দেখা যায় ; অপরটি বুদ্ধিময়—দৃশ্য দেখা বোধরূপে।

এই পর্দা সরিলেই আত্মদর্শন হয়। তাহা বোধাত্মক স্থিতিরূপ। আন্তর ও বাহ্য—এই ভেদ সেখানে নাই।

(১)

১৫।৭।৩৮

শুদ্ধসত্ত্বময় গোলোকাদিতেও বাসনা (শুদ্ধ) আছে, না থাকিলে আনন্দাস্বাদন হইত না—লীলা হইত না। অশুদ্ধ জগৎ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া (আত্মজ্ঞানের ফলে) যে ব্রহ্মকৈবল্য লাভ করে তাহার অবস্থা অপূর্ণ। কারণ, ঐ গোলোকের আনন্দে সে আকৃষ্ট হইতে বাধ্য। সে বৈরাগ্যবান্ বটে—তাহা জাগতিক বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে। লোকোত্তর আনন্দ ও সৌন্দর্যসন্নিকর্ষে ঐ বাসনা জাগিবেই জাগিবে। সে যতই মনে করুক—ঐ জাতীয় বাসনা তার নাই—কিন্তু তাহারও ঐ বাসনা আছে। কারণ, মনুষ্যদেহে জন্ম নিলে শুদ্ধসত্ত্বের বীজ থাকিবেই—তবে সদ্‌গুরু-কৃপার অভাববশতঃ চাপা থাকিয়া যায়। তাই কৈবল্য হইতে উদ্বোধ হয়—ঐ আনন্দের ভোগ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইপ্রকারে শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ববাসনা পূর্ণ হইলে পূর্ণব্রহ্মে স্থিতি হয়। তাহাই যথার্থ কৈবল্য। পূর্বের স্থিতিও ঐ ব্রহ্মে—তবে তাহাতে আবরণ আছে। সুষুপ্তিতে যেমন ব্রহ্মসম্পত্তি হয়—অথচ তাহার মূল্য নাই, ব্যবধান নষ্ট হয় না বলিয়া, তেমনি কৈবল্যেও ব্রহ্ম-সম্পত্তি হয়—কিন্তু তাহাও ঠিক সম্পত্তি নহে; শুদ্ধ বাসনা অতৃপ্ত থাকে বলিয়া। শুদ্ধ বাসনা তৃপ্ত হইলে যে সম্পত্তি, তাহাই সম্যক্।

(২)

(অশুদ্ধ ও শুদ্ধ) বাসনা নিবৃত্তির কি উপায়? ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আত্মদর্শনে ও সম্ভোগে অশুদ্ধ বাসনার তৃপ্তি ও উপশম হয়। কিন্তু শুদ্ধবাসনা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও থাকে। তাই আত্মসাক্ষাৎকারজন্য কৈবল্যের চরম সার্থকতা নাই। ভগবদ্দর্শনে ও সম্ভোগে শুদ্ধবাসনার নিবৃত্তি হয়।

অশুদ্ধ বাসনা থাকিতে ভগবদ্দর্শন হয় না। আবার শুদ্ধ বাসনা না থাকিলেও ভগবদ্দর্শন হয় না। তাই তিনি সকামের দুর্লভ, নিষ্কামেরও দুর্লভ। সকাম বলিতে সাধারণতঃ অশুদ্ধ কামনাই বুঝায়।

১৭।৭।৩৮

চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার, ইহা অবিবেকের অবস্থা। একটু একটু বিবেক আসিলে প্রকৃতি বা সত্ত্ব আল্‌গা হইতে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে পিছন হইতে জ্যোতিঃ ঝিলিক্ মারে।

কালো কাঁধ-উঠা পাথরের থালাতে থালা-জোড়া আমসত্ত্ব যেমন সমস্ত থালা ব্যাপিয়া থাকে, অবিবেকেও তেমনি। আমসত্ত্ব উঠাইবার সময় যেমন উহা থালে থাকিয়াও থাল হইতে আলগা হয়, দেহস্থাবস্থায় বিবেক-জ্ঞান তেমনি।

চক্ষু বুজিয়া একটি গোলা দেখা যায়—চারিদিকে আলোর কিনারা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলা নড়াচড়া করে। ঐ আলোকটি ফাঁকের আলো, উপর হইতে আসে—সহস্রারগত জ্যোতিঃ।

পুরুষ ও সত্ত্ব—উভয়ে একটু ফাঁক হইলেই ঐ আলোকটি পাওয়া যায়। ঐ আলো যতই আসে, ততই গোলা শুদ্ধ, পরিষ্কার ও জ্যোতির্ময় হয়। গোলাটি বুদ্ধি—মহত্তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ড।

আলোটি কি? শুদ্ধসত্ত্বের (চিদুজ্জ্বল)।

আলোটি = (পুরুষ [= চিৎশক্তি] + শুদ্ধসত্ত্ব) ধারা।

ঐ গোলার মধ্যেই সপ্তলোক বিদ্যমান—উহাই বিরাট। ঐ গোলাতে যে আঁধার, তাহাই অবিবেকের নিদর্শন। যখন ঐ গোলা উজ্জ্বল, অন্ধকারবিহীন,—তখন জ্ঞানের উৎকর্ষ। সম্প্রজ্ঞাতের অস্মিতায় তাহা হয়।

ঐ উজ্জ্বল গোলা = বুদ্ধিসত্ত্ব + জ্যোতিঃ।

= বুদ্ধিসত্ত্ব + শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি।

= বুদ্ধিসত্ত্ব + শুদ্ধসত্ত্ব + চিৎশক্তি with চিৎ-স্বরূপ।

ক্রমে যখন গোলা হইতে বুদ্ধিসত্ত্ব প্রায় eliminated হইয়া যাইবে, তখন যাহা থাকিবে তাহাই আত্মদর্শন in নির্বিকল্প সমাধি। তাহার পরই আত্মস্থিতি। ঐ অবস্থায় বুদ্ধিসত্ত্ব না থাকিলেও ব্যুত্থানে থাকে।

ইহার পরই অপ্রাকৃত রাজ্য। ঐ গোলাই শুদ্ধসত্ত্ব। উহার পরিণামই ভক্তি। ইহাও জ্ঞানবিশেষ, তবে সাধারণ জ্ঞান নহে। ইহা ত্রিগুণের অতীত অবস্থা। ভগবানের আত্মবিকাশের সূচনা ও প্রসারণ।

শুদ্ধসত্ত্বের সীমা নাই বলিয়া পরাভক্তি অনন্ত। তবে একটি কথা আছে। পূর্ণব্রহ্মে স্থিতি ও শক্তির খেলা দুই-ই নিত্য—অথচ যুগপৎ বর্তমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭।৭।৩৮

ঐ গোলার বাহিরে যাওয়া গুরু-কৃপা ভিন্ন সম্ভব নহে। ঐ পর্দার উপরেই সমস্ত সৃষ্টি ভাস্‌ছে। উহার পরই সত্য। ঐ পর্দাই সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। ঐ ঢাক্‌না খুলিতে হইবে। তবে সত্যদর্শন হইবে। উহাই বৌদ্ধদের সংবৃতি। বুদ্ধিকেই 'সংবৃতি' বলে। প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ-সত্ত্বের যে পর্দা, তাহাও একটি আবরণ, কারণ উহাও গুণ। পূর্ণ সত্য উহারও পর-পারে।

প্রথম আবরণ ভেদ হইলেই বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া পুরুষস্বরূপে স্থিতি হয়। কৈবল্য। বৌদ্ধদের ইহা ১ম আবরণহানির অবস্থা। ইহা = ক্লেশাবরণ—বিমুক্তি। দ্বিতীয় আবরণ কাটিলে বৌদ্ধদের জ্ঞেয়া-বরণ-বিমুক্তি হয়। ইহাই বুদ্ধত্ব। ইহাই অদ্বয়ভাব। ১ম আবরণ কাটিলেও দ্বৈতভাবের নিবৃত্তি হয় না। তবে মলিন বাসনা থাকে না।

প্রথম আবরণ কাটার পর সমগ্র অবস্থাই জ্ঞানের অবস্থা। ভক্তি ঐ অবস্থারই পরিপক্ব ফল মাত্র।

(১) শুদ্ধসত্ত্বরূপ উজ্জ্বল গোলা = সূর্য in চিদাকাশ।

(২) বুদ্ধিসত্ত্বরূপ " " = সূর্য in হৃদয়াকাশ বা চিত্তাকাশ।

(৩) বাহ্যসূর্য = in ভূতাকাশ।

বাহ্যসূর্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রকাশিত হয়। আন্তর সূর্যে (বুদ্ধিসত্ত্বে) মানস জগৎ—সূক্ষ্ম জগৎ—আলোকিত হয়। চিদাকাশের সূর্যে নিত্যধামসকল আলোকিত হয়—কারণ-জগৎ-প্রকাশিত হয়।

প্রত্যেক মনুষ্য চক্ষু বুজিলে ঐ একই গোলা দেখিতে পায়। বাহ্য-জগতে যেমন আমরা নানাস্থান হইতে একই সূর্য দেখিতে পাই, তদ্রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরেও ঐ একই সূর্য দেখি। কারণ, বুদ্ধি একই। তবে দেহভেদে তাহার প্রতিবিম্বটি ভিন্ন হয় মাত্র।

(১)

১৯।৭।৩৮

জ্ঞানভিন্ন স্থিতি নাই। এই স্থিতিই আসনসিদ্ধি। কর্মে যে যে আসনসিদ্ধি হয়, তাহা থাকেনা। আসন নাড়া দিলেই পতন হয়। জ্ঞানে পতন নাই। তবে জ্ঞান একেবারে শুদ্ধ না হইলে দুই একবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য অংশ নামিয়া পড়িতে পারে—তবে স্থিতি ঠিক থাকে।

(২)

শুদ্ধসত্ত্ব — সন্ধিনী শক্তি	}	
আত্মা — সম্বিৎ শক্তি	}	সব মিলিয়া পূর্ণ শক্তি।
ঈশ্বর — হলাদিনী শক্তি	}	

পরাশক্তি বা পূর্ণশক্তির দ্বারা কৃপা হইতে পারে।
সন্ধিনী শক্তির দ্বারা কৃপা হইতে পারে।
সম্বিৎশক্তির দ্বারা কৃপা হইতে পারে।
হলাদিনী শক্তির দ্বারা কৃপা হইতে পারে।

সন্ধিনী কাজ করে মলিন সত্ত্বের বা মনের বা বুদ্ধির উপর। ফল—চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত পূর্ণতয়া শুদ্ধ হইলে মন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। উহাই শুদ্ধমন বা শুদ্ধসত্ত্ব। তখন তাহার উপর সম্বিৎশক্তি কাজ করে। ফলে আত্মদর্শন ও স্থিতি হয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত শুদ্ধ মনটিই আত্মারূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় ও স্থিতি হয়। তাহার পর হলাদিনী শক্তির ক্রিয়া হয়। তখন মন (শুদ্ধ) ও আত্মার (শুদ্ধ) মিলন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

একদিকে ব্যষ্টিরূপে,
বহুআত্মা + বহুমন ঃ
ফল—
অনন্ত প্রকার অনন্ত আস্বাদন

অপরদিকে সমষ্টিরূপে
এক আত্মা বা পরমাত্মা + একমন ঃ
ফল—
এক মহাআস্বাদন অনন্ত আস্বাদন
অন্তর্ভুক্ত

দাস্য ঐশ্বর্য্য

মাধুর্য্য
পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা

আনন্দ

চিৎ সৎ

চিৎ ও সতের বিবেক যেখানে পূর্ণ, সেখানে আনন্দ মোটেই নাই।

সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতির ফলে আর আনন্দ থাকে না। তার পূর্বে মাখামাখি ছিল বলিয়া আনন্দ ছিল—যদিও তাহা লৌকিক।

পরে আবার ঐ দুইয়ের মিলনে আনন্দ হয়—তাহা অলৌকিক। তাহা ভগবদ্‌ধামের আস্বাদন—ভক্তিরস।

দুইয়ের মিলন যেখানে পূর্ণ, সেখানে আনন্দ পূর্ণ। সুতরাং অব্যক্ত, লীলাতীত।

শৈব ও বৈষ্ণব-সাধনে পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব সাধন দাস্যপ্রধান। শৈব = ঐশ্বর্যপ্রধান। বৈষ্ণব = জীব অণু, তাহার সত্বও শুদ্ধ হইলেও অণু। ঐ সত্ব ক্রমশঃ আপূরণ হইয়া ব্যাপক হয়—তখন তাহার শৈবী শক্তি হয়। ফলে অণু আত্মাও ব্যাপক আত্মারূপে = (শিবরূপে) প্রকাশ পায়।

ঐ ব্যাপ্তির রহস্য বৈষ্ণব সাধনে নাই।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯।৭।৩৮

পুরী, প্রাতঃকাল

চিন্তা করিলেই চিত্তাকাশে নিজের duplicate সঞ্চরণ করে। যাহাকে চিন্তা করা যায়, তাহার duplicateও আসে। ইহার তিনটি স্তর—

(ক) যতদিন হৃদয় তমসাচ্ছন্ন, ততদিন ঐ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু হয়। তবে তাহার প্রভাব মন্দ।

আঁধার পর্দা সরিয়া গেলে	(খ) যখন হৃদয় আলোকিত, তখন ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। ফল খুব স্পষ্ট।
আলোর পর্দা সরিয়া গেলে	(গ) যখন উজ্জ্বল গোলাটি বা বুদ্ধির স্বচ্ছ পর্দা সরিয়া গেছে, তখন প্রত্যক্ষভাবে ইহা হয়। ব্যবধান থাকে না—কালগত বা দেশগত। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১)

যেমন আমি মনে মনে মাকে পূজা করিতেছি। মার আঁধার পর্দা আছে।

(ক) আমার duplicate চিত্তাকাশে মার duplicate-কে ফুল

| আমার আঁধার পর্দা থাকাকালে |

দিয়া পূজা করিবে। আমি দেখিতে পাই না। মার ভিতর যদি আলোকিত না হয়, তাহা হইলে তিনি কিছু দেখিতে পাইবেন না—আমিও পাইব না।

| আমার আঁধার পর্দা সরিলে |

(খ) এই অবস্থায় আমি স্পষ্ট দেখি পাইব যে, আমার duplicate মার duplicate-কে পূজা করিতেছে। কিন্তু মা বুঝিতে পারিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গ) এই অবস্থায় আমি প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষ মাকে পূজা করিতেছি। আমার duplicate পূজা করিতেছে না—duplicate

আমার আলোর পর্দা সরিলে	তখন নাই। পর্দারূপ (বুদ্ধি) দর্পণ নাই—

তাই duplicate নাই। আমার duplicate নাই—মার duplicateও নাই। মাও টের পাবেন। এমন কি, পূজার ফুল তাঁহার নিকট পরেও পড়িয়া থাকিবে।

(২)

মার যদি আঁধার পর্দা সরিয়া গিয়া থাকে ঃ—

(ক) এই অবস্থায় আমি আঁধারে থাকিলেও ও নিজে মনে মনে তাঁকে পূজা করিয়া তাঁকে দেখিতে না পাইলেও তিনি আমার পূজা দেখিতে পাইবেন। দেখিবেন আমার duplicate তাঁর dnplicate-কে পূজা করিতেছে।

(খ) এক্ষেত্রে মা আমার duplicateএর পূজা দেখিতে পাইবেন —আমিও পাব।

(গ) এই ক্ষেত্রে আমি মাকে পূজা করিতেই মা দেখিবেন যে, তাঁর হৃদয়স্থ আমার duplicate তৎক্ষণাৎ স্থূলাকার ধারণ করিয়া পূজা করিতেছে।

৩

মার যদি আলোর পর্দা সরিয়া গিয়া থাকে—

(ক) মার কোন duplicate নাই। তিনি আমার duplicate-কে পূজা করিতে দেখিবেন--নিজের সম্মুখে। তাঁর duplicate-এর সম্মুখে নহে। তাঁর duplicate নাই। অথচ আমি আঁধারে আছি বলিয়া আমি টের পাই না।

(খ) মা দেখিবেন—তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে আমার duplicate

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করিতেছে। আমিও দেখিতে পাইব। প্রত্যক্ষ মাকে দেখিব। তাঁর duplicate-কে নহে।

(গ) মা দেখিবেন—তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে আমি স্বয়ং পূজা করিতেছি, আমার duplicate নহে। আমার duplicate নাই, মা'রও নাই। আমিও দেখিব—প্রত্যক্ষভাবে মা'র পূজা করিতেছি।

২১।৭।৩৮

(ক) সুখ দুঃখ = বস্তুতঃ, সবই দুঃখ। ইহাই প্রপঞ্চ। এখানে সুখও আছে—কিন্তু তাহাও দুঃখমধ্যে গণনীয়। যে বিবেকী, সে তাহা দুঃখরূপেই দেখে। 'সর্বং দুঃখং বিবেকিনঃ'।

এখানে দুঃখই সুখাকার ধরে

(খ) সুখ-দুঃখ নাই। ইহাই দুঃখনিবৃত্তি। এখানে দুঃখ নাই —যাহাকে সুখ বলে, তাহাও নাই। শান্তি। কৈবল্য।

(গ) সুখ-দুঃখ = সবই বস্তুতঃ সুখ বা আনন্দ। ইহাই জগৎ, আনন্দময়—কোষ। ভগবদ্‌ধাম। এখানে দুঃখও আনন্দ। রসাবস্থা। বিরহেও আনন্দ আছে। আনন্দই আস্বাদনের জন্য নানা আকার ধারণ করে। দুঃখ শোক, রোদন, ক্রোধ—এসবও আনন্দেরই বিলাস।

পূর্ণ—এখানে সবই আছে—বাস্তব দুঃখ অথচ প্রতীয়মান সুখ-দুঃখ (প্রপঞ্চ), সুখ দুঃখাভাব বা শান্তি, বাস্তব সুখ অথচ প্রতীয়মান সুখ-দুঃখ (লীলা)—অথচ সর্বাতীত।

২১।৭।৩৮

সঙ্কল্প করিয়া জপ—সঙ্কল্পে গণ্ডী নির্মাণ হয়—আধার বা পাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈয়ার হয়। জপে শক্তির আকর্ষণ হয়। জপজনিত আকৃষ্ট তেজঃ ঐ গণ্ডীতে সঞ্চিত হয়, বাহির হইয়া যায় না। ঐ গণ্ডী বা আধার সত্ত্বগুণময়, তাই সঙ্কল্প ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না।

২২।৭।৩৮

যেখানে যে প্রকার atmosphere, সেখানে সেই প্রকার জীব বাস করে ও যাতায়াত করে। Atmosphere = সত্ত্বের বিকিরণ (তেজঃ, বায়ু etc)।

চিত্তে নানা প্রকার চিন্তা-মূর্তির সঞ্চার হয়। কেন ? তাদের উপযুক্ত atmosphere চিত্তে আছে বলিয়া। চিত্তে যদি উচ্চস্তরের তেজঃ ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ তেজের উপযোগী ভাব চিত্তে উদিত হইবে—নিম্নস্তরের ভাব চিত্তে উঠিবেই না। আবার এমন তেজ ঢালা যায়, যাহাতে কোন ভাব আসিতে পারে না, স্থিতিও পায় না।

২২।৭।৩৮

ক্রমটি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে :—

(১) কর্ম (= দেবতার উপাসনা)। ইহা বাহ্য। ফল স্বর্গ পর্যন্ত।

(২) উপাসনা = কর্ম + জ্ঞান (বা আত্মার উপাসনা)।

ভক্তি

(ক) সগুণ নিরাকার উপাসনা (= কর্ম + সগুণ নিরাকার আত্মার উপাসনা) স্থিতি ঈশ্বরে।

(খ) সগুণ সাকার উপাসনা (= কর্ম + সগুণ সাকার আত্মার উপাসনা)। ফল—ইষ্টদেবতার সহিত একাত্মতাবোধ। ইষ্টদেবতা = ব্রহ্মজ্ঞ লোকাধিষ্ঠাতা মুক্ত পুরুষ। স্থিতি—লোকাধিষ্ঠাতাতে upto বৈকুণ্ঠ গোলোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান | (গ) নির্গুণ উপাসনা (=কর্ম+নির্গুণ আত্মার উপাসনা) ফল কার্যব্রহ্মের সহিত একাত্মতা-বোধ। স্থিতি-অক্ষর ব্রহ্মে।

২২।৭।৩৮

শুদ্ধকর্ম— অ-জ্ঞান রাজ্য (দেবতার উপাসনা)।

জ্ঞানমিশ্র কর্ম—জ্ঞানালোকালোকিত অজ্ঞান রাজ্য (দেবতাকে উপাসনা —তাতে আত্মদর্শন) ক্ষণিক আত্মদর্শন বা জ্ঞান।

কর্মমিশ্রজ্ঞান—অ-জ্ঞানমিশ্র জ্ঞানরাজ্য (আত্মাকে দেবতারূপে উপাসনা)।

শুদ্ধজ্ঞান—

ভক্তিমিশ্র জ্ঞান—(আত্মাকে ভগবদ্‌রূপে বা ব্রহ্মরূপে দর্শন)। ইহা ভজন নহে। শুদ্ধজ্ঞানে আনন্দ নাই—এতে আনন্দ আছে, ভগবদ্‌রূপে দেখার দরুণ। এখানে আত্মায় ভগবানের প্রতিবিম্বমাত্র দর্শন হয়। তাই আনন্দ। ঠিক ভক্তি নয়। ক্ষণিক ভগবদ্‌দর্শন বা ভক্তির উদয়। ইহা সত্য ভগবানের দর্শন।

জ্ঞানমিশ্র ভক্তি—(ভগবান্‌কে আত্মারূপে ভজন)।

শুদ্ধাভক্তি— (ভগবান্‌কে ভগবদ্‌রূপে ভজন)।

দেবতাকে উপাসনা করিতে করিতে—যদি জ্ঞানোদয় হয়—তাতে আত্মদর্শন হয়। তখন দেবতাদর্শন হয় না, শুধু আত্মাই দেখা যায়। এই আত্মদর্শন আর যায় না। তবে চিত্তের যে অবস্থায় ইহা হইয়াছিল, তাহা না থাকিলেও আত্মদর্শন থাকিয়া যায়। চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ আত্মাই দেখা যায়। ব্যুত্থিত হইলে আত্মা দেখা যায়। জগৎও দেখা যায়। তবে আত্মাকে নিত্য, চিদ্রূপ দেখা যায়, অবিচ্ছিন্ন—জগদ্রূপ, তরঙ্গরূপ। জগতের যাবতীয় বস্তুতে ভিতরে বাহিরে

২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মদর্শন বজায় থাকে। এই সকল বস্তু মিথ্যা, জড় বলিয়া প্রতীত হয়।

এই দর্শন—সর্বত্র আত্মদর্শন, সর্বকে আত্মরূপে দর্শন নহে। এখনও জগৎকে ও জীবকে আত্মা বা চিৎ ও নিত্যসত্য বলিয়া জানা যায় নাই।

এই অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে সাধক জ্ঞানীর জীব ও জগদ্ভাব হইতে আপাততঃ মুক্ত হইয়া নির্গুণ আত্মভাবে স্থিতি হয়। যেমন দর্শন, তদনুরূপ স্থিতি।

কিন্তু ইহা অপূর্ণতা। কারণ জীব-জগৎ বাদ পড়িয়াছে। যেমন দেবতারাধনা হইতে আত্মদর্শন হইলে পরে দেবতা মিথ্যা প্রতীত হয়। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইলে যখন ভূত ও চিত্ত শুদ্ধ হয়—তখন জগৎ ও জীব শুদ্ধ হয়—যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শুদ্ধ হয়—তখন দেবভাব অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া যায়—চিন্ময় হইয়া যায়। ঐ দেবভাব তখন চিদাকার বলিয়া উহা আত্মারই রূপ বলিয়া প্রতীত হয়—তাই জড় ও মিথ্যা প্রতীতি আর তখন থাকে না। ইহাই 'আশ্রয়পরাবৃত্তি'। তখন বুঝা যায়—ঐ দেবতা আত্মারই সাকার রূপ। ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ না কাটিলে আশ্রয়পরাবৃত্তি হয় না।

যাহাকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্য বা আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিলাম, তাহার পরাবর্ত্তন (transmutation) হওয়া চাই। এই আত্ম সাক্ষাৎকার নিজের দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া হয়—তাই এই দুইটিকে চিন্ময় না করিলে পূর্ণত্ব হয় না—আশ্রয়পরাবৃত্তি হয় না। এই আত্মদর্শনের পর স্থূল ও সূক্ষ্মের পরাবর্তন হওয়া আবশ্যক। নতুবা 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' হয় না। ব্রহ্মরূপতার জন্য ইহা আবশ্যক।

২৪।৭।৩৮

সত্যমুখ—ইহাই সূর্য বা আত্মার "কল্যাণতম রূপ"। ইহা ঢাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে একটি হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা। এই পাত্র জ্যোতির্ময়—রশ্মি ছড়ান, তেজঃ বিক্ষিপ্ত।

এই রূপ যাহার সে-ই এই জ্যোতির্ময় পাত্র সরাইতে পারে, অন্যে পারে না। যাহার কল্যাণতম রূপ সে যদি ঐ বিকীর্ণ চতুর্দ্দিক্ব্যাপ্ত রশ্মিজাল অবগুণ্ঠন করে, তবে সাধক ঐ রূপ দর্শন করিতে পারে। নিজেও ঐ রূপ—ঐ পুরুষ হইয়া যায়, অর্থাৎ নিজেকেও ঐ রূপবান্ বলিয়া দেখিতে পায়।

এই যে কল্যাণতম রূপের দর্শন, ইহাই সত্যধর্মদর্শন। ঐ হিরন্ময় পাত্রই সত্যের আদিম আবরণ।

'হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫
পূষন্নেকর্ষে যম-সূর্য্য-প্রাজাপত্য-ব্যূহ রশ্মীন্!
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি॥ ১৬

(ঈশোপনিষৎ)

ইহা হইতে কয়েকটি সত্য পাই :—

(ক) ঐ পাত্রটি = বুদ্ধি (চিত্তুজ্জ্বল)। ইহাই হিরণ্যগর্ভ নামের বীজ। বুদ্ধির পরপারে সত্য। বৌদ্ধগণও বলেন—সংবৃতি ও বুদ্ধির পরই পরমার্থ। বুদ্ধির পরই বিকারসৃষ্টির শেষ।

(খ) এই জ্যোতিই যোগমায়া—যাহাতে সমাবৃত আছেন বলিয়া ভগবান্ সকলের কাছে প্রকাশমান হন না।

(গ) এই জ্যোতিঃ ভেদ করা জীবের পক্ষে নিজের বলে অসম্ভব। তাই প্রার্থনা—'ত্বম্ অপাবৃণু'—তুমি খুলিয়া দাও। তাই প্রার্থনা 'ব্যূহ রশ্মীন্' ও 'সমূহ তেজঃ'। ['তে রূপম্' বলাতে জানা যায় সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার কল্যাণতম রূপ বা স্বরূপ, তিনিই শুধু ঐ আবরণাত্মক জ্যোতিঃ—সমূহকে গুটাইয়া দ্বার মুক্ত করিতে পারেন।
অন্যে পারে না। ইহাই ভক্তিবাদ বা নির্ভরের বীজ।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥ (গীতা ৭।১৪)।

(ঙ) মাঝে এই জ্যোতিঃ আছে বলিয়াই দ্বৈত-বোধ আছে। বুদ্ধি অতিক্রম করিলে অভেদস্থিতি হয়। তাহাই সত্য। ঐ যে কল্যাণতম রূপ তাহা এখন প্রতিবিম্বভাবে দেখিতেছি বলিয়া কল্যাণতম নহে। ঐ জ্যোতির্ময় পাত্রই বুদ্ধিদর্পণ, যাহাতে প্রতিবিম্ব দেখাইতেছে। তেজের উপসংহার হইলে ঐ রূপ প্রত্যক্ষ হইবে—বিশ্বরূপে প্রকাশমান হইবে। আমিই যে ঐ রূপ, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে।

(১)

২৬।৭।৩৮

নাম— সম্বন্ধ রূপের সঙ্গে।
মন্ত্র (বীজ)— সম্বন্ধ জ্যোতির সঙ্গে।

বীজ হইতেই জন্ম হয়—জ্যোতিঃ বা লোক বা ধামে প্রবেশ হয়। তখন নাম রূপ দুই-ই পাওয়া যায়।

যখন দেবতার আবির্ভাব হয় তখন উপাস্য-উপাসক একাকার। তখন ঐ দেবতায় 'আমি অমুক' এইরূপ একটি অস্মিতাত্মক অভিমানের উদয় হয়। তারপরই উপাসক পৃথক্ হইলে তাহাতেও ঐ স্মৃতি জাগে। সে তখন ঐ নামে ডাকিলেই দেবতার সাড়া পায়। বীজে শুধু চৈতন্য ভাবটা ভাল হয়। 'আমি অমুক' এই ভাবগ্রহ হয় না। তা নামে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতাকে নাম দ্বারা জাগান যায় না। যদি দেবতা জাগা থাকে, তবে নাম দ্বারা তার অভিমুখ্য হয়. attention draw করা যায়। তখন কথা চলে, ভাব নিবেদন চলে। বীজ দ্বারা জাগান যায়। প্রণব দ্বারা যায়ই। সমগ্র বিশ্ব প্রণবে জাগে।

তবে নাম করিতে করিতে হয় কি? ঐ সকল দেবতা-ভক্তগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট। তাহাই গুরুপ্রাপ্তি। তখন বীজ পাওয়া যায়। তবে দেবতা জাগে। তখন আমার ঐ নাম ফোটে। এ নাম চিন্ময়।

পূর্বের নাম ছিল জড়।

জ্যোতির রাজ্যে নাম চিন্ময়, রূপও তাই। বাহিরে তা হইতে পারে না।

২৬।৭।৩৮

সমুদ্রে জল আছে—নানা লবণাক্ত জিনিষ আছে। Evaporation দ্বারা বিশুদ্ধ জলই উপরে ওঠে ও সেখানে সঞ্চিত হয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিও সমুদ্রবৎ। তাহা হইতেও বিশুদ্ধ সত্ত্ব উপরে উঠিয়া আলাদা থাকে। কৈবল্যে এই সত্ত্বের extraction পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

সত্ত্বশুদ্ধি ইহাই।

২৬।৭।৩৮

বুদ্ধিসত্ত্ব। আমি মনে মনে কাহাকেও প্রণাম করি। এই প্রণাম করে আমার duplicate = বুদ্ধির পরিণাম প্রতিবিম্ব। এই প্রণম্য = প্রণম্যের প্রতিবিম্ব বা বুদ্ধিস্থ। তবে বস্তুর সঙ্গে তার প্রতিবিম্বের সম্বন্ধ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিভেদ না করিলে আসল জিনিষকে ধরা যায় না। উপাস্য-উপাসক উভয়ই বস্তুতঃ বুদ্ধির বাহিরে।

পিণ্ড—জ্ঞানানন্দের পথে পিণ্ডভেদ হয়।

ব্রহ্মাণ্ড—ইহাই বুদ্ধিসত্ত্ব গোলক। ব্রহ্মরন্ধ্রপথে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ হয়।

দয়ালদেশ—বুদ্ধির পরই দয়ালদেশ। সত্য রাজ্য।

২৬।৭।৩৮

বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্ব বিম্বের প্রতিরূপ,—ঠিক ঠিক যদি বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, যদি মনের দৌরাত্ম্য (কল্পনা) না থাকে। মনের কৃত্রিমতাতে ঐ প্রতিবিম্ব বিকৃত হয়—তথাপি মূল প্রতিবিম্বের কিছু অংশ থাকে।

সেইজন্য একটু সামান্যভাবেও কোন রূপ ভাবিতে পারিলেও সমস্ত রূপটি পাওয়া যাইতে পারে—যদি হৃদয়ে আলো থাকে।

২৭।৭।৩৮

চক্ষু বুজিলেই যে অন্ধকার, ইহাই কলিযুগের চিহ্ন। ইহাই শূদ্র-বর্ণ। তারপর যখন পূর্ণ আলো হয়, তাহাই সত্যযুগ। তাহাই ব্রাহ্মণবর্ণ।

কলিযুগে জন্মিয়া অল্প বা সঠিক সাধনা দ্বারা, কেহ বা বিশেষ চেষ্টা না করিয়াই, সত্যযুগ পর্যন্ত যাইতে পারে। তাই, আমরা যত লোক দেখি—সকলেই যে কলিতে বাস করে, তাহা নহে। কেহ দ্বাপরে, কেহ ত্রেতায়, কেহ বা সত্যেও বাস করে। অধিকাংশ লোক কলিতে, তাহা সত্য। যে ইচ্ছানুসারে কলি হইতে সত্য পর্যন্ত যাওয়া আসা করিতে পারে, সে চারিযুগের লীলা দেখিতে পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যযুগে নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, অন্ধকার বা অ-জ্ঞান নাই—অবশ্য বীজ আছে। কারণ, কালের ব্যাপার।

২৭।৭।৩৮

(১) প্রথমে অন্তরাকাশ অন্ধকার। পরে উষাকালের ন্যায় প্রকাশ, সূর্য দেখা যায় না। পরে গোলক i.e. বুদ্ধিসত্ত্ব (ইষ্টদেবতা বা মন) দেখা যায়।

তখন আকাশ (চিত্তাকাশ) আলোকময়—সেই আকাশে জ্যোতি গোলক ভাসিতেছে।

(২) ক্রমশঃ সমস্ত আকাশ গোলকরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ দ্রষ্টা তখন গোলকরূপ (i.e. third eye) রন্ধ্রে প্রবেশ করে। নিজে গোলক হইয়া যায়।

(৩) পরে গোলক ভেদ হইলে আর একটি আকাশ (শুদ্ধ সত্ত্বাকাশ) প্রকাশ পায়। ক্রমে ক্রমে আর একটি গোলক (truth appearing in Sunya or ব্রহ্মরন্ধ্র) দেখা যায়। তাহাতে প্রবেশ হয়—অভেদ হয় (sunya sthiti), পরে তাহার (transcending Sunya) অতিক্রম হয়।

(৪) তখন সত্যদর্শন।

২৯।৭।৩৮

বুদ্ধিসত্ত্ব গোলক = চিত্ত। ব্যাপক জ্যোতির্ময়।

মন একটি অণু তাতে ভাসছে, ডুবছে। স্মৃতিরূপে সংস্কারের উদ্বোধ এই চিত্তে হচ্ছে। আকার দেখা যাচ্ছে। গড়তে হচ্ছে না। গড়া জিনিষ জেগে উঠছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন চেষ্টা ক'রে আকার গড়ে—ঠিক গড়তে পারে না। বিকৃত করিয়া ফেলে।

মন সদাই কাজ করছে ব'লে শুদ্ধ আকার পাওয়া যাচ্ছে না—সব বিকৃত। ঠিক প্রতিবিম্বটিকে মন ধরিতে পারে না। তাহা স্থির। তাহার আভাসকে লইয়া মন খেলে ও তাকে নানাভাবে বিকৃত করে।

মন স্থির হইয়া গেলে চিত্ত শান্ত হয়। তখন যদি তাহাতে আলো জ্বালানো যায়—তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব তাহাতে প্রতিবিম্বরূপে দেখা যায়—যুগপৎ। অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে তাহা জ্যোতিরূপী বটে। তবে ইচ্ছার লেশমাত্র থাকিলে তদনুরূপ সাকার জ্ঞান বা প্রতিবিম্বভূত আকার দাঁড়াইয়া যায়—বাকি রূপ চাপা পড়ে। কারণ, তাহা ইষ্ট নহে। ইহাই ***ইষ্টদর্শন***। এই দর্শন প্রতিবিম্বদর্শন হইলেও ও পূর্ণ-সত্য না হইলেও সত্যদর্শন। যথার্থ সত্য চিত্তের অতীত।

চিত্ত নিবৃত্ত হইলে বা দর্পণ ভাঙ্গিলে দ্রষ্টা এই প্রতিবিম্বসহ এক হয়। অর্থাৎ দ্রষ্টাই বিম্ব হইয়া যায়—অর্থাৎ বিম্ব স্বপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। বিশ্ব= চিন্ময়, তাহাই আত্মরূপে দর্শন।

যাহাকে জগৎ বলি, তাহা যে আত্মাই—তখন তাহা বুঝা যায়।

জ্ঞান না হয়ে চিত্তনিবৃত্তিতে দোষ কি? অনন্ত দোষ।

জ্ঞান হওয়া মানে—চিত্ত শুদ্ধ হওয়া। চিত্ত স্বচ্ছ ও আলোকময় হইলে ঠিক ঠিক ভাবে সত্যের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে। তখন দ্রষ্টার কাছে প্রতিবিম্বরূপে সত্যের প্রকাশ হয়। ইহাই সত্যদর্শন—যদিও ইহা বুদ্ধির ধর্ম। তারপর চিত্তদর্পণ নিরুদ্ধ হইয়া গেলে ঐ প্রতিবিম্বই বিম্ব হইয়া যায়—অথচ তাহা চিন্ময় হয়। অর্থাৎ এতক্ষণ ছিল দ্রষ্টা—আলাদা; দৃশ্য—প্রতিবিম্ব—আলাদা।

তখন প্রতিবিম্ব থাকে না, চিত্ত থাকে না। তখন দৃশ্য হয় বিম্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টাও সেই থাকে। অর্থাৎ দ্রষ্টা স্বয়ংই যে বিম্ব, তাহা জানিতে পারে অথবা বিম্ব নিজেকে নিজে বোধ করে—স্বপ্রকাশ বা চিন্ময় বা আত্মরূপ হয়। উভয় একই। আত্মা = বিম্ব ; বিম্ব = আত্মা। এইরূপে সবই আত্মা হইয়া যায়।

তবে প্রতিবিম্বরূপে সর্বকে না পাইলে দর্পণ বা চিত্তের নিরোধ হইলেও সর্বাত্মভাব আসিবে না।

কি হইবে? আমি যদি প্রতিবিম্বভাবে শিবকে পাইয়া থাকি, তবে তখন আমি যে শিব, তাহা ফুটিবে—শিবাত্মবোধ। আত্মা = শিব ; শিব = আত্মা। আমি যদি প্রতিবিম্বভাবে একটি পাথরকে পাইয়া থাকি, তবে তখন চিত্তনিরোধে ঐ পাথর যে আমার আত্মা আমি যে ঐ পাথর—উভয় অভিন্ন, তাহা পাওয়া যাইবে।

যতটুকু চৈতন্য হইবে ততটুকুকে ***আত্মারূপে*** পাওয়া যাইবে বা আত্মা যে ঐ বিশিষ্ট আকারের, তাহা পাওয়া যাইবে।

অন্য আকার unredeemed হইয়া মায়ারাজ্যে থাকিবে।

২৭।৭।৩৮

জড়সমাধি যে সকলেরই হ'তে হ'বে এমন কোন কথা নাই। সমাধির পরে নির্যাসরূপে জ্ঞানটি পাওয়া যায়। কৈবল্যের পরে ভক্তিরসটি পাওয়া যায়। যিনি গুরুকৃপায় এই দুইটি জিনিষ বীজরূপে প্রাপ্ত হন, তাহার সমাধিও হয় না—কৈবল্যও হয় না; হওয়ার রাস্তাও থাকে না। তবে চৈতন্যসমাধি হইতে পারে। যে কারণে জড়সমাধি হয়, তাহা ঐ বীজের জপে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭৷৭৷৩৮

ইন্দ্রিয়পথে তেজঃ বাহির হইয়া যাইতেছে। ঐ বাহ্য গতি রোধ করিলে একটি জ্যোতির প্রকাশ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে ঐ জ্যোতিটি প্রকাশমান থাকে। উহা আত্মা হইতে আগত চিৎ-শক্তি মনে পতিত হইয়া যে জ্যোতীরূপ ধারণ করে, তাহাই। উহা—জ্ঞান-ক্রিয়া সমষ্টি। উহাই ইন্দ্রিয়মার্গে বাহির হয়। জ্ঞানপথে জ্ঞান বেশী—কিন্তু ক্রিয়া থাকে। ক্রিয়াপথে ক্রিয়া বেশী, কিন্তু জ্ঞানাংশ থাকে। জ্ঞান+ক্রিয়া=চৈতন্য। বৈষম্য আছে বলিয়া শুদ্ধ চিৎ-শক্তি নহে।

এইপ্রকার পুরুষকার দ্বারা আত্মার আপন চিৎশক্তি ইন্দ্রিয়-সংযমের ফলে ভিতরে জ্যোতির্ময় হইয়া প্রকাশিত হয়। ক্রমশঃ তাহা মনকে উজ্জ্বল করে; এই পর্যন্ত হইতে পারে। শুদ্ধ আত্মদর্শন ইহা হইতে হয় না। সর্বদা যে তেজঃ আত্মা হইতে যাইতেছিল, তাহাই মুখ ফিরাইয়া মনোভূমিতে সঞ্চিত হইয়াছে মাত্র। এই আলোতে মনের নাশ হয় না—এমন কি মনের আত্যন্তিক শুদ্ধিও হয় না। কারণ, যে চিৎশক্তি মনে পড়িতেছে—তাহা পড়িবার পূর্বেই কিঞ্চিৎ মল-সংস্পৃষ্ট হইয়াই পড়িতেছে। মলযুক্ত না হইলে এই পথে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইত না। সাক্ষাদ্‌ভাবেই বিষয়ের উপর—অর্থাৎ তদাকার আত্মার উপর—পড়িত। মলিন তেজঃ সঞ্চিত ও একাগ্র হইলেও মলিনই থাকে। এ একাগ্রতাও ঠিক ঠিক একাগ্রতা নহে।

তবে ঠিক ঠিক একাগ্রতা হ'লে দাহিকাশক্তি জাগে। তখন মল কাটিয়া যায়। তখন আত্মদর্শন হয়। তবে মলিনতেজঃ দ্বারা একাগ্রতা, কঠিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই দীক্ষার প্রয়োজন। শুদ্ধ তেজঃ বা শুদ্ধবিদ্যা বা মন্ত্রবীজরূপে শুদ্ধসত্ত্ব একটু প্রাপ্ত হইলে ঐ একাগ্রতা ঠিক হয়। অগ্নি জ্বলে। অগ্নিতে মনের সব ময়লা কাটিয়া যায়। মন স্বয়ং নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন আত্মাই থাকেন।

২৭।৭।৩৮

শিবের মস্তকে গঙ্গা। শিবত্ব লাভ হইলে মস্তকে একটি ধারা লাভ হয়। তখন ঐ ধারাকে আশ্রয় করিয়া উপরে উঠিলেই—ঐ ধারার মূল স্থান পাওয়া যায়। তাহাই বিষ্ণুপদ।

শিব হইতে ঐ ধারা নামিয়া আসে। তখন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আবদ্ধ হ'ন। ইহাই ব্রহ্মকুণ্ড। কুণ্ড=আধার। এই ব্রহ্ম=হিরণ্য-গর্ভ। আদি—এক—জীব এখান হ'তে জগতে অবতীর্ণ।

বিষ্ণুপদ to শিব জটা=১
শিবজটা to ব্রহ্মকুণ্ড=২
ব্রহ্মকুণ্ড to ধরাতল=৩

২৭।৭।৩৮

জীব এক—অথচ অনন্ত।
শিব এক—অথচ অনন্ত।
ব্রহ্ম এক—অথচ অনন্ত।

পূর্ণে সব আছে।

কার্য ব্রহ্ম একমাত্র জীব। তাহাতেই সকল জীবের প্রতিষ্ঠা। তেমনই ঈশ্বরই শিব—তাঁতেই সকল শিব আছেন। ব্রহ্মেও তাই।

তত্তদ্‌ধামে গেলে জানা যায়—কেহ সেখানে স্থান পাইয়াছে কিনা। আমি যদি শিবত্ব লাভ করি তা'হলে আমি *'আমি'* থাকিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবাকার হইব, আবার উপাদানও শিবময় হইবে। এইরূপ অসংখ্য শিব আছেন—শিবসত্তা সর্বত্র একই, আকার শিবের বটে অথচ আলাদা আলাদা। মূল শিব যিনি, তিনি প্রকৃত শিব। অন্যত্র তাঁরই প্রতিভাস। সেখানে গেলে জানা যাবে—কোন বিশিষ্ট লোক শিবত্ব পাইয়াছেন কিনা। শিবধাম হইতে এইসব শিব বাহির হইয়া অন্যত্র যাতায়াত করেন। তবে স্থিতি ঐখানে।

সশক্তি শিব আছেন, আবার অশক্তিক শিবও আছেন। ব্রহ্ম-ভূমিতেও তাই। ব্রজভূমি—গোলোকাদি সর্বত্র তাই।

নরলোকে যেমন সকলেই নর, অথচ আলাদা আলাদা,—শিব-লোকেও তেমনি সকলেই শিব অথচ আলাদা আলাদা।

২৯।৭।৩৮

অবতারগণের, মুক্ত পুরুষগণের duplicate থাকে না। বুদ্ধিসত্ত্ব-রূপ গোলাতে তাঁদের duplicate ভাসে না।

২৯।৭।৩৮

রাত্রিবেলা

স্থিতি—ক্রিয়া

এদিকে স্থিতি, ওদিকে ক্রিয়া। মাঝখানে ইচ্ছা। ইচ্ছা না থাকিলে স্থিতি ও লীলা যুগপৎ; থাকিলে উহাই দ্বার হয়। যে ক্রিয়ার মূলে ইচ্ছা নাই, তাহার সহিত স্থিতির বিরোধ নাই—তাহাই লীলা। যে স্থিতিতে ইচ্ছা নাই, তাহার সঙ্গে লীলার বিরোধ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

- ব্রহ্ম
  - কারণ = অমূর্ত
    - পর = অক্ষর
    - অপর = ঈশ্বর
  - কাম্য = মূর্ত
    - পর = কার্যব্রহ্ম (ঈশ্বর)
    - অপর = শ্রীকৃষ্ণ

অক্ষর = দ্রষ্টা only—no দৃশ্য (আনন্দ), দৃশ্য দ্রষ্টাতে মগ্ন। একেলা দ্রষ্টা। দ্রষ্টৃত্ব অব্যক্ত। চিন্মাত্র।

ঈশ্বর = দ্রষ্টা of দৃশ্য as one and as নানা, যুগপৎ, no ক্রম। This দর্শন is অভিন্নতয়া দর্শন। There is আত্মদর্শন।

কার্যব্রহ্ম = (বিরাটপুরুষ) = দ্রষ্টা as দৃশ্য as one and as নানা, যুগপৎ। No ক্রম। This দর্শন is ভিন্নতয়া দর্শন। No আত্মদর্শন।

ব্যষ্টিজীব = দ্রষ্টা of দৃশ্য as নানা in ক্রম। ভিন্নতয়া দর্শন। No আত্মদর্শন।

মুক্তজীব = দ্রষ্টা বা দৃশ্য as নানা in ক্রম। অভিন্নতয়া দর্শন। There is আত্মদর্শন।

সাধনমুক্ত জীবের দর্শন—ক্রম থাকে; অভিন্নতয়া ও ভিন্নতয়া দর্শন।

নিত্যমুক্ত জীবের দর্শন—ক্রম থাকে।

বিদেহমুক্তের দর্শন—

জীবন্মুক্তের দর্শন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৷৮৷৩৮

চিন্তার শব্দ, রূপ প্রভৃতি আছে। মনে মনে যে সব চিন্তা উঠে, তাহা ভাষা সহযোগেই উঠে। ঐগুলি ধ্বনি। উহা বেশী জোরে হ'তে পারে, কম জোরেও হ'তে পারে। ওগুলি শুনা যায়। ওগুলি চিত্তের তরঙ্গ বা বৃত্তি, বিকল্প। উহার উপশম হইলেই চিন্তাশূন্যতা হয়—তাহাই শুদ্ধচিত্ত, তাহাই নির্বিকল্প সমাধি।

সবিকল্পে ধ্বনি থাকে।

১২৷৮৷৩৮

কার্যব্রহ্ম = ওঁ। ইহাই **সর্ব**।

পিণ্ডের কৈবল্য অনুভূতি ব্রহ্মলোকের অনুভূতি কার্যব্রহ্মের অনুভূতি	এক।

এই অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধির পরে উপলব্ধ হয়।

কার্যব্রহ্মে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড+বৈকুণ্ঠ ভাসছে। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ও বৈকুণ্ঠে কোটি কোটি পিণ্ড ভাসছে। পিণ্ডের বাহিরে বাহ্য জগৎ।

প্রতি পিণ্ড হইতে স্বকীয় ব্রহ্মাণ্ডে যাওয়ার রাস্তা আছে।—উহাই তৃতীয় নেত্র। এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য পিণ্ড আছে। ঐ পিণ্ড হইতেই উহারই ব্যাপক ব্রহ্মাণ্ডে যাওয়ার রাস্তা। প্রতি ব্রহ্মাণ্ড হইতে তৎসংসৃষ্ট বৈকুণ্ঠ বা শুদ্ধধামে যাওয়ার রাস্তা আছে।

বৈকুণ্ঠও অসংখ্য। কিন্তু সকলের শিখরে গোলোক—তাহা এক। গোলোক ভেদ হইলেই কার্যব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ। কার্যব্রহ্ম ভেদ হইলে পরব্রহ্ম। তাহাতেই ঈশ্বর ও অক্ষর রাস্তায় পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলোক পর্যন্ত নির্বিকল্প অনুভূতি ও কৈবল্য নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ লোক, বৈকুণ্ঠ বা শুদ্ধলোক বা গোলোক কোন স্থানেই অধিবাসীর স্বাভাবিক অনুভূতি নির্বিকল্প অনুভূতি ও কৈবল্য নহে। সর্বত্রই অনুভূতি সবিকল্পক। তবে ক্রমোৎকর্ষ আছে।

সুতরাং মনুষ্যদেহে কাহারও নির্বিকল্পক অনুভূতি ও কৈবল্য হইলে সে কোন লোকেই স্থিতি পাইবে না—কার্যব্রহ্মে স্থিতি পাইবে। গতিকালে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মলোকে যাইবে—সেখান হ'তে ক্রমমুক্তির নিয়মে কার্যব্রহ্মে যাইবে। ইহার কারণ, স্থূল দেহ ত্যাগ হইলেও সূক্ষ্ম ও কারণদেহ থাকে। তাই তাহাও ত্যাগের জন্য ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ ভেদ করিতে হয়। সকলেরই সূক্ষ্মদেহের উপাদান ব্রহ্মলোক হইতে ও কারণদেহের উপাদান বৈকুণ্ঠ হইতে আসে।

ব্রহ্মলোকেও কাহারও নির্বিকল্প সমাধি হইয়া কৈবল্য হইতে পারে। বৈকুণ্ঠেও পারে। উহা হইলে যদি দেহ থাকে—তাহা হইলে পরব্রহ্মজ্ঞানের সূচনার্থ পরাভক্তির আস্বাদন হয়। পরব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও সেখানে থাকিতে পারেন। আর যদি কেহ না থাকে, তাহা হইলে উপরকার দুইলোক ভেদ করিয়া কার্যব্রহ্মে গতি হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পিণ্ডসকলকে বাহিরে দেখেন না—নিজের দেহের অঙ্গরূপে দেখেন। তিনি স্বদেহের বাহিরে অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডগতিকে দেখিতে পেতে পারেন—না-ও পারেন।

পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে যাওয়ার দ্বার তৃতীয় নেত্র। ব্রহ্মাণ্ড হইতে কার্যব্রহ্মে যাওয়ার দ্বার মস্তকের চক্ষু—বস্তুতঃ এই চক্ষুই শুদ্ধধাম—বৈকুণ্ঠাদি। বিশুদ্ধ তেজঃ।

কার্যব্রহ্ম হইতে পরব্রহ্মে যাওয়ারও দ্বার আছে—তাহা ঊর্ধ্বরন্ধ্র, ব্রহ্মরন্ধ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্যব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে নামার রাস্তা আছে। এ নামা মানে—অবতরণ। নতুবা যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড ত কার্যব্রহ্মে স্থিতই আছে।

কার্যব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে স্বদেহের অন্তর্গত দেখে। কার্যব্রহ্মের বাহিরেই পরব্রহ্ম। কার্যব্রহ্ম নরাকার। ইহাই সহস্রশীর্ষা পুরুষ। ব্রহ্মাণ্ড নরাকার। ইহাও এক হিসাবে সহস্রশীর্ষা পুরুষ।

ঈশ্বর=সমগ্র দ্রষ্টা, অভিন্নরূপে, আত্মরূপে *যুগপৎ* সমগ্র দ্রষ্টা

তুরীয় | (ত্রিগুণের অতীত হইয়াও গুণাধিষ্ঠাতা তাই Is it পুরুষোত্তম্? *চিৎ-শক্তি* আছে।) | তাঁহার আত্মদর্শন নিত্য। অনাত্মদর্শন নাই। তাই মায়াতীত।

অক্ষর—এখানে দর্শনব্যাপার অব্যক্ত। তাই দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এ

তুর্য্যাতীত | (ত্রিগুণাতীত not গুণাধিষ্ঠাতা। চিৎ-স্বরূপমাত্র। No চিৎ-শক্তি। কূটস্থ) | কথার প্রয়োগ চলে না। অথচ স্বরূপই যখন *দৃক্*, স্বপ্রকাশ ভাব আছে।

কার্যব্রহ্ম—মহাসমগ্র দ্রষ্টা, ভিন্নরূপে। দ্রষ্টা এখানে নিজে

জাগ্রদাদিত্রয় | (দর্শন যুগপৎ।) মহাসমগ্র—প্রকৃতি | হ'তে ভিন্নরূপে সমগ্র দৃশ্যকে যুগপৎ দেখছে। কিন্তু ভিন্নরূপে হইলেও নিজের দেহরূপে দেখ্‌ছে —দেহাতিরিক্ত বাহ্যরূপে নহে।

মহাসমগ্র=প্রকৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডপতি = সমগ্র দ্রষ্টা + । ভিন্নরূপে। দ্রষ্টা সমগ্রকে নিজ হ'তে ভিন্নরূপে অথচ স্বদেহরূপে দেখছে। মহা-সমগ্রকে স্বদেহরূপে দেখে না—স্বদেহের বাহ্যরূপে দেখে। অবশ্য ব্যুত্থানকালেই উভয় দর্শন হয়।

(ইঁহার দর্শন ক্রমিক। পিণ্ডাপেক্ষা যুগপৎও বটে।)

পিণ্ড = খণ্ডদ্রষ্টা, ভিন্নরূপে ক্রমিক দ্রষ্টা। দৃশ্যকে নিজদেহরূপেও ও তাহার বাহিরেও দেখে। বাহিরে যাহা দেখে তাহা স্বব্রহ্মাণ্ডের অংশ।

(দর্শন ক্রমিক)

স্বব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে দৃষ্টি যায় না—কার্যব্রহ্মের দর্শন পায় না—পরব্রহ্ম তো দূরস্থ।

পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতি ও কার্যব্রহ্ম সর্বত্রই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় আছে। তারপর আর নাই।

কার্যব্রহ্মের জাগ্রদ্দশাই মহাসৃষ্টি, নিদ্রাই মহাপ্রলয়। মহাসৃষ্টি মানে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম। মহাপ্রলয় মানে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের নাশ।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। একটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশে মহাপ্রলয় হয় না, যখন যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইবে—তখন যথার্থ মহাপ্রলয়। তাহাই কার্যব্রহ্মের সুষুপ্তি।

- তবে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের নাশেও ঐ মহাসুষুপ্তির একটা অভিনয় দেখা যায়। এই সুষুপ্তিই যোগনিদ্রা,—নারায়ণের যোগনিদ্রা।

নারায়ণ কার্যব্রহ্মের একটি aspect. কার্যব্রহ্মকে মহানারায়ণ বলা চলে। ইনিই পরমপুরুষ। শুইয়া আছেন—প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতিই কারণবারি। ইহাই *আনন্দ*। তন্ত্রে ইহাকে অমৃত বলে, 'কারণ' বলে—সুরা। বেদে 'ভূতগণের মূল' বলে। (cf. 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', তৈত্তিরীয় উপ।)

সমগ্র = বুদ্ধি সমষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডপতি বুদ্ধিসত্ত্বাভিমানী (cf. ভাগবত ৩।৯।২৪ 'বিজ্ঞান শক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ' said by ব্রহ্মা), কার্যব্রহ্ম প্রকৃত্যভিমানী। মহাব্রহ্মাণ্ডপতি সমষ্টিবুদ্ধ্যভিমানী। পিণ্ড=ভূতাভিমানী। মহা-পিণ্ডও আছে।

কার্যব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ডপতির আবির্ভাব হয়। তিনি সাধনবলে নিজের হৃদয়ে লোকসকল দেখিতে পান একেবারে খোলাখুলি। তারপর ভক্তিযোগ ও সমাধানবলে নিজের মধ্যে ও লোকসকলে ব্যাপ্তভাবে ভগবানকে (কার্যব্রহ্মকে) দেখেন, আবার ঐ কার্য-ব্রহ্মে লোকসকল ও জীবাত্মা সকলকেও দেখতে পান। (ভাগবত ৩।৯।৩০-৩১)

১৮।৮।৩৮
কলিকাতা
১নং হিন্দুস্থান রোড

ঘনীভূত সত্ত্ব	গোলোক	[ভগবান]
ত্রিগুণসাম্য	কার্যব্রহ্ম	[পরমাত্মা]
ত্রিগুণাতীত	পরব্রহ্ম	[ব্রহ্ম]

কার্যব্রহ্ম=শব্দব্রহ্ম, ওঁকার, নাদ, অনাহত। ইহাই প্রকৃতি বা মায়া।

স্বরূপচৈতন্যের একদেশে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়—ঐ চৈতন্য তাতে প্রবিষ্ট হয়। (as অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং as ভোক্তা জীব)।

শুদ্ধসত্ত্বের একদেশে মিশ্রসত্ত্বের (with রজঃ) আবির্ভাব হয় etc.
তাহার " " (with তমঃ also) " " "
তাহার একদেশে বুদ্ধি বা ব্রহ্মাণ্ড ফোটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কার্য ব্রহ্মই ব্যাকরণের পশ্যন্তীবাক্। God, the son Logos. ইহা একটি জ্যোতিঃ—যাহাতে শব্দ রস প্রভৃতি সবই একাকারে আছে। কৈবল্যাবস্থাতে এইরূপেই দর্শন হয়। ঐ জ্যোতিতে বিশ্ব-জগৎ প্রতিভাসমান হয়।

নির্বিকল্প নির্বিকল্পক=আত্মদর্শন in সমাধি। No জগৎ।

সর্বত্র আত্মদর্শন (ব্যষ্টি) „ =আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন in ব্যুত্থান pervading every বস্তু in জগৎ।

সর্বত্র আত্মদর্শন (সমষ্টি) „ আত্মদর্শম pervading জগৎ (and প্রকৃতি)।

বিশ্বরূপদর্শন „ আত্মদর্শন including জগৎ (প্রকৃতি) দর্শন।

শুদ্ধ আত্মদর্শন „ আত্মদর্শন only. No জগদ্দর্শন any more. এখান হইতে সমাধির সমাধান হইয়া যায়। সুতরাং সমাধি-ব্যুত্থানের ভেদ থাকে না। চিত্তই থাকে না।

ইহাই কৈবল্য ও কার্য্যব্রহ্মে স্থিতি।

পরাভক্তি পরাভক্তির উদয় যার বিষয় পরব্রহ্ম।

পরব্রহ্মজ্ঞান পরব্রহ্মজ্ঞানের উদয়।

ব্রহ্মরূপতা ব্রহ্মরূপতা।

৯।১১।৩৮

প্রাতে

(১) বাসনা না গেলে তাকে পাওয়া যায় না। (২) তাকে না পেলে বাসনা মিটে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুই কথাই সত্য। প্রথম "তাঁকে" = নিরাকার বা পূর্ণ, দ্বিতীয় "তাঁকে" = সাকার, ভগবান।

সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—সাকারকে প্রথমে পাওয়া চাই—সাকারের সঙ্গ করিতে করিতে বাসনা (শুদ্ধ) কাটিয়া যায়। তখন নিরাকার প্রাপ্তি ঘটে। বস্তুতঃ নিরাকার = সাকার উভয়ই এক।

অতএব পূর্ণকে পেতে আরম্ভ করিলেই বাসনা মিটিতে আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্ণকে সাকার-প্রধানভাবে পাওয়া যায়—ফলে অশুদ্ধবাসনা কাটিতে থাকে। সাকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু নিরাকার প্রাপ্তি ঘটে;—অনেকে তা বুঝতে পারে না। কারণ, সাকারের জোর থাকে। চরমে সাকার বাড়তে থাকে, অশুদ্ধ বাসনা কমতে থাকে, শুদ্ধবাসনাও সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। সেই অনুপাতে নিরাকার ফুটিতে থাকে। অন্তে নিরাকার—তখন শুদ্ধবাসনা নাই, সাকার নাই, অশুদ্ধবাসনাও নাই।

৯।১১।৩৮

তাঁর কৃপা না হওয়া পর্যন্ত সবই ত' আমি। তিনি, তাঁর রূপ, তাঁর ধ্যান, জপ, সেবা—সবই আমাকেই করতে হবে। আমি ছাড়া তখন কে আছে? ইহাই পুরুষকার। ভাবনা বল, কল্পনা বল, মানসপূজা—সবই আমি কর্তৃক।

কৃপা আসিলে সব আপনি ফোটে। পুরুষকার ক্রমে কমিয়া আসে। আমি কমিয়া আসে। ইহাই চেতনার আরম্ভ, জাগরণের আরম্ভ। ফলে—'তুমি তুমি ভাব'।

চরমে আবার সবই 'আমি আমি ভাব'। 'তুমি' থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯।১১।৩৮

পেলাম প্রত্যক্ষ।

দেহের ভিতরে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, যেখানে গেলে স্যুর্যকে দেখা যায়। অবশ্য তাহা অন্তঃসূর্য। কল্পনা করিয়া দেখার দরকার হয় না। যদি বাহিরের সূর্যকে দেখা যায় বা ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে না জানিলেও ঐ দেহস্থ স্থানটি উত্তেজিত হয়—কাজ করে। ক্রমে ক্রমে ঐ অন্তঃস্থানটিতে স্যুর্যকে দেখা যায়।

দুইটি সূর্যে এক হইয়া গেলেই যথার্থ সূর্যকে পাওয়া যায়—তখন অন্তঃসূর্য ও বহিঃসূর্য উভয়ের অতীত হওয়া যায়। তখন বুঝা যায়—একই মূলসূর্য দুইস্থানে—ভিতরে ও বাহিরে—প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। তাহাই চিৎ-সূর্য। অন্তঃসূর্য—মনোময় সূর্য, বহিঃসূর্য=ভৌতিক সূর্য। মূলসূর্য—আত্মসূর্য।

সমাধিদর্শন=বহিঃসূর্য ভাবনার ফলে অন্তঃসূর্যের দর্শন। ইহা সবিকল্প দর্শন। পরে মূলসূর্যের দর্শন—ইহা নির্বিকল্পক দর্শন।

এদিকে প্রথমে যদি অন্তঃসূর্য দেখা যায়, তখন তাহাতে ভাবনা করিলে বহিঃসূর্য দর্শন হয়। পরে উভয় এক হইলে মূলসূর্যের দর্শন হয়। তাহাই সাকার আত্মদর্শন। যে আকারের হউক, অবশ্য এখানে সূর্যাকার।

শুদ্ধসত্ত্বে ভিতর-বাহির নাই। মলিনসত্ত্বে আছে। তখন, ভিতর =সত্ত্বপ্রধান; বাহির=তমঃপ্রধান।

চিদাকার in চিদাকাশ।

চিদাকারের প্রতিবিম্ব চিত্তে পড়ছে বুদ্ধিতে বৌদ্ধাকাশে—

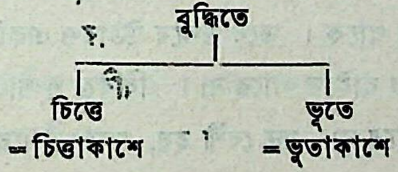

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮।১২।৩৮

চরণ-ধ্যান দুই প্রকার :—

(ক) যেন কেহ দাঁড়াইয়া—leg সহিত পাদ (খ) পায়ের নীচের দৃশ্য।

প্রথমটি পূর্বমুখদর্শনে ধ্যেয়—উপাস্যের ধ্যান। দ্বিতীয়টি উত্তর বা উর্ধ্বমুখ দর্শনে ধ্যেয়—জ্ঞেয়ের ধ্যান।

Transcendental ও নরাকার—সর্বোপরি সংস্থিত। তাঁহার চরণ হতে ধারা বাহির হচ্ছে। নীচের রাস্তায় উর্ধ্বনেত্রে দেখিলে পদ-তলই দৃষ্টিগোচর হয়। তাই জ্ঞানীর ধ্যেয় পদতল। ইহাই (খ)।

৮।১২।৩৮

শোভামার ভূমি এই বুঝি—

ভূমি = বিশ্বের বিভাগ, objective. এই বিশ্ব = ভগবৎআবেশারম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত। শুধু ভূমি দ্বারা অনুভূতি নির্ণয় হয় না। সাধকের উপাসনা ও চিত্তভাবও বিবেচ্য। ইহা subjective. সাধকের চিত্ত ও ভূমিযোগে অনুভূতি হয়।

১১।২।৩৯

স্থূলতত্ত্ব, সূক্ষ্মতত্ত্ব, কারণতত্ত্ব—তারপর মহাকারণ। ইহাই ক্রম। স্থূলতত্ত্বে সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত থাকে—তাকে স্থূল হ'তে মুক্ত করতে হয়। ইহা অবশ্য ক্রমে ক্রমে হয়। সূক্ষ্মের যতটুকু মুক্ত হইয়া বিবিক্ত হয়, তাহা উপরে উঠিতে থাকে। তবে উপরে উঠারও একটা সীমা আছে। সেখানে যাইয়া আর যাইতে পারে না। বিবিক্ত সূক্ষ্মাংশ অল্প হইলে বেশী দূর উঠিতে পারে না—যত বেশী হয়, তত উপরে উঠে। তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাসরূপে উপরে উঠার ক্ষমতা একটু মাত্র অংশেরও আছে। তাহা ততটা প্রতীতিগম্য হয় না।

তদ্রূপ সূক্ষ্মমধ্যে নিহিত কারণতত্ত্বও মুক্ত হয়—ক্রমশঃ। হইয়া উঠিতে থাকে। পূর্ব্ববৎ।

কারণমধ্যে মহাকারণ। মহাকারণের উঠানামা নাই। কারণের ক্ষোভ হইতেই মহাকারণের আভাস পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম উঠে কেন? উঠে *সূক্ষ্মসমষ্টির* টানে, তার দিকে। তদ্রূপ কারণও উঠে।

সর্বপ্রথমে যেটা উঠে সেটা কিন্তু স্থূলই। উঠিয়া স্থূলের সমষ্টিতে যাইতে চায়। তবে উত্থিত স্থূল ও পতিত স্থূলে পার্থক্য আছে।

যেটুকু উঠে, সেটুকুই জাগে। সেটুকুই শুদ্ধ হয়—ব্রহ্মে প্রবেশের যোগ্য হয়।

ক্রম এই :—

উত্থান, জাগরণ, আনন্দ বা কাম্যলাভ, পূর্ণবোধ cf. 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।

১১।২।৩৯

শিবশক্তির মিলন। এই মিলনের পূর্ণতাতেই ব্রহ্মভাব। শিব ক্রমশঃ শক্তিতে প্রবেশ করেন—অনুপ্রবেশ করেন। অথচ শিবভাব পূর্ববৎ অচ্যুত থাকিয়া যায়। যিনি প্রবিষ্ট হন, তিনি আভাস শিব বলা চলে। শিবের পক্ষে শক্তিতে প্রবেশ—পতিরূপে ও পুত্ররূপে দুই-ই।

প্রবিষ্ট হইয়া শিব শক্ত্যাকার ধারণ করেন। শক্তিই যেন হন। শক্তি তখন শিবাকার হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়বার ঐ শক্তিরূপী শিব শিবরূপী শক্তিকে আলিঙ্গন করেন।

ফল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

আগমে আছে—

'শুক্লঃ শিবো রক্তশক্ত্যাং পরাশাম্ভববেধতঃ।
রক্তশাম্ভবরূপেণ পরাতত্ত্বেন শক্তিতঃ॥
রক্তঃ শিবঃ শুক্লশক্ত্যাং পরশ ক্তৈক্যভাবতঃ।
রক্তঃ শিবঃ শুক্লশক্ত্যাং সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥'

২২।২।৩৯ সূর্যোদয়ের পূর্বে

একাগ্রতা, তারপর নিরোধ—তারপর জ্ঞান। প্রথমে জমান আবশ্যক, ছড়ান কণা সব একত্র করা চাই। জমলেই শক্ত হয়, কঠিন হয়। তারপর আঘাত দিলেই আগুন বাহির হয়। শক্ত জিনিষই আঘাতে তেজঃ বাহির করে—নরমে করে না। তাই প্রথমে একাগ্রতা চাই।

২১।৩।৩৯

আজ একটি ভাল জিনিষ পাইলাম।

সাধারণতঃ দেখা যায়—শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু লক্ষ্য রাখার অভ্যাস করা যায়। তখন প্রাণের সহিত মনের যোগ হয়। এই যোগটা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যায়। অভ্যাসের দৃঢ়তা হইতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন ঐ যোগ ভাঙ্গে না। তখনই ঠিক সাক্ষী অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যায়। ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাসের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরাকাশে প্রকাশ খুলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-অপান সমান হইয়া আসে—শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার দেখা যায়—তাহা তখন প্রকাশময় হইয়া যায়।

৬।৪।৩৯

দ্বৈতদর্শন—সম্মুখে দেখা যায়—যেন একটি গোলক। নির্গুণ উপাসনায় উহা জ্যোতির্মণ্ডল মাত্র। সগুণ উপাসনায় উহা মধ্যস্থ ইষ্ট-মূর্তির মণ্ডল।

অদ্বৈতদর্শন – ঐ মণ্ডলটি নিজের চারিদিকে প্রকাশমান হয়। নিজেকে উহার Centre-এ পাওয়া যায়। নিজে রূপধারী বা অরূপ বিন্দু (অস্মি point) যাহাই হউক না কেন, Centre ও radiation-এর ঘনত্ব সমান হ'লে দর্শন থাকে না। স্থিতি হয়।

৬।৪।৩৯

অনন্ত প্রকার বর্ণ—এসব অ-জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। এই বর্ণ-সমষ্টিকে এক জায়গায় আনিলে—পিণ্ডীভূত থাকিলে—কোনো বর্ণ থাকে না। জ্যোতিঃ হয়। তাহাই বিদ্যা বা জ্ঞান।

১৩।৪।৩৯

৮।। প্রাতঃকাল

Centre ও Circumference—চক্র (circle) মাত্রেই থাকে। শক্তি ক্রিয়াশীল হইলে কেন্দ্র হ'তে radiate করে—যতদূর যায়, তার সীমাই পরিধি। এই শক্তি উত্থিত হয় বলিয়া তার অবসান আছে—অনন্ত নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা অনন্ত, তাতে কেন্দ্র নাই সুতরাং পরিধিও নাই সুতরাং কেন্দ্র হ'তে পরিধি ও পরিধি হ'তে কেন্দ্র radiationও নাই।

Circle-ই বিন্দু। Centre-এর আত্মপ্রকাশই circle, সুতরাং centreও বিন্দু। Circle বা centre-এর অতীত = বিন্দু অতীত। তাহাই Infinite.

Centre হ'তে ধারা বহির্গত হয়; আবার মোড় ফিরে। ফিরিয়া Centre-এ ফিরিয়া আসে। মোড় যেখানে ফিরে, তাহাই পরিধি বা তদংশ। মোড় না ফিরিলে Circumference পাইতাম না—তাহা circle হইত না। তাকে circle বলিলে বলিতে হয় — এমন circle যাহার বিন্দুর ও পরিধির সন্ধান জানা যায় না। বস্তুতঃ ঐ circle-এর centreও অব্যক্ত। Centre ব্যক্ত হলে ব্যক্ত পরিধি থাকিবেই। রেখার্ এক প্রান্ত থাকিলে আর এক প্রান্ত থাকিবেই।

একটি ধারা কেন্দ্র হ'তে পরিধির দিকে যাচ্ছে—ইহাই সৃষ্টি বা প্রবৃত্তি-ধারা। আর একটি ধারা পরিধি হ'তে কেন্দ্রের দিকে আসছে—ইহাই সংহার বা নিবৃত্তিধারা। সীমাবদ্ধ চক্রে ক্রমশঃ এই দুই ধারাই খেল্‌ছে। *ক্রমশঃ* এইজন্য, যে ধারা বাহিরে যাচ্ছে, তাহা শেষ পর্যন্ত যাইয়া আবার ফিরছে। যাওয়া ও ফেরা যুগপৎ নহে—যাওয়ার পর ফেরা। কিন্তু সামান্যতঃ বাহ্য ও আন্তর প্রবাহ যুগপৎই চল্‌ছে।

কিন্তু যখন একটি বিশিষ্ট প্রবাহই যুগপৎ সৃষ্টি ও সংহারাত্মক হয়—তখনকার অবস্থা = স্থিতি। তাহা অনন্তপ্রবাহ—motion in the or towards the Infinite. এখানে absolute motion ও absolute rest মানবীয় ভাষায় অভিন্ন প্রতীত হয়,—ইহাই অদ্বৈত-ভাবের রহস্য। এই motion space-এর অতীত—ইহা infinite,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

unlimited, unconditioned. ইহাই position. আন্তর ও বাহ্যের সাম্যাবস্থাকে ভেদ করিলেই ইহার রহস্য ধরা পড়ে।

ঐ যে infinite circle-এর কথা বলা হইল—যাহার কেন্দ্র অব্যক্ত, পরিধিও অব্যক্ত, যাহার radiation অসীম, অবাধিত—উহাই মহাশক্তি। আর একদিক হ'তে দেখিলে বলা যায়—ওখানে কেন্দ্র নাই, পরিধি নাই, বিকিরণও নাই ;—উহাই পরশিব। অথচ দুই-ই এক।

সমস্ত জগৎটা বিন্দুরই অন্তর্গত।

১৩।৪।৩৯

মূলপ্রকাশ—অবর্ণ } = চিৎ (দেখা যায় না)।
উপমূলপ্রকাশ—শ্বেতবর্ণ } = শুদ্ধসত্ত্ব (দেখা যায়)।
সৃষ্টির আদি আলো পীতবর্ণ =প্রাকৃতসত্ত্ব। জ্ঞানবৃত্তি।
সৃষ্টির বৈচিত্র্যভাব নানাবর্ণ = গুণের খেলা। ভোগবৃত্তি—সুখ-দুঃখ।

নানাপ্রকার রং খেল্‌ছে—ভাবজগৎ—এই জগতের কেন্দ্র= অহঙ্কার। কর্ম ও কর্মফল এখানে। কর্তৃত্বাভিমান ও সুখ-দুঃখভোগ এখানে হয়।

এই বিভিন্ন বর্ণরাজিকে সংঘট্টন করিলে একটা জ্যোতিঃ ফোটে। এই সংঘট্টনই একাগ্রতা—সমাধি—তার ফল ঐ জ্যোতিঃ, উহাই প্রজ্ঞা। ইহা পীতবর্ণ। ইহাও বৃত্তিজ্ঞান। অন্য যাবতীয় বৃত্তিকে ইহা ভক্ষণ করে। ইহা একাগ্রবৃত্তি। যে কোন বৃত্তি একাগ্র হ'লে চরমে ঐ প্রজ্ঞা ফুটিবেই।

এই পীত জ্যোতিঃ শান্ত হ'লেই ছড়ান—ব্যাপক—সাদা আলোটি দেখিতে পাওয়া যায়। পীতজ্যোতিতে দুইটি জিনিষ আছে—সাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলো+প্রাকৃতসত্ত্ব। পীতজ্যোতিঃ হ'তে প্রাকৃতসত্ত্ব বিশ্লিষ্ট হলে— যাহা থাকে, তাহা ঐ সাদা আলো।

ঐ সাদা আলোতেও দুইটি জিনিষ আছে,—তাহা আলাদা করা অতি কঠিন। সাদা আলো=চিৎ+শুদ্ধসত্ত্ব। ইহাকে জ্ঞানচক্ষু বলে। চিৎই বস্তুতঃ প্রকাশস্বরূপ, কিন্তু তাহা দেখা যায় না। শুদ্ধসত্ত্বের যোগে তাহা সাদা আলোরূপে দৃশ্য হয়। ইহাই সাধারণতঃ চৈতন্য বলিয়া বর্ণিত হয়। বস্তুতঃ চিৎ ও শুদ্ধসত্ত্ব সদাই আছে।

Abstraction দ্বারা আলাদা করা যায়।

২৩।৪।৩৯

জাগ্রতের সারাংশ লাভ করিলে সচেতনভাবে স্বপ্নদর্শন করা যায়। জাগিয়া স্বপ্নদর্শন আবশ্যক। সাধারণতঃ অচেতন হইয়া, নিদ্রামধ্যে স্বপ্নদর্শন হয়। কিন্তু চেতন থাকিয়া স্বপ্নদর্শন করা চাই। জাগ্রতের সত্ত্ব না পাইলে তাহা সম্ভবপর হয় না। দ্রষ্টা হওয়ার অভ্যাস হইতে ইহা হয়। স্বপ্নদর্শন=সূক্ষ্ম জগদ্দর্শন। চেতন থাকিয়া স্বপ্নদর্শন মানে —ধ্যানাবস্থা। এইভাবে সমগ্র স্বপ্নজগৎ গ্রাস করিয়া—তার সারাংশ লইয়া—পুষ্ট দ্রষ্টা সুষুপ্তির সম্মুখীন হয়। সুষুপ্তির দ্রষ্টা হয়। পূর্ণভাবে সুষুপ্তিয় ভেদ করিতে পারিলে—তার সারাংশ পাইলে—তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন জগৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি যুগপৎ দর্শন হয়। চেতন দ্রষ্টার কাছে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের ক্রিয়াখেলা যুগপৎ চলিতে থাকে। এই তুরীয় দ্রষ্টাই পুরুষ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ=প্রকৃতি। যতদিন জাগ্রৎ 'স্বপ্ন ও সুপ্তিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের ভিতরে ছিল, ভোক্তা ছিল— তখন তাদের দ্রষ্টা ছিল না। এখন যথার্থ দ্রষ্টা হওয়াতে তিনই যুগপৎ দর্শন করে। ইহাই বস্তুতঃ ত্রিকালদর্শন। পূর্বে জাগ্রৎ কাটিয়া স্বপ্নে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন কাটিয়া সুপ্তিতে যেতে হ'ত—ক্রিয়া ছিল। এখন নিষ্ক্রিয় হইয়া সমগ্র প্রকৃতির খেলা যুগপৎ দেখিতে থাকে। নিজে চেতনভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই খেলা স্বপ্নবৎ মনে হয়—ঠিক যুবকের bioscope দর্শনের মতন। মিথ্যা জানা আছে, অথচ দর্শন হচ্ছে। এইভাবেই জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। সুষুপ্তিভেদ = নির্ব্বিকল্প সমাধি। ভেদ হইলে যে চৈতন্য বা আত্মার স্ফুরণ হয়, তাহা সদাকাল থাকে—তাই জগদ্দর্শন বা অনাত্মদর্শন মিথ্যা মনে হয়।

ক্রমশঃ এই স্বপ্নদর্শন উপসংহৃত হয় (সংস্কার ক্ষীণ হ'ল) তখন পুরুষ সুষুপ্তি দর্শন করে—অব্যক্ত প্রকৃতির দর্শন করে। এই সুষুপ্তি ভেদ হইলে অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষে লীন হয়। তখন পুরুষ = পরমপুরুষ। প্রকৃতি তাহার অঙ্গ হয়। ইহাই ঈশ্বরভাব।

৩।৫ ৩৯

সাত্ত্বিক পুরুষের প্রভাব ও ত্রিগুণাতীত পুরুষের প্রভাব মনুষ্যের উপর একপ্রকার হয় না। শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রভাবে মনুষ্যের চিত্ত সাত্ত্বিকভাবে ভাবিত হয় · তাহার সংস্কারগত মলিনতা অভিভূত হইয়া যায়। তবে ইহা স্থায়ী হয় না—কারণ, ঐ প্রভাব দূর হইলেই পূর্ব্বোক্ত মলিন সংস্কারসমূহ বৃত্তিরূপে জাগিয়া উঠে। কিন্তু নির্গুণ চিৎ-শক্তির প্রভাব এইপ্রকার নহে। উহার ফলে মলিন সংস্কারসকল উত্তেজিত হইতে থাকে—যাহার আধারে যে প্রকার ভাব থাকে তাহাই জাগিয়া উঠে। জাগিয়া উঠে ও বিনষ্ট হয়। ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসে যে, সকল সংস্কার কাটিয়া গেলে মনুষ্য দ্বন্দ্বাতীত ও সংস্কারবিহীন অবস্থা লাভ করে—ইহাই মুক্তাবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণাতীত পুরুষের সংসর্গে প্রথমতঃ কেহ ধার্মিক হয়, কেহ অধার্মিক হয়—চরমে উভয়েই ধর্মাধর্মের অতীত হইয়া মুক্তিলাভ করে। সাত্ত্বিক পুরুষের সংসর্গে মনুষ্য সাত্ত্বিক হয়।

নিগু'ণশক্তি=সাম্যশক্তি। ইহার প্রভাবে মনুষ্যও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য মনুষ্যে যে ভাব প্রবল থাকে, তাহাই প্রথমে প্রকটিত হয়। এই সাম্যশক্তিই ব্রহ্মশক্তি, সাত্ত্বিকশক্তি, দিব্যশক্তি। ব্রহ্মশক্তির দুইটি কার্য—(ক) জাগান (খ) জাগান ভাবকে আয়ত্ত করা, ভস্ম করা, শান্ত করা, বিনষ্ট করা, দগ্ধ করা।

মনুষ্যপ্রকৃতিতে ভালমন্দ উভয় মিশ্রিত থাকে, যে ভাব যে মাত্রায় অধিক থাকে, সেই ভাব ততটুকু উত্তেজিত হইয়া দগ্ধ হয়। যেমন—ভাল দশ আনা, মন্দ ছয় আনা। এই স্থলে চার আনা (দশ আনা—ছয় আনা=চার আনা) ব্যক্ত হয়, কার্য করে, ও নিবৃত্ত হয়। ছয় আনা ভাল ও ছয় আনা মন্দ অব্যক্ত থাকে। ইহারা যুগপৎ সমভাবে জাগে ও দগ্ধ হয়। এই সমভাবে জাগাতে একটু রহস্য আছে। Neutral হইয়া জাগে—তবে জাগরণের মাত্রা আছে। যেমন এখানে ছয় আনা।

৫।৫।৩৯

কারণ=জ্যোতিঃ; স্থূল=ঘট; সূক্ষ্ম=ঘটচ্ছায়া, ঘট থাকিলেই তাহার ছায়া থাকিবে—কারণ চারিদিকে জ্যোতি আছে। এই যে জ্যোতি ইহার একটি source আছে, যাহা হইতে ইহা নির্গত হইতেছে। ঘট হইতে ঐ source-এর বিপরীত দিকে ছায়া পতিত হয়। ঘট যতই source-এর দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহা অধিকতর luminous হয়, ততই তাহার ছায়া ব্যাপক হয়। ঘট যখন source-এ প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহার ছায়া ব্যাপক জ্যোতির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য ঘটও তখন source-এর সহিত অভিন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারান্তরে বলা যায়—source-এর যেমন আলো, ঘটের তেমনি ছায়া। ঘট যখন source-এর সহিত একীভূত তখন তার ছায়াও আলোর সঙ্গে একীভূত। অর্থাৎ তখন এক হিসাবে ঘট নাই, source-ই আছে এবং ছায়া নাই, আলোই আছে। অথচ ঘটের ব্যক্তিত্ব সর্বদাই আছে।

আসল কথা এই—ঘট='ক', 'ক' একটি অভিমান কেন্দ্র।

(১)

২৭।৫।৩৯
প্রাতঃকাল

ব্যাষ্টিভাবে প্রতিজীবের সমগ্রজীবন কারণে দেখা যায়। মহাকারণ হইতে যুগপৎ ইহা আবির্ভূত। কারণ হইতে কার্য্যরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ। কারণে যাহা নাই, কার্যে তাহা হয় না। প্রকৃতি= কারণ।

(২)

প্রপন্ন বা ভক্ত সংখ্যা রাখিয়া জপ করে না। সংখ্যা রাখিলে হিসাব রাখা হয়। ফলে কৃপা আসে না, কর্মফল আসে।

(৩)

নির্বিকল্পক মানে নিরাশ্রয়। এই অবস্থায় যাইয়া বোধ থাকিলে ও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা থাকিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গকে বাহির করিয়া পাঠানো এবং সূক্ষ্মের বা লিঙ্গের বাহির হইয়া যাতায়াত দুইটি ভিন্ন ব্যাপার। কারণে স্থিত হইলে লিঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির করা যায়—কারণের অংশরূপে ইচ্ছাবশতঃ। অবতারবৎ। উহা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। স্থূলে স্থিত হইলে সাধনবলে কখন কখন স্থূলাভিনিবেশ কমিয়া গেলে লিঙ্গ বাহির হইয়া যায়। আবার ফিরে। স্বপ্নেও হয়। Control থাকে না।

৬।৬।৩৯

পুরীধাম

অব্যক্ত (এখানে matter ও form এক। Transcendent) ইহাই বীজস্থান।

প্রথম ক্ষেত্র = কারণ-বারি-সত্ত্বগুণ সমষ্টি। বীজ সংযোগে কারণ দেহ ও কারণ জগৎ জন্মে। কারণদেহ = বীজ^{২} ।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র = লিঙ্গজ্যোতিঃ। বীজ^{২} যোগে লিঙ্গদেহ ও সূক্ষ্মজগৎ জন্ম। লিঙ্গদেহ = বীজ^{৩} ।

তৃতীয় ক্ষেত্র = ভূতাকাশ বা ভূতজ্যোতিঃ। বীজ^{৩} যোগে হয় স্থূলদেহ। স্থূলজগৎ।

সংহার হয় অগ্নিজ্যোতিতে। পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি আছে। অগ্নি^{১} স্থূলদেহে ফেলিলে স্থূল উপাদান আলাদা হইয়া যায়—স্থূল আকাশ হয়। লিঙ্গদেহ উপরে সরিয়া যায়। অগ্নি^{২} লিঙ্গদেহে ফেলিলে লিঙ্গ-উপাদান আলাদা হইয়া যায়—লিঙ্গজ্যোতিতে বা চিত্তাকাশে পরিণত হয়। কারণদেহ উপরে সরিয়া যায়।

অগ্নি^{৩} কারণদেহে ফেলিলে কারণ-উপাদান আলাদা হয়—কারণ-বারিতে বা চিদাকাশে পরিণত হয়। মহাকারণদেহ উপরে সরিয়া পড়ে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবি-রাজ ভারতীয় সাধনা ও মনীষার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম। অলোকসামান্য প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল। কাশীধামে অর্ধশত-কের উর্ধকাল তিনি জ্ঞানচর্চায় ও সাধনার অনুশীলনে নিমগ্ন আছেন এবং সকলের কাছে সচল বিশ্বনাথ-রূপে পূজিত
সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন।

ইঁহার জন্ম ১৮৮৭ সালে, ৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গের ধামর
গ্রামে।

ঢাকা জুবিলা স্কুল হইতে ১৯০৫ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষ
উত্তীর্ণ হইয়া স্বাস্থ্যের কারণে উচ্চতর শিক্ষালাভার্থে জয়পু
গমন করেন। পরে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য কাশীতে আ
এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ
এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনও প্রারম্ভ হয় কাশীতেই, প্রথম বেনারস কুই
কলেজের (অধুনা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়) সরস্বতী ভব
গ্রন্থাগারিকরূপে পরে তাহারই অধ্যক্ষরূপে বিশিষ্ট কীর্তি অ
করেন। এই সময়ই সরস্বতী ভবন টেকস্ট ও স্টাডিজ
শিরোনামে তাঁহার সম্পাদনায় বহু অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থ ও
সম্বন্ধে আলোচনাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁ
অজস্র নিবন্ধ ও গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থা
ভারত সরকার তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ও পদ্মবিভূষণ উপাধি
ভূষিত করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাম্মানিক
লিট. উপাধি প্রদান করেন।

কিন্তু এসব পরিচয় তাঁহার বাহ্য পরিচয়মাত্র। তাঁ
অন্তর্জীবনের অতলস্পর্শী অনুভবের মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ-পরি
বিধৃত আছে। এই গ্রন্থে তাহারই সামান্য উদ্ঘাটন করা হই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi